দক্ষিণেশ্বর

[প্রথম খণ্ড]

ধীরেন্দ্রনাথ

ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস

মূল্য তিন টাকা

প্রকাশক
শ্রীগিরিজাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,
ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস,
৫১সি, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম,
সিউরী
ও
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তোষ-সেবায়তন।
২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর।

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়,
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা।

নিবেদন।

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা,
ধেয়ানে তোমার আপনি দিয়াছে ধরা,
বিশ্বের শির যেথায় নিয়াছ টানি'
সেথায় আমার প্রণাম দিলাম আনি।"

-রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকবির পরিণত জীবনের এই ভক্তি-নতি ও প্রাণের আকুতিই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে,—দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর আজ "বিশ্বের ঠাকুর"। মনীষী রোঁমা রোঁলা, স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাস্‌বেণ্ড্, প্রেসিডেণ্ট্ ডাঃ রবিনসন্, ডাঃ মিজ্, মহাত্মা গান্ধী ও আরো কত কত মনীষী মরমী শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে হৃদয় উজাড় করিয়া প্রণাম দিয়াছেন। আমিও আমার প্রাণের আবেগ ভক্তিভরে ছন্দিত করিয়াছি। কিসের প্রেরণায় করিয়াছি এবং কেন করিয়াছি, তাহারই জন্য এই ক্ষুদ্র ভূমিকা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতময়ী কথা যত বেশী প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল। বিশেষ করিয়া আমাদের এই দুর্গত দেশে। ছন্দের বন্দনার একটা বিশেষ আবেদন আছে। বৈদিক যুগে ঋষিরা প্রায় সমস্ত অনুভূত সত্য ছন্দে গাঁথিয়া গিয়াছেন। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। মানুষ কণ্ঠস্থ করুক্। বিশেষ বালক-বালিকারা। বুঝুক্ আর না বুঝুক্, শৈশব হইতেই সত্য-রত্নকে বক্ষে ধারণ করুক্। একদিন ইহার সার্থকতা আছে। চাণক্য-শ্লোকগুলি যদি ছন্দিত না হইত, তবে কি মুখে মুখে এমন প্রচার হইত? শব্দের পশ্চাতে যে "স্ফোট" বা শব্দ-শক্তি আছে, তাহা ছন্দের সহজ শিল্প-পথে দ্রুততর প্রকাশ পায়। এই অনুপ্রেরণা আমাকে দিয়াছে একটি শান্ত-রসাস্পদ আশ্রম। ছন্দোময়, ধ্যানময় ও গানময় তার প্রাণ। নাম,—সিউড়ী—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। এই আশ্রমের নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞ ও চির ঋণী। এই আশ্রমের শিক্ষাতেই আমি ছন্দোব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়াছি।

অবশ্য কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা দরদী গুণি-গণের বিচার্য্য। আমি আমার প্রাণরস শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে ঢালিয়া দিয়াছি। ইহা আমার প্রথম,

প্রয়াস। "কথামৃতের" মত কয়েক খণ্ডে "দক্ষিণেশ্বর" কাব্য প্রকাশ করিবার প্রবল বাসনা আমার আছে। এই প্রথম খণ্ডে তাহার সূচনা। "কথামৃত" এবং "লীলা-প্রসঙ্গ" ও শ্রীঠাকুরের লীলা-সহচর এবং ঠাকুর-রসে রসিক-গণের বন্দনা ছন্দিত করাই আমার প্রধান লক্ষ্য। ভাব, ভাষা, ছন্দ ও প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে যে সমস্ত ত্রুটি আছে, তাহার জন্য সুধীগণের নিকট,—বিশেষ শ্রীশ্রীঠাকুর-গত-প্রাণ ভক্তগণের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

এই দুর্দ্দিনে এই ব্যয়-বহুল কাব্য প্রকাশে যে ভক্তিমান্ ও মহাপ্রাণ শিষ্য মুক্তহস্তে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং দক্ষিণেশ্বর-মহালীলা-রস-পিপাসু জন সাধারণের মধ্যে ইহা বিনা মূল্যে বিতরণের অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি কি আশীর্ব্বাদ দিব? দুঃখ এই যে তাঁহার নাম প্রকাশের অধিকার পর্য্যন্ত তিনি দেন নাই। যে অধ্যাত্ম-ক্ষুধায় তিনি ইহা করিলেন,—আমাদের ঠাকুরের কথায় বলি,—

"আশীস্-সুধা, মিটাক্ ক্ষুধা"
"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্"।

১।এইচ, রাধানাথ মল্লিক লেন,
কলিকাতা।
কালীপূজা, ৪ঠা কার্ত্তিক,
শুক্রবার, ১৩৫৬।

নিবেদক—
ধীরেন্দ্রনাথ

সূচীপত্র।

তুমি জানো,—তুমি জানো	...	...	১
কথামৃত	...	...	২
তুমিই তোমার মাত্র কেবল উপমা	...	..	৪
দক্ষিণেশ্বর	...	..	৮
পঞ্চবটীর বট	...	..	১৩
শ্রীম (মহেন্দ্র মাষ্টার)	...	...	১৪
সুরধুনী	...	...	১৬
কলিকাতা	...	...	২৩
মা ভবতারিণী	...	...	২৯
ঠাকুরের গান	...	...	৩৪
পঞ্চবটীর ছন্দ	...	...	৩৫
পঞ্চবটী	...	...	৩৫
দেবতার ঠাকুরালী	...	...	৩৯
জয়	...	...	৪০
নতি লহ, নতি লহ	...	...	৪১
পরমহংস যুগাবতার	...	...	৪৩
প্রণমামি	...	...	৪৪
রসো বৈ সঃ	...	...	৪৪
চাঁদের হাট	...	...	৪৬
ভালবাসি	...	...	৪৭
হে ঠাকুর ! গাহি তব জয়	...	...	৪৭
স্বামী বিবেকানন্দ	...	...	৪৮
দখিণাপুর	...	..	৫৭
কথামৃত করি দান (গান)	...	...	৫৮
রাণী রাসমণি	...	...	৫৯
অসীম ক্ষুধা, অপার তৃষা	...	...	৬৩

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ	...	...	৬৬
দখিণাপুরের পথ	...	...	৭১
শ্রীশ্রীমা	...	...	৭২
জাতীয় পতাকা (গান)	...	...	৭৫
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম	...	...	৭৬
লহো নমস্কার (গান)	...	...	৭৯
হে বীর সন্ন্যাসী ! তব পাদ-পদ্মে দিলাম প্রণাম		...	৮০
পঞ্চবটীর আলো	...	...	৮১
"অভী" মন্ত্র দিও	...	...	৮২
ধর্ম্মপ্রাণ বদান্যবর স্বর্গত সন্তোষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		...	৮২
পতিত-পাবন নাম	...	...	৮৮
"দক্ষিণেশ্বর নব-ধাম"	...	...	৮৯
পঞ্চবটীর ব্যথা	...	...	৯৩
যৌবন	...	...	৯৬
ধ্রুবতারা	...	...	৯৮
ঠাকুর পরমহংস	...	...	৯৯
জাগ্রত ভগবান	...	...	১০০
সুধা-পাগ্‌লা	...	...	১০১
চণ্ডী	...	...	১ ৪
পূজার ফুল	...	...	১০৫
শিব	...	...	১০৫
দিলাম প্রণাম	...	...	১০৬
নয়নানন্দ	...	...	১০৮
জিজ্ঞাসা	...	...	১০৯
রক্তজবা (গান)	...	...	১১০
নয়ন-মনোঽভিরাম	...	...	১১০
তোমার রাঙা-পায়ে নম	...	...	১১১
অশ্রু	...	...	১১১
"পরমহংসদেব"	...	...	১১২
পঞ্চবটীর মূলে	...	...	১১৪

ওগো বাংলার মেয়ে	...	...	১১৫
নিবেদন	...	...	১১৭
দ্বাদশ মন্দির	...	...	১১৭
শ্রীশ্রীমা'র একটি লীলা-কাহিনী	...	...	১১৮
পূজ্যপাদ গুরুদেব মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য	...	...	১২০
রামকৃষ্ণ কথা কহ	...	...	১২৩
বিশ্বনাথ দত্ত	...	...	১২৫
কামারপুকুর	...	...	১২৬
বেলুড় মঠ ও মিস্ ভক্তি	...	...	১২৭
পঞ্চবটীর দান	...	...	১২৮
দক্ষিণেশ্বরের কথামৃত	...	...	১২৯
দেবতার ঠাকুরালী (সত্যঘটনা)	...	...	১৩২
পঞ্চবটীর রাজা	...	...	১৩৪
মোরা সেই বাঙালী সন্তান	...	...	১৩৫
পুণ্যাহ	...	...	১৩৯
রামকৃষ্ণ-হারা সুরধুনী	...	...	১৩৯
ধন্য	...	...	১৪০
মধুর (গান)	...	...	১৪০
তিনিই আছেন শুধু	...	...	১৪০
রামকৃষ্ণ-মণি	...	...	১৪১
হে রামকৃষ্ণ ! দাও দর্শন দান	...	...	১৪২
ভগিনী নিবেদিতা	...	...	১৪৩
জননী রোহিণী দেবী	..	...	১৪৪
স্থান	...	...	১৪৬
মরীচিকা	...	...	১৪৬
মোহ	...	...	১৪৯
অর্থ অনর্থ ?	...	...	১৪৯
নাম-গান	...	...	১৫১
দেহি (গান)	..	...	১৫২

দিও না	...	...	১৫২
নরেন্দ্র দত্ত	...	...	১৫৩
পঞ্চবটীর প্রাণ	...	...	১৫৩
সোনার স্বপ্ন	...	...	১৫৪
নব ভাগবত	...	...	১৫৫
নারী	...	...	১৫৮
শরণাগতের লহো প্রণাম	...	...	১৬৪
গান	...	...	১৬৫
চণ্ডীদাস	...	...	১৬৬
রবীন্দ্রনাথ	...	...	১৬৭
বন্দনা	...	...	১৭১
ইচ্ছা	...	...	১৭২
নাথ (গান)		...	১৭২
স্বামী অভেদানন্দ	...	...	১৭৩
বিদ্যাসাগর	...	...	১৭৪
পঞ্চবটীর লোভ	...	...	১৭৬
ছাত্র-ছাত্রীগণ	...	...	১৭৭
১৫ই আগষ্ট্	...	...	১৭৯
জয়দেব	...	...	১৮২
পঞ্চবটীই বারাণসী (গান)	...	...	১৮৫
গাহো	...	...	১৮৬
কালীপূজা	...	...	১৮৬
কৃত্তিবাস	...	...	১৯০
জীবন-স্বামী	...	...	১৯২
নেতাজী	...	...	১৯৩
কাঁদে ক্ষুদিরাম, কাঁদিছে চন্দ্রামণি	...	...	১৯৬
সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ	...	...	১৯৭
শান্তি-সিন্ধু	...	...	২০০
জীবন-চিন্তা	...	...	২০০
ঋণ	...	...	২০১

ডাকাত-বাবা	...	...	২০১
কোটালিপাড়া	...	...	২০২
বেশ জানি	...	...	২০৫
দেবতার ঠাকুরালী	...	...	২০৬
দাও দাও এই আশী	...	...	২০৮
নিঠুর ব্যথাময়	...	...	২০৯
আর কিছু নাহি চাই	...	...	২১০
জীবণ মরণ দুয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছ তুমি		...	২১১
আনন্দ-মধু	...	...	২১২
ওরে ও পঞ্চবটীর তল	...	...	২১৩
ডাকার মতন ডাক	..	...	২১৩
ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়	..	...	২১৬
চন্দ্রামণি দেবী	...	...	২১৭
কাশীপুরের শ্মশান	...	...	২১৯
চিদ্‌ঘন আর চিৎকণ	...	...	২২০
রামকৃষ্ণ হরি	...	...	২২১
ছল	...	...	২২২
ওগো পঞ্চবটী (গান)	..	...	২২৩
গদাধর-চাঁদ	...	...	২২৩
নাম নিয়ে যাও (গান)	...	...	২২৪
খড়দহ	...	...	২২৫
আমডাঙা মঠ	...	...	২২৭
বঁধূ	...	...	২৩২
সর্ব্বনাশা (গান)	...	...	২৩৩
পঞ্চবটীর ধ্যান	...	...	২৩৩
নূপুর (গান)	...	...	২৩৪
নহবত্‌খানা	...	...	২৩৫
দাও দোলা (গান)	..	...	২৩৬
চিনি'র বলদ	...	...	২৩৬
সার	...	...	২৩৭

গান	...	...	২৩৮
ফুল	...	...	২৩৮
মধুর সন্ধ্যা	...	...	২৩৮
সবাই পাবে	...	...	২৪০
প্রাণ (গান)	...	...	২৪০
আঁখি জলে কেঁদে বলে	...	...	২৪১
(আমায়) ওর ভিতরে নিয়ে চল্ (গান)	...	...	২৪২
আদ্যাপীঠ	...	...	২৪৩
অন্নদাঠাকুর	...	...	২৪৫
অভয় শঙ্খ	...	...	২৪৯
"ও মা ! ও মা"	...	...	২৫০
ইতিহাস	...	...	২৫২
আমি যে অমৃত-পুত্র	...	...	২৫৫
পঞ্চবটীর স্মৃতি	...	...	২৫৫
অবিলম্ব সরস্বতী	...	...	২৫৭
কৃপা কর	...	...	২৫৯
মধুসূদন সরস্বতী	...	...	২৬০
নিয়তি	...	...	২৬১
নাহি শেষ	...	...	২৭২
কলির ধরণী	...	...	২৭২
দাও, দাও ব্যাকুলতা	...	...	২৭২
দাও	...	...	২৭৩
—হইতাম যদি	...	...	২৭৩
আর কত ভুলাইবে আমারে ঠাকুর ?	...	...	২৭৪
ছায়া (গান)	...	...	২৭৫
লাবণ্য	...	...	২৭৫
পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺কাশীশ্বর বিদ্যারত্ন	...	..	২৭৬
৺কালীঘাট আর পঞ্চবটী	...	...	২৭৮
গান	...	...	২৮০
প্রেমের ভারতবর্ষ	...	...	২৮১

সিংহ হ'লো মেষ	...	...	২৮৪
অনুপম রামকৃষ্ণ-মণি	..	..	২৮৫
তীর্থ পঞ্চবটী	...	...	২৮৬
গদাধর ভগবান্	...	...	২৮৮
শাড়ী, গাড়ী আর বাড়ী	...	...	২৮৮
প্রেমের মহিমা	...	...	২৮৯
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	...	২৯১
রাণী-রাসমণি-ঘাট	...	...	২৯৩
সাবিত্রী	...	...	২৯৩
জীবন-কান্ত	...	...	৩০১
মোহ	...	..	৩০২
শ্রীরামকৃষ্ণ-গান	...	...	৩০৩
দুঃখ হবে দূর	..	...	৩০৪
দূর হবে হাহাকার	...	...	৩০৪
সচ্চিদানন্দ	...	...	৩০৫
সেই কাহিনী বল্ (গান)	...	...	৩০৮
ঠাঁই	...	...	৩০৮
কে আমারে রাঙিয়ে দিল (গান)	...	...	৩০৯
মধুময় ভালবাসা	...	...	৩০৯
বাংলার টোল	...	...	৩১০
আগুন জ্বলিবে (গান)	...	...	৩১১
মানব-জনম	..	...	৩১২
স্বপনে	...	...	৩১৬
বিমল-দা	...	...	৩১৬
এসো হে ঠাকুর পরমহংসদেব	...	...	৩১৭
পরিবর্ত্তন	...	...	৩১৮
জ্ঞান্-বাবু	...	...	৩১৯
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-বন্দর	...	...	৩২২

যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর

তুমি জানো,—তুমি জানো।

তুমি জানো,—তুমি জানো—
অন্তরে মম কী যে অভিলাষ, তুমি জানো,—তুমি জানো।
তুমি জানো মোর পণ,
তুমি জানো কোন্ আলোর জোয়াবে প্লাবিল আমার মন।
সব বাধা তুমি ভাঙো—
কৃপা কবি তুমি তোমাব ঐ পথে একবার মোবে টানো।
আমাব সাবাটি মনে,
তুমি জানো আমি সাধনা ক'বেছি নিদ্রা ও জাগবণে।

ঠাকুব!

দখিণাপুবীব কাহিনী কহিব ছন্দিত কবি ভাষা,
বুকে মম কত আশা!
বাণী রাসমণি-স্বপন হইতে শিব-মন্দিব-মালা,
ভকতি-প্রদীপ-জ্বালা!
সেই মন্দিরে পুজাবীব বেশে তোমার আবির্ভাব,
ব্রহ্মময়ীর লাভ—।
মা ও ছেলের মান-অভিমান! ইতিহাসে নব সৃষ্টি!
হ'ল কী অমৃত-বৃষ্টি!
তৃষিত ধরার তৃষা নিবারিতে "কথামৃত" করি দান,
গেলে তুমি ভগবান্!
ছন্দিত করি সেই "কথামৃতে" সাজাইব মাতৃভাষা,
মনে মনে কত আশা!
তুমি যদি কৃপা না কর কেমনে বাজাব ছন্দোবীণ্?
অক্ষম আমি দীন!

কৃপা করি তুমি তোমার চরণে আনো আনো প্রভু ! রতি,
আমি যে গো মূঢ়মতি !
কবিতা-পুষ্পে পূজিতে তোমাকে যোগ্যতা মম আনো—
অন্তরে মম কী যে অভিলাষ, তুমি জানো,—তুমি জানো ॥
শরণাগত—"ধীরেন্দ্রনাথ"

কথামৃত

সৃষ্টির আদিম দিনে স্রষ্টার মানসলোকে
কবে জেগেছিল
বিপুল রহস্য-রাশি। অন্তহীন যে অতৃপ্ত
ক্ষুধা নিরাবিল,
অমর সঙ্গীত-সুধা হিন্দু-ধর্ম্ম-মর্ম্ম-বাণী
নাম সামগান,
শ্রুতি-পরম্পরাগত তপোমগ্ন ঋষিগণ
দিলেন প্রণাম
যে-মন্ত্র-দেবতা-পদে, ভক্তিভরে যাহাদের
নাম দিলা, "ঋক্"
ঋগ্‌বেদ প্রাচীনতম উচ্চারি' উদাত্তকণ্ঠে
হ'লেন ঋত্বিক্,
হ'লেন ত্রিকাল-জয়ী সর্ব্বজ্ঞ ও যুক্তযোগী
হ'লেন যুঞ্জান,
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ গূঢ় মন্ত্র-শক্তিবলে
মহা-শক্তিমান্,

উগ্রতপা অলৌকিক — স্বর্গেরো সৃজিয়া ঈর্ষ্যা
অপূর্ব্ব অদ্‌ভুত !

দ্বাদশ আদিত্যদীপ্তি- — দীপ্যমান মুখপ্রভা
চলন্ত বিদ্যুৎ !

অমোঘ-বচন ঋষি ! — মহেন্দ্রের বজ্র যেথা
হ'ল হতমান,

সে ত আর কিছু নহে ! — সে ত শুধু্ মন্ত্রশক্তি !
প্রাণের বিজ্ঞান !

অখণ্ড-মণ্ডলাকার — ব্রহ্মবাদী যে ওঙ্কার
ওঁ তৎসৎ ওঁ—

ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি' — কুল-কুণ্ডলিনী ধরি'
কাঁপাইত ব্যোম ;

বাগীশ-শ্রীবৃহস্পতি, — বীণাপাণি সরস্বতী,
ব্রহ্মা লোকপিতা,

সুরব্রহ্ম ভগবান্ — শ্রীকৃষ্ণ গাহিলা গান
ভগবদ্‌-গীতা—

অমর সঙ্গীত-সুধা — মিটালো আত্মার ক্ষুধা
শ্রদ্ধায় উচ্চারি'

সেদিন পাশ্চাত্য দেশে — সভ্যতার আলো নাই,
তারা বন-চারী—

অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন — আদিম্‌বাসীর মত
বন্য পশু-ভুক্—

স্বচ্ছন্দ অরণ্যচারী — নগ্ন-উগ্র-যাযাবর !
ছিল মূঢ়, মূক !

সেদিন ভারতবর্ষ আছিল ঋষির ভূমি,
লক্ষ মহাপ্রাণ,
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় উন্মীলি' বিশ্বের নেত্র
যে বেদান্ত-জ্ঞান,
দিয়াছিল যে সঙ্গীত, যে অপূর্ব্ব বেদ-মন্ত্র-
অমরার সুধা— !
তাহাই করিয়া পান লভিল সভ্যতালোক
সমগ্র বসুধা।
নির্ব্বাপিত সে-আলোক আবার জ্বলিয়াছিল
পঞ্চবটী-তলে,
তাহার অপূর্ব্ব রশ্মি ছড়ায়ে প'ড়েছে আজ
নিখিল ভূতলে।
তোলো তোলো আবরণ একনিষ্ঠ করো মন
শোনো সে-সঙ্গীত,
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ী কলির পঞ্চম বেদ
শোনো "কথামৃত"।

"তুমিই তোমার মাত্র কেবল উপমা"

সার্ষ্টি বা সারূপ্য-মুক্তি — নিস্ত্রৈগুণ্য ব্রহ্মপদ!
একে একে তদূর্দ্ধ যে আধ্যাত্মিক স্তর,
বিলীন হইতে ব্রহ্মে যোগশাস্ত্রে, পাতঞ্জলে,
ভাগবতে যত সব আছে পর পর ;

দিব্য চ'ক্ষে দেখিয়াছ, দেখায়েছ শিষ্যগণে
ঈশিত্ব-বশিত্ব আদি যতেক সিদ্ধাই ;
যোগৈশ্বর্য্য পূর্ণ লভি' পূর্ণব্রহ্মে একীভূত—
লয়-নিঃশ্রেয়স-প্রার্থী তুমি হও নাই।

বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি, সে তোমার নহে দেব!
একক-নিজস্ব-আত্ম-মুক্তি চাহ নাই,
সহস্র-বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় যাহা
সম্ভূয় সবার সাথে চেয়েছিলে তাই।

একাকী প্রত্যক্ষ করি' বিশ্ব-মাতা-বিশ্বরূপ,
তৃপ্ত হয় নাই তব বিশাল হৃদয়,
সারাটি হৃদয় দিয়া তাঁর পায়ে আছাড়িয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মা'কে করি নিয়া জয়,—

অবিশ্বাসী বিশ্ববাসী সবাকার প্রাণে পাতি
চর্ম্ম চ'ক্ষে মা'কে দেখা বিশ্বাস-আসন,
বিবেকানন্দের মাঝে কায়-ব্যূহ করি তুমি
প্রমাণিলে বিশ্বেশ্বরী-শাণিত শাসন।

বিশ্ববন্দ্য হে ঠাকুর! অবিশ্বাস করি দূর
পুতুল-প্রতিমা-বুকে করি' প্রাণদান,
ম্রিয়মাণ হিন্দুধর্ম্মে পুনরায় আস্থা আনি'
ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের তুমি দিলে যে সম্মান ;

সে-সম্মান-দীপ্তি হেরি পূর্ণকামা বিশ্বেশ্বরী
শিবশঙ্করীর কণ্ঠে বাণী শুনি "ভূমা",—
সেই ভূমা-রসতৃষ্ণ ধন্য ধন্য রামকৃষ্ণ
কৃতার্থ জগৎ, দিয়ে শ্রীচরণে চুমা।

কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী ভগবত্তানন্দ-ভোগী
মায়া-মোহাতীত পূর্ণ-ব্রহ্ম-ভগবান্!
সুরধুনী-পূর্ব্বকূলে কেন আবির্ভূত হ'লে ?
ধরণীর দুঃখ হেরি' কেঁদেছিল প্রাণ ?

পাদ-পদ্ম হেরি তব উদ্বোধিত হয় আত্মা
ক্ষণেকে নিবৃত্ত হয় বিষয়-লালসা,
পরমানন্দের লোভে মাতোয়ারা হয় প্রাণ
দেহ-বুদ্ধি ভুলি' জাগে অমৃত-পিপাসা।

দক্ষিণেশ্বরের বুকে ছড়াইয়া কথামৃত
হে ঠাকুর! রচিয়াছ যে আনন্দ-ধাম,
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ী আজ তাহা বিশ্বজয়ী
পদে তব বিশ্ববাসী দিতেছে প্রণাম।

তুমি ত সালোক্য-মুক্তি- প্রতীক পরমহংস
ভবতারিণীর সাথে কহিয়াছ কথা,
থাকি ব্রহ্ম-বশম্বদ, চাই নাই ব্রহ্মপদ
আমরণ ঘুচায়েছ মানুষের ব্যথা।

ভক্তি-কুসুমিত-বিশ্ব- জন-গণ-মনোবনে
প্রেম-ধর্ম্মে রচিয়াছ নূতন জগৎ;
যে জগতে পবিত্রতা, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা,
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ক্ষুদ্র ও মহৎ,

ধনী ও নির্ধন যথা, কহে পুণ্য প্রেম-কথা
শূদ্র ও ব্রাহ্মণ তথা, নাহি ভেদাভেদ;
হিন্দু ও মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান
একা ভক্তি, এক প্রাণ! সব-সাম-বেদ।

অমূল্য পারমার্থিক রত্নরাজি আধ্যাত্মিক,
সরল সহজ পথ শুধু "কথামৃত"
পান করি পিপাসিত পুলকিত, বিগলিত,
ভক্তিরসে রসায়িত তৃপ্ত হয় চিত।

নাহি শুষ্ক ব্যাকরণ, প্রাণের এ রসায়ন
যুগগীতা অনুপম! শুদ্ধ শান্ত রস,
মা ও ছেলের কথা, কী মধুর সরলতা!
শোনামাত্র ভুলি ব্যথা বিশ্ব হ'ল বশ!

নবার্জ্জুন, নবকৃষ্ণ নরেন্দ্র ও রামকৃষ্ণ,
পঞ্চবটী-কুরুক্ষেত্রে সর্ব্ব-ধর্ম্ম পিতা,
বুঝি দুঃখ মর্ম্মে মর্ম্মে উদ্ধারিতে মৃতধর্ম্মে
ঘোষিলা উদাত্ত কণ্ঠে প্রাণধর্ম্মী গীতা।

রামকৃষ্ণ-কথামৃত কলির পঞ্চম বেদ!
কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের ব্যথা,
বিদূরিল, উন্মূলিল, বিকীরিল, বিচ্ছুরিল
ঘরে পরে শুনাইয়া কথামৃত-কথা।

অনবাপ্ত, অবাপ্তব্য কিছু ত ছিল না তব,
নির্গুণ পুরুষোত্তম পূর্ণ ভগবান্!
লোক সংগ্রহের লাগি' তুমি কি র'য়েছো জাগি?
প্রাণে প্রাণে ভক্তি মাগি' ভক্ত-গত-প্রাণ?

এমনি ত যুগে যুগে কত কোটি দুঃখ ভুগে
হ'ল আবির্ভাব তব বিস্ময়-সুন্দর!
যখনি ধর্ম্মের গ্লানি হ'য়েছে, এনেছে টানি
নিরুপায়া ধরণীর আর্ত্ত কণ্ঠস্বর।

আজিকে অশান্তিভরা সন্ত্রস্ত মানব-মনে
শান্তি দিতে দাও দেব ! ভাগবত নব,
পাঠাও বিবেকানন্দ, শোনাক্ নূতন ছন্দ,
স্থান পা'ক্ ঘরে ঘরে কথামৃত তব ।

ঠাকুর পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব !
ধ্যানের দেবতা পিতা ! কে চিনিবে তোমা ?
তব পাদ-পদ্ম-মধু মাগিছে ধীরেন্দ্রনাথ
তুমিই তোমার মাত্র কেবল উপমা ।

"দক্ষিণেশ্বর"

দক্ষিণেশ্বরের স্মৃতি কেমনে ভুলিতে পারি বল ?
আলোড়িছে প্রাণ ;
আসমুদ্র হিমাচল মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিছে
কী সে মহাগান ?

অখ্যাত অজ্ঞাত এক নিরক্ষর পূজুরী বামুন
দিল উপদেশ,—
কী তাহার মন্ত্রশক্তি ? বিচলিত হইল ধরণী
ভুলিল বিদ্বেষ ?

কী তাহার আকর্ষণ ? ভোগমত্ত পাশ্চাত্য ভূভাগ
আসিল ছুটিয়া—,
ভুলিয়া প্রভুত্ব-মোহ নিবেদিয়া সর্ব্বস্ব রহিল
চরণে লুটিয়া ।

দক্ষিণেশ্বরের বুকে ফুটেছিল অপরূপ কী যে
ইন্দ্র-ধনু-চ্ছবি !
পটাশ্রিত রূপ যার নেহারিয়া পুলকে জাগিল
সুপ্ত মোর কবি ।

সাধনা অভূতপূর্ব্ব শত-চন্দ্র-সমান-শীতল
স্নিগ্ধ শতদল !
বিশ্বের মনীষিবৃন্দ "অহমহমিকয়া" পূজিল
রাঙা পদতল !

দাবাগ্নির মত তাঁর সাধনার আশ্চর্য্য উত্তাপে
কী যে ছিল ছটা !
মূর্ত্তিমান্ আশুতোষ সুরধুনী ভকতির বহে
পঞ্চবটীজটা ।

আড়ম্বরহীন তাঁর প্রাণ ঢালি মাতাকে আহ্বান,
চ'ক্ষে অশ্রুধারা !
দুরন্ত নরেন্দ্র দত্ত নিরখিয়া প্রত্যক্ষ জননী,
ভাবে আত্মহারা ।

প্রশান্ত মূরতি তাঁর, সান্ধ্য-সিন্ধু সমান অতুল
কী আশ্চর্য্য গুণ !
বড়বানলের মত হৃদয়-সাগর-ভরা তাঁর
আশ্চর্য্য আগুন !

সে-আগুনে তাপ নাই কিন্তু পুড়ে যায় মনোমল
নাহি কোন দাহ ।
প্রেম-বহ্নি-কুণ্ড ছিল নিদাঘের অবসানে আহা !
স্নিগ্ধ বারিবাহ !

সেই প্রেম-জলধরে   সেই দিন চেনেনি বাঙালী
ক'রেছিল ঘৃণা,
ব্রণান্বেষী প্রতিবেশী   ব'লেছিল "ছেলেধরা" এক
আরো কতো কি না!
প্রদীপের তলা থাকে   চিরকাল অন্ধকার হায়!
দূরে পড়ে আলো,
দক্ষিণেশ্বরের রশ্মি   আলোকিত করিল নিখিল
আশ-পাশ কালো!

সেদিন জন্মিনি হায়! দুঃসহ এ অনুতাপ-কথা,
সেদিন জন্মিলে চ'ক্ষে দেখিতাম জীবন্ত দেবতা।
দেখিতাম চর্ম্ম চ'ক্ষে সঙ্গে নিয়া দল-বল-চেলা,
দেবতা নামিয়া মর্ত্ত্যে খেলিছেন ভক্তি-রস-খেলা,
করিছেন নব রঙ্গ, হাস্য, লীলা, কভু মাতৃভাব,
কখনো কঠোর পিতা, কখনো বা বালক-স্বভাব।
কখনো রাখাল-লীলা ভক্তগণে বানায়ে গোধন,
দক্ষিণেশ্বরের বুকে বিরচিয়া নব বৃন্দাবন,
যুগ-প্রয়োজনে আসি' করিছেন নব নব লীলা,
সম্মুখে বহেন গঙ্গা ভক্তি-রস-স্রোত পুণ্যশীলা,
উর্দ্ধে বাধাবন্ধহীন দ্রষ্টা ছিলা জাগ্রত আকাশ,
নিম্নে ধরিত্রীর বুকে বিদূরিতে উত্তপ্ত নিশ্বাস—,
দিনে রাতে বহমান ধরাবক্ষে কোটি কোটি প্রাণ
কোথা সুখ? কোথা শান্তি? অহর্নিশ চলিছে সন্ধান
শীতাতপ-বর্ষা শিরে অভিযাত্রী ছুটিছে মানুষ,
দর্পে দম্ভে স্ফীতবক্ষা! মধ্যে দেখ—যেমন ফানুষ!
সার বস্তু? কিছু নাই, অর্থহীন শুদ্ধ ভরা বায়ু,
মৃত্যুর প্রতীক্ষা লাগি' পলে পলে গুণিতেছে আয়ু।

রাজ-যক্ষ্মা-রোগি-সম জীবনটা হ'য়েছে বিস্বাদ !
মেধা, বুদ্ধি, অহঙ্কারে প্রচারিয়া নব নব বাদ,
সংঘর্ষ বাঁধায়ে নিত্য, সভা করি প্রভাতে প্রদোষে
পর-মত-অসহিষ্ণু ! বহ্বাস্ফোট ! গরজে সরোষে
শুধু পুঁথি-গত বিদ্যা ! বিদেশীয় যুক্তি-বিজৃম্ভন !
বেদোক্ত পদ্ধতি লুপ্ত ! লুপ্তপ্রায় ধর্ম্ম সনাতন !
কোথা স্মৃতি ? তন্ত্র কই ? হিন্দুর সে আচার বিচার ?
পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোতে ভাসমান জাতি, স্বৈরাচার !
বক-ধার্ম্মিকের ভিড় ! যথেচ্ছ কী পান দিবানিশি !
দীর্ঘ শ্মশ্রু ! চক্ষু মুদি' বাগ্মিতা-দাপটে সাজে ঋষি !
কত ভণ্ড। সেই দিনে বাঙালীর সমাসন্ন-প্রায়
হৃদয়-ধর্ম্মের ধ্বংস,—বঙ্গভূমি বুঝি যায় যায় !
বিড়াল-তপস্বিগণ করিতেছে ধর্ম্মের বিলাস,
রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি—! দুর্নীতিতে এলো সর্ব্বনাশ।
নাহিক আদর্শবাদ ! রুদ্ধ হ'ল অন্তরের স্রোত,
পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষে অন্তঃপুর হ'ল ওতপ্রোত ;
লজ্জা অপমানে হ'ল বাঙালীর কপোল রক্তিম,
তাই বুঝি বঙ্গভূমে আবির্ভূত হ'লেন বঙ্কিম ?
তাই বুঝি আসিলেন বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যের খনি—
ন্যায়াচার্য্য-বংশধর শশধর তর্ক-চূড়ামণি ?
দানধর্ম্ম-প্রাণধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে অমর,
স্বর্গভ্রষ্ট হইলেন মহামতি শ্রীবিদ্যাসাগর ?
তবু ফুটিল না চোখ্, তবু নাহি গেলো অহমিকা,
তাই যুগ-অবতার নিজ হস্তে তুলি যবনিকা—

বঙ্কিম-মনোবেদনার রূপ "আনন্দ-মঠ" বাণী
মুছিয়া দিলেন নিজের হস্তে বাঙালীর যত গ্লানি।
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন আসি ঋষির স্বপন পটে,
বাস্তব রূঢ় সত্য ঝলকি' ওঠে "আনন্দমঠে"।
সেই আনন্দমঠপ্রতিষ্ঠা! সেই সন্তান-দল!
ত্যাগী নির্ভীক উদার সকলে, বক্ষে বাত্যাবল!
বীর সন্ন্যাসি-কণ্ঠের ধ্বনি ওঁ তৎসৎ ওঁ!
ঝঙ্কারি' উঠে লক্ষ বক্ষ "বন্দে মাতরম্"।
ব্রহ্মচর্য্য! গৈরিক বেশ! বিশ্ব মানিল বশ!
বীর্য্যের সাথে শৌর্য্যের সাথে নামিল ভক্তিরস!
বিধাতার বরে দখিণেশ্বরে সে কী সমারোহ-ঘটা!
বিষাণ বাজায়ে ঈশান কি আসে? মেঘ কি ধূসর জটা?
ব্রহ্ম-ক্ষত্র-শূদ্র মিলিয়া সেদিনে কী অনুরক্তি!
মহাপ্রভুর ভক্তি নহে এ,—এ যে গো ক্ষাত্র শক্তি,—
—ব্রাহ্মণ-তপ, শূদ্র-নিষ্ঠা সবে মিলি' অভিযান,
শুধু কি ভারত? নিখিল তুনিয়া চঞ্চলি উঠে প্রাণ।
চঞ্চলি' ওঠে মার্কিণ ভূমি, বিপুল পুলক, হর্ষ,
ধন্য হইল দখিণেশ্বর! ধন্য ভারতবর্ষ!
সপ্ত সাগর লঙ্ঘি' জনতা আসিছে বঙ্গভূমে,—
দখিণেশ্বর তীর্থ আজিকে নিখিল—মানব-মনে।

"পঞ্চবটীর বট"

কী ভাষায় তোমা বন্দনা করি পঞ্চবটীর বট ?
তুমি যে ধরায় গড়িয়া দিয়াছ নব আনন্দ-মঠ।
তোমার তলায় বহিয়া গিয়াছে সাধনা—মন্দাকিনী,
সে-পুণ্যস্রোত তুমি দেখিয়াছ আর মাতা সুরধুনী।
প্রাণের যমুনা উচ্ছ্বসি' ওঠে দেখেছ ভকতি-বানে,
স্ব-চক্ষে তুমি নর-দেহ-ধারী দেখিয়াছ ভগবানে,
দেখিয়াছ তুমি কিশোর-বয়সী তেজী নরেন্দ্রনাথ,
পরখ্ করিয়া ঠাকুরে চিনিয়া করিলেন প্রণিপাত
পরিপ্রশ্ন, সেবা করি হন্ ঠাকুরের প্রাণপ্রিয়,
বিবেক এবং বৈরাগ্যের মূর্ত্তি কী রমণীয় !
তোমার চরণ শরণ করিয়া ফেলিলা নয়ন-জল,
ব্রহ্মানন্দ-সারদানন্দ-অভেদানন্দ-দল,
নন্দন-বন-মহিমা ছড়ালে তুমি এ মরত-লোকে,
মানুষ কেমনে দেবত্ব লভে দেখিয়াছ নিজ চোখে।
মোদের মানব-জনম ব্যর্থ, সার্থক তুমি বট,
দেখিয়াছ তুমি প্রাণময় হ'লো এক মৃন্ময় পট।
সেই পটে এলো "দেখা দে মা" ডাকে আদ্যাশকতি-প্রাণ,
চর্ম্ম চ'ক্ষে মর-ভূমিতেই হেরিলে অমৃতধাম।
পূজুরী ব্রহ্ম-মূরতির সাথে ব্রহ্মময়ীর কথা,
শুনিয়া তোমার শ্রবণ জুড়ালো ? ঘুচিল কি সব ব্যথা ?
দখিণেশ্বরে জন্ম লভিয়া বিশ্বের পাও "নম",
ঠাকুরের কোটি ভক্তের বুকে আজ তুমি প্রিয়তম !
আজিকে তোমার পবিত্র ছবি কা'র বুকে নাহি ভাসে ?
স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হ'ল দুনিয়ার ইতিহাসে।

তোমাকে হেরিবামাত্র মানসে জ্বলে যে পুণ্য আলো,
সে-আলোর মালা নিঃশেষে নাশে অবিশ্বাসের কালো।
আঁকা-বাঁকা তব শাখার মাঝারে মরমিয়া সুর জাগে,
যুগের ঠাকুরে তব প্রাণপুরে বসায়েছ অনুরাগে।
আজিকে তোমার পঞ্চবটের তলাটি ঠাকুর-শূন্য,
ঠাকুর-চরণ-পদ্ম-পরশে হ'য়েছো তীর্থ পুণ্য,
কলিযুগে সেরা তীর্থ গঙ্গা, পেয়েছো তাহার তট,
দেখেছো ঠাকুরে, ধন্য ধন্য পঞ্চবটীর বট।

ম, (মহেন্দ্র মাষ্টার)

কাশীপুরে আসি' তোমার চরণ চুমি,
পুলক-আকুল হ'ল মম তনু-মন,
দখিণাপুরের লীলার কাহিনী তুমি,
"কথামৃত" মাঝে জিয়ালে দ্বৈপায়ন!
অমৃত-বৃষ্টি হ'য়ে গেছে এই দেশে
আকণ্ঠ তুমি করিয়াছ তাহা পান,
মূঢ় জনে যাহা গিয়াছিল উপহেসে,
তুমি শ্রদ্ধায় করি গেছো তাহা দান।
পথে-প্রান্তরে ছড়ানো অমৃত-রাশি
তুমিই সে-সব একত্র করি জড়,
অমৃত-বিমুখ জন-গণে ভালবাসি
জন-নয়নের সম্মুখে আনি' ধর।
কতো যে আবেগে মাতাল হইল শ্রীম!
দেশের ও দশের লাগিয়া তোমার প্রাণ,

তাই ত ঠাকুরে প্রমাণিলে প্রিয়তম,
তাই ত মনের মণি-মালা করি' দান,—
অমৃত-ঝর্ণা বর্ষণ করি দেশে,
রিক্ত হইলে তুমি শরতের মেঘ !
মরুভূমি আজ উর্ব্বর হ'ল হেসে
'কথামৃত'-পানে ভকতির বানে বেগ !
পুণ্য করিল বঙ্গভূমিকে অমর তোমার স্মৃতি,
'কথামৃতে' গেছো সঞ্চিত করি জাতির প্রাণের প্রীতি,
ঠাকুরের কাছে গেছে বহুজন নিজের মুকতি লাগি,
আত্ম-মুক্তি চাহ নাই তুমি, তুমি রহিয়াছ জাগি'
ভগীরথ-সম কথা-সুরধুনী ধরিতে ধরার তরে,
লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু হিয়া কাঁদিছে যাহার তরে।
উদ্দাম স্রোত ধরিতে মত্ত ঐরাবতের মত,
ভাসিয়াছ তবু ভোল নাই কভু বিশ্বজনীন ব্রত।
সার্থক হ'ল সাধনা তোমার ব্রতের উদ্‌যাপন,
রচিয়া গিয়াছ মানুষের মনে যে নব বৃন্দাবন,—
তার প্রেমরসে আকুলি-বিকুলি উঠে নব নব সুর,
যুগের ঠাকুরে ধরি প্রাণপুরে কোটি হিয়া ভরপুর।
কতো ঋণে তুমি ঋণী করি গেছো করিয়া অমৃত-দান,
নিষ্প্রাণ কতো অভাগার বুকে সঞ্চারি' গেলে প্রাণ।
তোমার দানের তুলনা নাহিক ধরণীর ইতিহাসে,
ধ্যান-সুন্দর মূর্ত্তিটি তব মানস-নয়নে ভাসে :
পঞ্চবটীর বটের তলায় ধেয়ানী তোমার ছবি,
মাতাল করিল লেখনী আমার, মাতিল আমার কবি।
ভাগবত নব "কথামৃত" তব ধরাধামে অনুপম,
ধন্য হইল কবিতা আমার পদে তব দিয়া "নম।"

"সুরধুনী"

কোন্ সে মাহেন্দ্রক্ষণে কপিলের অভিশাপ-বাণী
উচ্চারিত হ'য়েছিল,—ভাগ্যবান্ আমরা না জানি
সে-শুভ অমৃত-যোগ। জানিবারো নাহি প্রয়োজন,
শুধু জানি ধন্য মোরা, নিরাতঙ্ক মানব-জনম
পুণ্য আগমনে তব। নিশ্চিন্ত হ'য়েছে মর্ত্ত্যবাসী,
যত সাধ্য তত পাপ করিতেছি যুগে যুগে হাসি'
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে মোরা। তুমি আছ পতিত-পাবনী
"সদ্যঃ পাতক-সংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখ-বিনাশিনী" তুমি,—
আমাদের কী ভাবনা? মোরা শুধু করিব পাতক,
তোমারি ভাবনা শুধু জহ্নু-কন্যা! যেমন চাতক
তৃষিত হৃদয় নিয়া মেঘবারি যাচে অবিরত,
পাপাত্মা-সন্তান-গণ-পরিত্রাণে র'য়েছো জাগ্রত
তেমনি তুমিও মাতা। শুদ্ধ মাত্র একটি ভাবনা
আজ তব তীরে বসি' চিত্ত মম করিছে উন্মনা,—
বর্ণনা অতীত মোরা দিনেরাতে পাপ করি যত,
সমস্ত ধুইয়া দিতে বুকে কি মা জল আছে তত?
মনে হয় শৈলসুতে! বক্ষে তব আছে যত জল,
তার চেয়ে ঢের বেশী নিত্য মোরা ছড়াতেছি মল
জ্ঞানে ও অজ্ঞানে দেবি! কাঁপিতেছে তোমার পরাণ
বিপন্ন সন্তান তরে। অকৃপণ-মনা কর দান
তোমার পবিত্র বারি। আমাদের করিতে উদ্ধার—
কতো তীর্থ রচিয়াছ। দেখিয়া এলেম হরিদ্বার
স্বর্গ-দ্বার-সমপূত। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলাম,
তোমার ধ্যানের রূপ প্রত্যক্ষতঃ মাতা হেরিলাম।

বৈশাখে প্রখর উষ্মা ! স্থলভাগে কী দুঃসহ "লুই" !
আশ্চর্য্য শীতল তুমি, ইচ্ছা হয় বক্ষে তব শুই,—
অনন্ত ঘুমায়ে পড়ি,—ধুয়ে মুছে যাক্ সর্ব্বপাপ,
তুষারের মত ঠাণ্ডা হ'য়ে যাক্ হৃদয়ের তাপ।
অবিশ্রান্ত কর্ণে শুনি তোমার ঐ কুলু-কুলু-ধ্বনি
পুণ্য সামগান-সম, ধন্য হই মাতা সুরধুনী !
ধন্য হই পান করি' মাতৃ-স্তন্য-সম পয়ঃসুধা,
ধন্য করিয়াছ তুমি আবির্ভাবি' দুঃখার্ত্ত বসুধা।
আবির্ভাব-দৃশ্য তব নেহারি' এসেছি হৃষীকেশে,
কেমন আবেগে তুমি আসিতেছ খলখল হেসে,
উপল-ব্যথিত-গতি। মহেশ্বর-জটা-জাল-চ্যুতা,
সগর-সন্তান-গণে উদ্ধারিতে হ'লে আবির্ভূতা
ধন্য এ মরত-ধামে। শঙ্খধ্বনি করি' ভগীরথ,
ইক্ষ্বাকু-কুলের রত্ন দেখাইলা এই মর্ত্ত্যপথ,
পথে দাঁড়াইল বাধা ঐরাবত দম্ভভরা মনে,
তুমি তৃণসম তারে ভাসাইয়া তরঙ্গ প্লাবনে
আসিলে তরঙ্গময়ী কত রঙ্গ করি, পথে পথে,
রচি' পুণ্য তীর্থমালা জনপদ-রাশি শতে শতে,
লোকাকীর্ণ কত গ্রাম ! জনারণ্য কত না নগরী,
উল্লাসে মাতাল হ'ল হিন্দুস্থান। কোটি নর-নারী
নতশিরে যুক্তকরে ভক্তিভরে উচ্চারিল স্তব,
আনন্দ-প্লাবনে তুমি পুণ্যতোয়া করি' কলরব,
দূরিলে ধরার দুঃখ। দূরে গেলো কলি-কাল-ভয়,
পুলক-রোমাঞ্চে ধরা উচ্চারিল জয়ধ্বনি ময়
তোমার বন্দনা-গাথা। তরঙ্গে তরঙ্গে মারি' উঁকি,
দেখেছো কী চমৎকার বন্দিলেন তোমায় বাল্মীকি,—

পৃথিবীর আদি কবি, যৌবনে দুরন্ত রত্নাকর,
ষাট্‌টি হাজার বর্ষ "রাম! রাম" কাঁদি দরদর
উয়ের ঢিপির মাঝে। পুণ্য রাম-নাম-মহিমায়
অবগাহি' তব পুণ্যোদকে তার ধুয়ে মুছে যায়
অতীত কলুষ-রাশি। ব্রহ্মহত্যা, নারীহত্যা সব,
উবে গেলো কর্পূরের মত। মর্ত্ত্যে জাগিল উৎসব।
জাগিল পাপিষ্ঠ-মনে শান্তিমাখা নিশ্চিন্ত সান্ত্বনা
নিরুদ্‌বেগ! নিরাতঙ্ক হ'য়ে গেলো সব পাপমনা।
অর্জ্জিত দুরিত-ভয় হ'তে সবে পেলো পরিত্রাণ,
কী করিবে যমদণ্ড? রাম-নাম, আর গঙ্গাস্নান।
হেরিনু লছ্‌মনঝোলা এ জীবনে অবিস্মরণীয়,
অনুপম কান্তি তব ভাষা দিয়া অনির্ব্বচনীয়।
শুনেছি সুন্দর আরো:হিমালয়ে বদরিকাশ্রম!
অভিলাষ ছিল তীব্র, পন্থা নাকি নিতান্ত দুর্গম!
স্বর্গলোক হ'তে তুমি আসিতেছ শুনি তীব্র বেগে,
সুরাসুর, যক্ষ, রক্ষ সবিস্ময়ে রহিয়াছে জেগে,
তোমার পথের ধারে কিন্নরীরা ধরিয়াছে গান,
মরতের পথে তুমি রচিতে রচিতে স্বর্গধাম,
কুলু-কুলু ধ্বনি দিয়া বিরচিলে মনোরম পথ,
শ্রদ্ধায় নোয়ালো শির অরণ্যানী, বিশাল পর্ব্বত।
আপন উল্লাসে মাতা! নিরঙ্কুশ তোমার প্রপাত,
অনুসরিয়াছ তুমি ভগীরথ—রাজা-রথ-খাত,
তোমার আসার পথে সৃষ্টি হ'ল কত না আশ্রম,
রচিতে তোমার স্তোত্র কত কবি করিলেন শ্রম;
অনন্ত মহিমা তব, কেহ তার পায়নিক শেষ,
কোথাও সঙ্কীর্ণা তুমি, কোথা রাজ-রাজেশ্বরী-বেশ।

তোমাকে বন্দিতে গিয়া মহামতি আচার্য্য শঙ্কর
ভাব-গদ-গদ-মনা ভক্তি-রস-বিধৌত অন্তর !
ছন্দ-ইন্দ্রধনু আঁকি' পুলকপ্রবাহ-ঢুলু-ঢুলু !
তুমি ত আনন্দময়ী ছাড়ি' এলে ব্রহ্মাকমণ্ডলু !
শ্রীবিষ্ণু-চরণ-চ্যুত-পরিপূতা ত্রিপথ-গামিনী
মরলোকে অমরেরো মধুময়ী সৃজিলে যামিনী।
প্রণবমন্ত্রের মত কী পাবনী ধ্বনি তব শুনি,
সৌন্দর্য্যের স্বপ্নমূর্ত্তি কী যে সুর ! তব সুরধুনী !
এখানে ত নাহি মাতা ! শিবধাম কৈলাসের ছবি,
পাপার্ত্ত-ধরণী-তলে নামি দুঃখ পাও কি জাহ্নবী ?
জরা-মরণের ঊর্দ্ধে সে ত ছিল নিঃশ্রেয়স-ধাম !
অনন্ত-যৌবন সেথা নিত্য উঠে মহাসামগান,—
দুঃখ-ব্যথা দেখনিক, কৈলাসে ত নাহি রোগ-শোক,
সেখানে দেবতা সবে, নাহি জরা-মৃত্যু-শীল লোক !
সেখানে কী করিতে মা ? উদাসীনা তরঙ্গ-অঞ্চলা ?
দুঃখ-ভারাক্রান্ত মর্ত্ত্যে সদা আছ কর্ত্তব্য-চঞ্চলা।
আলস্যে কাটাতে সেথা, কেহ সেথা করিত না পাপ,
হৃদয় বিদীর্য্যমাণ ! কেহ কি করিত অনুতাপ ?
মহাদেব-জটাজাল ! তুমি কাল কাটাইতে লাজে,
কেহ তোমা ডাকিত না, কারো তুমি লাগিতে না কাজে।
এখানে ভাবিয়া দেখ, কত তব কর্ত্তব্য-বহর,
পুণ্য তট-দ্বয়ে তব কত গ্রাম, কত না সহর—
সৃজিয়াছ যুগে যুগে বাণিজ্যের কত না বন্দর,
ধনী ও নির্ধন আদি সবাকারি মনের অন্দর,
পাবন করিয়া দিলে যুগে যুগে কোটি কোটি প্রাণ
ভক্তি-গদ-গদ-কণ্ঠে ৺গঙ্গানারায়ণ-ব্রহ্মনাম

উচ্চারি' কৃতার্থ মোরা। হেথা তব কত·মা! আদর,
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা "গঙ্গা! গঙ্গা!" কাঁদে দর দর!
মুমূর্ষু অন্তিমকালে প্রাণপণে তব নাম স্মরি'
শ্বাসকষ্ট! তবু বলে "৺গয়া-গঙ্গা-গদাধর হরি!"
দুরন্ত ব্যাধিতে পড়ি' রোগী যবে হয় শঙ্কমান,
তব অঙ্কে যাত্রা করি' মৃত্যু হয় মহামহীয়ান্,
শত শত ক্রোশ দূর! অন্তিমেতে তব জল চাই,
কলিযুগে তীর্থশ্রেষ্ঠ তোমার মা! তুলনাই নাই।
পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ কিছু না থাকিলে,
সমস্ত দেবতা তুষ্ট শুদ্ধমাত্র তব পুণ্যজলে।
দেবতাগণের মাঝে সর্ব্বাগ্রেতে যথা গণপতি,
নিখিল তীর্থের রাণী! জাগ্রতা হে ভগবতী সতী!
পতিত-পাবনী গঙ্গা! কেমনে বর্ণিব তব গুণ?
পূততম তটে তব জ্বলে কত চিতার আগুন।
কত কোটি নর-নারী হৃদয়ের উদগ্র বেদনা,
শুনিতেছ অহোরাত্র, প্রাণ তব হয় না উন্মনা?
কতদূর হ'তে লোকে ভক্তিভরে চিতাভস্ম আনে,
তোমার বক্ষেতে অস্থি-দান করি চরিতার্থ মানে।
তোমার পবিত্র বারি তৃষিত পথিক করে পান,
তোমার তটেতে বসি' শান্ত, স্নিগ্ধ হ'য়ে যায় প্রাণ।
তোমার তরঙ্গ-মাঝে শুনি যেন বাজিছে নূপুর,
তোমাকে স্পর্শিয়া পাপী হাসিমুখে যায় সুরপুর;
রজত-মালার মত ভেঙে চূরে ছোটে তব ঢেউ,
বলে যেন—"ভয় কি রে? পাপী-তাপী আছিস্ কি কেউ?
আমি আসিয়াছি মর্ত্ত্যে, মর্ত্ত্যবাসী! আর কিরে ভয়?
সগর-সন্তান-সম বিদূরিব দুরিত-নিচয়,

যম-ভয় নাহি ওরে! সর্ব্বপাপ নিব আমি জিনি,
মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়তমা তরঙ্গিণী আমি সুরধুনী”

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে ও কলিযুগে ছুটিছ উচ্ছলি'
তীরে তীরে শুনিতেছ কত চিত্র বিহঙ্গ-কাকলী :
ঋজু ও কুটিল গতি কী সুন্দর তব অপরূপ!
কখনো মাতিয়া উঠ, কখনো মা থাক তুমি চুপ্‌
তোমার সাগরে মাতা! ভয়ঙ্করী তরঙ্গ-ভঙ্গিমা
ভাঙ্গিয়া চূরিয়া চলে রুদ্র তব ভয়াল মহিমা।
পাপার্ত্ত জনতা ধায় পারত্রিক-দুশ্চিন্তা সঙ্কটে,
বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-লেখা গঙ্গা-সাগরের বালুতটে।
সাংখ্যদর্শনের স্রষ্টা মহামতি কপিল বাঙ্গালী,
সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁর পায়ে দেয় পূজা, ডালি।
তব কীর্ত্তি-কিম্বদন্তী বধিয়াছ কোটি শিশু-প্রাণ,
গঙ্গা-সাগরের বক্ষে নিক্ষেপিলো বক্ষের সন্তান
কত দুর্ভাগিনী মাতা, সন্তানের যাচি' দীর্ঘ আয়ু,
কেমনে সহিলে এই নিষ্ঠুরতা? কী কঠিন স্নায়ু
জানি না তোমার দেবি! তুমিও ত স্নেহান্ধ জননী!
তোমারো মাতৃত্ব আছে, বহমান শোণিত-ধমনী?
মানুষের মর্ম্মান্তিক কথা তুমি শোন না বধিরা?
ভোলা-শম্ভু-সম তুমি আকণ্ঠ কি গিলেছ মদিরা?
অথবা সতীন তব রয়েছেন পার্ব্বতী পাষাণী,
পাষাণ-হৃদয়া তাই হইয়াছ মাতা সুরধুনী?
মরতে আসিয়া তুমি শুধুই কি দেখিয়াছ পাপ?
স্বর্গেরো দুর্লভ দৃশ্য দেখিয়া কি হও নি অবাক্?

মানুষের কাছে মাতা ! কৃতজ্ঞ রবে না কভু তুমি ?
নাসিকা-কুঞ্চনে শুধু কৃপাদান করি' সুরধুনী !
ভিক্ষুকের মত নিত্য শুনাইবে মাহাত্ম্য তোমার,
দেখিয়াও দেখিবে না ধরণীর প্রেমের জোয়ার ?
যে-প্রেম-পূর্ণিমা হেরি, তরে কত জগাই-মাধাই,
যেমন প্রেমের বন্যা কৈলাসেও তুমি দেখ নাই !
একবার স্মরি' দেখ দক্ষিণেশ্বরের সেই লীলা,
সত্য কি সে দৃশ্য হেরি' ভাবোনি নিজেকে পুণ্যশীলা ?
সেই নর-দেহ-ধারী দিব্য প্রেম-দীপ্তি দীপ্যমান্
শিশুর মতন মুগ্ধ ! সহজিয়া মাতৃ-নাম-গান,
যে-গানে স্তম্ভিত হ'য়ে পুণ্য তব জল-কলতান,
পুণ্যতর হ'তে ক্রমে পুণ্যতম হ'য়ে বহমান ;
দেখেছো আনন্দময় কৃপামূর্ত্তি রামকৃষ্ণ হরি,
ধন্য কি মান না মনে বৈকুণ্ঠের সে মূরতি হেরি ?
প্রভাতে দেখেছো তাঁকে, দেখিয়াছ মধ্যাহ্ন-আলোকে,
প্রদোষে নিশীথে তুমি দেখিয়াছ অব্যক্ত পুলকে,
তিনি তব বক্ষে নিত্য ভক্তিভরে করেছেন স্নান,
অবতার-বরিষ্ঠের নিজকণ্ঠে শুনিয়াছ গান।
তুমি গঙ্গা শুনিয়াছ মাতৃ-মন্ত্র আবাহন তাঁর,
দেখেছো স্বচক্ষে তাঁর সাধনার চিত্ত-চমৎকার
মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন ভকতি-আকুতি মর্ম্মান্তিক,
স্বয়ং মা ভবতারিণী উজলিয়া রূপে দশদিক্,
সেই পাগলের ডাকে প্রত্যক্ষতঃ দিলা আবির্ভাব,
কেমন দেখিলে বল নিজ-চক্ষে ব্রহ্ম-পদ-লাভ ?
সে দৃশ্যে স্তম্ভিত তব বক্ষ কি মা উঠি' তরঙ্গিয়া,
আনন্দ-প্লাবনে মাতি' দুই চক্ষু তুলিল রাঙিয়া ?

অথবা বিস্ময়ে তুমি চমকিয়া শুয়েছিলে চুপ্ ?
বিভূতি-জোয়ার হেন দেখেছো কি কোথা অপরূপ ?
সে-রাতে পুলক-স্নাত শিহরিয়া রও নি জননি ?
মর্ত্ত্যে আগমন তব মান নাই ধন্য সুরধুনী ?

কলিকাতা

কলির দুলালী কন্যা লো তুমি,
সুন্দরী কলিকাতা !
বক্ষে তোমার লক্ষ লক্ষ
কলুষ-আসন পাতা।

তোমার নামের গন্ধ ছিল না
ভারতের ইতিহাসে,—
জন্মিলে তুমি এই ত সেদিন,
ইংরাজ যবে আসে।

ভারত মাতার বৃদ্ধ বয়সে
আসিয়াছ তুমি গর্ভে,
যৌবনে তাই স্বেচ্ছাচারিণী
হ'য়েছ রূপের গর্ব্বে।

ম্লেচ্ছ স্বেচ্ছা- চারের প্রতীক
কোন বিধান না মানি',
কোন গুণে গুণী না হইয়া ধনী
হ'য়ে গেলে রাজধানী।

ষড়যন্ত্রের তন্ত্র রচিল
আমীর-ওম্‌রা-নায়েব,
তোমারে প্রথম মর্য্যাদা দিল,
শঠ ! জালিয়াৎ ! ক্লাইব !

জব চার্ণক্‌ প্রথম তোমারে
করিল নির্ব্বাচন,
সেই হ'তে তুমি আছ গরবিনী
আছ পুলকিত মন।

পরদেশী-প্রেম- লোলুপা নাগরী !
কী যে তব অভিলাষ !
গোটা তুনিয়ার মনোমোহনিয়া
সবারে করিলে গ্রাস।

মানুষের মন ছলো কত ছলে
ফেলি' তব মায়াজাল,
আধা তুনিয়ার মালিকের ছিলে
তুয়োরাণী এতকাল।

হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সবে
ধন্য ও-পদ চুমি,
সারা ভারতেও মিলিবে না যাহা
তাহা দিতে পার তুমি।

গোবিন্দপুর, সূতানটী তুই
গ্রাসিলে করিয়া যত্ন,
নিজে রাজ-নটী হ'য়ে নিলে পটি'
দেশের সকল রত্ন।

রাক্ষসী-সম বক্ষে তোমার
তৃপ্তিহীন কী ক্ষুধা !
ভারত-সাগর মন্থন করি'
গিলিয়াছ কত সুধা।

বঙ্গ-সরের অপ্‌সরী তুমি,
স্বপন-পুলক-হর্ষ,
তোমাকে দেখিলে দেখা হ'য়ে যায়
নিখিল ভারতবর্ষ।

নিত্য উড়িয়া রাঁধিয়া রাঁধিয়া
রসায় রসনা-তৃপ্তি,
বাঙাল আসিয়া কাঙাল হইল
নেহারি' রঙীণ দীপ্তি।

অলসে-আবেশে মজায়ে বিলাসে
সিংহেও করো মেষ,
ফট্‌কা-ফিলিম— ফিমেল্‌-ফ্রেণ্ডে
ফতুর করিলে দেশ।

ট্যাক্‌সি, রিক্‌সা, আরো সস্তায়
চড়ি' নিতি ট্রাম্‌-বাস্‌,
কর্পূর-সম উবে গেলো আয়ু,
স্বাস্থ্যকে দিলে "বাঁশ্‌"।

কত অদ্‌ভুত, কত দেশী ভূত
কাপ্তেনী কত দৃশ্য,
কালুয়া-ভুলুয়া হালুয়া মারিল,
বাঙালী হইল নিঃস্ব।

যত মান্দ্রাজী শিখি' ইংরাজী
করে সরকারী কাজ,
বাঙালী চটিয়া আসিল হটিয়া
দুঃখ-দরিয়া-মাঝ।

বিশ্ব-বিদ্যা— লয়ের কীৰ্ত্তি
তুমিই করিলে সুরু,
ভারতবর্ষে তুমিই একদা
আছিলে সবার গুরু।

রত্নগর্ভা আছিলে তখন
প্রমোদ-পূর্ণ শশী,
রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্ম
তোমারি বক্ষে বসি'।

নির্ভীক ছেলে মাইকেল তব
প্রথম বাজালো শাঁখ,
বঙ্কিম দিলা কম্বুকণ্ঠে
প্রথম দেশকে ডাক্।

নীলের আবাদে বাংলা কী কাঁদে
সাহেব-সুবার শাঠ্যে,
বন্ধুর মত দীনবন্ধুই
প্রথম দেখালো নাট্যে।

দেখালো প্রথম নন্দকুমার
কেমনে যে দেয় প্রাণ,
মতি শীল তার খুলে দিলো দিল্
রাজোচিত করি' দান।

রাজা রাজেন্দ্র করিল তোমারে
মর্ম্মর দিয়ে মণ্ডিত,
বিদ্যাসাগর প্রথম দেখালো
তেজস্বী কত পণ্ডিত।

প্রথম হরিশ জাগালো সবার
বুকে সুবুদ্ধি-সীতা,
সুরেন্দ্রনাথ মাতালো প্রথম
জাতীয়তাবাদ-পিতা।

বিদ্যারণ্যে প্রথম জাগালো
তেজী আশুতোষ বাঘ,
শরৎচন্দ্র পতিতের প্রতি
জাগাইলা অনুরাগ।

মন্থন করে রাসবিহারীই
প্রথম আইন-সিন্ধু,
দান-যজ্ঞের ঋত্বিক্ হ'লা
প্রথমেই দেশবন্ধু।

কবি রবি দিলা অমৃত ঢালিয়া
নিজে পান করি' বিষ,
বিজ্ঞানে দিল কী জ্ঞান আনিয়া
আচার্য্য জগদীশ।

গুরু পি, সি, রায় করি হায় হায়!
বাণিজ্যে দিলা পাঁতি,
গিরিশ চন্দ্র নাটক রচিয়া
জাতিরে তুলিলা মাতি।

বিপিন পালের বহ্নি-কণ্ঠে
তাতিল জাতির প্রাণ,
মেঘ-মন্দ্রে কবি দ্বিজেন্দ্র
শুনালো স্বদেশী গান।

তোমার বক্ষে বিপ্লবি-দল
ছড়াইল চারিভিতে,
অরবিন্দের পদারবিন্দে
ছুটিল প্রণাম দিতে।

কার্জ্জন যেই গর্জ্জন করি'
ঘোষিল বঙ্গ-ভঙ্গ,
হাসিতে হাসিতে ছুটিল ফাঁসীতে
মৃত্যুর সে কী রঙ্গ!

বাঙালী ছেলের উপর তখন
ইংরাজের কী রোষ!
আই, সি, এস্‌টা ধূলির মতন
ঝাড়িল সুভাষ বোস।

সর্ব্বোপরি যে সর্ব্ব-ধর্ম্ম—
সমন্বয়ের দৃশ্য,
চক্ষে হেরিলে যাঁহার কথায়
চকিত হইল বিশ্ব ;

যাঁহার নিঃস্ব একটি শিষ্য
চিকাগোতে দিয়া বাণী,
বিশ্ববাসীর অন্তর-লোকে
বিস্ময় দিলা আনি'।

দেখেছো ত তুমি সেই দুইজনে,
ধরাধামে অনুপম,
কলিকালের এই কুরুক্ষেত্রে
কৃষ্ণার্জ্জুন-সম।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস
জাগ্রত ভগবান্,
জগদানন্দ বিবেকানন্দ
দ্বিতীয় পরশুরাম!

ধন্য হ'য়েছে শ্রবণ তোমার
শুনিয়া তাঁদের কথা,
সব তব ভুল হ'য়েছে গো ফুল,
ধন্য হে কলিকাতা!

মা ভবতারিণী ঃ

তোমার পূজার মন্ত্র শিখি নাই মা ভবতারিণি!
কোন্ তন্ত্রে আছে উহা, আজো তাহা জানিতে পারি নি,
আজো কাটিল না মোহ। মমতার পুষি অভিমান,
শিশুর মতন আজো হ'ল নাক সাদা-সিধা প্রাণ,
সহজ বিশ্বাসে ভরা, ভক্তি-গদ-গদ! অকপট,
তাই কি তোমার কৃপা-লাভ-পথে জাগিল সঙ্কট?
তোমার পূজার কালে আত্মহারা হইয়া যাই না,
ধ্যানের নয়নে তব মূর্ত্তিখানি দেখিতে পাই না।
তুমি রুষ্ট হইয়াছ মোর 'পরে—এও কি সম্ভব?
অন্তরে অন্তরে নিত্য পাই মাগো! তব অনুভব।

তোমার স্নেহের স্পর্শ অনুভবি র'য়েছে ছড়ানো,
শ্বাস-প্রশ্বাসের মাঝে তুমি মাগো! র'য়েছো জড়ানো
তা না হ'লে এত শুভ্র, এত দীপ্ত হ'ত কি আকাশ,
দশ দিকে বিশ্বমাতা! প্রতিভাত তোমায় প্রকাশ
সুস্পষ্ট মহিমা তব, অকৃপণ তোমার আলোক,
বুকে বুকে ছড়াইছে ভাষাতীত অনন্ত পুলক।
দূর্ব্বার মাঝারে তব স্নেহের রোমাঞ্চ হেরি মাতঃ!
শিশিরের মাঝে বুঝি সন্তানের লাগি' অশ্রুপাত?
ভূমিকম্প-মাঝে বুঝি কেঁপে উঠে তোমার বেদনা?
অমন করিয়া মাগো! আর তুমি কখনো কেঁদো না;
আমরা হইব শান্ত, দৌরাত্ম্য কমায়ে দিব কিছু,
তুমি আর উন্মাদিনী! ছুটিও না আমাদের পিছু,
উদ্‌বেগ-অধীর বক্ষে কম্পমান স্নেহের অঞ্চলে,
উৎকণ্ঠা ক'রো না আর বাঁচাইতে তোমায় চঞ্চলে।
শেফালীর শুভ্র হাস্যে শরতের শস্যক্ষেত্র-মাঝে,
আবির্ভূত হও তুমি, রাজ-রাজেশ্বরী সেই সাজে।
উর মা! উর মা! মনে মহামায়া বিশ্ব-রাজ-রাণী,
মধুময় করি দাও আমাদের চিত্ত-পটখানি।
আমরা তোমার পূজা জানিনাক তোমার হবন,
মধুর আয়ুষ্য করো বহমান ধরার পবন,
আরো শুভ্র, আরো স্নিগ্ধ ক'রে দাও মধুক্ষরা ইন্দু,
অমৃত-বাহিনী হ'য়ে মধুস্রোতে ভ'রে যাক্ সিন্ধু।
তোমার পূজার মন্ত্র দাও পুন, দাও আবির্ভাব,
মানুষ ফিরিয়া পাক্ ভক্তি-নম্র সুন্দর স্বভাব।
অমোঘ আশীষে তব সুরভিত কর মা নিশ্বাস,
সহস্র বেদনা-ক্লিষ্ট বিশ্ববাসী লভুক বিশ্বাস।

শান্তির অমৃত তুমি অকৃপণ হস্তে দাও ঢালি',
উড়াইয়া দাও মাগো ! সংশয়-কঙ্কর, মোহ-বালি
মনোমরুভূমি হ'তে। উপ্ত করো পান্থের পাদপ,
ক্ষমা করো পুত্রদের মোহাচ্ছন্ন যত বেয়াদপ্।
করুণা-প্লাবন পুন দাও ঢালি, মা ভবতারিণি !
দুরন্ত বিপদে পড়ি' ডাকি আজ বিপদ্-বারিণি !
পতিত জাতির বুকে দাও তব মন্ত্র সঞ্জীবনী,
অবারিত কৃপা দিয়া করো আরো কোটিগুণে ঋণী।
মাৎসর্য্য ও ঘৃণা নাশি' দাও চিত্তে একতা-শকতি,
আচ্ছন্ন করিয়া দাও জাগাইয়া অহেতু ভকতি,
আরব্ধ কল্যাণ-কার্য্যে মতদ্বৈধ ক'রে দাও দূর,
মধুর মিলনোৎসব আরো যেন হয় সুমধুর !
যেমন করিয়াছিলে কিছুদিন আগে তুমি সতী !
দক্ষিণেশ্বরের বুকে রাণী রাসমণি ভক্তিমতী,
তোমার প্রতিষ্ঠা করি' কৈবর্ত্ত-দুহিতা মহাপ্রাণ,
পূজুরী বামুন লাগি' হ'য়েছিলা কত হয়রাণ !
কৈবর্ত্ত-মন্দিরে তুমি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিলে, তাই,
তোমার পূজক কোন নিষ্ঠাবান্ বিপ্র জুটে নাই।
গোঁড়া পণ্ডিতেরা কেহ স্বীকার করেনি তব পূজা,
তাই শিক্ষা দিতে বুঝি জাগ্রত হইলে দশভুজা ?
বিদ্যা নহে, বিত্ত নহে, পূজা শুধু ভক্তের লাগিয়া,
এই সত্য প্রমাণিতে প্রত্যক্ষতঃ উঠিলে জাগিয়া ?
তাই রামকৃষ্ণ-রূপে আবির্ভিয়া শ্রীভবতারণ,
করিলা তোমার পূজা ভগবান্ বিপদ্-বারণ ?
দক্ষিণেশ্বরের লীলা, কত কী যে কিম্বদন্তী শুনি,
রামকৃষ্ণ-হাতে নাকি উৎসর্গিত খাইয়াছ তুমি ?

আরো শুনি ঠাকুরের অন্তরের জুড়াইতে ব্যথা,
প্রত্যক্ষ মাতার মত তাঁর সাথে কহিয়াছ কথা?
কোন্ মন্ত্রে রামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ পেলেন তব দেখা?
মোদের বরাতে মাগো! সেই মন্ত্র হয় নাকি শেখা?
তুমি কৃপা করিলে মা! এ সংসারে সকলি সম্ভব,
দিতে কি পার না মোরে সেই শক্তি, সেই অনুভব?
সেই দিব্য চক্ষু দিয়া দেখাবে কি দিব্য মাতৃ-রূপ?
অসাধ্য-সাধিকা তুমি, তোমার শকতি অপরূপ!
নাহি মম তপঃশক্তি, নাহি মম তেমন সংযম,
কিন্তু তুমি আন্তরিক কর যদি জননি! উদ্যম
অনায়াসে মোর মাঝে করাইতে পার কায়-ব্যূহ,
কঙ্করিত গিরি-শৃঙ্গে সৃষ্টি কর মহামহীরুহ,
অগাধ সাগর-জলে প্রজ্বালিত করিছ অনল,
ইচ্ছা করিলেই পার, না কর ত, বুঝিব মা! ছল,
অপাত্র যদ্যপি হই, তবু তুমি মাতা! বরাভয়া,
সন্তান নির্গুণ হ'লে জননীও হবেন নির্দ্দয়া?
যেমন তোমার ইচ্ছা, তেমনি মা! কর মোরে বশ,
"দেখা দিতে হবে" হেন বলিবার নাহিক সাহস,
তেমন সুকৃতি কোথা? নাহি ধ্যান, নাহি প্রাণায়াম,
অলঙ্ঘ্য কালের দোষে দূষিত ও কলুষিত প্রাণ,
ঠাকুরের মত দাবী কোন্ পুণ্যে করি মাগো! বল্,
"সন্তান শরণাগত" এই শুধু আমার সম্বল!
সাষ্টাঙ্গে করিতে পারি পদপ্রান্তে তব প্রণিপাত,
সারা বুক ভাসাইয়া করিবারে পারি অশ্রুপাত,
কিন্তু সে সাধনা কোথা? জন্মান্তর-সুকৃতি কোথায়?
তদ্গত-চিত্ততা কই? ব্যাকুলতা তীব্র কোথা হায়?

গুরু-কৃপা-কণা নাহি, কত পাপে পাপী নাহি জানি,
তবে যদি দয়া কর, কৃপা তব মা ভবতারিণী !
কৌতূহল জাগে বড়, রামকৃষ্ণঠাকুরের সনে,
কেমনে কহিতে কথা তুমি মাতা মন্দির-প্রাঙ্গণে ?
সে কথা শুনিতে কি গো অধিকার নাহি আমাদের ?
মোরা কি সন্তান নহি ? দাবী শুধু সেই ঠাকুরের ?
সে কথা বলার কালে কেঁপেছিল তোমার রসনা ?
নেমে এসেছিলে তুমি ? ছিলেনাক আর শবাসনা ?
তখন কি দিবালোক ? কিম্বা ছিল মধ্যমা যামিনী ?
ব'লেছো মানবী-কণ্ঠে মধুবাক্ মা ভবতারিণী ?
ঠাকুরকে কোলে নিয়ে ব'সেছিলে মায়ের মতন ?
ভাবেতে বিভোর হ'য়ে পড়িলেন ভকত-রতন ?
এমন মাহেন্দ্রক্ষণে পুণ্য তব আবির্ভাব-কালে,
কোথায় মথুর-বাবু ? দেখেছেন নাকি অন্তরালে ?
লীলাময়ী বিশ্বেশ্বরী জাগ্রতা মা শ্রীভবতারিণী,
রোমাঞ্চকারী এ দৃশ্য প্রত্যক্ষিলা শুধু সুরধুনী ?
আর বুঝি দেখেছিল মন্দির-গাত্রের বল্লীগণ ?
নক্ষত্রের চক্ষু দিয়া স্বর্গলোকে বসি' দেবগণ ?
সন্তানের সঙ্গে তুমি কথা সেরে নিলে তাড়াতাড়ি,
বাহিরে ঘুমন্ত ছিল ভাগ্যহীন বিশ্ব-নর-নারী !
বিশ্বরূপ-ধারিণী গো ! যুগে যুগে তুমি ভক্তাধীন,
ভকতি-কণিকা দাও, যাচে কৃপা কাতর এ দীন !
ওগো কৃপা-দানোৎসুকা ! কৃপা করি' দেখাও স্বপন,
স্বপ্ন-যোগে হেরি যেন রাঙা তব চরণ-রতন।
তোমার করিব পূজা, নাহি হেন আমার শকতি,
তোমাকে উৎসর্গ করি, কোথা মোর তেমন ভকতি ?

নিজ হস্তে খাওয়াতে ঠাকুরের জেগেছিল সাধ,
সে সাধ করিয়া পূর্ণ হাতে হাতে দিয়েছো প্রসাদ।
এই ত জীবন্ত পূজা! সেদিন কোথায় ছিনু আমি?
কৃপা কর, কৃপা কর, কৃপাময়ী! মা ভবতারিণি!

ঠাকুরের গান ঃ

চন্দ্রামণির নয়নের মণি!
প্রেম-ঢল-ঢল! ভাব-সুরধুনী!
শ্রদ্ধা-ভকতি-মুকতির খনি!
ওগো প্রভু গদাধর!

পঞ্চবটীর বটতলে বসি'
"কথামৃত"-মাখা সেই মুখশশী,
দেখাও আবার করুণা প্রকাশি'
করো প্রেমে জর-জর!

কোথায় তোমার প্রেম-কামধেনু?
কই? কোথা তব কৃপা-পদ-রেণু?
বাজাবে না পুন অমৃতের বেণু?
ধরণী যে মর-মর!

মানুষের মন হ'ল যে "সাহারা"
প্রেমহীন প্রতি গৃহ হ'ল কারা,
ঘরে ও বাহিরে শোণিতের ধারা,
বহে দেখি দর-দর!

কৃপা করি দাও করুণা-অমৃত,
পিপাসু বিশ্ব বড়ই তৃষিত
ঝরুক্ অশ্রু শুনি' "কথামৃত"
বুকে বুকে ঝর-ঝর!

পঞ্চবটীর ছন্দ ঃ

নারদের মত সঙ্গীতে মম মুখরিত রাখো মুখ,
প্রহ্লাদ-বৎ বিশ্বাস ঢালি' ভরি' দাও এই বুক্।
ধ্রুবের মতন সারা অন্তরে দাও দাও অভিমান,
একলব্যের মতন হৃদয় করো না নিষ্ঠাবান্।
শবরীর মত হৃদয়ে আমার দাও অবিচল ধৈর্য্য,
ভীষ্মের মত শপথ-শক্তি দাও, অতুলন বীর্য্য।
দধীচির মত শিখাইয়া দাও করিতে আত্মদান,
শত বিঘ্নের মধ্যেও দাও কর্ণের মত প্রাণ।
সঙ্কটে পড়ি, তবু দাও মোরে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম,
শিবির মতন উদারতা-ভরা করো করো মোর মর্ম্ম।
পরার্থব্রতী কর্ম্মের মাঝে আস্বাদ যেন পাই,
সকল মানুষে সারাটি জীবন দেখি যেন ভাই-ভাই।
এত যে বেদনা, এত যে দুঃখ, লাঞ্ছনা, অপমান,
ইহার মাঝারে দিতে পারি যেন সুধাভরা তব নাম।
শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস-শ্রীচরণে নিয়া শিক্ষা,
শান্তির পথে সভ্যতা নিক্ অমৃত-মন্ত্রে দীক্ষা।
দূর করি' দাও মানুষের মনে আছে যত পূতি গন্ধ,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছড়াইয়া দাও পঞ্চবটীর ছন্দ।

পঞ্চবটী ঃ

সীতা-রাম-পাদ-স্পর্শে তীর্থ ব'লে গেলো নাম রটি',
সেই কোন্ ত্রেতা-যুগে শুনিয়াছি নাম "পঞ্চবটী"।
অন্ধ্রদেশ উত্তরিয়া, সুদূর সে গোদাবরী-তটে,
ক'জন দেখেছে চক্ষে ? আঁকা শুধু ছিল চিত্তপটে।

রামায়ণ-কাহিনীর দুঃখ-স্মৃতি-বিশ্রুত এ নাম,
তীর্থের মর্য্যাদা পেলো অরণ্যানী পঞ্চবটী-ধাম।
এই পঞ্চবটীবন একাকিনী যুগ যুগ ধরি'
রাম-শূন্য, সীতাহারা রহিয়াছে দিবস-শর্ব্বরী ;
বেদনার কথা তার প্রকাশ ক'রেছে নিরবধি,
ত্রেতাযুগ-সাক্ষীভূতা চির-পূতা গোদাবরী নদী।
গোদাবরী-সহোদরা পতিত-পাবনী সুরধুনী,
সীতারাম-বিরহের মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তনাদ শুনি'
শুধু রামচন্দ্রে নহে ;—রাম, কৃষ্ণ দুজনে আনিয়া,
দক্ষিণেশ্বরের বুকে ভক্তি-রস ছানিয়া ছানিয়া,
সেই রাম-কৃষ্ণ-মুখে ছড়ালেন যেই "কথামৃত"
পাণ্ডব-বর্জ্জিত বঙ্গ তাহাতেই হ'ল পরিপূত,
হইল স্ব-নাম-ধন্য রামকৃষ্ণ-প্রসূতি বলিয়া,
রামকৃষ্ণ-প্রেমাগ্নিতে অবিশ্বাস-বরফ গলিয়া
বহিল যে বিশ্বাসের স্রোত, তাতে কোটি কোটি প্রাণ
নবীন জীবন পেলো, মড়া-গাঙে আসিল উজান।
সঙ্গে আসিলেন লক্ষ্মী শ্রীসারদেশ্বরী পুণ্যশীলা,
পাষাণ গলিয়া গেলো, সাগরে ভাসিল দেখি শিলা!
ইতিহাসে উপেক্ষিত কী মর্য্যাদা পেলো বঙ্গভূমি,
দক্ষিণেশ্বরের বুকে সৃষ্টি হ'ল নব তীর্থভূমি।
সর্ব্বজনে প্রেম দিয়া প্রেম-মন্ত্রে হইয়া উন্মনা,
প্রেমের ঠাকুর হেন কোন্ দেশে করেছে সাধনা ?
ঠাকুরের সে সাধনা এইখানে র'য়েছে ছড়ানো,
স্বামী-জি বিবেকানন্দ-পাদ-পদ্ম-পরশ-জড়ানো
এই নব পঞ্চবটী! হেথায় ভকতি সুনিবিড়,
জাগ্রত এ তীর্থক্ষেত্র সৃজিয়াছে জনতার ভিড়,

এপার-ওপার হ'তে এই পুণ্য পঞ্চবটী-তলে,
নাস্তিক, আস্তিক কত, ছুটে আসে হেরি দলে দলে,
ভক্তিভরা নতি সাথে অশ্রুর মুকুতা দেয় ঢালি',
প্রত্যক্ষ দিলেন দেখা এইখানে স্বয়ং মা কালী
অখ্যাত ও অবজ্ঞাত আত্মভোলা পূজুরী বামুনে ;
উল্কার মতন যাঁর শিষ্যশ্রেষ্ঠ ছোটে আমন্ত্রণে,
আসমুদ্র হিমাচল হ'তে সেই কন্যাকুমারিকা,
পরিব্রাজকের বেশে নীহারিকাময়ী আমেরিকা,
যেখানে মানব-আত্মা যুগে যুগে র'য়েছে তৃষিত,
অকৃপণ হস্তে যেথা ঠাকুরের দিব্য কথামৃত
দিয়া বলিলেন "শোন—,আমেরিকাবাসী ভাই-বোন্ !
অমৃতের অধিকারী তোমরা সকলে চিরন্তন !
অসন্ত্রস্ত শান্তিকামী ! শোন বাণী শ্রদ্ধা-অনুরাগে,
ভোগে শান্তি নাহি জেনো, শান্তি-সুধা আছে শুধু ত্যাগে।
ত্যাগের অমৃতস্পর্শে সর্ব্ব দুঃখ হয়ে যায় দূর,
এ নহে আমার কথা, ব'লেছেন আমার ঠাকুর,—
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব উনবিংশ শতাব্দীর গুরু,
যাঁহার অপূর্ব্ব দানে নব যুগ, নব যাত্রা সুরু।
যাঁহার নিশিত বাণী "কথামৃত" তীব্র ক্ষুরধার,
সূর্য্যসম সুপ্রকাশ, গুরু তিনি তোমার আমার,
তাঁর কাছে ভেদ নাই, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-যবন,
আর্ত্ত-মানবতা-তরে যুগে যুগে যাঁহার জনম।
উঠ! জাগো জড়বাদী ! হে দুঃখার্ত্ত ! মূঢ়-ম্লান-মূক !
ঠাকুরের ধর্ম্ম নাও। জ্যোতির্ম্ময় রামকৃষ্ণ-যুগ
এসেছে মুছিয়া দিতে ধরণীর যাহা কিছু কালো,
তাঁর শিক্ষা,—মানুষেরে মনে প্রাণে বেসে যাও ভালো,

বিশাল এ ধরিত্রীর দিকে দিকে দেখ সবে চাহি,
এক দুঃখ,—এক ব্যথা বুকে বুকে। ভেদ কিছু নাহি।
দম্ভ, অভিমান বৃথা! এ জীবন নিতান্ত নশ্বর,
"জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"
ঠাকুরের দিব্য বাণী,—ভাবিও না মিথ্যা এ অদ্‌ভুত!
আমি তাঁর পদাশ্রিত আসিয়াছি ক্ষুদ্রতম দূত!
চক্ষে মম তাঁরি দীপ্তি, তাঁহারি কৃপায় ভরা প্রাণ,
আমার ঠাকুর জেনো, জীবন্ত জাগ্রত ভগবান্"
শুনি' বিবেকের বাণী মোহ-রাত্রি হ'ল সেথা ভোর,
উন্মত্ত হইল তারা কাটিবারে জড়বাদ ঘোর,
সঙ্কল্প করিল দৃঢ়, আরক্তিম নয়ন-পল্লব,
প্রাণের দুর্ভিক্ষ-জ্বালা-দগ্ধ-চিত্তে তীব্র কলরব।
মাতিল মার্কিণ ভূমি! মাতিলা ভগিনী নিবেদিতা,
পঞ্চবটী-বট-তলে হাসিলেন যুগের দেবতা।
ভোগের সাধনা ধ্বংস একেবারে হইল নির্ব্যূঢ়,
রামকৃষ্ণ-সাধনার বীজ ক্রমে হ'ল মহীরুহ।
বিবেকের কশাঘাতে দিকে দিকে বিস্তারিল শাখা,
দেশে দেশে মহোৎসবে রামকৃষ্ণ-চিত্র হ'ল আঁকা।
রাণী রাসমণি ধন্য! ধন্য তাঁর দ্বাদশ মন্দির!
দক্ষিণেশ্বরের বুকে ঘনীভূত ভকতির নীড়!
ঠাকুরের সিদ্ধপীঠ! দেশে দেশে গেলো নাম রটি',
কাশীধাম হ'তে যেন জাগ্রত এ পুণ্য পঞ্চবটী।

দেবতার ঠাকুরালী

লীলা-আনন্দে মাতোয়ারা তিনি লীলাময় তাঁর নাম,
যুগে যুগে আসি, করিছেন লীলা ভক্ত ও ভগবান্।
এই ত সেদিন সত্য ঘটনা শুনিলাম মধুপুরে,
কেমনে আসেন ভক্তের পাশে লীলাময় ঘুরে ঘুরে।
শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রম যেথা র'য়েছে বর্ত্তমান,
নিত্য সেথায় ভক্তগণের চলে জপ, তপ, ধ্যান।
রামলালা আর বাল-গোপালের র'য়েছে সিংহাসন,
শ্রীরামকৃষ্ণঠাকুরের পূজা করিছে ভক্তগণ।
ভকতি-মন্ত্রে অর্চ্চনা হয়, নব আনন্দ-ধাম,
মধুপুরে প্রাণবঁধূর পূজায় মধুময় সব প্রাণ।
প্রাণধর্ম্মের উৎসবে মাতি' পোড়ে নিতি প্রাণ-ধূপ,
পুড়িতে পুড়িতে একদিন শোন,—কাহিনী কী অপরূপ!
দিবসের পূজা সাঙ্গ হ'য়েছে, দরজা র'য়েছে বন্ধ,
বৈকালী দিতে আসিয়া পূজারী দেখি' শ্রীপদারবিন্দ,
চমকিত হ'য়ে আহ্বানি' আনে যতেক ভক্ত শিষ্য,
চমকি' চাহিল পূজাঘরে সবে হেরি' অপূর্ব্ব দৃশ্য :
পূজা ও আরতি সমাপিয়া হেথা কেবল পূজারী ভিন্ন,
কেহ ত ঢোকে নি। কোথা হ'তে এলো ছোট্ট চরণ-চিহ্ন?
কোন্‌জন হেথা নিভৃতে পশিল? কা'র এত অনুরাগ?
সিংহাসনের নিকট অবধি ছোট ছোট পা'র দাগ?
ফিরিয়া আসার পদ-রেখা নাহি, যাবারি চিহ্ন আছে,
বন্ধ ঘরে কে নিরেলা পশিল সিংহাসনের কাছে?
অবাক্ হইয়া দেখিছে সকলে, এ আশ্চর্য্য দৃশ্য,
"খোঁজ করা যাক্" বলিয়া উঠিল যতেক ভক্ত-শিষ্য।

ডেকে আনা হ'ল ছোট ছেলেদের বিস্মিত অনুরাগে,
তাদের পায়ের মাপের সঙ্গে মিল নাহি এই দাগে।
হেন সুন্দর ছোট্ট পায়ের মিলিল না কোন মাপ,
সংশয় আসি' আশ্রম-বাসি-বুকে জাগে অনুতাপ।
স্তম্ভিত কেহ, নির্ব্বাক্ কেহ, কেহ করে কলরব,
বাহিরের কোন ছেলে কি আসিল ? সেও যে অসম্ভব !
কী যে রহস্য-যবনিকা এ যে কিছুতে না যায় তোলা,
সারা অন্তরে প্রেম-মন্তরে ঘন ঘন দেয় দোলা।
সংশয় জাগে গাঢ় অনুরাগে পুলক-আবেশে-ভরা,
প্রেম-অঞ্চলে চির-চঞ্চল দিলেন কি তবে ধরা ?
আনন্দাশ্রু প্লাবিল বক্ষ, ভকতি-প্রদীপ জ্বালি'
ভক্তে ভুলাতে যুগে যুগে হয় দেবতার ঠাকুরালী।

ব্রহ্মবাদিনী মা'র লিখিত "সত্য
ঘটনা" ছন্দিত হইল। "ভাবমুখে"
ভাদ্র, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

জয়

গাহ—গাহ তাঁর জয়,
বিশ্ব-ভুবন-ময়,
তাঁহারি আসন রহিয়াছে পাতা, নাহিক ভাবনা, ভয়,
বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো, গাহ গাহ তাঁর জয়।
অন্তরে যদি অসহ্য হয় বেদনার দাব-দাহ,
বেদন্-বীণাটি বাজায়ে হৃদয়ে তাঁ'রি জয়গান গাহ।
তাঁহার স্মৃতিতে যাও সব ভুলি,
তাঁ'রি দেওয়া এই কঙ্কর-ধূলি

দুঃখ ও সুখ সমভাবে ভুলি' গাহ গাহ তাঁর জয়,
দাবী করিও না, ক'র না নালিশ, শুধু গেয়ে যাও জয়।
গর্জ্জি' উঠুক্ যতই তোমার বেদনার কালী'দয়,
তোমার জীবনে যেন না তাঁহার কুৎসা-রটনা হয়,
দ্যুলোক-ভূলোক-ময়,
যত চরাচর-চয়,
তাঁহারি কৃপায় লভিছে প্রকাশ, তাঁ'রি ইচ্ছায় লয়!
সুন্দরে যাও আরাধনা করি', অশিব হইবে ক্ষয়!
বাণী তাঁর বরাভয়!
দুর্গম পথে চলিতে চলিতে সারাটি জীবন-ময়,
গাহ গাহ তাঁর জয়,
শ্রীরামকৃষ্ণ জয়!

নতি লহ, নতি লহ!

৺ভবতারিণীর মন্দিরে বসি' কে গো তুমি মহাপ্রাণ?
অমন উতলা হইয়া কেন গো গাহিছ মায়ের নাম?
দু'নয়নে বহে শাঙনের ধারা,
আপনি হ'য়েছো আপনাতে হারা,
তোমাকে দেখিতে আসিল যাহারা, তারাও ভুলিল বিশ্ব,
কে তুমি এমন গোটা দুনিয়ারে করিছ মন্ত্র-শিষ্য?
তোমার এই পূজা দেখি স্বতন্ত্র,
কেঁদে-কেঁদে ডাকা তোমার মন্ত্র,
চরণে তোমার লুটায় তন্ত্র, বেদ-বেদান্ত সব,
কে গো তুমি এলে নবীন পূজারী? আননে "মাভৈঃ" রব?
ধুইয়া মনের সকল পঙ্ক,
বাজাও কী তুমি মোহন শঙ্খ?

তোমার চরণ মায়ের অঙ্ক-সমান যে সুশীতল !
আঁখিজলে কেন ভিজাইয়া দিলে পঞ্চবটীর তল ?
কোন্ অলকায় লুকাইয়াছিলে ?
কৃপা করি' কেন আজিকে নিখিলে
হিন্দু-ধর্ম্মে ছড়াইয়া দিলে চেতনার নব প্রাণ ?
কে গো তুমি হেন বিস্ময়কর দিয়ে গেলে অবদান ?
ধর্ম্ম-জগতে ধুয়ে সব কালো,
বিশ্ববাসীরে বাসি' এত ভালো,
কেন ছড়াইলে এত আশা, আলো ? কেন দিলে এত দান
কী দিয়া তোমারে পূজিব আমরা ? কী যে দিব প্রতিদান !
বিংশ-শতক কোন্ মায়া-বলে,
লুটায় তোমার চরণের তলে ?
কথার অমৃতে সিক্ত করিলে মানব-জাতির মর্ম্ম,
মানুষে-মানুষে ভালবাসা তুমি শিখাইলে নব ধর্ম্ম,
শিখায়েছ তুমি ক্ষুদ্রে-মহতে,
সেবা-ধর্ম্মই সার এ জগতে,
মানুষের প্রাণে পরতে-পরতে দিয়ে গেলে নব শিক্ষা,
ভুনিয়ার যত নারীত্বে তুমি মাতৃত্বে দিলে দীক্ষা।
শিখাইলে মহা-মানবতা-হোম,
জ্বালি' গেলে নব প্রেম-হুতাশন,
মান নাই তুমি কোন অনুলোম পাপের প্রায়শ্চিত্ত,
মায়ের চরণে অঞ্জলি করি' দিয়াছ সরল চিত্ত।
দিয়েছ তোমার যা-ছিল, সকলি,
মায়ের চরণে সব দিলে বলি,
কাঁদিয়া গিয়াছ সদা "মা"—"মা" বলি' অমৃত-বার্ত্তা-বহ !
৺ভবতারিণীর আদুরে দুলাল ! নতি লহ, নতি লহ।

পরমহংস যুগাবতার !

আমাদের লাগি' স্বহস্তে কে গো খুলিয়া গিয়াছে মোক্ষদ্বার ?
অমন ব্যাকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া কে করিল হেন সাধনা মা'র ?
ত্রিদিব হইতে অমৃতধারা কে ধরিয়া আনিল ধরার 'পর ?
কাহার চরণ-পরশে ধন্য হইল ধরার তাপিত নর ?
মরুভূমে কে রে আনিল প্লাবন ? শ্মশানে জাগাল পুলক-হর্ষ ?
মহিমান্বিত করি' গেলো কেরে অধঃপতিত ভারতবর্ষ ?
অমৃতবার্ত্তা শুনাইল কে রে ? ধুয়ে মুছে দিল ধরার মল ?
কাহার চরণে সান্ত্বনা লভে পথহারা ভীরু যাত্রি-দল ?
আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারিয়া আত্মায় আনে নবীন বল ?
হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সবে মাগিছে কাহার চরণতল ?
মৈত্রী-সূত্রে অমৃতপুত্রে কে করিয়া গেছে আমন্ত্রণ ?
মানুষে-মানুষে প্রেমের রাখীর কে বাঁধিয়া দিল এ বন্ধন ?
"যত মত আর তত পথ" এই কে শুনাল বাণী অমৃতময় ?
হৃত-গৌরব হিন্দুধর্ম্ম কেমনে করিল বিশ্বজয় ?
বিরোধ নাশিয়া মিলনের সেতু কে গড়িয়া দিল করুণাময় ?
আনন্দের এই বন্যা এমন কে ছড়ায়ে দিল বিশ্বময় ?
খুলে গেলো কেরে মানব-জাতির চির-রুদ্ধ এ হৃদয়-দ্বার ?
সে যে আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস যুগাবতার !

প্রণমামি

প্রণমামি—প্রণমামি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংস-শ্রীচরণে প্রণমামি।
ধর্ম্মের নব রূপ! দিলেন নূতন পাতি,
মানুষে মানুষে ভাই, মানুষ একটি জাতি,
মানুষের মনোরাজ্যে রচিলা মহাপ্রেম-রাজধানী।
পূর্ণ করিয়া গেলা মানুষের মনোরথ,
মিথ্যা কিছুই নয় "যত মত—তত পথ"
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের শুনাইলা মহাবাণী।
একবার নাম নিলে আর কোন নাহি ভয়,
মানুষ হয় না পশু, মানুষ দেবতা হয়,
নিখিল দুনিয়া বন্দিছে যাঁর অভয় চরণখানি।

রসো বৈ সঃ

রসের পূজারী মোরা, নিত্য করি রসের সন্ধান,
পাই না বাঞ্ছিত রস, তাই আত্মা থাকে ম্রিয়মাণ,
তাই এত অভিযোগ। আকাঙ্খিত রসের সন্ধানে,
ভ্রমরের মত মোরা ঘুরিতেছি সংসার-উদ্যানে।
যে যেমন চাহে রস, অন্বেষিছে তাহা অনুক্ষণ,
সংসারের দিকে দিকে তাই এত চঞ্চল গুঞ্জন!
নিয়ত বিক্ষোভ তাই, এত কথা, এত কলরব!
মনে মনে বনে বনে চলে নিত্য রসের উৎসব।
কত রসে রসি' নিত্য কত-রঙা ফুটিতেছে ফুল,
মধু তার আহরিতে হইতেছে ভ্রমর ব্যাকুল!
বাঞ্ছিত পুষ্পটি পেয়ে মুখরিত কণ্ঠ হয় চুপ্,
মধু-পান-মত্ত হ'য়ে বন্ধ করে গুঞ্জন মধুপ।

রসে জরজর হ'য়ে চিরকাল সংসার অবশ,
পারে না থাকিতে স্থির খুঁজে মরে কাম্য সেই রস।
দেশ হ'তে দেশান্তরে মানুষেরে টানে রস-ক্ষুধা,
বিক্ষুব্ধ হ'তেছে নিত্য রসান্বেষী বিপুল বসুধা।
গর্ভের বেদনা যথা হাস্যমুখী সহে নিত্য নারী,
এত দুঃখ সহি মোরা রসের সাগরে দিয়া পাড়ি।
নিয়তি রসিকা সাজি' নিত্য কানে দেয় কুমন্ত্রণা,
প্রেম-রস-মত্তা নারী হাস্যমুখে গর্ভের যন্ত্রণা
সহিতেছে যুগে যুগে, মৃত পুত্র করিছে প্রসব,
কাঁদিছে দুঃসহ দুঃখে, তবু প্রিয়া রসের আসব
আকণ্ঠ করিছে পান। পথে পথে ভিক্ষুকের বেশে
ভিড় করে নর-নারী নব নব রসের আবেশে।
শীতা-তপ-বর্ষা শিরে মানুষ ছুটিছে সুদুর্গমে,
মরণে নাহিক ভয়, মহারস জাগে মনে মনে।
পরশ-মণির মত রসের কী অমৃত-পরশ!
মৃত্যুর গাহিয়া গান ফাঁসীমঞ্চে পায় প্রেম-রস।
স্নেহ-রসে, প্রেম-রসে, প্রীতি-রসে সংসার জর্জ্জর!
আমরা রসিক সবে, রসপায়ী আমরা ভ্রমর।
সংসারে রসের দ্বন্দ্ব! রস নিয়া এত কাড়াকাড়ি,
নীরস জীবন মোরা একদিনো সহিতে না পারি।
রসের আবেশে মোরা এ সংসারে র'য়েছি অবশ,
শৈশবে,যৌবনে আর বার্দ্ধক্যেতে ভিন্ন ভিন্ন রস।
কেহ ভোগ-রসে মাতে, ত্যাগ-রসে কেহ পায় সুখ,
কেহ পঞ্চবটীতলে পরা-রসে র'য়েছে উন্মুখ।
আশ্রমের রসে কেহ পাইয়াছে অমৃত-পরশ,
তাঁর রসে রসিক যে,—সেই পায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস।

চাঁদের হাট।

জানিনাক কোন্ সে দেশে শ্রীরামকৃষ্ণলোক,
ইচ্ছা করে বারেক দেখি যেমন ক'রেই হ'ক্।
ইচ্ছা করে কাঙাল বেশে, হাজির হ'য়ে সোণার দেশে,
শ্রীঠাকুরের চরণ-দেশে ঢালি বুকের শোক,
জানি না ত হায় রে কোথায় শ্রীরামকৃষ্ণলোক ?
ইচ্ছা করে ঐ সাগরে একাই দিয়ে পাড়ি,
সাগর-পারে পৌঁছে যাব সাধের ঠাকুর-বাড়ী।
দেখ্‌ব সেথা বিবেক-স্বামী, দেখ্‌ব রাসমণি রাণী,
শ্রীশ্রীমায়ের চরণখানি দেখ্‌ব তাড়াতাড়ি,
শ্রীঠাকুরের চরণ-ধূলার দেখ্‌ব কাড়াকাড়ি।
ইচ্ছা করে বারেক দেখি রাঙা চরণতল,
দ্রবীভূত হয় কি পাষাণ ? ঝরে কি তায় জল ?
শ্রীমুখ হ'তে যা নিঃসৃত, স্বর্গীয় সেই "কথামৃত"
শুনি' আত্মা হবে প্রীত ক্ষর্‌বে মনের মল,
শ্রবণ-নয়ন ধন্য হবে বাড়্‌বে আত্ম-বল।
ইচ্ছা করে আস্‌ব দেখে অতুল প্রেমের বাট,
কৃপামূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-জনার সাথ,
নাইক তেমন সাধন-ভজন, দেখ্‌ব যাতে রাতুল চরণ,
ইচ্ছা মতন শুন্‌বো গিয়ে দিব্য কথাপাঠ,
ইচ্ছা করে দেখে আসি সেই সে চাঁদের হাট।

ভালবাসি ঃ

(গান)

তুমি মোদের বুকের ঠাকুর !

আমরা তোমায় ভালবাসি,

দেখ্‌তে তোমার চরণ রাতুল,

আকুল হ'য়ে তাই ত আসি ।

লভি' তোমার আশীস্-সুধা, মেটে মোদের সকল ক্ষুধা,

বুক্-জুড়ানো তোমার কথা

শুন্‌তে মোরা অভিলাষী ।

মোদের বুকের মরুভূমি, জুড়াইয়া দিলে তুমি,

তোমার রাঙা চরণ চুমি'

পলেকে হই স্বর্গবাসী ।

তোমার কথার সুরধুনী, শ্যামের বাঁশীর শুনায় ধ্বনি,

তোমার মধুর কথা শুনি'

প্রাণ যে মোদের হয় উদাসী ।

হে ঠাকুর ! গাহি তব জয় ঃ

আমাদের কত পুণ্যে এসেছিলে নামিয়া মরতে,

হে সুন্দর রামকৃষ্ণ ! হৃদয়ের পরতে পরতে,

ঢালিয়া গিয়াছ তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী অমরার সুধা,

"কথামৃত" করি' পান চরিতার্থ হ'য়েছে বসুধা ।

হিংসা-বিষে জর্জ্জরিত মানব-সভ্যতা ম্রিয়মাণ,

উৎকর্ণ হইয়া আজ বাণী তব করিছে সন্ধান ।

স্বার্থের সংঘাতে ঘোর দেশে দেশে কলহ-প্রবণ,
অতিষ্ঠ বিক্ষুব্ধ হ'য়ে শান্তিকামী মানুষের মন,
উপেক্ষিত ভারতের শান্ত পথে চাহি' অকস্মাৎ,
প্রসন্ন সুন্দর তব পদতলে দেয় প্রণিপাত।
বহায়ে গিয়াছো তুমি মর্ত্ত্যলোকে শান্তি-মন্দাকিনী,
তোমার আলোর স্পর্শে পোহাইছে ঘন নিশীথিনী।
অবিশ্বাস-ব্যাধি-ক্লিষ্ট নিরাশায় নিত্য ভুগে ভুগে
যাহারা কাঁদিতেছিল, ফিরে এলো তারা সত্যযুগে।
তোমার করুণা-স্পর্শে মুমূর্ষু লভিছে আজি প্রাণ,
শুষ্ক মরুভূমি-মাঝে বহাইয়া জীবনের বান,
প্রগাঢ় তমিস্রা ভেদি' করায়েছ অরুণ-উদয়,
সত্য-যুগ-স্রষ্টা তুমি, হে ঠাকুর! গাহি তব জয়।

স্বামী বিবেকানন্দ :

আচ্ছন্ন করিল যবে পাশ্চাত্যের পশুশক্তি
নব্য জড়বাদ
সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ ভয়াবহ
বঙ্গে অবসাদ ;
বিলাসিতা-মগ্ন দেশ মোহাচ্ছন্ন ভোগ-স্রোতে
জাতি ভাসমান,
ম্রিয়মাণ হিন্দুধর্ম্ম! ব্রাহ্মণেরো শুধু অর্থে
পরমার্থ-জ্ঞান ;
ইংরাজ-দাসত্ব করি' ধন্য মানে দেশবাসী—
নিবিড় আঁধার!
স্বাধীনতা-হারা জাতি দিশেহারা পথভ্রান্ত
অচল অসার!

মনুষ্যত্ব-বোধ-হীন লাঞ্ছনার কী দুর্দ্দিন !
ম্লেচ্ছ অনাচার,
লুপ্ত প্রায় হিন্দুয়ানী । ভোগ-মত্ত পাশ্চাত্ত্যের
আচার-বিচার,
পাশ্চাত্ত্যের ভাব, ভাষা শুভাশুভ-নির্ব্বিচারে
পাশ্চাত্ত্যের সব,
সম্বিৎ হারায়ে দেশ ধর্ম্মহীন ! প্রাণহীন
নির্ব্বিবেক শব !
প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন সর্ব্বহারা হতবাক্
আত্মা ম্রিয়মাণ,
দুর্বৃত্তের আস্ফালনে সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিকের
নিত্য অপমান !
সেদিন বিভ্রান্ত দেশ অকস্মাৎ শোনে তব
শুভ শঙ্খনাদ,
চমকিল বঙ্গভূমি ! বিপুল-পুলকাকল
বাঙালীর সাধ ।
আবির্ভাবি' বঙ্গে তুমি ভাগ্যবান্ বাঙালীরে
সে মাহেন্দ্রক্ষণে,—
উচ্চারি' "মাভৈঃ" মন্ত্র, আধ্যাত্মিক যে আশ্বাস
দিলে জন-গণে,
সে-আশ্বাস-বা অবতীর্ণ হইলেন
ওজস্বী সন্ন্যাসী
"স্বামীজি বিবেকানন্দ" ; প্রত্যক্ষ নেহারি' হ'ল
ধন্য দেশবাসী ।

স্বামী-জি !

ঘরে পরে কত নিন্দা ! দুর্লঙ্ঘ্য অযুত বাধা
পর্ব্বত-প্রমাণ,
দুর্জ্জয় সঙ্কল্পে বীর ! "অভী" মন্ত্রে চলিয়াছ
তুমি মহাপ্রাণ !
"তুল্য-নিন্দা-স্তুতির্মৌনী" বৈরাগ্যের কণ্টকিত
পথে বিচরণ,
সারা বক্ষ জুড়ি' পাতা রামকৃষ্ণঠাকুরের
স্বর্ণ-সিংহাসন।
তরুণ-গরুড় সম অমোঘ সে বক্ষোবল,
অপূর্ব্ব সাহস,
অক্লান্ত নির্লিপ্ত কর্ম্মী কোনদিন ভোলানাথ !
চাহনিক যশ,
শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি দিব্যজ্যোতি উন্নত—
রজত-গিরি-নিভ,
আকর্ণ-বিশাল-নেত্র মনে হয় মূর্ত্তিমান্
আশুতোষ শিব।
পৌরুষ-প্রদীপ্ত-ভাল ব্যূঢ়োরস্ক অনন্য—
সামান্য তেজমুখে,
জগৎ-শাসন মূর্ত্তি ! ঠাকুরের সাধনার
তপোবহ্নি বুকে,
ক্ষুরধার যুক্তিজাল ধীরোদাত্ত কণ্ঠে পাঞ্চ-
জন্যের নির্ঘোষ,
বেদান্ত-কেশরী তোমা' চর্ম্ম চক্ষে দেখি নাই
বড় আপশোষ !

বক-ধার্ম্মিকের দল, কাপুরুষ, ধর্ম্মধ্বজী
যত ভণ্ড, শঠ ;
পেচকের মত তারা ধীরে ধীরে অন্ধকারে
দিল যে চম্পট।

বেদ, বাইবেল তথা কোরাণে অদ্‌ভুত জ্ঞান,
বিচিত্র সংযম,
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্মে ওগো স্বামী! তুমি গঙ্গা-
যমুনা-সঙ্গম !

রাজাধিরাজের মত দিগ্‌বিজয়ী সার্ব্বভৌম,
সমুন্নত-শিরা,
রামকৃষ্ণ-ভক্ত-শিরো- মণি-শ্রেষ্ঠ-গণ-মাঝে
তুমি যেন হীরা !

তোমার বন্দনা-গান রচিবার যোগ্য কবি
আজো জন্মে নাই,
ভবিষ্যের গর্ভে তব অনাগত গীতিকার
বাল্মীকির ঠাঁই।

অতীত স্মরিয়া আজ অবনত হয় শির,
লজ্জা ও ধিক্কারে,
তোমার বিশ্বাস, ধৈর্য্য অনুপমা গুরুভক্তি
স্মরি বারে বারে।

বাঙালীর গর্ব্ব তুমি, অকৃতজ্ঞ বঙ্গভূমি
মর্য্যাদা দিল না,
পরদেশে দীর্ঘ দিন কত কষ্টে উপেক্ষায়
কী কৃচ্ছ্র সাধনা !

স্পষ্টভাষী হে মনীষী ! অপ্রতিদ্বন্দ্বী যে তুমি,
দ্বিতীয় শঙ্কর,
ভক্তি-সুরধুনী বক্ষে কণ্ঠে শুধু "ব্যোম ! ব্যোম !
হর ! হর ! হর !"

অনলস কর্ম্মী তুমি, সেবাব্রত উদ্‌যাপিতে
স্থাপিলা "মিশন্" ;
অপ্রেমিক স্বার্থমত্ত অসংযতে "বজ্রাদপি
কঠোর" ভীষণ !

ভক্তিমার্গে আত্মহারা মহাপ্রভু-সম তব
চক্ষু ছল ছল !
আর্ত্তের বেদনা হেরি' মুগ্ধা জননীর মত
কুসুম-কোমল !

লালসার দাসী কোন বিদেশিনী উর্ব্বশীরে
(ব'লেছিলে) হৃদয়বিদারী,
"মাতৃ-ভাবে ভিন্ন আমি ভাবি নাই, দেখি নাই—
কোন দিন নারী"।

জ্ঞানের দ্বাদশকুণ্ড নিয়ত তোমার বক্ষে
ছিলো দীপ্যমান,
"ঠাকুরের প্রাণাধিক" ব'লে কত ঈর্ষ্যা হ'ল
হ'ল অভিমান !

তোমাকে ঘেরিয়া নিত্য ঠাকুর-চরণে হ'ত
শত অভিযোগ,
তুমি নাকি স্বৈরাচার বারবার কর নাকি
রাজসিক ভোগ !

ঠাকুর কহিতা হাসি'— "তেজীয়সাং ন দোষায়
শোনো সর্ব্বজন !
শুদ্ধ-বুদ্ধ-জীবন্মুক্ত নরেন্দ্রনাথের মধ্যে
হেরি নারায়ণ" ।

সম্বর্দ্ধনা-সভা তব ব'লেছিলো—"ঠাকুরেরো
চেয়ে তুমি বড়"
শুনিয়া সে মর্ম্মান্তিক অনুতাপে বেদনায়
অশ্রু ঝর-ঝর !

তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া কেশরি-সমান তুমি
সমুন্নত-গ্রীবা,
লাভাপ্রবাহের মত বাণী শুনি' কম্পমান
সম্বর্দ্ধনা-সভা ।

সেথা তুমি ব'লেছিলে— "ঠাকুরের পদ-ধূলি
প্রতি কণা হ'তে
এমন বিবেকানন্দ শত শত মোর মত
বাহিরায় স্রোতে" ।

এমনি ত ছিলে ভক্ত ইষ্টদেব-গত-প্রাণ
প্রহ্লাদ-সমান,
কী চাহিব পদে তব ? দাও দাও ব্যাকুলতা,
নাশো অভিমান ।

আত্মবিস্মৃত হিন্দুকে ভোগের পিচ্ছিল ভ্রান্ত
পথ হ'তে টানি,
"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"
দিয়ে গেলে বাণী ।

ব'লে গেছো,—"উঠ, জাগ হিন্দু ! কৃচ্ছ্র তপঃপূত
অস্থি চাই তব,
সেই অস্থি দিয়া আমি গড়ি' যাব ভারতের
মুক্তি-বজ্র নব"।

ব'লে গেছো, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি'
কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন—
সেবিছে ঈশ্বর"।

ব'লে গেছো,—"হে ভারত ! ভুলিও না, আদর্শ তোমার
সতী সীতা,—
সাবিত্রী ও দয়মন্তী, ভুলিও না ভোলানাথে,
ভুলিও না গীতা,

ভুলিও না জন্মভূমি,— সেবা করো শৈশবের
শিশু-শয্যা জানি'
পূজা কর যৌবনের উপবনে, বার্দ্ধক্যের
বারাণসী মানি"।

কত বড় বড় কথা দেশ-মাতৃকার লাগি'
শুনিয়া এলেম,
এর চেয়ে বড় কথা শুনি নাই, দেখি নাই
হেন দেশ-প্রেম।

মনে পড়ে সেইদিন, মহামান্য বিশ্বধর্ম্ম-
মহা-সম্মেলনে,
অখ্যাত অজ্ঞাত তুমি বাগ্মিতায় অনভ্যস্ত
ইংরেজী-ভাষণে,

প্রথম-প্রণয়ি-সম কম্পমান শত শঙ্কা—
ভীরু বক্ষ তব,
ঘূর্ণ্যমান চক্ষে হেরি' সভাস্থলে শত শত
মনীষি-পুঙ্গব,

অবরুদ্ধ অশ্রুভরা অন্তরে জাগিল তব
কুণ্ঠা ও বিস্ময়,
"রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণ!" গুরু-নাম স্মরা মাত্র
দূরে গেলো ভয়।

পদ্ম-পত্রে কম্প্র-বারি- বিন্দু-সম দ্বিধামগ্ন
চিত্ত কম্পমান,
একমনে ডেকেছিলে "রক্ষ রক্ষ রামকৃষ্ণ!
ওগো ভগবান্!

এই মহাসভা-মঞ্চে আবির্ভাবি' কণ্ঠে মম
দাও সেই ভাষা,
ভোগ-মগ্ন আমেরিকা ধন্য হ'ক্, ধার্ম্মিকের
মিটুক্ পিপাসা।"

সে ব্যাকুল আবাহনে থাকিতে নারিয়া প্রভু
ভক্তের ঠাকুর,
আবির্ভাবি' কণ্ঠে তব জড়বাদী পাশ্চাত্যের
দম্ভ করি' চূর্,

ধীরোদাত্ত মর্ম্মস্পর্শী কণ্ঠে তব বজ্র-সম
দিলা যে ভাষণ,
স্পর্দ্ধিত পাশ্চাত্য দেশ স্তব্ধ হ'ল,—হ'ল শান্ত
সমুদ্র-গর্জ্জন।

গৈরিক-নিঃস্রাব-সম অনিবার্য্য তোমার সে
বাগ্মিতার বলে,
পাশ্চাত্য মনীষি-বৃন্দ মূক হ'য়ে, ম্লান হ'য়ে
গেলো সভাস্থলে।

সেথা তুমি ব'লেছিলে স্নিগ্ধকণ্ঠে—"আমেরিকা-
বাসী ভাই-বোন্!
হিন্দুধর্ম্ম-মর্ম্ম-কথা বলি আমি, শ্রদ্ধাভরে
মন দিয়ে শোন্";

সুদূর-মার্কিণ-বাসী কণ্ঠে তব প্রেম-মাখা
সম্বোধন শুনি'
পাঁচ মিনিটেরো বেশী ভক্তিভরে দিয়াছিল
করতালি ধ্বনি।

ঠাকুরের এত কৃপা লভিয়াছ যোগিশ্রেষ্ঠ!
ওগো ভাগ্যবান্!
নাশ ঈর্ষ্যা, দাও ভক্তি, হে শঙ্কর! লহ, লহ
প্রাণের প্রণাম।

ওগো যুগ-স্রষ্টা ঋষি! কাল জয়ী! কি বলিব
বেশী তোমা আর?
ধর্ম্ম-বন-রাজ্যে তুমি অজেয় যে "রয়েল
বেঙ্গল টাইগার"।

তোমার গৈরিক বেশ সিংহ-মূর্ত্তি নেহারিয়া
যায় শঙ্কা, ভয়;
সব্যসাচী-সম তুমি অবহেলে সর্ব্বস্থানে
লভিয়াছ জয়।

কোটি-সূর্য্য-সম-প্রভ ধর্ম্মরাজ্যে জ্যোতির্ম্ময়
আণবিক বোমা !
"ন ভূতো ন ভবিষ্যতি" ওগো যতী ! তুমি মাত্র
তোমার উপমা ।

দখিণাপুর ॥

মাতিয়া উঠেছে হৃদয় আমার নাচিয়া উঠেছে প্রাণ,
মনের সিন্ধু প্রেমের ইন্দু-পরশে ডাকালো বান ।
সপ্ত সাগর মন্থন করি' অমৃত আহরি' চিত্ত,
মৃত্যু-কাতর মর্ত্ত্যের বুকে ছড়ায়ে অমৃত বিত্ত,
অনিত্য ছাড়ি' নিত্য আঁকড়ি' নৃত্য করিছে প্রাণ,
চিত্তে আজিকে কে দিল রে দোলা ? কী শুনিরে আজ গান ?
"ভেঙে ফ্যাল্ এই পাষাণ প্রাচীর, মায়ার এ কারা ভাঙ্,
ধরণী-ধরের ছুহিতারে তুই ধরায় ধরিয়া আন্ ।
ঠাকুরের মত ব্যাকুলকণ্ঠে ডাক্ দেখি তুই মন !
মন্ত্রে-তন্ত্রে কী হবে রে ফল ? তিনি যে ধ্যানের ধন !
মাতৃ-হারা মূঢ় সন্তান-সম ডাক্ দেখি তুই মাকে,
ন্যাওটা ছেলেকে ছাড়িয়া কখনো জননী কি দূরে থাকে ?
পতি-গত-প্রাণা সতীর মতন কর দেখি তাঁর ধ্যান,
শ্রবণে, মননে, নিদিধ্যাসনে বহা' না ভকতি-বান ।
সারা অন্তরে প্রেম-মন্তরে সন্তরে যেন প্রাণ,
নিত্য অঝোরে আঁখি যেন ঝরে, ক'রে যা মায়ের নাম" ।
এমনি করিয়া রহিয়া রহিয়া উল্লসে প্রাণপুর,
মনের ময়ূরী পুলকে শিহরি' নেহারে দখিণাপুর ।

"কথামৃত" করি' দান।

(গান)

[তোমার] কোন্ রূপ আঁকিব ? কী ব'লে ডাকিব ?
গদাধর ভগবান্ !
পঞ্চবটীর বটের তলায়
মনে পড়ে সেই ধ্যান।
মনে পড়ে ডাক্ মা'র মন্দিরে,
"দেখা দে মা মোরে,—দেখা দে মা মোরে"
ঝরিয়াছিল যে অশ্রু অঝোরে
শুনি সে ব্যথার গান।
তোমার কণ্ঠে মা'র নাম শুনি,
মুগধ হইলা রাণী রাসমণি,
স্তম্ভিত আঁখি মাতা সুরধুনী,
স্রোত তাঁর বহমান।
অপরূপ তব সাধনার সুধা,
বিশ্ববাসীর মিটাইল ক্ষুধা,
কৃতার্থ করি' গিয়াছ বসুধা,
"কথামৃত" করি' দান।

রাণী রাসমণি ঃ

মানস-নয়নে ভাসে ঢল ঢল চক্ষু ছুটি তব,
তোমার ত্যাগের কথা শুনি মাতা ! কত অভিনব !
৺ভবতারিণীর ধ্যানে মগ্ন, পুরোভাগে কোশাকুশী,
সমাধিস্থ মূর্ত্তি যেন ভাব-ভোলা আত্মহারা বসি'
দেখিতেছ তুমি মাগো ! দিব্য চক্ষে আরাধ্য দেবতা,
তুলসীর মত ছিলো সহজাত তব পবিত্রতা।
সধবা-জীবন তব ছিল মাত্র অঙ্গুলি-নির্দ্দেয়,
বৈধব্যের মধ্যে তুমি অর্জ্জিয়াছ যে সব পাথেয়,
তাহার তুলনা নাই। বুদ্ধি তব ছিল বিলক্ষণা,
অথচ আছিলে তুমি নিরক্ষরা কন্যা সুলক্ষণা।
তোমার জনক ছিলা ভক্তিমান্ ৺হরেকৃষ্ণ দাস,
ভগবৎ-কথা যাঁর ছিল নিত্য নিশ্বাস-প্রশ্বাস।
অতি সাধারণ তিনি আছিলেন কৃষক-সন্তান,
তোমার মাতার প্রাণো লোকোত্তর পরাভক্তিমান্,
অহৈতুকী ভক্তি-ভরা ধমনীতে তোমার শোণিত,
তাই তুমি আমরণ ভক্তিমার্গে র'য়েছো তৃষিত।
অতি অবজ্ঞেয় বংশে লভি' জন্ম হে জেলের মেয়ে !
এমন ভক্তির জালে সারা বিশ্ব ফেলিয়াছ ছেয়ে,
যে জালে পড়িল ধরা হিন্দু-বৌদ্ধ-যবন-খৃষ্টান,
ধরায় ধরিয়া আনে যেই জাল জ্যান্ত ভগবান্।
দক্ষিণেশ্বরের বুকে পঞ্চবটী-তলে যার ছায়া,
যে জালে আবদ্ধ হ'য়ে ধরা দেন নিজে মহামায়া।
তোমারি রচিত হেরি রামকৃষ্ণ-সাধনা-বাহিনী,
সারা ছুনিয়ায় আজ ঘরে ঘরে তোমার কাহিনী।

প্রজানুরঞ্জনধর্ম্ম আমরণ গিয়াছ আরাধি'
"রাণী-মা" বলিয়া তোমা' প্রজাপুঞ্জ দিয়াছে উপাধি।
অবজ্ঞা করিয়া গেছো চিরদিন সাহেবী খেতাপ,
ইংরাজ বুঝিয়া গেছে মর্ম্মে মর্ম্মে তোমার প্রতাপ।
বিধবা বলিয়া তব হয়নিক ধী-শক্তি অচলা,
বিপুল-সম্পত্তি-রক্ষা-কার্য্যে তুমি দেখালে শৃঙ্খলা
দেশের বিস্ময়করী! আজো মনে পড়ে সেইদিন,
দরিদ্র ধীবরগণ ভোলে নাই আজো তব ঋণ।
ধীবরেরা ধরে মাছ গঙ্গায় নিষ্কর চিরকাল,
ইংরাজ আদেশ দিলো—"বিনা করে পড়িবে না জাল"।
দুঃস্থ জেলেদের মনে এ আদেশে ভীষণ ভাবনা!
"কর বিনা গঙ্গাগর্ভে মৎস্য-কণা কেহই পাব না?
জাল ফেলিবার আগে দিতে হবে সরকারী কর,
মৎস্য যদি নাও উঠে,—কর ভারে হইব জর্জ্জর?"
বিপন্ন সকলে গেলো তোমার চরণ তলে ছুটি,
দরিদ্র-পীড়নে তব ছল ছল হ'ল চক্ষু দুটি!
গরীব প্রজার হ'য়ে আবেদন দিলে সরকারে,
এতগুলি ধীবরের পত্নী-পুত্র আছে অনাহারে,
কেহ শুনিল না কথা, গলিল না নিষ্প্রাণ পাষাণ,
কাঁদিয়া উঠিল তব পর-দুঃখ-কাতর পরাণ।
প্রথমে জানালে তুমি সরকারে নম্র অনুরোধ,
কোন ফল হইল না। জাগিল তোমার রুদ্র ক্রোধ!
বাহিরে প্রশান্ত রহি' কূটনীতি চালাইলে তুমি,
বার্ষিক দশ হাজার খাজনায় কিনি' জলাভূমি,
উত্তরে ঘুসুড়ি হ'তে মেটিয়াবুরুজ-তক্ সারা
গঙ্গার জলীয় অংশ নিয়েছিলে চতুরা ইজারা।

মাছ ধরিবারে আর রহিল না সরকারী বাধা,
জেলেরা ফেলিল জাল, সেই জালে সরকারী গাধা
ধরা পড়ি' গেলো সব। বুঝিল না তোমার চাতুরী,
এক ঢিলে দুই পাখী মেরে দিলে দিয়ে তুমি "থুরি"।
গঙ্গাগর্ভে ভাসমান এতকাল ছিল যত "বয়া",
ধীবরগণের প্রতি দয়াময়ী তুমি করি দয়া,
নির্ব্বাধে ধরিতে মৎস্য বাঁধি দিলে শিকল-অছিলে,
নৌকা ও ষ্টীমার সব চলাচল বন্ধ করি' দিলে।
জলপথ বন্ধ হ'ল,—বণিকের নড়িল টনক,
সরকারী রক্তচক্ষু দিয়াছিলো তোমাকে ধমক্।
গ্রাহ্য কর নাই তুমি তেজস্বিনী তাহা তৃণসম,
ব'লেছিলে—"চাঁদী জুতা নিরঙ্কুশ করিয়াছে মম—
অর্জ্জিত এ গঙ্গাপথ কর দিয়া দশটি হাজার,
আর আমি বাধ্য নহি কোন কথা শুনিতে রাজার"।
"শিকল খুলিয়া দিন" পুনরায় আসে অনুরোধ,
শঠে শাঠ্য সমাচরি' নিয়েছিলে তুমি প্রতিশোধ,
ব'লেছিলে—"মৎস্য লাগি' গঙ্গা আমি নিয়েছি ইজারা,
নির্ব্বাধে প্রচুর মৎস্য ধরিবারে চায় যারা-যারা,
জাহাজাদি চলাচলে জেলেদের হয় যে দুর্গতি,
শিকল খুলিয়া দিলে হবে মোর ভয়ানক ক্ষতি"।
হটিল ইংরাজ, হেরি' সূক্ষ্ম রাজনীতি বিপরীত,
অভিপ্রায় বুঝি' তব জলকর করিল রহিত।

* * *

মনে পড়ে, তখনও হয় নাই দেশে রেলপথ,
পুণ্যতীর্থ কাশী যেতে ক'রেছিলে তুমি মনোরথ;

নৌকাপথে দীর্ঘকালে যেতে হবে পুণ্যধাম কাশী,
সঙ্গে যাইবেন কত আত্মীয়-কুটুম্ব, দাস-দাসী,
ডাক্তার ও বৈদ্য-আদি, বহু যাত্রী হ'ল এসে জড়,
পঁচিশ-তিরিশখানি ঠিক্ হ'ল নৌকা বড় বড়।
৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা নিরখিয়া ফিরিতে সত্বর,
ছয়মাস-উপযোগী দরকারী জিনিষ-পত্তর
জোগাড় হইল সব। হিন্দু-তীর্থ-শ্রেষ্ঠ বারাণসী,
পুণ্যলোভাতুর সবে যাত্রাদিন গুণিতেছে বসি'
উদ্‌বেগ-অধীর বক্ষে। ঠিক্-ঠাক্ সব আয়োজন
যাত্রা করিবার দিনে অকস্মাৎ ঘুরে গেলো মন।
আর্ত্ত হাহাকারে ভরা কর্ণে তব এলো জনশ্রুতি,
দুভিক্ষ-কবলে পড়ি' পূর্ব্ববঙ্গ ভুঞ্জিছে দুর্গতি।
অনাহারে প্রতিদিন মরিতেছে শত শত লোক,
আর কি থাকিতে স্থির পার তুমি রাণী পুণ্যশ্লোক?
দয়াময়ি! প্রাণ তব বুঝিতে পারিবে বল কেবা?
তখনি হুকুম দিলে, "তীর্থ মম দরিদ্রের সেবা!
তীর্থযাত্রা লাগি' মোর যত অর্থ খরচ হইত,
অন্নহীনে বস্ত্রহীনে দাও তাহা প্রয়োজন-মত,
বিতরণ করো সবে, মুছাইয়া দাও অশ্রুজল,
তাহাতেই হবে মম ৺কাশীধাম-তীর্থ-যাত্রা-ফল"।
নিরন্ন পাইল অন্ন, বিদূরিল দুর্ভিক্ষের ভয়,
দিকে দিকে ওঠে ধ্বনি—"জয় জয়! রাণীমা'র জয়!
গরীবের মেয়ে তুমি, বুঝেছিলে গরীবের দুখ্,
বিপন্ন-রক্ষার তরে চিরদিন পেতে দিতে বুক্।
দেশের দারিদ্র্য হেরি' নিত্য তব কাঁদিয়াছে প্রাণ,
আমরণ তাই বুঝি অকাতরে করি গেলে দান?

ঐশ্বর্য্যের মাঝে বসি' শুনিতে দীনের হাহাকার,
দায়গ্রস্থে উদ্ধারিয়া কত যে ক'রেছ উপকার।
অভিমান-বিন্দু-হীনা সত্ত্ব-গুণ-প্রবণা মহান্,
দাতব্য-বুদ্ধিতে তুমি চিরকাল করিয়াছ দান।
তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা,—ধর্ম্ম-কর্ম্মে তোমার ভকতি,
কেমনে বর্ণিব মাতা ? লেখনীর দুর্ব্বল শকতি।
৺দক্ষিণেশ্বরের বুকে প্রতিষ্ঠিয়া মা ভবতারিণী,
সমগ্র বিশ্বকে তুমি করি' গেছো যুগে যুগে ঋণী।
তোমারই প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ মন্দির শিবময়,
রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সাধনার প্রচারিল জয়,
তোমার পরমহংস-ঠাকুরের করি' জয়-ধ্বনি,
পুণ্য তব কীর্ত্তিগাথা গাহিছেন মাতা সুরধুনী।
তোমার চরণতলে রাখি মোর ক্ষুদ্র নতিখানি,
তারস্বরে গাহি গান, "ধন্য ধন্য রাণী রাসমণি" !

অসীম ক্ষুধা, অপার তৃষ্ণা

প্রাণটা কেন এমন টান' হৃদয় কর জর-জর ?
অবৈধ এ প্রেমের কথা নয়কো মোটেই সহজতর !
শরতের এই স্নিগ্ধ মাসে,
প্রেমের গন্ধ হাওয়ায় ভাসে,

উল্লাসী এ আমার বাঁশী
বাজায় শুধু তোমার কথা,
তোমার-আমার এই যে প্রণয়
একি শুধু কথার কথা ?
ব'লো নাক, ব'লো নাক,
দুঃসহ তায় পাবো ব্যথা।

শ্রীমা এবং তোমার স্মৃতি
নেশার মত চক্ষে ভাসে,
প্রাণ-পেয়ালায় ছন্দ হ'য়ে
গানের মত কণ্ঠে আসে,

স্নিগ্ধ-হাস্য-কলরবে,
আমার প্রাণের মহোৎসবে,
তোমার দেখা পাই না ব'লে
প্রাণের তারটি যাচ্ছে কেটে,

মেঘের বারি বিনা কভু
চাতকের কি তৃষ্ণা মেটে ?
একা আমি ব'সে আছি
তোমরা আছো মনের মাঝে,

আমার বুকের তলে ঠাকুর!
তোমাদের ঐ চরণ রাজে,
রাণী রাসমণির কথা,
স্মরি' জুড়ায় প্রাণের ব্যথা,

বিবেক-স্বামীর সানাই-মধুর
কণ্ঠখানি মনে পড়ে,
পঞ্চবটীর স্মৃতি আসি'
অঝোর-ধারে অশ্রু ঝরে।
চিন্তাকাশের শুকতারা !
তোমরা আমার আশাতীত,
ভাষার মধ্যে খুঁজ্‌তে গিয়ে,
পাই না যে হায় ! ভাষাতীত !
আমার প্রাণের সাধন-বীণা,
ছিন্ন হেরি ঠাকুর বিনা,
স্বপ্ন দেখি মুগ্ধ চোখে
দেখ্‌ছি সোণার আনন-শশী,
সমাধিস্থ-ঠাকুর-পদে
আমি যেন আছি বসি'।
তোমার চরণ-পদ্ম স্মরি'—
ব'সে আছি ব্রহ্মচারী,
উথলিছে প্রেমের পাথার,
নাইক তাহার কোনই দিশা,
মিটাও ঠাকুর ! মিটাও ঠাকুর !
অসীম ক্ষুধা,—অপার তৃষা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ! পাদ-পদ্মে তব নমো নম,
ধরিত্রীর ইতিহাসে সর্ব্বযুগে তুমি নিরুপম।
নিপীড়িতা ধরণীর জীবন্ত সান্ত্বনা আজ তুমি,
পুণ্য তব আবির্ভাবে তীর্থক্ষেত্র হ'ল বঙ্গভূমি।
দক্ষিণেশ্বরের কথা উৎকণ্ঠিত শুনিছে দুনিয়া,
ভোগমত্ত আমেরিকা ভক্তি-সূত্র বুনিয়া বুনিয়া,
গঙ্গার পশ্চিম কুলে রচিল যে মন্দিরের মালা,
স্থাপিল তোমার মূর্ত্তি, শ্রদ্ধা-ঘৃতে ভক্তি-দীপ-জ্বালা,
মর্ম্মর-প্রস্তরে গাঁথা শিল্পি-প্রাণ বর্ণ-গন্ধময়,
বিগত-গৌরব বঙ্গে আধ্যাত্মিক দিয়েছো বিজয়।
দ্বাদশ-আদিত্য-সম বৈদ্যুতিক বিচিত্র প্রতিভা,
বাগ্মিতা-আগ্নেয়-গিরি ! মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্য ! সেবা,
স্বামী-জি বিবেকানন্দ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয় শিষ্য তব,
তোমার অদ্ভুত বাণী প্রচারিয়া এলো অভিনব,
দীপ্তিমান্ অভিযাত্রী পাশ্চাত্যে করিল অভিযান,
তোমার সাধনা-বহ্নি দিকে দিকে ছোটে লেলিহান !
দেশে দেশে বিচ্ছুরিল পঞ্চবটী-প্রেম-বহ্নি-শিখা,
তোমার বিজয়-বার্ত্তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা।
কথার গভীরে তব সুপ্ত ছিল যে লাভা-প্রবাহ,
তপ্ত ধরণীর বক্ষে আজ তাহা স্নিগ্ধ বারিবাহ !
বিবেকানন্দের 'পরে ছিল তব পক্ষপাতী স্নেহ,
তোমার তপস্যা তাই তাঁর মধ্যে লভিয়াছে দেহ,

সেই দেহে ব্রহ্মচর্য্য-কঠোরতা-প্রদীপ্ত যে প্রাণ,
দাবাগ্নি-সমান তাতে সঞ্চারিয়া দিলে ব্রহ্মজ্ঞান।
দিলে সর্ব্বভূতে প্রেম, গড়ি' দিলে আদর্শ মানব,
যাহার দুর্ব্বার গতি রোধিবারে পাশ্চাত্য দানব,
আপ্রাণ করিল চেষ্টা, অবশেষে সত্য হ'ল জয়ী,
প্রমাণিত হ'ল বিশ্বে তপঃ-শক্তি কী মহিমময়ী!
আণবিক শক্তি? সেও তার কাছে পরাভূত হয়,
পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা তপস্বীরা করে পরাজয়,
তপোবল দুর্নিবার! বজ্র? তার স্পর্শে হয় ম্লান!
সাধুর হৃদয়-প্লাবী ধর্ম্ম-স্রোত বহিছে উজান।
যেমন দুরন্ত নদী তরঙ্গে তরঙ্গে ধায় ছুটি,
প্রিয়তম অম্বুধির উন্মাদিনী বক্ষে পড়ে লুটি।
ধর্ম্মের তেমনি গতি! কী আশ্চর্য্য অনিবার্য্য টান!
উন্মাদের মত ছোটে আকুলি-বিকুলি করি' প্রাণ।
সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ি' কোথা ধায় নাহি তার সীমা,
মাতাল করিয়া তোলে,—এমনি ত ধর্ম্মের মহিমা!

* * *

ধর্ম্মপ্রাণ রামকৃষ্ণ! ভক্তি-রস জীবন্ত বিগ্রহ!
ঠাকুমা'র মত তুমি গল্পচ্ছলে করি' অনুগ্রহ,
করিয়া অপার কৃপা, ব'লে গেছো যে অপূর্ব্ব কথা,
সহজ উপমা দিয়া,—জুড়াইয়া তাপিতের ব্যথা;
কাতরে আশ্বাস দিয়া লক্ষ বক্ষে সঞ্চারি' সান্ত্বনা,
নাস্তিকে আস্তিক করি' বহাইলে প্রেমের যমুনা।
দক্ষিণেশ্বরের বক্ষে গড়ি' দিলে নব বৃন্দাবন,
তরি' গেল পাপী, তাপী, কত শত অভাগা, অধম।

সেদিন দেশের বুকে সীমাহীন শত অনাচার,
বিদেশী-শিক্ষার স্রোতে ভাসমান ধর্ম্ম, সদাচার,
দেশের ঠাকুর ফেলি' ইংরাজের কুকুর-অর্চ্চনা,
হিন্দুর প্রাণের মূর্ত্তি কী লাঞ্ছিত মৃণ্ময়ী প্রতিমা !
উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রোজ্জ্বল প্রতিভা,—
"মাইকেল" পরিণাম ! অভিশপ্ত যেন পুরুরবা !
তিলে তিলে দহি' দহি' ভিক্ষুকের মত শেষে হায় !
প্রতিভার উল্কাপাত ! নির্ব্বাপিত হল নিরুপায় !
এমনি ত "কৃষ্ণ বন্দ্যো", এমনি ত "সুরেশ বিশ্বাস" !
স্বধর্ম্ম ত্যজিয়া মোহে অনুতপ্ত কী দীর্ঘ নিশ্বাস
ফেলেছিলা অশ্রুবারি অনুতপ্ত উষ্ণ মর্ম্মঘাতী,
আজ রামকৃষ্ণ-যুগে নাম-গান-মদিরায় মাতি'
আমার স্বদেশবাসী বুঝিবে না,—বুঝিবে না কেহ,
আজ তাহা ইতিহাস ! নাহিক বাস্তব তার দেহ ।
সেদিন রক্ষিতে ধর্ম্মে বংশী-ধ্বনি করিয়া মোহন,
আবির্ভূত হ'লা বঙ্গে মহামনা শ্রীরামমোহন,
তখন হিন্দুর ধর্ম্ম জীর্ণ শত অনাচারে ভরা,
ধর্ম্ম-ধ্বজা প্রাণহীন ! জলশূন্য নদী যেন মরা ।
প্রাণের তরঙ্গ-হারা বক্ষে শুধু শৈবালের দাম,
হিন্দুর ধর্ম্মও তাই,—ভূত-প্রেতে ভরা নাহি প্রাণ,
পদে পদে শত বাধা । "ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না" শুধু রব,
মানবাত্মা অপমানি' অধর্ম্মের চলিত উৎসব ।
অকথ্য ধর্ম্মের গ্লানি হেরিয়া কাঁদিল তাঁর মন,
বিধর্ম্ম-ব্রহ্মাস্ত্র-সৃষ্টি নব ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন
করিলেন দূরদর্শী । প্রতিবাদ হ'ল গ্লানিময়,
নব্য শিক্ষিতেরা কিন্তু এই ধর্ম্মে নিলেন আশ্রয় ।

বড় বড় পণ্ডিতেরা উচ্চারিলা "ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ? ধিক্ !"
তথাপি আকৃষ্ট হ'ল দলে দলে যত আধুনিক,
পরম আগ্রহ-ভরে নব ধর্ম্মে হইল দীক্ষিত,
এই ধর্ম্ম-প্রেরণায় বঙ্গদেশে ইংরাজী-শিক্ষিত,
সহস্র-অযুতে আসি' ব্রাহ্মধর্ম্মে পাইল আশ্বাস,
কতক পাইল রক্ষা হিন্দু-ধর্ম্ম-মহাসর্ব্বনাশ।
কিন্তু এও প্রাণহীন! অনাচারে হ'ল ওতপ্রোত,
বচন-সর্ব্বস্ব হ'য়ে রুদ্ধ হ'ল প্রাণ-ধর্ম্ম-স্রোত।
স্বয়ং শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বকবি রবীন্দ্রের পিতা,
বাঁচাতে নবীন ধর্ম্মে নবমন্ত্রে হ'লেন বিধাতা।
তারো চেয়ে অগ্নিবর্ষী ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশব সেন,
অন্ধকারে আলো পেতে ঠাকুরের চরণে এলেন;
রোমাঞ্চিত হ'ল তনু, হেরি' ভক্তি-স্যমন্তক-মণি,
চিনিলেন মুহূর্ত্তেই কোথায় বাঞ্ছিত-রত্ন-খনি ?
জলে মগ্ন নিরুপায় উল্লাসে পাকরে যথা ভেলা,
ব্রহ্মানন্দ মহানন্দে ঠাকুরের প্রেম-ধর্ম্ম নিলা।
কোথা গেলো অশ্রদ্ধেয় পুতুল-প্রতিমা-নিন্দা-মোহ ?
ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-মন্দিরেতে কীর্ত্তনের সে কী সমারোহ !
নব-বিধানের তরী আনন্দ-সাগরে তুলি' পাল,
কেশব-প্রমুখ ভক্ত বাজাইয়া খোল-করতাল,
তাতিয়া মাতিয়া গেলো। টলি গেলো অটল পর্ব্বত,
শিরোধার্য্য হ'য়ে ওঠে ঠাকুরের সহজিয়া পথ।
নব-প্রেম-রঙ্গ হেরি' মাতিয়া উঠিল রঙ্গালয়,
স্বয়ং শ্রীগিরিশ ঘোষ উচ্চারিয়া "রামকৃষ্ণ জয়";
অনুতপ্ত ছুটি' এলো ঠাকুরের রাঙা পদ-তলে,
বক্ষ ভাসি গেলো তাঁর অবরুদ্ধ উষ্ণ অশ্রুজলে।

কাঁপিয়া উঠিল বঙ্গ, বাণী শুনি' মহামৃত্যুঞ্জয়,
"জয় শ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ ঠাকুরের জয়"
দিকে দিকে জয়-ধ্বনি, কণ্ঠে কণ্ঠে বন্দনার গান,—
"নিরক্ষর পূজারী এ প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ভগবান্ !"
শঙ্কাতুর ছিদ্রান্বেষী কাঁপি' উঠে নিন্দুকের দল,
খর্ব্বিতে মহিমা হায় !. অন্ধকারে আঁটে কত ছল !
কিন্তু কে রোধিতে পারে মধ্যাহ্নের তীব্র দিবালোক ?
নিন্দা-পঙ্ক-মাঝে ফুটি' পঙ্কজের মত পুণ্যশ্লোক,—
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাতে হাতে দিলেন রতন,
বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যা করিলেন জলের মতন।
কত ব্রণান্বেষী আসি' হইয়াছে কুতর্কেতে রত,
তীব্র সত্যালোক-স্পর্শে পলাইল পেচকের মত।
অবশেষে আসিলেন ঠাকুরের প্রত্যক্ষ সাধনা,
স্বামিজি বিবেকানন্দ ; বিশ্ব যেন পাইল সান্ত্বনা।
আকর্ণ-বিশাল নেত্র স্তব্ধ হ'য়ে গেলো সব "কেন",
রজত-গিরির মত মূর্ত্তিমান্ আশুতোষ যেন ;
যাঁহার নির্ঘোষ শুনি' পদানত হইল পৃথিবী,
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যেন আসিলেন দ্বিতীয় গাণ্ডীবী !
ব্রহ্মচর্য্য-দীপ্ত-মূর্ত্তি ! রসনায় দাবাগ্নি-উত্তাপ,
যাঁহার প্রখর দৃষ্টি ধ্বংস করে পুঞ্জীভূত পাপ।
মূর্ত্তিমান্ নারায়ণ, ঠাকুরের সন্তান-প্রধান,
শ্রদ্ধায় আনতশির দিল বিশ্ব চরণে প্রণাম।
হৃদয়ে ভবতারিণী ! কণ্ঠে "ব্যোম ! হর ! হর ! হর !"
ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত দ্বিতীয় শঙ্কর ?
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ! তোমার লীলার নাহি সীমা,
তোমার অপার কৃপা বর্ণিতে এ লেখনী অক্ষমা।

বাঙালীর কত পুণ্যে কৃপাময়! এসেছিলে তুমি,—
পুণ্য পাদ-স্পর্শ-দানে তীর্থ করি' গেলে বঙ্গভূমি,
দেশে দেশে যুগে যুগে সর্ব্ব-জন-প্রাণ-প্রিয়তম!
অধীন ধীরেন্দ্রনাথে কৃপা কর,—হ'য়ো না নির্ম্মম।

দখিণাপুরের পথ ৷

সারা অন্তরে ঝল্‌মল্ করে কোথাকার শত বাতি?
কে আনিয়া দিল মধুর দিবস, আনন্দময়ী রাতি?
উপহাস করে মণি-মাণিক্যে নিতি কোথাকার ধূল?
কোন পথে গেলে রাঙাইয়া তোলে মনের প্রান্তমূল?
কাহার স্মৃতিতে অজানা প্রীতিতে ভ'রে ওঠে সারা বক্ষ
কোন্ পথে গিয়া যায় যে মরিয়া কামনা লক্ষ লক্ষ?
নাচিয়া নাচিয়া ওঠে যেন হিয়া ভুলে যাই অভিমান,
উন্মনা হ'য়ে মরমে মরিয়ে আই-ডাই করে প্রাণ,
শিহরিয়া উঠে সর্ব্ব শরীর নেহারিয়া কা'র রূপ?
ত্যাগ-ধূপাধার হইতে কোথায় উঠিছে গন্ধ, ধূপ?
কোন্ পথে গেলে যায় অবহেলে হীন সংসার-ত্রাস,
মা'য়ের মতন দু'হাত তুলিয়া কে ডাকিছে বারমাস?
বুকের রক্ত চিড়িয়া কোথায় জীবনের কথা লেখা?
ত্যাগের অমৃত-গন্ধ-মাখানো কোথাকার ধূলি-রেখা?
মরত-ভূমিতে স্বরগ-দৃশ্য! কোন্ সে অমর ঠাঁই?
সারা দুনিয়ার মাঝারে কাহার রূপের তুলনা নাই?
কোন্ পথ ধরি' যায় ভাই! মরি' নানা-রঙা মনোরথ?
শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের সে যে দখিণাপুরের পথ।

শ্রীশ্রীমা ঃ

ঠাকুর-সহধর্ম্মিণি ! নমো নম মা সারদেশ্বরি !
শতাব্দী-সীমান্তে আজ পুণ্য তব আবির্ভাব স্মরি
শ্রদ্ধা-ভক্তি-পূত মনে। করি' গেছো যা'রে তীর্থভূমি,
মনে কি পড়ে না আজো সেই তব দীনা বঙ্গভূমি ?
এই বাংলার বুকে একদিন পরিচয় হীন,
ধরিত্রীর কত পুণ্যে এসেছিল তব জন্ম-দিন।
দিনে দিনে সে দিনের আগ্নেয়-নিঃস্রাবী পরিচয়,
উজলি' ঠিকড়ি পড়ে দেশ হ'তে দেশান্তরময়,
জ্যোতির্ম্ময়ী পুণ্যতিথি ! দিকে দিকে ওঠে জয়ধ্বনি,
কুটিল কালের কোলে হ'লে তুমি চিরসীমন্তিনী,
হে সারদামণি মাতঃ ! অনুর্ব্বরে দিয়ে গেছো সার,
সুরধুনী-স্নান-করা কী উর্ব্বর দান যে তোমার !
ভকতির প্রস্রবণ ! জীবনের সারাৎসার মণি,
বাঙালী-মহিলা-কুল-অলঙ্কার ! ভক্তি-স্বর্ণ-খনি !
সার্থক তোমার নাম কল্পতরু-সমান বরদা,
জীবনের সার রত্ন দিয়ে গেছো তুমি মা সারদা !
খ্যাতিহীন দান তব বাঙ্গালীর ঘরে অপরূপ !
স্বরগের মন্দাকিনী মাতৃত্ব-মমতা-ময় রূপ !
বিচিত্র তোমার তৈল-চিত্র-পানে যখনই চাহি,
পুষ্কর-স্নানের মত দুই নেত্র উঠে অবগাহি'।
অপূর্ব্ব মাতৃত্ব-সুধা-ক্ষরণ-উৎসুক ঢল ঢল !
তনুর তনিমা হেরি' চক্ষু মোর করে ছল ছল !

নিজেকে ভুলিয়া যাই, সংসার-লালসা যাই ভুলি',
তোমার চরণ-তলে আত্মা করে আকুলি-বিকুলি,
ভক্তিতীর্থে করি' স্নান। সব দুঃখ হ'য়ে যায় দূর,
বুক ভরি' ভাসে সেই আত্মভোলা বিশ্বের ঠাকুর,
যাঁহারে সন্ন্যাসী হেরি' ক্ষণতরে হও নি আতুর,
যাঁ'র "কথামৃত" পানে তৃপ্ত হ'ল কোটি তৃষাতুর !
যাঁহারে গড়িয়া তুমি পতিব্রতা হে ব্রহ্মচারিণি !
ধরণীর ইতিহাস করি' গেছো চিরন্তন ঋণী !
স্বামি-ব্রহ্ম-জ্ঞানে যাঁর পদে দিলে শুশ্রূষা-চন্দন,
ভক্তি-গঙ্গোদকে নিত্য করি' গেছো চরণ-বন্দন।
ওগো মূর্ত্তিমতী নিষ্ঠা ! বাঙালীর রমণী-রতন ?
আদর্শ তিতিক্ষা-ব্রত উদ্‌যাপিলে করিয়া যতন।
উজ্জ্বল সিন্দূর-বিন্দু ঠাকুর দিলেন তব ভালে,
চিরন্তনী সেই শোভা মুছিবে না কভু কোন কালে।
কৈলাসে পার্ব্বতী যথা আশ্চর্য্য মাতৃত্ব-ব্রত-ময়ী,
অনুপম অবদান মর্ত্ত্যে তব হ'ল মৃত্যুঞ্জয়ী।
দূরিতে ধরার ব্যথা তেয়াগিয়া মাগো ! স্বর্গধাম,
মরতে বৈকুণ্ঠ নব করি' গেলে রামকৃষ্ণ-দান।
ঠাকুরের সঙ্গে আসি' করিয়া গিয়াছ দিব্যলীলা,
অখ্যাত দক্ষিণেশ্বর ! বিশ্বশ্রুত আজ পুণ্যশীলা
হইয়াছে তীর্থভূমি আধ্যাত্মিক অপূর্ব বন্দর,
"জগাই-মাধাই"-দল কাঁদে আসি' হেথা দর দর !
হে বদান্য-শিরোমণি ! তুমি যদি না করিতে দান,
কোথায় পেতাম মোরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান্ ?
তুমি যদি জেদ্ ধরি' টেনে নিতে সংসারের বিষে,
কোথায় পরমহংস ? বিবেকানন্দ বা হ'ত কিসে ?

বিশাল যে মহীরুহ, ক্ষুদ্র বীজে তাহার উদ্‌ভব,
পত্নী আত্মাহুতি দিলে স্বামীদের মাহাত্ম্য সম্ভব !
পারেন নি "গোপা" যাহা, পারেন নি যাহা "বিষ্ণুপ্রিয়া"
ইতিহাসে সেই কীর্ত্তি তুমি মাতা গিয়াছ লিখিয়া,
বৈরাগ্য-প্রদীপ্ত আত্মা কেটে দিলে স্বামীর বন্ধন,
স্বামীর সাধনা-যজ্ঞে নিজহস্তে জ্বালিলে ইন্ধন।
ভোগ-পথ তেয়াগিয়া দেখালে তপস্যা রমণীয়,
নীরব তোমার পূজা, যুগে যুগে অবিস্মরণীয় !
চিত্ত মোর কাঁদে আজি ওগো মাতা ! তোমার ব্যথায়,
পাদ-পদ্ম স্মরি তব রামকৃষ্ণ-কাজরী-গাঁথায়।
চন্দন পুড়িয়া যথা ধীরে ধীরে বিলায় সৌরভ,
তেমনি আজিকে দেশে বিস্তারিছে তোমার গৌরব।
তপস্যা-মগনা তুমি, চাহ নাই সংসার, সন্তান,
প্রশংসা-কণিকা কিম্বা জনতার করতালি, মান।
ত্রিতাপ-তাপিতা ধরা, তা'র দুঃখ-মোচনের লাগি',
প্রিয়তমে উৎসর্গিয়া হাস্য-মুখী রহি' নিত্য জাগি'
আত্ম-সত্তা বিস্মরিয়া বিকীরিয়া গেছো মা ! মহিমা,
অতুল করুণা তব, তাই হেরি আনন্দ-পূর্ণিমা,
ঠাকুর পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব প্রভু,
বিষ্ণুর কৌস্তুভ-মণি ! বিশ্ব যাহা দেখে নাই কভু।
রমণী জাতির লাগি' ব্রহ্মচর্য্যমহাব্রত দান,
দিয়ে গেছো মহাদাত্রী ! গেয়ে গেছো তুমি মহাগান।
রামকৃষ্ণঠাকুরের সর্ব্ববিধ সঙ্কট-বান্ধবী,
দেখালে অপরিম্লান নারীত্বের আদর্শের ছবি।
শরীর-ধারিণী তপ, তোমার চরিত্র চমৎকার,
তোমারে ঘিরিয়া আছে অপরিচয়ের অন্ধকার।

বিতর বিতর কৃপা কৃপাময়ী ! মুক্তিরূপা নারী,
এসো এসো একবার রামকৃষ্ণ-লোক-সুখ ছাড়ি',
নারীত্বের কী লাঞ্ছনা করিতেছে দানবী বসুধা,
দিব্য তব আশীর্ব্বাদে নারীজাতি পাবে শান্তি-সুধা।
মানুষের মন হ'তে পশুভাব ক'রে দাও লীন,
অমৃত বিলাক্ বিশ্বে আজ তব পুণ্য জন্ম-দিন।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তোষ
সেবায়তন", ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেনে, শ্রীশ্রীমা'র পুণ্য জন্মতিথি-উৎসব-দিনে রচিত ও পঠিত। ৩, ১, ৪৯ খৃষ্টাব্দ।

জাতীয় পতাকা ঃ

হে পতাকা ! প্রণাম লহ,—
সারা মনের, সারা প্রাণের
হে পতাকা প্রণাম লহ
ভারতবাসীর মর্ম্ম-লোকে
স্বাধীনতার বার্ত্তাবহ।
দুঃখ যখন আসে প্রাণে,
তুমিই টানো প্রেমের টানে,
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা—
মন্ত্র কানে কানে কহ।
সান্ত্বনা দাও কান্তরূপে
স্বাধীনতার বার্ত্তাবহ।

ঘোর আঁধারে বাদল রাতে,
বিবেক-স্বামীর শক্ত হাতে,
তোমায় হেরি' হিয়ায় হিয়ায়—
ধন্য মানি অহরহ,
ভারত-মাতার ত্যাগের প্রতীক !
হে পতাকা ! প্রণাম লহ

সারদেশ্বরী আশ্রম :

"আমি জল ঢালি আর গৌরদাসী ! তুই কাদা মাখ্‌
কলিকাতা-সহরেতে লক্ষ লক্ষ হিয়া আঁকুপাঁক্‌
করিছে তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে হৃদয়-দুয়ারে রুদ্ধ খিল,
পুরীষে ক্রিমির মত লোকগুলি করে কিল্‌বিল্‌,
ধর্ম্ম-পথ-হারা হ'য়ে ছ্যাখ্‌ চেয়ে ছ্যাখ্‌ গৌরদাসী !"
ভগবান রামকৃষ্ণ একদিন ব'লেছিলা হাসি'
সন্ন্যাসিনী গৌরীমা'কে। শিরোধার্য্য করি' সেই বাণী,
ক'রেছেন যে সাধনা গৌরীমাতা সন্ন্যাসিনী-রাণী,
স্ব-চক্ষে দেখেছি তাহা। মনে পড়ে আজো সেই দিন,
অপরিশোধ্য যে গণি বাঙালীর গৌরীমার ঋণ !
শ্যামবাজারের পথে একদিন সুপ্রসন্ন-প্রাতে,
দেখিয়াছি দেবী-মূর্ত্তি ! গুরুদেব "তর্কাচার্য্য" সাথে।
শুনেছি ঔদাস্য-ভরে কণ্ঠে তাঁর দীপক রাগিণী,
তখনো ঘুমন্ত ছিনু, তখন ত এমন জাগিনি !
শুনিয়াছি গুরু-মুখে "গৌরীমাতা অতি সাহসিকা,
কিশোরী-বয়সে হন্‌ পঞ্চবটী-রসের রসিকা,

অপূর্ব্ব তপস্যা-বলে সর্ব্বত্যাগী যৌবনের প্রাতে,
সংসার ছাড়িয়া যান পলাইয়া বিবাহের রাতে।
সন্ন্যাসিনী নন্ শুধু! দেশ-হিতে নিবেদিত-প্রাণ,
স্বদেশী সন্তানগণে কতো তিনি দিতেন সম্মান,
ছাত্র-জীবনেই তার পাইয়াছি পূর্ণ পরিচয়,
মনে পড়ে, সেইবার কানাইদত্তের ফাঁসী হয়,
খেয়াল করি নি মোরা অজ্ঞতার অবহেলা-ভরে
ব্যাখ্যা করি ন্যায়-সূত্র। দুই গণ্ড বাহি' অশ্রু ঝরে
দেখিয়াছি গৌরী'মার। ভর্ৎসনায় বিদ্যুৎ প্রকাশি',
ব'লেছিলা সন্ন্যাসিনী "কানাই দত্তের হবে ফাঁসী,
আর তোরা পাঠ-মগ্ন? তোদের কি লজ্জা-লেশ নাহি?"
বিমূঢ় আমরা ছিনু, গৌরী'মা'র মুখপানে চাহি।"

তোমাকে প্রণাম দেই ঠাকুরের মানসী দুহিতা,
ওগো গৌরীমাতা দেবী মূর্ত্তিমতী তুমি পবিত্রতা,
তোমার চরিত্র-কথা তুলসীর মত পরিপূতা,
ঠাকুরের হোম-কুণ্ডে তুমি মাগো! আছিলে আহুতা।
কৃচ্ছ্র সাধনার কথা শুনি তব ঝরে অশ্রুজল,
রামকৃষ্ণ-প্রেম-সরে তুমি মাতা পূর্ণ শতদল।
তোমার হৃদয়ে ছিল নারীত্বের মন্দাকিনী-সুধা,
সেই সুধা-পাত্র ঢালি' নিজহস্তে মিটাইলে ক্ষুধা
বাঙালী মেয়ের তুমি। অকৃপণ হস্তে ঢালি' মধু,
ধন্য করিয়াছ তুমি শত শত বঙ্গ-কুল-বধূ।
জ্ঞানের প্রদীপ হস্তে ঘরে ঘরে যে মন্ত্র কহিলা,
সেই মন্ত্রে দীক্ষা নিল অভিজাত সহস্র মহিলা,

সধবা, বিধবা আর শত শত সরলা কুমারী,
অভ্যস্ত তথাকথিত প্রাণহীন বিদ্যালয় ছাড়ি'
ক্ষুরধার পথে তব ভিড় করে হাস্য-মুখে আসি'
সবারে টানিলে বক্ষে ব্যাকুলিত প্রাণে ভালবাসি'।
সেদিন আছিলে তুমি নিরাশ্রয় কপর্দ্দক-হীনা,
সান্ত্বনা ছিল না কিছু ; আবেগের ছিন্ন-তন্ত্রী বীণা,
বাজায়ে চ'লেছো তুমি সুদুর্গম পথে একাকিনী,
কণ্টকিত দীর্ঘ পন্থা ! পুরোভাগে তমিস্রা-রজনী !
আনুকূল্য-কণা নাই, দিকে দিকে সবে প্রতিকূল,
তোমার আদর্শ-বাদ অনেকেই বলিয়াছে ভুল ;
সমাজে-গোষ্ঠিতে তুমি সেইদিন ছিলে অপাংক্তেয়,
অদম্য নিষ্ঠাই ছিল শুধু তব জীবনে পাথেয়।
কত বাধা ! কত বিঘ্ন ! তবু হাল দাও নাই ছাড়ি'
আদর্শ প্রতিষ্ঠাতরে নিষ্ঠাবতী একাকিনী নারী,
সহস্র দুঃখের মাঝে উদ্‌যাপিত করিয়াছ ব্রত,
কোনদিন বিন্দুমাত্র হতাশায় হও নি বিচ্যুত
তোমার সঙ্কল্প হ'তে। কৃচ্ছ্র-তপা হে ব্রতচারিণী !
বাঙালী-মহিলা-কুলে করি' গেছো চিরন্তন ঋণী।
শীতা-তপ-বর্ষা-শিরে অক্লান্ত যে করিয়াছ শ্রম,
তা'রি ফলে প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।
তোমায় অদম্য নিষ্ঠা কোনদিন হয় নি মা ! শ্লথ,
সামগ্রিক-সমুন্নতি-সার-কথা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত,
প্রচার করিয়া গেছো আমরণ তুমি তারস্বরে,
তাই ত সম্ভব হ'ল বিলাস-প্রবণ এ সহরে,
জ্ঞানের উদ্দীপ্ত জ্বালা ভক্তি-ঢালা হোম-হুতাশন,
আদর্শ শিক্ষার কেন্দ্র—"শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম"

লহো নমস্কার ঃ

লহো নমস্কার,

(ঠাকুর!) লহো নমস্কার

তুমিই চিনায়ে দিলে

শান্তি-পারাবার।

তোমার দুটি রাঙা চরণ,

করো আমার জীবন-মরণ,

তোমার যখন নিলাম শরণ,

দুঃখ কিসের আর?

জীবন-ভরা ব্যথার পাচন,

পান ক'রে হায়! বৃথাই বাঁচন,

[আমার] জীবন-মরণ ঢেউয়ের নাচন

তুমিই কারণ তার।

এই যে দুঃখ, এই হাহাকার,

শেষ ত ঠাকুর! হয় না ইহার,

[এখন] তুমি আমার, আমি তোমার

এই জেনেছি সার।

হে বীর সন্ন্যাসী! তব
পাদ-পদ্মে দিলাম প্রণাম।

এ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে উঠি' উচ্চারিয়া' তব পুণ্য নাম,
অকস্মাৎ হ'ল মনে, তীর্থস্নান যেন করিলাম।
রসনা হইল ধন্য, রোমাঞ্চি' উঠিল তনু-মন,
ভারত-মাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান যে তুমি চিরন্তন।
তোমার মাঝারে দেখি শক্তি ও ভক্তির সমন্বয়,
অপূর্ব্ব বাগ্মিতা-বলে করি' গেছো তুমি দিগ্‌বিজয়।
প্রদীপ্ত যৌবনে তুমি হিন্দু-ধর্ম্মে নাশিয়াছ জরা,
জ্বলন্ত পম্পীর মত জ্বলিয়াছ,—জ্বালায়েছ ধরা।
বিশ্ব-ধর্ম্ম-সম্মেলনে তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তি তব স্মরি'
বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হই, হে আচার্য্য! বেদান্ত-কেশরী!
বশিষ্ঠের ভক্তি আর বিশ্বামিত্রমুনির সাহস,
লভেছিলে একজন্মে প্রতিদ্বন্দ্বি-হীন হে তাপস!
একলব্য-সম শ্রদ্ধা, আচার্য্য-শঙ্কর-সম জ্ঞান,
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ছিলে দ্বিতীয় যেন পরশুরাম!
ত্যাগ-পাশুপত-অস্ত্রে জিনিয়া আসিলে ভোগ-ভূমি,
ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্রধর্ম্ম একদেহে লভেছিলে তুমি।
রামকৃষ্ণ-ঠাকুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেজস্বী সন্তান!
হে বীর সন্ন্যাসী! তব পাদ-পদ্মে দিলাম প্রণাম।

পঞ্চবটীর আলো ঃ

কী কৃতজ্ঞতা জানাব তোমারে, কী যে দিব প্রতিদান ?
নিষ্প্রাণ এই জীবনে আমার দিলে তুমি নব প্রাণ।
শস্য-শ্যামলা উর্ব্বর করি' তুলিয়াছ মরুভূমি,
পথের কাঙালে সম্রাট্ করি' মর্য্যাদা দিলে তুমি।
কঙ্করে-ভরা গিরি-কন্দরে আনিয়াছ তুমি বান,
বোবার কণ্ঠে ঢালিয়া দিয়াছ তুমি স্বরগের গান।
নিরাশ হৃদয়ে সঞ্চারি' তুমি দিয়াছ রঙীণ আশা,
নিষ্প্রেম বুকে ঢালিয়া দিয়াছ অজস্র ভালবাসা।
আমার আঁখির সম্মুখে ছিল যত কুৎসিত, কালো,
স্ব-হস্তে মুছি' হে ঠাকুর ! তুমি বেসেছ কি মোরে ভালো
কৃপা করি' তুমি জাগায়েছো মনে তোমার পদারবিন্দ,
অনুরণিতেছে তোমার কৃপায় কত সুন্দর ছন্দ,
ছন্দিত মম লেখনীতে তুমি সঞ্চারি' দিলে বেগ,
দিবসে নিশায় আজ ঝ'রে যায় দু'নয়নে কত মেঘ।
কত যে পুণ্যে অর্জ্জিনু তোমা' সাধনার কামধেনু,
তোমার কৃপায় প্রকাশ যে পায় কবিতা-লোধ্র-রেণু।
যেন আমরণ ও-রাঙা-চরণ বেসে যাই আমি ভালো,
দু'নয়নে মোর জ্বালাইয়া রাখো পঞ্চবটীর আলো।

"অভী" মন্ত্র দিও।

আমার জীবন ভরি'　　　　　দাও প্রভু কৃপা করি'
সত্য-শিব-সুন্দরের অক্লান্ত সাধনা।
সিক্ত করি' অশ্রুজলে,　　　　　তোমার চরণ-তলে
রেখো আমরণ মম ব্যাকুল বাসনা।
যত ব্যথা দাও তুমি　　　　　হে মম অন্তর-যামী!
তোমাকে না ভুলি যেন কোনদিন কভু,
যত করো অবহেলা,　　　　　তবু যেন শেষবেলা
অটল বিশ্বাস থাকে—তুমি মোর প্রভু।
সহস্র বন্ধন-মাঝে　　　　　যেন মোর চিত্তে রাজে,
তোমার মূরতিখানি চিরক্ষমাময়,
যত তুমি যাও ছলি'　　　　　যত ভুল পথে চলি,
যেন উচ্চকণ্ঠে বলি "রামকৃষ্ণ জয়"।
মোহ দাও রাশি রাশি,　　　　　তবু যেন ভালবাসি,
সমস্ত প্রিয়ের মাঝে থেকো শ্রেষ্ঠ প্রিয়;
পিচ্ছিল পথেতে পড়ি,　　　　　দুঃখ তাতে নাহি হরি!
আজীবন কণ্ঠে মম "অভী" মন্ত্র দিও।

ধর্ম্মপ্রাণ বদান্যবর

স্বর্গত সন্তোষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তোমার জীবন-কথা　　　　　নির্জ্জনে জাগিয়া মনে
হইল অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়-সঞ্চার,
উনবিংশ শতাব্দীর　　　　　ক্ষণজন্মা কর্ম্মবীর,
ইতিহাসে খ্যাতিহীন তোমার প্রচার।

চাহ নাই রাজোপাধি, অর্থ-বিনিময়ে যশ,
জনতার করতালি, দেশজোড়া নাম,
চাহ নি বিলাস-ভূষা, ধনীর ব্যসন কিছু
শত পারিষদ-কণ্ঠে আত্ম-শ্লাঘা-গান।

নিয়ত উৎসবময় বিশাল ভবনে তব,
পিতৃদায়, কন্যাদায়ে হ'ত কত ভিড়,
নীরব ও মর্ম্মস্পর্শী দানের প্রকৃতি তব
দিৎসার তরঙ্গে আর্দ্র তব প্রাণতীর।

হে দান-সাগর সুধী, সহজাত কুশাগ্র-ধী !
আযৌবন সহিয়াছ দারিদ্র্যের জ্বালা,
প্রদীপ্ত পুরুষকারে দারিদ্র্যে জিনিলে তুমি
প্রসন্না সৌভাগ্য-লক্ষ্মী পরাইলা মালা।

দুর্দ্দিনের বন্ধু যাঁরা, তাঁদের ভোল নি' তুমি,
ব্যঙ্গকারী আত্মীয়কে ক'রে নি আঘাত,
গুণগ্রাহী মহাগুণী পুরুষকেশরী তুমি,
প্রাচীন ব্রাহ্মণ-সম করি' প্রণিপাত,—

ব্রাহ্মণ্য ও কুলাচারে দীক্ষিত করেছো তুমি,
জায়া-সুত-স্নুষা-অজা "আনন্দ-ভবন",
উৎসর্গিলা বাস্তুভূমি দেবোত্তর করি' তুমি,
ভক্তিভরে প্রতিষ্ঠিলা "শ্রীচিন্তাহরণ"।

পাশ্চাত্য বিলাস-স্রোতে মজ্জমান হেরি' দেশ,
স্থাপিলা প্রয়াগতীর্থে "বেদ বিদ্যালয়",
আতুর চিকিৎসা তরে "দাতব্য-চিকিৎসালয়"
স্থাপিয়াছ,—আর্ত্তগণ গাহে তব জয়।

কোটিপতি হইয়াও তৃপ্তিহীন কী যে ক্ষুধা,
কী বুভুৎসা-ব্যাকুলতা, আত্মিক অভাব ;
এ পার্থিব ঐশ্বর্য্যকে সার রত্ন ভাব নিক,
অপার্থিব-রত্ন-লুব্ধ তোমার স্বভাব।
বিশ্ববিদ্যালয়-ডিগ্রী ছিল না তোমার কিছু,
বিশ্বাতীত—বিদ্যাবান্ হে সন্তোষচাঁদ !
পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রগণে সমান দেখিয়া গেছো,—
"সম্ভূয়" ভোগের চিত্রে পাতিলে কী ফাঁদ !
"নিমাই বাঁড়ুজ্যে" বংশে কোহিনূর-মণি তুমি,
আর্ত্তত্রাতা, কর্ম্মযোগী ওগো ধর্ম্ম-প্রাণ !
জাহাজী ব্যবসা তব জাহাজের মত আত্মা,
আদার ব্যাপারী আমি কী দিব সম্মান ?

* * * *

এক দীপ-শিখা হ'তে হয় যথা অন্য দীপ জ্বালা,
তেমনি গাঁথিয়া গেছো অনুরূপ সন্তানের মালা,—
শ্রীরাম, প্রতাপ, রাজু, রঞ্জিত, অমর, সোমনাথ,
সাবিত্রী, লীলা ও ঊষা, পাদ-পদ্মে তব প্রণিপাত
নিত্য করি, ভক্তিভরে পালিছেন তোমার নির্দ্দেশ,
রামকৃষ্ণঠাকুরের চব্বিশটি পুণ্য উপদেশ,
নিত্যস্মরণীয় যাহা, ভক্তিভরে র'য়েছে টাঙানো,
অভ্যাগত, গৃহবাসী—সকলারি' নয়ন-রাঙানো,
প্রত্যূষে, নিশীথে নিত্য শিরোধার্য্য করিয়া বন্দিত
হয় যেই রত্নমালা, করিলাম তাহারে ছন্দিত।

* * * *

১। সংসারে থাকিয়া নিত্য মনে প্রাণে যাও কাজ করি',
দৃষ্টি রেখো,—তাঁর পথ হ'তে যেন নাহি যাও সরি'।

২। সাধুসঙ্গ দরকার সংসারী লোকের সর্ব্বদাই।

৩। সব পথে, সব মতে পাবে তাঁকে, ব্যাকুলতা চাই।

৪। প্রার্থনা করিতে হয় ব্যাকুল হইয়া ঠিক্-ঠিক,
অবশ্য শোনেন তিনি, যদি তাহা হয় আন্তরিক।

৫। নির্ম্মল হৃদয়ে তাঁর প্রকাশ হয় যে চুপে চুপে।

৬। ঈশ্বরই ইষ্ট, তিনি পথপ্রদর্শক গুরু-রূপে।

৭। খুব ভক্ত হ'ক্ নারী, মেশামেশী নহেক উচিত।

৮। "তাঁর" কৃপা না হইলে সন্দেহ হয় না তিরোহিত।

৯। পাবে না কখনো তাঁকে প্রাণহীন পাণ্ডিত্যের দ্বারা।

১০। পায় না হতাশ ভাব অহোরাত্র মনে আনে যারা,
হতাশায় ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয় নাক মন।

১১। মন, মুখ এক-করা,—এই হ'চ্ছে প্রকৃত সাধন।

১২। সংসারী জীবেরা যদি করে সদা স্মরণ-মনন,
তা হ'লে তাদের অন্য সাধনের নাহি প্রয়োজন।

১৩। মনে, বনে, কোণে বসি' প্রতিদিন তাঁর ধ্যান কর।

১৪। অসত্য ও অত্যাচার সহ্য করা পাপ অতি বড়।

১৫। ঠিক্ ঠিক্ সাধু আর ঠিক্ ঠিক্ যাঁরা ত্যাগি-প্রাণ,
তাঁহারা সোণার থাল কিম্বা কোন মান নাহি চান,
ঈশ্বর তাঁদের কোন অভাব রাখেন নাক আর,
জোগাড় করিয়া দেন, তাঁকে পেতে যা যা দরকার।

১৬। বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে ধর্ম্ম করা হ'য়ে যায় ছাই।

১৭। যাহার বিশ্বাস আছে, সব আছে জেনো তার ভাই!

১৮। যাহার যেমন ভাব, তেমনই লাভ সে ত পায়।

১৯। প্রতিমা দেখিবামাত্র ঈশ্বরকে মনে প'ড়ে যায়।

২০। জ্ঞান ও চৈতন্য হ'লে জাতিবুদ্ধি থাকে নাক দৃঢ়,
অজ্ঞানীর জাতি-ভেদ-বুদ্ধি-নষ্ট-করা দোষ বড়।

২১। বংশে যদি কোন মহাপুরুষের জন্ম হ'য়ে থাকে,
তিনিই টানিয়া নেন, হাজার ডুবিয়া থাক পাঁকে।
২২। ঈশ্বর কি ঐশ্বর্য্যের বশ কভু হন্ কোনদিন ?
যুগে যুগে, দেশে দেশে, জেনো,—তিনি ভক্তির অধীন
২৩। যেখানে নিষ্কাম ভক্তি, সেইখানে তাঁর আবির্ভাব,
সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জেনো অহৈতুকী ভক্তির স্বভাব।
২৪। ভগবৎ-পদে নিত্য ব্যাকুলিত কাতর পরাণে,
যাহাই চাহিবে, তাহা অবশ্য পাইবে জেনো মনে।"

পাঁকাল মাছের মত ঐশ্বর্য্যের পঙ্কমাঝে থাকি'
তোমার সন্তানগণ ভোগ-মুক্ত প্রাণখানি রাখি'
কত দুঃখার্ত্তের দুঃখ নিত্য হেরি' করিছেন দূর,
মধুর তোমার শিক্ষা হ'লো আজ আরো সুমধুর।
মধ্যাহ্নের সূর্য্যসম অম্লান যে তোমার প্রভাব,—
"অপচয় করিও না, কোনদিন হবে না অভাব"।
"ঘরে ঢুকি' আলো-পাখা জ্বালাইয়া ব'সো তৃপ্তি-প্রিয়
বাহির হবার কালে তুই যেন নিভাইয়া দিও"।
অপূর্ব্ব তোমার কথা প্রাণে প্রাণে রহিয়াছে জাগা,
"অহঙ্কার করিও না, এইসা দিন নেহি রহেগা"।
দক্ষিণেশ্বরের কথা ছন্দোময়ী লিখিতে লিখিতে,
ধর্ম্মপ্রাণ ভীমকান্ত মূর্ত্তি তব মানস-আঁখিতে
ফুটিয়া উঠিল মোর। ভুলিতে কী পারি তব ঋণ ?
"আনন্দ-ভবন"—দ্বারে কৃতজ্ঞতা কত দিন দিন,
পর্ব্বত-প্রমাণ মম হইতেছে নিত্য স্তূপীকৃত,
তুমি নাই কিন্তু তব দানস্রোত আজো অবিকৃত

সুরধুনীধারাসম বহিতেছে "আনন্দ-ভবনে",
নিঙারি' সারাটি বক্ষ প্রতিদিন কত শত জনে,
"শ্রীচিন্তাহরণ"-পদে ঢালিতেছে নয়নের ধারা,
পান্থপাদপের মত সরসিয়া সহস্র সাহারা
কোথা তুমি গেছ দেব ? শোনো শোনো মরমের কথা,—
আত্মজ-দাক্ষিণ্যে তব ছন্দোময়ী রামকৃষ্ণ-কথা
আজিকে প্রকাশ লভে,—ক্ষুদ্র মম বুকের আবেগ,
তোমার কৃপায় আজ ছন্দোনদে লাগি ঘূর্ণীবেগ,
কত কথা, কত ব্যথা জাগাইল আজিকে বিবেক,
দক্ষিণেশ্বরের বাণী ছন্দোগঙ্গোদকে অভিষেক
করিয়া পুলকে মাতি' শুনি নবচ্ছন্দের হিল্লোল,
আনন্দ-সিন্ধুতে ডুবি' প্রেমের তরঙ্গে খাই দোল।
উদার দাক্ষিণ্যে তুমি অন্তঃস্থলে ঢালি' দিলে তাল,
তাতিয়া মাতিয়া কৃতজ্ঞতা-ছন্দে হইয়া মাতাল,
যাচি তব আশীর্ব্বাদ, জানি নাক মন্ত্র-আরাধনা,
সফল সার্থক কর দুর্ব্বলের ব্যাকুল সাধনা।
আমার বন্দনামন্ত্র অসুরভি সুন্দর পলাশ,
বহাও সুরভি তব দাক্ষিণ্যের কৃপার বাতাস।
মাৎসর্য্য ধুইয়া দাও, প্রেমস্নিগ্ধ করি' দাও প্রাণ,
ছন্দোবাণ-বিদ্ধ বুকে শান্তি দাও অমৃতায়মান।
তোমার সন্তান-দান স্মরি' আত্মা উঠে শিহরিয়া,
দুর্দ্দিনের স্মৃতি আসি' প্রাণ কাঁদে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া।
"আনন্দভবন" তব হে সন্তোষচন্দ্র ! অভিনব,
রসনা কাঁদিয়া ওঠে উচ্চারিতে জয়ধ্বনি তব ;
তোমার আশীসে মম নবজাত সুন্দর প্রাণের
প্রকাশ হইতে দাও অবিম্বিত নিগূঢ় ধ্যানের

জ্যোতির্ম্ময় পুণ্যময় হয় যেন ছন্দিত নিখিল,
অমোঘ আশীসে তব এ লেখনী হ'ক্ সাবলীল।
পঞ্চবটীকলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাক্ মমতার বাঁধ,
এই আশীর্ব্বাদ দাও, ধর্ম্মপ্রাণ হে সন্তোষচাঁদ !

পতিত-পাবন নাম ঃ

জয়তু রামকৃষ্ণ দেবতা, জয় মা সারদা-মণি !
শুদ্ধ-বুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ ভকতি-মুকুতা-খনি !
যাঁহার স্মরণে, যাঁহার মননে দূরে যায় ভব-শোক,
যাঁর নাম নিলে পাব অবহেলে শ্রীরামকৃষ্ণ লোক।
যাঁহার কাহিনী গিয়াছে ছড়ায়ে প্রবাদের মত রটি',
দখিণেশ্বরে নব জাগ্রত পীঠ যে পঞ্চবটী !
সারা তুনিয়ায় ছড়ায়ে প'ড়েছে যাঁহার কীর্ত্তিকথা,
যাঁহার চরণে লইলে শরণ জুড়ায় জীবনব্যথা।
সান্ত্বনা আনে অশান্ত প্রাণে যাঁহার পুণ্যনাম,
বন্দনা করি নরদেহধারী জাগ্রত ভগবান্,—
শ্রীরামকৃষ্ণ যুগের দেবতা জয় কৃপা-অবতার,
দখিণেশ্বর তীর্থ বনিল চরণপরশে যাঁর।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের শুনালেন যিনি বাণী,
জয়তু পরমহংস-দেবের রাঙা শ্রীচরণখানি।
নিষ্প্রাণ দেশে ছড়াইতে প্রাণ এলো যে প্রাণের সিন্ধু,
বন্দিনু সেই প্রাণের ঠাকুরে, প্রাণনাথ দীনবন্ধু,
পূজুরী বামুন ছড়ালো আগুন, ভস্ম হইল কাম,
জয়তু জয়তু ঠাকুরের সেই পতিত-পাবন নাম।

"শ্রীদক্ষিণেশ্বর নব-গ্রাম"

সে দিনের কথা স্মরি' ভারাক্রান্ত করি' তোলে মন,
যেদিনের পরিচয়, "নিরক্ষর পূজুরী ব্রাহ্মণ"।
পাণ্ডিত্যের ধ্বজা-ধারী কত মূঢ় করে অবহেলা,
অজ্ঞ জন-সাধারণ চেনে নাই ভবার্ণব-ভেলা।
পুঁথি-গত বিদ্যা নাই, পদে পদে তাই অপমান,
অবহেলে সহিয়াছ, কর নাই বিন্দু অভিমান।
উপহাসে ব্যঙ্গ-বাণে অহর্নিশ হইয়া জর্জ্জর,
ক্ষমা করিয়াছ সবে ক্ষমাময় তুমি যাদুকর।
বিদেশীরা অট্টহাসে হিন্দুধর্ম্মে করে অপমান,
ইংরাজী শিক্ষার মোহে দলে দলে হ'তেছে খৃষ্টান
মূঢ় হিন্দু-সন্তানেরা। উপেক্ষিত ধর্ম্ম সনাতন,
নিপীড়িত ধার্ম্মিকেরা নিরুপায় করিছে ক্রন্দন,—
লুপ্তপ্রায় দশকর্ম্ম! যবনেরা করিছে উল্লাস,
পুতুল-প্রতিমা-পূজা শিক্ষিতেরা করে উপহাস,
সাহেবীয়ানার মোহে মাতিয়াছে দেশ আর জাতি,
লাঞ্ছনা মন্দিরে, মঠে; কুলবধূ জ্বালে নাক বাতি
সন্ধ্যায় কুটীরে আর, উচ্ছৃঙ্খল সমাজ উন্মনা,
কেহ কেহ ব্রাহ্ম বনি' প্রাণহীন করে উপাসনা,
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ম্লান! লুপ্তপ্রায় আচার-বিচার,
আনন্দময়ের রাজ্যে নিরানন্দ, শুধু হাহাকার!
উচ্ছৃঙ্খলতারে হায়! মোহবশে বলি' স্বাধীনতা,
মাতিল শিক্ষিতগণ, মর্ম্মান্তিক শিক্ষার ব্যর্থতা!
যা ছিল নিজস্ব পুঁজি, সব কিছু দিল বলিদান,
"মাতৃভাষা জানি নাক" সেদিনের এই অভিমান!

মত্তপের আস্ফালন, অট্টহাসি হাসিছে লম্পট,
সেই বেশী পূজা পায়, যত বেশী যে সাজে কপট।
হিন্দুর সন্তান হ'য়ে হিন্দুয়ানী মানা অগৌরব,
বিবাহে, ভোজনে, বাক্যে ঘরে ঘরে যবনী-রৌরব
ছড়ায়ে পড়িল দেশে,—হেনকালে তব আবির্ভাব,—
পুতুলের পূজা করি' দেখাইলে ব্রহ্মপদলাভ।
স্বাধীন স্বচ্ছন্দ-চারী পূজা করি' জ্বালিলে আগুন,
মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন নিরক্ষর পূজুরী বামুন,
করিলে অদ্‌ভুত পূজা, নাহি মন্ত্র, নাহি আড়ম্বর,
তোমার ব্যাকুল ডাকে ত্রিদিব কাঁপিল থর-থর !
অথচ রচ নি তুমি পাদ্য, অর্ঘ্য, দাও নাই ফুল,
"মা !—মা !" বলি' ডাক্ শুধু, দেখি সবে হ'ল প্রতিকূল।
পুরুত হুঙ্কারি' আসি' ধিক্কারিয়া করে তিরস্কার,
"ছি ! ছি ! একি ম্লেচ্ছয়ানা ? নাহি কোন আচার-বিচার ?
কোথা গন্ধ-পুষ্প-ধূপ ? কই কোথা মাতৃ-মন্ত্রে হোম ?"
হাসিয়া উঠিলে তুমি,—কাঁপি' ওঠে মহী-সিন্ধু-ব্যোম।
"মা !—মা !" বলি' দিলে ডাক্,—সেই ডাকে কী যে ইন্দ্রজাল,
মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী মাতা হ'লেন মাতাল,
মন্ত্রহীন পূজা হেরি' রাসমণি-চক্ষে ঝরে নীর,
মাতৃ-আবাহনে তব কাঁপি উঠে দ্বাদশ মন্দির।
"দেখা দে মা ! দিবি নাক দেখা তুই মা ভবতারিণী ?"
পুতুল-প্রতিমা কাঁপে ব্যাকুলিত কণ্ঠ তব শুনি'।
বৈকুণ্ঠের কণ্ঠে তব উচ্চারিত হ'লো যেই গান,
বেদ ও বেদান্ত-বাণী তার কাছে হ'য়ে গেলো ম্লান !
সভ্যতা বিমুগ্ধ হ'ল, এতকাল ছিল যা তৃষিত,
উপনিষদের ঋষি নব মন্ত্রে হ'লেন স্তম্ভিত !

"দেখা দে মা ! দেখা দে মা !" ডাক্ ওঠে গগন ব্যাপিয়া,
নিরুদ্ধ পবন স্তব্ধ ! মাতৃলোকে মা ওঠে কাঁপিয়া।
প্রাণময় কণ্ঠে তব নেহারিয়া তীব্র ব্যাকুলতা,
পুতুলে আশ্রয় নিয়া দেখা দিলা আসি বিশ্বমাতা।
অপূর্ব্ব তোমার মন্ত্রে আদ্যাশক্তি পড়েন বিপাকে,
দেখা দিতে হ'ল তাঁকে "দেখা দে মা ! দেখা দে মা !" ডাকে।
"দেখা দে মা !" ডাকে তব কী যে ছিল জ্বলন্ত বিশ্বাস,
প্রতিমায় আসিলা মা,—পড়ে তাঁর উত্তপ্ত নিশ্বাস !
"দেখা দে মা !" ডাকে তব আন্তরিক হেরি' অভিমান,
রাখিতে ভক্তের কথা পুতুলেই সঞ্চারিল প্রাণ।
অবিশ্বাসী নাস্তিকের মিথ্যাবাক্য-জাল বিনাশিয়া,
"দেখা দে মা !" ডাকে মাতা অট্টহাসি উঠিলা হাসিয়া,—
চরিতার্থ হ'লে তুমি বিনাশিয়া নাস্তিক্যের রোগ,
বিশ্বজননীকে তুমি নিজ হস্তে খাওয়াইলে ভোগ।
ধন্য রাণী রাসমণি ! হেরি' তোমা প্রেমের কৃশানু,
জনতা স্তম্ভিত হ'ল, রোমাঞ্চিল সবাকার তনু।
শুনিয়া তোমার কথা ঘরে পরে ঝরে অশ্রু-নীর,
প্রত্যক্ষ দেখিতে তোমা জনতার সে কী হ'ল ভিড় ;
আজ তাহা বুঝিবার,—বোঝাবারো শক্তি কারো নাহি,
সে শুভ-মাহেন্দ্রক্ষণ-ইতিহাস-পানে আছি চাহি।
নব তীর্থ বিরচিলে,—ইতিহাসে নব পঞ্চবটী,
এদেশ ও দেশ হ'তে প্রণমিতে সবে আসে ছুটি।
সে যুগের মনীষীরা বার্ত্তা শুনি' করি' কলরব,
দক্ষিণেশ্বরের বুকে ছুটি' আসে, বঙ্কিম-কেশব,
মহেন্দ্র মাষ্টার আসে, সিদ্ধকবি শ্রীগিরিশ ঘোষ,
পাঁকাল মাছের মত দেখিলে না কোন তার দোষ।

গুণগ্রাহী তুমি দেব ! চিনে নিলে জহুরী রতন,
মানুষে দেবতা করা কেবা জানে তোমার মতন ?
তোমার সাধনা-বহ্নি বিচ্ছুরিল দিকে দিকে যবে,
শত শত সাধু আসি' মাতিলেন দর্শন-উৎসবে ।
দেখিলেন সহজিয়া মাতৃ-মন্ত্রে আশ্চর্য্য প্রতাপ,
চক্ষু ঝলসিয়া গেল, সে আগুনে দিল সবে ঝাঁপ ।
মানুষ দেবতা হ'ল পুণ্য তব চরণ আরাধি'
উদিল বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ আদি
ওজস্বী সন্ন্যাসি-বৃন্দ দেহে-মনে ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময়,
কণ্ঠে কণ্ঠে জয়ধ্বনি "জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ জয় !"
দেশ হ'তে দেশান্তরে ছড়াইল তোমার বারতা,
আশ্চর্য্য তোমার শক্তি ! মানুষেরে ক'রেছ দেবতা ।
কোরাণ ও বাইবেল, গীতা ও জাতকে যাহা সার,
তারো চেয়ে মর্ম্মস্পর্শী শুনাইলে চিত্ত চমৎকার,
সহজ গল্পের ছলে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারিত,
বেদান্তেরো অন্তে যাহা, শুনাইলে সেই "কথামৃত" ।
লোকোত্তর প্রতিভায় জিনিয়াছ মানুষের মন,
হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টানাদি সবে তব বন্দিছে চরণ ।
দক্ষিণেশ্বরের বুকে ছুটি' আসি' শ্রদ্ধা-ভক্তি-বলে,
পুণ্য তব কথা শুনি' সবাকার চক্ষু ছলছলে !
তব আবির্ভাব-আশা পোষে সবে তোমা আরাধিয়া,
বিপন্ন মানুষ আজ ডাকে তোমা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ।
তোমার চরণে আজ বিশ্ববাসী দিতেছে প্রণাম,
নিজহস্তে গড়ি' গেছ "শ্রীদক্ষিণেশ্বর নবধাম" ।

পঞ্চবটীর ব্যথা ঃ

"ভুলিব ভুলিব ভাবি মনে মনে
যায় না যে তাঁকে ভোলা,
অনাথের নাথ শিব ভোলানাথ
ঘন ঘন দেন দোলা।
"দেখা দে মা! তুই, দেখা দিবি নি মা" ?
আজো তাঁর ডাক্ শুনি।
সেই ধ্বনি স্মরি' শিহরি' শিহরি'
ছল ছল সুরধুনী।
সুরধুনী-সুরে বুকের ঠাকুরে
যখনি ধরিতে যাই,
শাখা-বাহু নিয়া দেখি যে চাহিয়া
গদাধর-ধন নাই।
ব্যথিয়া ব্যথিয়া ওঠে কত হিয়া,
তাহা কি বোঝাতে পারি ?
বেদনার মেঘে জমাট হইয়া
ওঠে যে নয়নে বারি।
তোমরা দেখিছ ধন্য পুণ্য
পঞ্চবটীর বট,
আমি যে বিধবা হাহাকার-ভরা
বুকে করি ছটফট্।
তোমরা আমাকে দেখিছ দেবতা
কিন্তু অবীরা আমি,
কোথায় পুত্র বিবেক ? কোথায়
শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী ?

ফাটল দেখিছ সোপানে ? বেদনা-
পাটল দেখেছো বুক্ ?
তোমরা আমার সুখই দেখেছ,
দেখ নাই কেহ দুখ্।

আমার বুকের হৃৎপিণ্ডটি
নিয়তি কাড়িয়া নিল,
উপাড়িয়া নিয়া নয়নের মণি
অন্ধ করিয়া দিল।

আমার প্রভুর কাহিনী লইয়া
কত কথা বলে লোকে,
তোমরা শুধুই গল্প শুনিছ
মোর দেখা সব চোখে।

আমার দুঃখে দরদী পবন
নিত্য কাঁদিয়া যায় ;
তোমাদের মত ভাষার ছটায়
করি নাক হায় হায় !

তাঁহার অভাবে সারা বুকে জাগে
বৃশ্চিক দংশন,
বিশ্ব-ধর্ম্ম— মিলনের ছিলা
তিনিই ত জংশন।

সকল ধর্ম্মে মর্ম্মে মর্ম্মে
আছে যে সমন্বয়,
তাঁহারি কণ্ঠে এই মহাবাণী
ছড়ালো বিশ্বময়।

বিশ্বের গুরু বিবেকানন্দ
তাঁহারি সৃষ্টি জানি,
"সকল মানুষে আছেন ব্রহ্ম"
তাঁহারি এ মহাবাণী।

তাঁর তিরোধানে স্তব্ধ হ'য়েছে
মহা-মানবতা-বীণ্,
তিনি নাই মোর সারা দেহে আজ
"সেপ্টিক্ গ্যাংগ্রিন্"।

তিনি নাই মম তনু-মন-আত্মা
দাহ দাহ করে বিষ,
এ বিষের জ্বালা ম্লান করি' দেয়
ঘোর "সেলুলাইটিস্"।

এ বিষের দাহ বুঝিতে কি চাহ ?
শোন তবে পাতি' কান,
সুরধুনীর ঐ ধ্বনির মাঝারে
মর্ম্মদাহী কী গান!

ধ্যান-নিমীলিত— নয়নে কর্ণে
শোন কী আর্ত্ত-ধ্বনি ?
"কোথায় ঠাকুর ? কোথায় ঠাকুর ?
কাঁদিছেন সুরধুনী।

কাঁদিছে মায়ের কোটি তরঙ্গ
শোন কান পাতি ভাই!
"সর্ব্বধর্ম্ম— সমন্বয়ী সে
ঠাকুর মরতে নাই—"

নাই নাই সেই নিখিল-ত্রাতা
ঠাকুর পরমহংস,
তাই হিংসায় ধ্বংসোন্মুখ
হ'য়েছে মানব-বংশ।
তাই অবহেলি' যাইতেছে ভুলি
সবে "কথামৃত" কথা,
সহিতে পারি না, কে বুঝিবে হায়!
পঞ্চবটীরব্যথা?"

যৌবন ঃ

বক্ষে তব গরুড়ের ক্ষুধা, মাতাইয়া রেখেছ বসুধা,
নাহি ভয়, নাহি কোন দ্বিধা, অহর্নিশ অন্বেষিছ সুধা,
শান্তিমন্ত্র শিখ নাই তুমি,
তোমার লালসা উগ্র উলঙ্গ স্বৈরিণী,
অপ্রতিরোধ্য যে তুমি অতনু-সারথি!
স্বর্গে-মর্ত্ত্যে তোমার আরতি,
নাচাইয়া তোল তনু-মন,
তোমাকে আশ্রয় করি' নাচিছে জীবন।
জান নাক দীরঘ নিশ্বাস,
রাখ নাক হিসাব-নিকাশ,
মান নাক বিভীষিকা, মান না কুহক,
নব নব সৃষ্টি করি' তোমার পুলক!
দুঃখে সুখে আপনাকে জানিছ স্বচ্ছল,
সাগর-তরঙ্গ-সম আনন্দ-উচ্ছল,
বন্ধনের বেলাভূমে করিছ আঘাত,
নাহি পরিপ্রশ্ন—প্রণিপাত,

শতবার পরাজয়ে প্রকাশ উল্লাস,
স্বাধীন স্বচ্ছন্দচারী হে যৌবন ! নহ কারো দাস,
নিজের আনন্দ-রসে আছ নিজে মাতি',
হিন্দু কি মুস্লিম কোন মান নাক জাতি,

নিরঙ্কুশ তোমার প্রণয়,
সর্ব্বদেশে সর্ব্বযুগ গাহে তব জয়,
বিশ্বাসের সিংহাসনে তব অভিষেক,
জলাঞ্জলি দিয়াছ বিবেক,

তোমার অন্তর, তেপান্তর যায় উত্তরিয়া,
কী অন্ধ আবেগে মাতি' রহিয়া রহিয়া,
পদাঘাতি' যাও তুমি সমাজের সীমা,
উল্কার মতন অন্ধ তোমার মহিমা !

দুর্গম ? কঠিন পথ ?
সেথা তব ধায় মনোরথ,
জীবনের গতিপথে যা-কিছু দুর্লভ !
তারি লাগি' মৃত্যুপণে তোমার উৎসব।

তুমি সব্যসাচী,
অসাধ্য সাধনে তব বক্ষ উঠে নাচি',
তোমার দুর্দ্দান্ত রূপ অদম্য "শিবাজী",
বঙ্গভূমে হেরিলাম অদ্‌ভুত "নেতাজী",

যাহা কিছু অমঙ্গল, তা'রি তুমি হও ধূমকেতু,
যুগে যুগে অন্ধকারে রচ অগ্নিসেতু,
হে যৌবন ! প্রাণে প্রাণে তুমি প্রিয়তম,
দুর্দ্দিনের দুর্গশীর্ষে বিজয় কেতন।

উড়াইয়া দাও তুমি অশিব-নাশক,
“স্বামী-জি বিবেকানন্দ” জগৎ শাসক,
মূরতি গড়িলে তুমি বিশ্বের বিস্ময় !
বিমুগ্ধ ধরিত্রী গাহে জয়-ধ্বনি-ময়

যাঁহার বন্দনা-গাথা,—
শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভরা যাঁর সিংহাসন রহিয়াছে পাতা,
নিখিল-মানব-বুকে।
বেদান্তের বাণীমূর্ত্তি ! বৈরাগ্য-পুলকে

নামিয়া আসিল মর্ত্ত্যে পঞ্চবটীতলে,
যাঁর অগ্নি-বাণী শুনি' ছুটিয়া আসিল দলে দলে,
বাঙালী তরুণ-গণ,
কঠোর সঙ্কল্প নিয়া করি' মৃত্যুপণ,—

স্বদেশ-মন্ত্রেতে মুগ্ধ, জন্মভূমি কত ভালবাসি'
বধ্যমঞ্চে হাসিমুখে নিজহস্তে গলে পড়ে ফাঁসী,
অন্তরীণ ! দ্বীপান্তর ! যূপকাষ্ঠ হেরে উপবন,
এমনি উদ্‌ভ্রান্ত মন্ত্র তোমার যৌবন !

ধ্রুবতারা ।

ঘূর্ণ্যমান এ ধরিত্রী, মনও ঘূর্ণ্যমান,
আজ যা লাগিছে ভাল, কাল তাহা ম্লান !
ভক্তি-সঞ্চয়িত পুষ্প প্রাতে আনি যদি,
প্রদোষে দলিয়া যাই, এই ত পৃথিবী !
তুমি আছ এর মাঝে সর্ব্ব-দুঃখ-হরা !
আদি, মধ্য, অবসানে স্থির ধ্রুবতারা !

ঠাকুর পরমহংস ঃ

আবাহন করি তোমাকে আবার, নামি' এস পুন বঙ্গে,
সঙ্গে লইয়া দলবল পুন আবার মাতাও রঙ্গে !
অধর্ম্মী মোরা র'য়েছি তৃষিত
দাও কানে ঢালি' সেই "কথামৃত",

দাও দাও তব অপার করুণা, নহে ত উপায় নাহি,
তৃষিত চাতক-সমান দুনিয়া আছে তব পথ চাহি।
ধরণীর বুকে খুনের বন্যা ! হিংসায় মাতামাতি,
ধ্বংসোন্মুখ হইল যে দেখ তোমার মানবজাতি,
নর-নারী সবে ভুলিল করুণা,
শুখাইয়া গেলো প্রেমের যমুনা,

তাই ত তোমারে কাতর কণ্ঠে ডাকি একা আমি জাগি',
এসো এসো তুমি দয়াল দেবতা ! কর কর অনুরাগী,
তোমার প্রেমের ধর্ম্মে সবারে দাও আসি' তুমি দীক্ষা,
মানুষেরে ভালোবাসুক মানুষ,—দাও তুমি এই শিক্ষা।
বিদূরিত করো ধরণীর খেদ,—
ভুলাইয়া দাও শত ভেদাভেদ,

মানুষ যেন গো সকল মানুষে মনে করে নিজ জ্ঞাতি,
হিন্দু, খ্রীষ্ট, মুশ্লিম আদি ভুলাইয়া দাও জাতি।
মানুষের বুকে মহামানবতা-প্রদীপটি তুমি জ্বালো,
সুন্দর করো মানুষের মন, মুছে দাও যত কালো,
নাশো আসি' সব অন্যায়-গ্লানি,
প্রেম-উৎসুক করো প্রাণখানি,

প্রেমের ধর্ম্ম আদানি' প্রদানি' নাশো মানসিক জরা,
লাঞ্ছিত হ'য়ে মানুষ যেন গো থাকে নাক মন-মরা!
তোমার পূজার মন্দিরে মোরা বাজাব তোমার শঙ্খ,
তোমার ভুবনে মোরা অজ্ঞানে মেখেছি তোমারি পঙ্ক,
তুমি যদি এসে নাহি দাও ধুয়ে,
পবিত্র হবো মোরা কী যে ছুঁয়ে?

এসো এসো তুমি দানব-নাশন!
গর্জ্জিছে শোন কংস,
পুনরায় এসো "মাভৈঃ" বলিয়া
ঠাকুর পরমহংস!

জাগ্রত ভগবান্।

কে জাগালো মনে সোণালী কবিতা?
কে দিল রে বুকে গান?
সারা প্রাণময় শুনি কা'র জয়?
নয়নে কে আনে বান?
কণ্ঠে কাহার উচ্চারি' বাণী?
চক্ষে কাহার জ্যোতি?
সদসৎ বুঝি কাহার কৃপায়?
ধর্ম্মে কে দিল মতি?
সোনার বাংলা আলোকি' কে আসি'
জাগাল হিন্দু-ধর্ম্ম?
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কে রে
মাতাইয়া গেলো মর্ম্ম?

নাস্তিকে গেলো আস্তিক করি'
মহতো মহীয়ান্ !
সে যে আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ
জাগ্রত ভগবান্ ।

সুধা—পাগ্‌লা ঃ

'মৃত্যু তারিখ'
৯-১১-৪৭ খৃঃ ।

জলে ডুবে ম'রে গেলো জলের যে ছিলো বড় পোকা,
এই গোলদীঘি হ'তে জল-মগ্ন কত নারী, খোকা
যার হাতে বেঁচেছিল, গোল-দীঘি ছিল যার প্রাণ,
শীতে-গ্রীষ্মে বারোমাস অহোরাত্র করিত যে স্নান
এই গোল-দীর্ঘিকায় । সে আজ মরিল ডুবি' জলে,
তাহারে দেখার লাগি' নর-নারী আসে দলে দলে
ভিন্ন ভিন্ন পাড়া হ'তে । বাল-বৃদ্ধ-যুবা-নির্ব্বিশেষে
এসেছে দেখিতে তারে কত দুঃখে, কত যেন ক্লেশে !
জন-শ্রুতি শোনামাত্র গিয়া দেখি জনতার ভিড়,
সবারি' নয়ন-প্রান্তে বিন্দু বিন্দ দেখিলাম নীর
সুধা-পাগ্‌লার লাগি । প'ড়ে আছে তার শবদেহ,
ক্ষরিছে সহানুভূতি ; অবজ্ঞা করিল নাক্ কেহ ।
সেখানে নাহিক তার পিতা-মাতা কিম্বা ভাই-বোন্
অথচ সবারি' দেখি ভিজিয়াছে নয়নের কোণ
এই উন্মাদের লাগি' । বুঝিলাম কেন এত ভিড় ?
উদার চরিত্র-বলে রচি' গেছে মমতার নীড়

জনতার মনে মনে ! পাগ্‌লামি ছিল কিছু বটে,
মনুষ্যত্ব ছিল কিন্তু আজো তাহা জাগে চিত্ত-পটে
নাচিতে দেখেছি তাকে কণ্ঠে নিয়া ঠাকুরের নাম,
শিশুর মতন ছিল সরল ও সাদা-সিধা প্রাণ !

করাল দুর্ভিক্ষ এলো বঙ্গদেশে পঞ্চাশ সনের
কলিকাতা-পথে-ঘাটে শতে শতে অযুত জনের
কাতর ক্রন্দন-ধ্বনি ! ভয়াবহ মৃত্যু ! অনশনে
মানুষ কঙ্কালসার, শিহরিয়া উঠিতাম মনে,
সে কী মর্ম্মভেদী স্বর ! সে যাত্রা ত যেতাম মরিয়া,
কোথা অন্ন ? কোথা অন্ন ? বাঁচাইল "বতু" চাল দিয়া,
সে কথা ভুলিব নাক । ভুলিব না সুধা-পাগ্‌লারে,
ভিক্ষা করি' খাওয়াইত দেখিতাম কাতারে কাতারে ।
অনশন-ক্লিষ্ট কত নর-নারী নিল ফুটপাত,
মুড়ি, চিড়া দিত সুধা, হেরি' মোর হ'ত অশ্রুপাত !
একটি দিনের দৃশ্য এ জীবনে কভু ভুলিব না,—
সুধা-পাগ্‌লার প্রাণে এতখানি ছিল যে করুণা,
এমন স্বর্গীয় দৃশ্য না দেখিলে হ'ত না বিশ্বাস,
পথ দিয়া যাইতেছি, পূতিগন্ধে বিষাক্ত নিশ্বাস !
পথে জনতার ভিড় ; অবিশ্রান্ত কর্ণে শুধু শুনি,—
"এক বাটী ফ্যান্ দিবে ?" ক্ষুধার্ত্ত মানব-কণ্ঠ-ধ্বনি ।
দুই শিশু, জায়া-পতি, নবাগত ক্ষুদ্র পরিবার,
বাহির-হইতে-আসা, অন্নহীন ! করে হাহাকার !
মনে হয় অভিজাত, আভিজাত্য-লেশো আজ নেই,
পাঁজরা যেতেছে গোণা, শিশু দু'টা কাঁদে ভেউ ভেউ !

অকস্মাৎ আসিলেন মোটর-বিহারী বাবু এক,
বলিলেন "যত সব হতচ্ছাড়া ধরিয়াছে ভেক
আজকাল পথে ঘাটে"। সুধাপাগ্‌লা কোত্থেকে এলো,—
"জয় রামকৃষ্ণ" বলি' বলিল না কিছু এলোমেলো ;—
"বা বাঃ, বেড়ে মোটরে ত চ'লেছেন ছিটাইয়া কাদা ?
পথে যারা চলে কত্তা ! তাহারা মানুষ নয় ? গাধা ?
চলিবে না, চলিবে না বেশীদিন এই অবিচার,
তোমাকেও টেনে আনি' পথচারী করিব আবার।
দাও না দশটা টাকা,—খাবে এই দুঃস্থ লোক কটা ?—"
দেখিতে দেখিতে সেথা জনতার হ'ল ঘন-ঘটা !
মোটর চলিতে নারে, ক্ষুদ্র গলি ; বাবু রেগে কন্—
"পথ ছাড় রে পাগ্‌লা ! নহিলে ত আমি তোর যম !"
সুধা কহে—"টাকা দিন, টাকা দিয়ে করুন্ না রাগ"।
সঙ্গে সঙ্গে বক্ষ হ'তে ছিনাইয়া নিয়া তাঁর ব্যাগ্,
কিছুটা এদের দিয়া ছড়াইয়া দিল আর সব
ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক-দলে জ'মে উঠে অপূর্ব্ব উৎসব !
তারপর ফিরে এলো। বাবুটি ত অগ্নিশর্ম্মা চ'টে,—
সুধা যেই দিল ব্যাগ্, বাবু তারে ধরি' বলে,—"বটে ?
বটে রে হারাম-জাদা ! আজ তোরে বধিব নিশ্চয়।"
হাসিয়া বলিল সুধা "বধুন না,—ঠাকুরের জয় !
মোর মারে ওরা যদি হে ঠাকুর ! পায় কিছু দান,
সার্থক আমার মার, মেরে মেরে নিয়ে নিন্ প্রাণ।"

সেই সুধা ম'রে গেছে, দেখিলাম তার মৃতদেহ,
সে স্মৃতি প্রত্যক্ষ হ'য়ে প্রাণে মম এনেছে কী স্নেহ,

প্রকাশ করিতে নারি। ভোলানাথ-সম ছিল সুধা,
এই রুদ্র, এই শান্ত, নাচাইত হৃদয়-বসুধা
সুন্দর-চরিত্র-স্পর্শে। আকৃতিটা কেমন ধরণ,
মনে হ'ত, এই বুঝি প্রথমতঃ মনুষ্য-জনম !
কথাবার্ত্তা ছিল তার বানান-ভুলের মত রূঢ় ;
চক্ষু-কর্ণ পীড়া দিত, নির্ম্মল অথচ অন্তর্গূঢ়
মানবতা ছিল তার, তাই করি' কবিতা-তর্পণ,
সুধা-পাগ্‌লার কীর্তি-পদে শ্রদ্ধা করিনু অর্পণ।

চণ্ডী ১

দাও চঞ্চলে করুণাঞ্চল
সঞ্চারি' চারু তৃপ্তি,
অন্তর-লোকে মন্তর দাও,
দাও তব খর দীপ্তি।
বর্ণাশ্রম-মহিমা নাশো মা !
মনের ক্ষুদ্র গণ্ডী,
লালসা-রক্তবীজটা নাশিয়া
উর উর মাগো চণ্ডী !

পূজার ফুল ঃ

জীবনের পথে ছুটিতে ছুটিতে আসি'
মনে হ'ল যেন পাইব তোমার দেখা,
মনে হ'ল যেন শ্রবণে পশিল বাঁশী,
গগনে পবনে হেরি যেন নাম-লেখা।
সন্ধ্যার বুকে নেহারিনু তব ছায়া,
চাঁদের কিরণে ভাতিল তোমার আলো,
হে রামকৃষ্ণ! বহুরূপী তব কায়া,
দুখের প্রদীপ তুমিই ত বুকে জ্বালো।
দুর্গম-পথে তোমার চরণ-পাত,
"উত্তিষ্ঠত" তোমারি মুখের বাণী,
তোমারি ভবনে করি' তোমা প্রণিপাত
পথের পাথেয় সঞ্চয় ক'রে আনি।
মনের মুকুরে পড়ে আসি যত রূপ,
তোমারই তাহা, বুঝি নাক করি ভুল,
ভুলের মাশুল দাও তুমি অপরূপ!
বিশ্বের সবি তোমারি পূজার ফুল।

শিব ঃ

মনে মুখে এক হই, কই? সে সাহস কই?
মিথ্যাচারী মোরা যত জীব,
অসার আঁকড়ি' ধরি, "সং"সম সংসার করি,
মর্ম্মস্থলে কাঁদিছেন শিব।

দিলাম প্রণাম।

নৈবেদ্য রচিতে গিয়া হে ঠাকুর! পড়ি গেলো মনে,
কাহার নৈবেদ্য গড়ি ভক্তিভরে নিভৃতে গোপনে?
কাহার পূজার লাগি' উপবাসে আছি ক্ষুধাতুর?
পুষ্পাঞ্জলি দিব কারে? সে কী মোর বুকের ঠাকুর?
কেমনে তোমাকে দিব? ভাবি' চক্ষু উঠে ছলছলি,
আরক্ত হইয়া উঠে আহৃত এ পূজার অঞ্জলি,
নৈবেদ্য কাঁপিতে থাকে, পূজা যেন করে অভিযোগ,—
"ত্বনিয়া-মালিকে তুই দিতে চাস্ কোথা হ'তে ভোগ?
কিসের পড়িস্ মন্ত্র? কোথা হ'তে এলো বেদ-গাথা?
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালেতে কাহার আসন গ্যাখ্ পাতা?
কারে দিস্ পত্র-পুষ্প? ভক্তিভরে আনা গঙ্গাজল?
কে তোরে দিয়াছে দেহ? নয়নে কে দিল অশ্রুজল?"

* * * *

আতঙ্কে শিহরি' উঠি শুনি এই কঠোর বচন,
ভাবি,—বৃথা ধূপ-দীপ; বৃথা মোর মাল্য-বিরচন?
অন্তরের অন্তঃস্থলে যিনি মোর নীলকান্ত মণি,
তাঁহার পূজার মন্ত্র,—বৃথা এই বেদ-মন্ত্র-ধ্বনি?
তারপর দিব্যচক্ষে দেখিলাম প্রেমের সাগর,
ব্রহ্মাণ্ড-বাসরে তুমি অদ্বিতীয় রসিক নাগর!
যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও নর-নারী, দেবগণ আদি,
তোমারি' করিছে স্তব, প্রত্যাহার, ধারণা, সমাধি।
চন্দ্র-সূর্য্য নেত্র তব, সৃষ্টি? তব লীলা-অভিলাষ,
উত্তপিত করো তুমি ধরি' মূর্ত্তি উদ্দীপ্ত হুতাশ,

তুমিই সৃজেছ ধর্ম্ম, তুমি নিজে ধর্ম্মের রক্ষক,
কালান্ত মূরতি ধরি' অন্তিমেতে তুমিই ভক্ষক !
অন্তহীন মধ্যহীন বিশ্বমূর্ত্তি তুমি ত অনাদি,
স্বর্গে আছ, মর্ত্ত্যে আছ বিশ্বব্যাপী পাতাল অবধি
তোমার অনন্ত মূর্ত্তি ! ব্রহ্মা নিত্য করিছেন স্তব,
তোমার বর্ণনা দিতে চতুর্ব্বেদে হয়নি সম্ভব।
স্বস্তিবাক্য দাও তুমি, তুমিই ত আনো বিভীষিকা,
জীবন তোমারি দান, তুমি টেনে দাও যবনিকা।
সিদ্ধাসুর-গণো তব চিত্ররূপ হেরিছে বিস্ময়ে,
দ্বাদশ-আদিত্য-দীপ্তি ম্লান হ'য়ে যায় ভয়ে ভয়ে !
ত্রিলোক কম্পিত হয়, কর যবে বদন-ব্যাদান,
উল্কাপাত ? ভূমিকম্প ? প্রলয়ান্ত ? তোমারি ত দান !
মূর্ত্ত ক্ষাত্রধর্ম্ম তুমি কালান্তক বীর মহাবাহু,
সৌন্দর্য্য-সুধাংশু গ্রাসো মাঝে মাঝে মূর্ত্তি ধরি' রাহু,
অনন্ত তোমার মুখ, ত্রিজগতে তোমার নয়ন,
লোকে লোকে বক্ষে বক্ষে ভক্তিপুষ্প করিছ চয়ন ;
কৌতুকে করিছ সৃষ্টি, কৌতূহলে দাও তুমি বলি,
বিস্ময়ে আতঙ্কে কাঁপি' বিশ্ব তোমা নমিছে প্রাঞ্জলি,
করাল-ভয়াল তুমি, নদ-নদী তোমার উদর,
সিন্ধু তব কৃপাবারি, যষ্ঠি তব উন্নত ভূধর !
পুরাণ-পুরুষ তুমি, মূর্ত্তিমান্ বেদান্ত ও স্মৃতি,
তুমি ক্ষুধা, তুমি সুধা, ধরণীতে তুমিই ত ধৃতি।
বজ্রাগ্নির মাঝে তুমি দেখা দাও দুর্দ্দান্ত উজ্জ্বল !
শ্মশানে জ্বলিছে নিত্য দাউ দাউ তব কালানল।
তুমি আলো, তুমি কালো ! তুমিই ত আনন্দ, ক্রন্দন,
হাহাকারে, নৃত্যে, গীতে নিত্য হয় তোমার বন্দন।

যা কিছু শ্রীমান্ শ্রেষ্ঠ মহিমময়ী যে যে বিভূতি,
ইহ-পরলোক তুমি, তুমিই ত শেষ পরিণতি !
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে গীতামন্ত্র ব'লেছো শ্রীমুখে,
আমরা সকলে ধাই তোমারই চরণাভিমুখে।
তুমি আর আমাদের দূরে দূরে রাখিও না ছলি'
রামকৃষ্ণ ! পদে তব মোরা সবে আছি কৃতাঞ্জলি।
বিস্ময়-সঞ্চারী তুমি, এই ধরা তোমারি প্রণীত,
গদাধর ! কৃপা কর, করিও না আর ভীত-ভীত !
আঘাতি' আঘাতি' নিত্য পদে তব রাখো অনুরাগী,
সশস্ত্র শান্ত্রীর মত অতন্দ্রিত শিয়রেতে জাগি'।
বিশ্বের সবার পিতা, আবার তুমিই পিতামহ,
কঠোর শাসনে তুমি আমাদের করো আজ্ঞাবহ।
তোমার করুণা মোরা বুঝি নাক, পাই নাক সীমা,
কোন যুগে কোন ঋষি বোঝেন নি তোমার মহিমা।
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মোরা প্রতিপদে করিতেছি ত্রুটি,
কঠোর পিতার মত দেখায়ো না ভয়াল ভ্রূকুটি।
শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি —গুরু হ'তে আরো গরীয়ান্।
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, মূঢ় মোরা দিলাম প্রণাম।

নয়নানন্দ ঃ

শেফালীকুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে আজিকার এই শরতে,—
ভাসি' আসে যেন ইঙ্গিত হেন প্রাণের পরতে পরতে।
গুঞ্জরি' উঠে ভ্রমরের দল যেন তাঁর প্রেম-গীতিকা !
তাঁহারি প্রেমের পরশে যেন গো রঞ্জিত বন-বীথিকা !

মনের গহনে হেরি আনমনে ফুটিল রজনীগন্ধা,
মন্দিরে ঐ বন্দনা কা'র ? কা'র সুন্দরী সন্ধ্যা ?
নাচে নিরবধি পুলকিত নদী ধরণী-মাতার মাতা সে,
ঝরিয়া কি পড়ে বুকের বেদনা ঠাকুর-পরশ-বাতাসে ?
নব অনুরাগে ফুটিল সোহাগে পদ্ম তড়াগে তড়াগে,
নয়নের তল হইল পিছল করুণা-মুকুল-পরাগে।
ভাঙা মনখান্ রাঙা করি' তোলে কাহার অপার করুণা ?
কোকিলারো গান হয় বুঝি ম্লান নেহারি' প্রেমের যমুনা।
শুনি' কার বাঁশী শিহরিয়া আসি নিতে ব্যাকুলতা লেহিয়া ?
শুনি কা'র কথা ভুলি সব ব্যথা ছল ছল করে এ হিয়া ?
কে দিল কবিতা ? কে রে সবিতা ? কে দিল রে এত ছন্দ ?
সে যে গো ঠাকুর পরমহংস,—আমার নয়নানন্দ !

জিজ্ঞাসা ঃ

দিনের আলোকে সূর্য্য-কিরণে
উঁকি মারে তব দৃষ্টি,
যামিনীর বুকে ঢালি' সুধা-ধারা
করো কি অমৃত-বৃষ্টি ?

রক্তজবা ঃ (গান)

ও আমার রক্তজবা ! লাল হ'য়েছ কতই দুখে ?
তোমার ব্যথা সইতে নারি নিলেন কি মা তোমায় বুকে ?
হেরি তোর ঐ লালিমা,
টলিলেন কী কালী'মা ?
আমিও ত সুখ জানি না—
নিবেন কি মা ! আমায় বুকে ?
বুকে যদি ঠাঁই না মেলে,
(রাঙা) চরণে ত অবহেলে,
নিতে পারেন নিজের ছেলে—
মায়ের পায়ে থাক্‌ব সুখে ।
সন্তানের দুঃখে মাতা,
না হন যদি পরিত্রাতা,
লোকে যে বল্‌বে যা—তা,
নিন্দা রট্‌বে মুখে—মুখে ।

নয়ন-মনোঽভিরাম !

কত জাগে প্রাণে গান, বুকে বাজে অভিমান,
আসিলে না তুমি, আসিবে না তুমি ?
তুমি কি পাষাণ-প্রাণ ?
বড় দুঃসহ— তোমার বিরহ
করো দর্শন-দান,
নয়ন-মনোঽভিরাম !

তোমার রাঙা পায়ে নম ঃ

নমো নম, নমো নম,
তোমার পায়ে নমো নম,
হে ধরণীর অনুপম !
নাশো অহং—নাশো তম,
তুমি বিনা বীণাপাণির বাণীও নয় মনোরম !
[তুমি] সব বেদনার উপশম,
মনোরম ! মনোরম !
বেদ-বেদান্ত সব আগম,
হে নটনাথ ! নিরুপম !
মধুচ্ছন্দা শান্তিময়ী বাণী তব, কান্তি কম ।
মোর মানসে নিত্য রম,
হে বেদান্ত ! হে অগম !
চরম তুমি হে পরম !
যম-নিয়ম-আসন তুমি, তুমি প্রাণে প্রাণায়াম !
সুধীজনে দাও সমাধি, অবোধ জনে সদা ক্ষম,
রামকৃষ্ণ ঠাকুর আমার ! তোমার রাঙা পায়ে নম।

অশ্রু ঃ

মেঘের মাঝারে এলায়ে প'ড়েছে
পিঙ্গল তব শ্মশ্রু ?
শিশিরের বুকে মুকুতার মত
ঝরে কি তোমার অশ্রু ?

"পরমহংস দেব"

ঠাকুর পরমহংস! বন্দনা কী করিব তোমার?
বিশ্বের নমস্য তুমি, নমো নম যুগ-অবতার!
লুপ্তপ্রায় ভক্তিতত্ত্ব, তুমি সেথা দিয়া গেছ প্রাণ,
পুতুল-প্রতিমা-পূজা,—তারে তুমি দিয়াছ সম্মান।
নাস্তিকের প্রাণে তুমি সৃজিয়াছ জীবন্ত বিশ্বাস,
হতাশ হৃদয়ে দিলে জননীর মতন আশ্বাস।
পরিচিত উপমায় হরিয়াছ সবাকার মন,
গঙ্গা-যমুনার মত ভকতির ত্রিবেণী সঙ্গম,
বহায়েছ ভগীরথ-সম তুমি পঞ্চবটীতলে,
কী আশ্চর্য্য আকর্ষণে টানিয়া আনিলে দলে দলে।
অথচ করনি তুমি সিদ্ধাই কি রেচক, কুম্ভক,
তবু দুনিয়ারে তুমি আকর্ষিলে আশ্চর্য্য চুম্বক!
মনে হ'ত দেখি তোমা মূর্ত্তিমান্ বেদান্ত-দর্শন,
তোমার হৃদয় ছিল স্নেহময়ী মাতার মতন
অপার মমতামাখা, কথা ছিল অমৃত-সরস,
তোমার চরণস্পর্শে মরুভূমি হইত সরস!
বুঝায়েছ গূঢ়-তত্ব ঠিক্ যেন জলের মতন,
প্রত্যক্ষ দেখায়ে গেছো মাতৃমূর্ত্তি অরূপ রতন!
প্রেমে রোমাঞ্চিলে দেশ, দিয়ে গেলে আশ্চর্য্য করুণা,
ব্যাকুলিত আবাহনে প্রাণময়ী মৃন্ময়ী প্রতিমা
মানবী-কণ্ঠেতে কথা ক'য়েছেন নিত্য তব সাথ,
পতিত-পাবন তুমি আর্ত্তবন্ধু, দীন-জন-নাথ।
ত্রিতাপ-তাপিত ধরা, জুড়াইতে ধরণীর ব্যথা,
নিরুত্তর জিজ্ঞাসার সমাধান, সান্ত্বনার কথা

কত যে কহিয়া গেছো মনীষীরো হৃদয়-জুড়ানো,
বেদান্তেরো অন্তে যাহা,—অনুভূতি-সাগরে কুড়ানো
হীরা-মণি-মুক্তা হ'তে আরো দীপ্ত, বিচিত্র উজ্জ্বল্ !
বিশ্বের সান্ত্বনা তুমি, ভাব-মূর্ত্তি ! প্রেম-ঢল-ঢল !
শঙ্কর-ডিঙানো জ্ঞান, মহাপ্রভু-অতীত ভকতি,
অতুলন দান তব, ধর্ম্ম-পথে আশ্চর্য্য প্রগতি
দান করি' গেলে তুমি। অদ্‌ভুত তোমার অনুরাগ,
মানুষের মনে মনে ঢালি দিলে করুণা-সোহাগ।
কৃপামূর্ত্তি রামকৃষ্ণ ! নির্ব্বিকল্প-সমাধি-মূরতি !
তোমার সান্নিধ্যে আসি' সে যুগের রথী-মহারথী
স্ব-মত-স্থাপন-তরে তর্ক জুড়ি' হ'ল পরাভূত,
পাষাণে সঞ্চারি' প্রাণ সিঞ্চিয়াছ পুণ্য "কথামৃত"।
সে অমৃতে কী যে মোহ ! অনুস্যূত কী যে ইন্দ্রজাল,
তার্কিক-কেশরি-গণ পান করি' হইলা মাতাল।
দক্ষিণেশ্বরের বুকে এসেছিলে কী পরশমণি,
মুগ্ধ হ'লা সুধী-শ্রেষ্ঠ শশধর তর্ক-চূড়ামণি।
নাস্তিক আস্তিক হ'ল হেরি' তোমা পুণ্য অশ্রুপাতে,
গীতাগ্রন্থে যাহা নাই, দেখাইলে তাহা হাতে হাতে।
কী ব্যাকুল আবাহনে আর্দ্র করি' পঞ্চবটী-তল,
প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করি' বিশ্বমাতা-চরণ-কমল,
দেখালে নরেন্দ্রনাথে, শুনাইলে জননীর কথা,
কত দুঃখ-ভরা ধরা,—জুড়াইতে তার মর্ম্মব্যথা,
ঐশী শকতিরে তুমি স্বর্গ হ'তে টানিয়া আনিয়া,
গড়িলে বিবেকানন্দ নিজহস্তে ছানিয়া ছানিয়া।
গড়িয়াছ ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মমগ্ন তাপস মহান,
গড়িলে সারদানন্দ, মাতৃত্ব-মমতাময় প্রাণ।

গড়িয়াছ শিবানন্দ, শিবময় যাঁহার অন্তর,
স্বামীজি অভেদানন্দ পরাজ্ঞান-প্রশান্ত-সাগর।
তোমার তাপসী কন্যা গৌরীমাতা নারী-হিতব্রত,
তুলসীমঞ্চের তলে দীপ্যমান প্রদীপের মত।
যেখানে দেখেছো প্রাণ, সেইখানে ঢেলেছো আদর,
দেখিতে গিয়াছ রুগ্ন বঙ্গরত্ন শ্রীবিদ্যাসাগর।
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষে রঙ্গচ্ছলে করিলে অঙ্কজ,
পাঁকাল মাছের মত পঙ্কমাঝে ফোটালে পঙ্কজ।
অগ্নিবর্ষী বাগ্মিবর হেরি' তোমা হইলা মাতাল,
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন বাজালেন খোল-করতাল।
সারা পৃথিবীর বুকে সঞ্চারি' গিয়াছ শিহরণ,
ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বুকে দিয়া গেছো নবীন জীবন।
অন্ধ-তমোময় দেশে বিকীরিলে প্রাণের আলোক,
ঘরে ঘরে চিত্র তব পূজে আজ সর্ব্বস্তরী লোক।
করিয়া গিয়াছ তুমি সর্ব্বধর্ম্মমহাসমন্বয়,
ধরিত্রী আনন্দে কাঁপে শুনি' তব জয়-ধ্বনিময়
বিচিত্র বন্দনা বাণী ভক্তি-ঢালা নব সামগান,
সেই কোটি-কণ্ঠ-সাথে মিলাইনু আমার প্রণাম।

পঞ্চবটীর মূলে :

তোমার কথা ভাবি যখন, বুক যে উঠে দু'লে,
আর কতকাল প্রেমের ঠাকুর! থাক্‌বে মোদের ভুলে?
এত দূরে পাঠিয়ে দিলা,
পূজি তোমার পাষাণ শিলা,
আর কতকাল কর্ব্বে লীলা নিয়ে মোদের মন?
আবার হাসি' মর্ত্ত্যে আসি' নাচাও বৃন্দাবন।

আবার কবে চুপে চুপে,
আস্‌বে তুমি নবদ্বীপে ?
হেরি' তোমার অপরূপে নাচ্‌বে জগ-জন,
জগাই মাধাই তরি' যাবে, মাত্‌বে ভক্তগণ।
আবার ভরি' মনের মুকুর,
উজল করি' কামার-পুকুর
আস্‌বে কবে যুগের ঠাকুর! ধন্য করি' দেশ,
যাবে মোদের সকল দুঃখ, যাবে সকল ক্লেশ।
আবার এ দখিণাপুরে,
শ্রীরামকৃষ্ণমূর্ত্তি ধ'রে
বিশ্ববাসীর হৃদয়পুরে কর্ব্বে বংশী-রব,
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের জাগিবে উৎসব।
আবার বঙ্গভূমে কবে,
"কথামৃতে"র কথা হবে ?
পুতুল পূজার মহোৎসবে উঠবে হৃদয় দু'লে,
রাঙা হবে নয়ন আবার পঞ্চবটীর মূলে ?

ওগো বাংলার মেয়ে!

দুশ্চর তপোনিষ্ঠা তোমরা, চাহ নিক কভু যশ,
বাঙালী জাতির বুকে ঢালি দিলে তোমরা প্রাণের রস।
অপরিচয়ের অন্ধকারেতে তোমরা করিছ বাস,
আমরা কেমনে মানুষ হইব, ভাবো তাই বারমাস।
বাঙালী জাতির মঙ্গল-তরে নিত্য করিছ ধ্যান,
দধীচি কেবল অস্থি দিলেন, তোমরা দিতেছ প্রাণ।

আঁধার কুটীরে আলোক জ্বালিয়া মাতৃত্বে আছ মাতি,
প্রাঞ্জলি হয়ে সাধনা করিছ, গড়িতে বাঙালী জাতি।
শত লাঞ্ছনা সহিয়াও কভু কর নিক অভিযোগ,
ম'রে যাও, তবু গ'ড়ে দিয়ে যাও, মোদের অমৃত-যোগ।
গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম-সম গড়িয়াছ "গুরুদাস,"
"ভূদেবের" মত পুত্র লভিতে ক'রেছিলে অভিলাষ।
"বিদ্যাসাগর" আনিতে বঙ্গে কত ক'রেছিলে অর্চ্চনা,
করুণা-যমুনা-তীরে বসে শুনি ত্যাগ-সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা।
প্রদীপের তলা অন্ধকারেতে চিরদিন ঢাকা থাকে,
প্রতিভায় মোরা পূজা করি, কভু পূজি নাক তার মাকে।
"নেতাজীর" নামে বিশ্ব করিছে ভক্তি-পুষ্প-বৃষ্টি,
নেতাজীকে কে যে প্রসব করিল, সেদিকে কি দেই দৃষ্টি ?
বিশ্বকবির প্রতিভা-রশ্মি ছাইল ধরণী-তল,
এই প্রতিভার উৎস স্মরিয়া ঝরে কি নয়নে জল ?
পঙ্ক হইতে পঙ্কজ হয়, ভুলি পুলকের ফাঁকে,
পঙ্কজ হেরি' বলি—"আহা মরি !" ভুলে যাই মোরা পাঁকে
"শচীমাতা" হ'য়ে কাঁদ—আর দেখি "শ্রীশ্রীমা" হ'য়ে হাস,
পূর্ণব্রহ্মে গর্ভে ধরিতে কেন এত ভালবাস ?
তোমার সিঁথিতে দৈব সিঁদূর কে বল আঁকিয়া দিল ?
"বিবেকানন্দ" জন্মিলা যবে কেমন লাগিয়াছিল ?
বুকভরা তব হেরি নব নব আনন্দময় ছন্দ,
পুলকিতমুখী চেয়ে আছ দেখি হেরিতে সত্যানন্দ।
আদর্শ করি' ভর্ত্তা, পুত্র গড়িতে তোমার আশা,
বিনিময় তুমি চাও নাক কিছু, দাও শুধু ভালবাসা।
শাস্ত্র বলেন, "স্বর্গেরো চেয়ে তুমি নাকি গরীয়সী,"
আমরা করেছি তোমাকে হে দেবি ! রাহু-কবলিত শশী।

রুদ্ধ করেছি দীপ্তি তোমার, দেই নিক পরিচয়,
চিনেও তোমাকে চিনি নিক মোরা, গাহিনি তোমার জয়।
অপূর্ব্ব তব অবদান-পানে আজিকে নিভৃতে চেয়ে,
সারা অন্তরে জাগিল প্রণাম, ওগো বাংলার মেয়ে !

নিবেদন :

জীবনের দীপ নিভিয়া আসিল
নামিয়া এলো যে সন্ধ্যা,
করুণা-সিন্ধু ! জীবন-বন্ধু !
ক'র না করুণা বন্ধ্যা।

দ্বাদশ মন্দির :

সুরধুনী-পূর্ব্ব-তটে দেখিয়াছ দ্বাদশ মন্দির ?
ব্রত-চারিণীর মত রহিয়াছে দাঁড়ায়ে গম্ভীর ;
শুচি-স্নাত অপরূপ সারি সারি মালার মতন,
দক্ষিণেশ্বরের বুকে, বুকে ধরি' অরূপ রতন ;
দ্বাদশ মন্দির যেন হতবাক্ রয়েছে দাঁড়ায়ে,
প্রোষিত-ভর্তৃকাবৎ ম্লানমুখ কাহাকে হারায়ে ?
কাহার করিছে ধ্যান ঊর্দ্ধমুখে মন্দিরের মালা ?
বিশ্বজননীর প্রীতে শ্রদ্ধা-ঘৃতে ভক্তি-দীপ-জ্বালা
এই যে মন্দিরগুলি,—এ ত রাণী রাসমণি-দান,
ইহার মাঝারে বসি' প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিল প্রাণ,—
কেবা সেই মহাজন ? জান কি, জান কি তাঁর নাম ?
সামান্য পূজুরী বেশে তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান্।

অপূর্ব্ব সাধনা-বলে দিব্যশক্তি নিলেন আশ্রয়,
মায়ের আশ্চর্য্য পূজা করি' তিনি জাগান বিস্ময়
মনীষি-বৃন্দের মনে। রামকৃষ্ণদেব তাঁর নাম,
রাজীব-চরণে তাঁর দেয় দেখো নিখিল প্রণাম।
ছুনিয়ার সর্ব্বজাতি আজ হেথা করিতেছে ভিড়,
তাঁহাকে হারায়ে কাঁদে অনুতপ্ত দ্বাদশ মন্দির।

শ্রীশ্রীমা'র একটি লীলা-কাহিনী ঃ

ঠাকুরের মত শ্রীশ্রীমা কত দেখালেন অপরূপ,
শুনিলে সে সব জাগে উৎসব, ভরে যে মনের কূপ।
দখিণেশ্বরে থাকিতেন শ্রীমা, কভু জয়রাম-বাটী,
ঠাকুরের কাছে শিক্ষা নিতেন সংসারী খুঁটিনাটি।
একবার শ্রীমা আসিতেছিলেন জয়রাম-বাটী হ'তে,
দখিণেশ্বরে যাবেন ইচ্ছা, পায়ে-হাঁটা দূর পথে,
মাতৃ-নামের মহিমা ছড়াতে, দেখাতে নতুন রঙ্গ,
লীলা-আনন্দে লীলাময়ী নিলা প্রতিবেশীদের সঙ্গ ;
পথে পড়ে সেথা ডাকাতি-খ্যাত "তেলো-ভেলোর" সে মাঠ,
সাহসী পুরুষো রাত্রে সেথায় ভয়ে হ'য়ে যায় কাঠ।
পায়ে হেঁটে হেঁটে সেই পথে যেতে সন্ধ্যা যে হয়-হয়,
সঙ্গী যাহারা, দ্রুত চলে তারা, বুকে জাগে মহাভয় !
পিছিয়ে পড়েন জননী সারদা হারায়ে তাদের সঙ্গ,
সন্ধ্যার বুকে যান হাসিমুখে হ'ল নাক মনোভঙ্গ।
নির্জ্জন পথে চলিতে চলিতে রাত্রি ঘনায়মান,
গাঢ় তিমিরে যান ধীরে ধীরে শঙ্কা-বিহীন-প্রাণ।

তিমির বিদারি' অপরূপা নারী চলিতেছেন বেশ,
সুমুখে হঠাৎ দেখিতে পেলেন ভীষণ দস্যু-বেশ!
ভয়াল আকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ! মাথায় ঝাক্‌ড়া চুল,
হঠাৎ দেখিলে যমদূত বলি' নিশ্চয় হবে ভুল।
অন্ধকারের দৈত্য যেন গো! ছু' হাতে রূপার বালা,
রক্ত ছুইটি নয়নে তাহার হিংস্রতা শুধু ঢালা!
সেই দৈত্যই স্তম্ভিত হ'ল, কী জানি—কী ভাবি কেন?
মা'র অপরূপ রূপ নেহারিয়া থমকিয়া গেলো যেন!
বশী-করণীয়া শকতি-মন্ত্রে বিদূরিয়া মনোমল,
ডাকাতের হাতে তখনি দিলেন নিজের পায়ের মল,
দিলেন এবং বলিলেন হেসে,—"ছিল বাবা! মনোরথ,
জামায়ের কাছে যাইব তোমার কিন্তু হারায়ে পথ,—
একাকিনী এই ঘন নিশীথিনী! মরিতেছি ঘুরে ঘুরে,
দেখাও না পথ, তোমার জামাই থাকেন দখিণাপুরে
রাণী রাসমণি-কালীমন্দিরে", ভুল হয় বুঝি পাছে,
দেখেন একটি স্ত্রীলোক আসিল সেই ডাকাতের কাছে।
বুঝিলেন এটি সঙ্গিনী তার,—তবু ত মেয়ের জাত,
তৎপরতার সহিত তখুনি ধরি' তার ছুটি হাত,
কোমল কণ্ঠে কহিলেন "আমি সারদা,—তোমার মেয়ে,
ভীষণ বিপদে রক্ষে পেলাম মা ও বাবাকে পেয়ে"।
এক কথাতেই বিশ্বমোহিনী করিয়া নিলেন বশ,
দস্যুরো প্রাণে বাৎসল্যের উপজিল স্নেহ-রস।
ভুলে গেলো তারা ডাকাত এবং ভুলে গেলো তারা হীন!
অনপত্যেয় অপত্য-স্নেহে বাজিল হৃদয়-বীণ্।
ছুটে গেলো তারা গাঁয়ের দোকানে; খাবার কিনিয়া আনি,
কন্যা-রতনে খাওয়ায়ে যতনে শোনে তাঁর মধুবাণী।

ঘুমন্ত মাকে পাহাড়া যে দিল জাগিয়া সারাটি রাতি,
দস্যু-হৃদয় আলোড়ি' তখন পিতৃত্ব উঠে মাতি।
কন্যা সাজিয়া ডাকাতের বুকে বহায়ে মমতা-বান,
ডাকাতের প্রাণে ডাকাতি করিয়া সঞ্চারি' নব প্রাণ,
ঠাকুরের মত ঠাকুরাণী শ্রীমা করিলেন নব লীলা,
মরুভূমে ফুল ফুটায়ে দিলেন, জলে ভাসালেন শিলা।

স্বামী নির্ব্বেদানন্দ-লিখিত
"ছোটদের শ্রীমা" পঞ্চম
পরিচ্ছেদ। "ভাবমুখে" ২য় বর্ষ,
চৈত্র সংখ্যা, ১৩৫৪ সাল।

পূজ্যপাদ গুরুদেব

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য।

চঞ্চল অতি ছিনু মূঢ়মতি যখন বাল্যকালে,
মায়ের মতন স্নেহের আশীস্ তুমি দিয়াছিলে ভালে।
কূপ-মণ্ডূকে তুমি নিয়ে বুকে দেখালে বিশাল সিন্ধু,
অন্তর-লোকে জাগালে পুলকে জ্ঞান-পূর্ণিমা-ইন্দু।
মোহ-অবসাদে শত অপরাধে তুমি করিয়াছ ক্ষমা,
পঙ্গুরে তুমি লঙ্ঘালে গিরি, কৃপা তব নিরুপমা।
নবারুণবৎ তুমি হে মহৎ! ঘুচালে মনের কালো,
মূঢ় মনের তিমির নাশিয়া বিকীরিলে কত আলো।
অন্নের সাথে সন্ধ্যা ও প্রাতে নিত্য দিয়াছ জ্ঞান,
আজ যে সভায় জিভ্ খুলে যায়, তোমারি এ কৃপাদান
তোমারি কৃপায় গৌরী'মা হেরি' লভিনু ভকতি-রত্ন,
আমাকে "মানুষ" করিবার তরে কত করিয়াছ যত্ন!

সন্তান-সম দিয়াছ আমাকে অকৃপণ ভালবাসা,
আমারে করিবে শ্রেষ্ঠ স্নাতক মনে ছিল কত আশা !
তোমরা দুইটি দম্পতী মিলি মিটাইলে মোর ক্ষুধা !
স্বর্গতা তব সহধর্ম্মিণী দিলা যে স্বর্গ-সুধা,—
আজো তাহা স্মরি' উঠি যে শিহরি' সে যে কত বড় দান,
অপরিশোধ্য সেই ঋণ স্মরি' আজো কাঁদে মোর প্রাণ।
স্মৃতির বাহিরে গেলো ধীরে ধীরে সেই মহনীয়া নারী,
তোমরা সবাই ভুলিলেও তাঁকে আমি কি ভুলিতে পারি ?
তাঁহার মাঝে যে মাতৃত্ব ছিল মমতায় ঢল-ঢল !
স্মরি' সে মূরতি জাগে যে ভকতি, আঁখি করে ছল-ছল !
ভুলিয়া গিয়াছে অবদান তাঁ'র সব তব পরিজনে,
নিত্য কিন্তু তর্পণ তাঁ'র করি আমি মনে মনে।
মনে কি পড়ে সে উপেক্ষিতার দুঃখের অধ্যায় ?
কাহার আত্মাহুতিতে হ'য়েছ "মহামহোপাধ্যায়" ?
থাকিয়া আড়ালে যারা প্রাণ ঢেলে চালাল বিজয়-রথ ;
মনে কি গো পড়ে ভাই "হরিহরে" ? ক্ষুদ্র সে "পরিষৎ" ?

* * * *

মনে পড়ে হে আচার্য্য ! আমার লাগিয়া তুমি
বিনিদ্র রজনী জাগি' সহি' কত ক্লেশ,
কী দুরূহ পরিভাষা বিশ্লেষি' দিবসে রাতে,
নব্যন্যায়ের গূঢ় দিলে উপদেশ ?
সতীর্থবৃন্দের মাঝে সবার বয়সে ছোট,
আমি ছিনু মূঢ়মতি চঞ্চল বালক,
তর্ক-অর্ক-রশ্মি-মালা বিকীরি' নাশিলে তম,
উজাড়ি' ঢালিয়া দিলে জ্ঞানের আলোক।

কঠিন সংস্কৃতভাষা— ভাষণ-সামর্থ্য নাই,
তাই বুঝি উপজিল বক্ষে দয়া তব,
তাই কি প্রতিভাময় "অনুবাদ-নবোদয়"
বিরচিয়া বিচ্ছুরিলে শক্তি অভিনব ?
আমার এ রসনায় কত কৃপা করি' তুমি,
শ্রুতি-পাঠ দিয়াছিলে ওগো মহামতি !
তুমি যদি মহাপ্রাণ না দিতে বাগ্মিতা-দান,
নব্য ন্যায় পড়ি' শুধু্ কী হইত গতি ?

* * * *

তাই আজ ভাবি মনে দেখেছিলে যেমন অঙ্কজ,
পাঁকে মগ্ন ছিনু আমি,—তুমি মোরে করিলে পঙ্কজ,
রত্নাকর দস্যু ছিনু, দয়া হ'ল অজ্ঞানে নিরখি'
করুণার রাম-নামে তুমি মোরে ক'রেছ বাল্মীকি,
গরলের মাঝে তুমি সঞ্চারিলে অমৃতের স্বাদ,
দানব-হৃদয়ে তুমি সংক্রামিলে আশ্চর্য্য—"প্রহ্লাদ"।
রামকৃষ্ণঠাকুরের তপোমগ্না মানসী দুহিতা,
তোমারি প্রসাদে হেরি সন্ন্যাসিনী দেবী গৌরীমাতা।
তোমারি প্রসাদে আজ জুড়াইতে জীবনের ব্যথা,
ছন্দিত লেখনী লেখে দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য কথা।
গোবরের মধ্যে তুমি ফুটাইলে নব পদ্ম-ফুল,
দক্ষিণেশ্বরের বাঁশী আজ মোরে ক'রেছে আকুল !
কৃতজ্ঞতা জানাইব,—বলিষ্ঠ সে ভাষা কণ্ঠে নাই ;
আশীর্ব্বাদ করো গুরু ! বাজাইতে চাহি যে সানাই,

সেই বংশী-ধ্বনি যেন গৌরবের জ্বালে দীপান্বিতা,
দক্ষিণেশ্বরের কাব্য ঘরে ঘরে হয় যেন গীতা।
বাঙালীর কণ্ঠে কণ্ঠে উঠে যেন রামকৃষ্ণ-নাম,
ব্রাহ্মণ্যদেবের মূর্ত্তি! লহো দীন শিষ্যের প্রণাম।

রামকৃষ্ণ-কথা কহ।

ওঁ হরি রামকৃষ্ণ কহ,—
নাম নিয়ে যাও অহরহ।
একলব্যের এক নিষ্ঠায়
গুরু-মন্ত্রে দীক্ষা লহ।

ঠাকুর আছেন সবার মূলে,
বেদ-বেদান্ত যাও না ভুলে,
স্মৃতি-তন্ত্র রাখো তুলে
(হও) কথামৃতের আজ্ঞাবহ।

সবার বুকেই তাঁহার আসন,
নাম নিয়ে কর্ কামের শাসন
দুঃখ পেলেই দুঃখ-নাশন
নামটি লহ অহরহ।

জপো রামকৃষ্ণ-নাম,
অবিশ্বাসের পাষাণ ভাঙো
সুধন্বার সেই সাধন আনো
দাবাগ্নিতেও অটল রহ।

ইহ-পরকালের হিত,
ঐ নামে প্রাণ হয় রে প্রীত,
পঞ্চম বেদ "কথামৃত"—
সৌরভের হও গন্ধবহ।

কে রে পত্নী? কে রে কন্যা?
বাড়ায় শুধু দুখের বন্যা,
অহর্নিশ গোলাম হ'য়ে
কেন পরের বোঝা বহ?

ডেকে আঁখি কর্ অরুণা,
যাচ যাচ তাঁর করুণা,
সংসারে আর "সং" হ'য়ো না,
বাজাও নামের প্রেম-পটহ

ঐ নামেতে পরম "মহ"
নাম নিয়ে যাও অহরহ,
শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে
মধুপ হ'য়ে ফুটে রহ।

হেথাকার সবই ত ভুল,
কত দেই ভুলের মাশুল?
সকাল-সন্ধ্যা উদর-চিন্তা
কেন এ যাতনা সহ?

মনের বনে বনমালী,
ঐ নামে দেন করতালি,
মর্ম্মলোকে আলোক জ্বালি'
রামকৃষ্ণ-কথা কহ।

বিশ্বনাথ দত্ত।

সিন্ধু-সমান তব সন্তান-মহিমার কলরব
পূরিল বিশ্ব হে বিশ্বনাথ! কী করি তোমার স্তব?
বসুদেব-সম তোমার ভাগ্য, ধরণীর প্রণিপাত,
যুগে যুগে তুমি লভিয়া অমর হইবে বিশ্বনাথ!
নরেন্দ্র যবে সন্ন্যাস নিলো, ও-পারে পেয়েছ দাহ?
তোমার পুত্র "বিবেকানন্দ" এর চেয়ে কিছু চাহ?
আজিকে জুড়ালো তোমার সে দাহ? হে বিশ্বনাথ দত্ত!
বন্দিতে তব পুত্র-চরণ ছুনিয়া দেখিছো মত্ত।
তোমার কৃপাতে আজ ধরণীতে হ'তেছে অমৃত-বৃষ্টি,
আমরা যাহার বন্দনা করি, সে ত·তোমারই সৃষ্টি!
পিতা হ'য়ে তাঁর ধন্য হ'য়েছো, ধন্য তোমার জায়া,
ঔরসে তব নিজে শঙ্কর ধরিলা মানব-কায়া।
তোমার পুত্র ভারতে এমন রচিয়া গেছেন কৃষ্টি,
ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা লভিয়া হ'তেছে "নেতাজী" সৃষ্টি।
বঙ্কিম তাঁর কল্পনা দিয়া গড়ি' "আনন্দমঠ"
অমর হ'লেন। তুমি সেই মঠে বসাইলে প্রাণ-পট,
ধূপ দিলে সেথা, জ্বালাইলে দীপ, দিলে সেথা প্রাণদান,
তোমার পূজায় তুষ্ট হইয়া আসিলেন ভগবান্।
ভগবানে তুমি আনিয়াছ ভবে, হে মন্ত্রবিদ্ ঋষি!
তোমার পূজার আরতি বিশ্বে হইতেছে দিবানিশি।
পূজা করিয়াছ প্রাণের মন্ত্রে হইয়া বিগত-তৃষ্ণ,
তুষ্ট হ'লেন তোমার পূজায় ভগবান্ রামকৃষ্ণ।

গৈরিকে তুমি ভরি দিলে দেশ, আনিলে নবীন ছন্দ,
তোমার সাধনা দেহ ধরি' এলো,—স্বামীজি বিবেকানন্দ
সন্তান তব দিল প্রাণ নব ধরণী করিল মত্ত,
প্রণাম লহ হে যুগস্রষ্টা! হে বিশ্বনাথ দত্ত।

কামার-পুকুর।

ধরিত্রীর তীর্থস্থান,—এই সেই কামার-পুকুর,
কৃপা করি' জন্ম নিয়া যেইখানে বিশ্বের ঠাকুর
করিলেন বাল্যলীলা লোক-লোচনের অন্তরালে;
"চন্দ্রামণি-ক্ষুদিরাম" এইখানে মহামায়াজালে,
বাঁধিতে বন্ধনাতীতে করিলেন কত যে প্রয়াস,
মাণিক-রাজার বনে এইখানে মহাপ্রেম-রাস
করিলেন রসময়, সখা-সখী প্রেমে জর-জর!
তখনও অপ্রকট! তখনও শুধু "গদাধর"!
কামার-পুকুর-বাসী চেনে নাই ভবার্ণব-ভেলা,
চির-অন্ধকার থাকে দীপ্তি-প্রসূ প্রদীপের তলা।
দূরিতে ধরার জ্বালা, বিনাশিতে কলির দুর্গতি,
যোগি-জন-ধ্যান-রত্ন স্বীকারিলা শরীর বিভূতি
এইখানে উপেক্ষিত খ্যাতিহীন কামার-পুকুরে,
কলির দ্বারকা-ধামে। রোজ ভোরে, সাঁঝে ও দুপুরে
আমাদেরি মত কত দেখালেন চঞ্চল স্বভাব,
অকস্মাৎ সমাধিস্থ! অনায়াসে ব্রহ্মপদ-লাভ
নেহারি' চমকি' যেত সঙ্গী যত বাল-খিল্য-দল,
বিস্ময়ী ও হতবাক্ হ'য়ে সবে হইত বিহ্বল!

ভয়ে কেহ শিহরিত, কেহ কেহ বলিত উন্মাদ।
তখনো শোনে নি বিশ্ব বিশ্বজয়ী পাঞ্চজন্য-নাদ,
কেহ বা বলিত ব্যাধি, উপহাসি ঢং কহে কেউ,
তীরে বসি' কে শুনিতে পারে বল সমুদ্রের ঢেউ ?
শুধু আতঙ্কিত হয় শুনি' ভীম সিন্ধুর গর্জ্জন,
ডুবুরী নিশ্চিন্তে ডুবি' মুঠা মুঠা ক'রে নে অর্জ্জন
মণি, মুক্তা, কত রত্ন। না করিলে প্রাণান্ত যতন,
কে কোথায় অর্জ্জিয়াছে, অপার্থিব—পার্থিব রতন ?
অরূপ-রতন-প্রসূ রত্নাকর কামার-পুকুর,
ধরিত্রী মাতার পদে বাঁধি দিল যে চিত্র নূপুর,
সে নূপুরে যেই ধ্বনি, যে বিচিত্র শিব-রুদ্র-তাল,
সাত সাগরেরো পারে সেই তালে হইল মাতাল,
সুদূর পাতাল পুরী, ঐহিকসর্ব্বস্ব বীর জাতি,
আগে কে লভিবে কৃপা, তারি লাগি' হ'ল মাতামাতি।
অবিস্মরণীয় সেই বিশ্ব-ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনে,
ঠাকুরের কীর্ত্তিকথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা মনে মনে,
মঠে ও মন্দিরে অশ্রু ঢালি' দিল দেখি ভোগভূমি,
নিজেকে মানিল ধন্য ভারতের পাদ-পদ্ম চুমি,
ভারতের প্রতি ঘৃণা সেইদিন হ'য়ে গেলো দূর,
লভিল বিশ্বের পূজা, ধন্য ধন্য কামার-পুকুর !

বেলুড় মঠ ও মিস ভক্তি :

তোমার সারাটি অন্তর জুড়ি' কী যে পরা অনুরক্তি,
কত জনমের সুকৃতির বলে লভিলে মা ! এত ভক্তি ?
ঠাকুরের কত কৃপা লভিয়াছে তোমার দিব্য প্রাণ,
তাই অকৃপণ হস্তে করিলে লক্ষ লক্ষ দান।

শরৎকালীন মেঘের মতন করিয়া নিজেকে নিঃস্ব,
নেহারি' স্বপনে শ্রীগুরু-রতনে হ'য়েছ তাঁহার শিষ্য।
হ'য়েছ তাঁহার মানসী কন্যা ধন্যা বিদেশী মেয়ে,
মুগধ-নয়নে তোমার চরণে অপলক আছি চেয়ে।
হৃদয়ে আমার কবিতা জাগিল নিষ্ঠা তোমার দেখি',
তোমার পুণ্য মহিমার কথা অক্ষম কী যে লিখি,—
কুণ্ঠা জাগিছে বৈকুণ্ঠের আঁকিতে অতুল চিত্র,
কী সে আবেদন যাতে তনু-মন ভুলি' পার্থিব বিত্ত,
শুনালো কী কথা যাতে ব্যাকুলতা ফেলিলো নয়ন ছেয়ে,
সব দান করি' কত দুর্ভোগ ভুগিছ পাগলী মেয়ে!
শ্রীরামকৃষ্ণকথার মাঝারে কী রস পেয়েছো তুমি,
এত লাঞ্ছিত! তবু বাঞ্ছিত ভাব না সে ভোগভূমি?
প্রেম-মর্ম্মরে মণ্ডিত করি' রেখেছ চিত্ত-পট,
ধন্য শক্তি! ধন্য ভক্তি! ধন্য বেলুড় মঠ!

পঞ্চবটীর দান

পঞ্চবটীর সাধনার কথা আকুলিত করে মন,
ভাবিতে পারি না, জাতির জীবনে কী যে মাহেন্দ্রক্ষণ,
নেমে এসেছিল ত্রিদিব হইতে কী যে সুন্দর শিব,
যাঁর "কথামৃত"-শ্রবণে শান্তি লভিছে তাপিত জীব।
হিংসায় ভরা দুনিয়ার বুকে পঞ্চবটীর দান,
নব আদর্শ দিয়াছে দেখায়ে, দিয়াছে নবীন প্রাণ।
ধন-কুবেরের ভোগ-প্রমত্ত উদ্ধত শত শির,
পঞ্চবটীর বটের তলায় ফেলিছে নয়ন-নীর।

আধ্যাত্মিক নবীন শিক্ষা দিয়াছে পঞ্চবটী,
তাই ত তাহার অতুল কীর্ত্তি দেশে দেশে গেছে রটি'।
পঞ্চবটীর সিদ্ধ আসনে ছড়ানো আছে যে ধ্যান,
সে ধ্যানের কণা লভিলে পলেকে লভে যে ব্রহ্মজ্ঞান।
সারা দুনিয়ায় পঞ্চবটীর সোণালী স্মৃতিটি জাগে,
দূর-দূরান্ত হইতে আসেন মনীষীরা অনুরাগে।
এই বটতলে বসিয়া হ'য়েছে বিশ্বজনীন যাগ,
মানুষ এখানে দেবতা হইল ; মায়া, মোহ করি' ত্যাগ।
পুরুষ-সিংহ নরেন্দ্রনাথ এইখানে নেন দীক্ষা,
এইখানে কত নিশীথে বসিয়া নির্ব্বিকল্প-শিক্ষা।
ভুলে গেলো শোক, ফেলি' নির্ম্মোক লভিল নূতন প্রাণ,
ভুবন-বিজয়ী বিবেকানন্দ পঞ্চবটীর দান।

দক্ষিণেশ্বরের কথামৃত :

ত্যাগ-মন্ত্রে বাজাইয়া যাও বন্ধু! জীবনের বীণা,
মানুষেরে ভালবাসো,—মানুষেরে করিও না ঘৃণা।
সৃষ্টির ঐশ্বর্য্য নর! আভিজাত্যে বৃথা অভিমান,
গুহক চণ্ডালে নিজে হাসিমুখে আলিঙ্গন-দান
ক'রেছেন পূর্ণব্রহ্ম, করিও না মানুষে আঘাত,
জীবস্থ শিবের পদে ভক্তিভরে করো প্রণিপাত।
ভালবাসো মাতৃবৎ, নত হও তৃণের মতন,
জীবন-সাধনা করো,—এ জীবন অমূল্য রতন!
এ জীবন অর্থপূর্ণ,—শূন্যগর্ভ নহেক ফানুষ,
মানুষ দেবতা হয়, দেবতারা হন্ না মানুষ।

মানুষেরে ভালবাসো, ঘৃণা করো মানুষের ভুল,
পাপী হ'ক্, তবু তারে অবজ্ঞা ক'র না এক চুল।
সর্‌ষে-পুঁট্‌লীর মত ঘরে ঘরে মানুষের মন,
খুলে গেলে এক সঙ্গে জড়ো করা কঠিন তখন,
সংসারে ছড়ানো মন দিনে দিনে হ'য়ে যায় হীন,
ভগবৎ-পদে তাকে আনা বন্ধু! বড়ই কঠিন!
শৈশবের মন কিন্তু সংসারেতে ছড়িয়ে যায় না,
বাঁধা পুটলীর মত দিতে পারা যায় সবখানা।
অনেকেই ধর্ম্মপথে শিশুদের করে অবহেলা,
বড়ো ভুল; সাধুকার্য্যে উপযুক্ত কাল ছেলেবেলা।
কলিযুগে সত্যকথা শ্রেষ্ঠ তপ, সত্য হয় জয়ী;
সর্ব্বদা কহিলে সত্য, ভগবানে লভে সত্যাশ্রয়ী।
সংসারে থাকিতে গেলে শুধিতে হইবে বহু ঋণ,
এ কেমন জানো ভাই? আন্দামানে আছ অন্তরীণ;
বিধি-নিষেধের গণ্ডী মানিতেই হইবে তোমাকে,
না মানো ত শাস্তি আছে, প'ড়ে যাবে কঠিন বিপাকে।
তাই কর পিতৃসেবা, মাকে দেখ সাক্ষাৎ ঈশ্বরী,
স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব কত কষ্টে মা'র মত করি'
নিলেন সন্ন্যাসধর্ম্ম। মাঝে মাঝে হইলে দুঃসহ,
পঞ্চবটীতলে গিয়া অন্তরের দুঃখরাশি কহ।
সন্ন্যাস নিবার বন্ধু! সকলের প্রয়োজন নাই,
সংসারের মধ্যে থাকি' বাজাইয়া প্রেমের সানাই,
ধর্ম্ম আচরণ করো। কাঁদিও না বৃথা হাহাকারে,
পাঁকাল মাছের মত আমরণ থাকিবে সংসারে।
পিতা-মাতা-ভাই-বোন্-পত্নী-পুত্র সবে ভালবাসি'
অনাসক্ত রবে সখা! ঠিক্ যেন ধনি-গৃহে দাসী,—

মা ও মাসী, দাদা, দিদি পাতে কত মমতার ফাঁদ,
মনে মনে জানে কিন্তু এ সকলি বৃথা বালি-বাঁধ!
তবু হাসে,—ভালবাসে, অভিমানে ফেলে অশ্রুনীর,
মনে জেগে আছে কিন্তু আপনার ভাঙা-সে-কুটীর।
সর্ব্বদা রাখিও মনে, জীবনের প্রতিটি নিশ্বাস
বৃথা নাহি যায় যেন, থাকে যেন ভক্তি ও বিশ্বাস।
হাজার বিপদে পড়ি' বেদনায় অশ্রু ছলছলে,
প্রকৃত যে ভক্ত তার কখনও বিশ্বাস না টলে।
অবিশ্বাসী মানুষের হৃদয় কি কোনদিন গলে?
গলে না পাথরখানা হাজার বছর থাকি' জলে।
বিশ্বাসী হৃদয়ে পাতা থাকে নিত্য ভকতির জাল,
দেখ না জলের স্পর্শে গ'লে যায় মাটী একতাল?
জলে থাকে ব্যাঙাচিরা যতদিন থাকে লেজখান,
লেজ্‌টি খসিয়া গেলে জল-স্থল দুইই সমান।
ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন মনে হেন উচ্চ ভাব আসে,
সংসার ও বন এই দুটিকেই তুল্য ভালবাসে
আদর্শ সংসারী ভক্ত। "কেশবে"র ছিল এ স্বভাব,
সংসারে থেকেও তবু হ'ল তাঁর ব্রহ্মপদ-লাভ।
এঁদের তপস্যা ধন্য! অভীষ্ট লোকেতে হয় গতি,
ইঁহারা বলেন—"প্রভু! আমি রথ, তুমি মোর রথী"।
জলের বুদ্‌বুদ-সম এ জীবন ভাবেন নশ্বর,
ইঁহারা বলেন সদা,—"মোরা যন্ত্র, যন্ত্রী ত ঈশ্বর,—
যেমন বলান তিনি, তেমনই মোরা সবে বলি,
যেমন চালান তিনি, সবে মোরা সেই পথে চলি"।
শিশুতুল্য মনে তাঁরা ইষ্টপদে নেন যে শরণ,
সম্পদে-বিপদে নিত্য তাঁর পদে আত্ম-সমর্পণ

করি' হ'ন চরিতার্থ। অন্য ভক্ত সাথে দেখা হ'লে,
ভগবৎ-কথা শুধু আর প্রেমে চক্ষু ছল-ছলে।
ব'লেছিলা অহল্যা-মা, "জন্মান্তরে করিও শূকর,
অচলা ভক্তিতে যেন তনু-মন থাকে জর-জর!
এই বর দাও রাম!" এমনি ত নারদের কথা,—
"বর যদি দিতে চাও, আরো ভক্তি দিয়ে নাশো ব্যথা"
ভক্তিই ভক্তের কাম্য, অন্য কাম্য নেই ভক্তি ছাড়া,
অন্য কোন ভক্তজনে দেখামাত্র হন আত্মহারা!
গরুর পালেতে যদি কোনদিন আসে অন্য গরু,
অমনি সকলে তারা গা চাটিতে করে তার সুরু,
এমনি স্বভাব চিত্র! এমনি ত স্বাজাত্যের প্রেম,
ভক্তি-কল্প-লোকে বসি' ভক্ত শুধু মাগে ভক্তি-হেম!

* * * *

এমনি ত কত কথা ব'লেছেন যুগের ঠাকুর,
সহজ গল্পের ছলে দিনেরাতে অমৃত-মধুর।
কৃপামূর্ত্তি রামকৃষ্ণ শিষ্যগণে হ'য়ে পরিবৃত,
উচ্চারিলা যুগগীতা দক্ষিণেশ্বরের কথামৃত॥

দেবতার ভা

[সত্য ঘটনা]

শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীপাদ-পদ্মে তনু-মন অনুরক্ত,
সুদূর বিদেশে দম্পতী এক আছেন ঠাকুর-ভক্ত।
ঠাকুরের লীলা-উৎসবে মাতা তাঁহাদের দুটি প্রাণ,
লীলা করিছেন তাঁহাদের নিয়া লীলাময় ভগবান্।

তাঁহাদের সুখ, দুঃখ ও হাসি-কান্না ঠাকুর-ময়,
তাঁদের কণ্ঠে নিত্য ধ্বনিছে ঠাকুরের জয় জয়!
গৃহিণীর হাতে হ'ল একবার নিদারুণ এক ক্ষত,
বাড়ীতে ছিল না দ্বিতীয় মানুষ রাঁধিয়া দিবার মত।
নিজের হাতেই রান্না চাপাতে হ'ল গৃহিণীকে তাই,—
তপ্ত কড়াই উনুন হইতে নামাতে শকতি নাই!
সব পুড়ে যায়, হেরি' বেদনায় বসিয়া আছেন চুপ্,
ঠাকুর-চরণে অশ্রুর ধারা ঝরিতেছে ঝুপ্-ঝুপ্!
"অক্ষমা আমি হে মোর ঠাকুর! কেমনে করিব রান্না?"
সাঁড়াশী ধরিয়া নামাতে যাবেন রোধিয়া নয়নে কান্না,—
শেষ চেষ্টার আগ্রহে-ভরা নেহারি' এ প্রাণপাত,
অলক্ষ্য হ'তে অতি সুন্দর আসি' একখানি হাত,
সাঁড়াশী-শুদ্ধ হাত ধ'রে তাঁর কড়াই নামিয়ে দিল,
ভক্ত-নয়নে আনন্দাশ্রু পুলকে ঝরিয়াছিল!

* * * *

আর দিন শোন,—সেই পরিবারে কাহিনী চমৎকার!
ঠাকুরের লীলা-উজ্জ্বল সেই দিন ছিল রবিবার।
গৃহের কর্ত্তা আহার না করি' আফিসে গেছেন চ'লে,
ফিরিয়া আসিয়া খাবেন,—সেদিন ছিল রবিবার ব'লে।
রান্না-বান্না সারিয়া গৃহিণী বসিয়া আছেন একা,
এমন সময় অসময় আসি' পুত্র দিলেন দেখা।
কতদিন পরে ফিরিয়াছে ঘরে পরম স্নেহের পাত্র,
দিলেন খাবার,—ছিল যা হাঁড়ীতে শুধু দুজনার মাত্র।
ঠিক এই কালে গৃহের কর্ত্তা ফিরে এসেছেন ঘরে,
ক্ষুধার্ত্ত তিনি তাই ত গৃহিণী, তাড়াতাড়ি ঠাঁই ক'রে,—

খাবার আনিতে রান্না-ঘরেতে গিয়া দেখিলে - হায় !
দিয়াছেন ভূরি ছেলেকে খিচুরী, হাঁড়ী যে শূন্য-প্রায় ?
রান্না করারো সময় নাহিক খেতে ব'সেছেন স্বামী,—
হঠাৎ তাঁহার অন্তরলোকে উদি' অন্তরযামী,—
ঠাকুর-ঘরের মহাপ্রসাদের জাগায়ে দিলেন স্মৃতি,
প্রসাদ-কণিকা ধ্বনিয়া তুলিল ঠাকুরের লীলা-গীতি ।
ঠাকুরের কৃপা-পরশ লভিয়া বিদূরিল সব ক্লেশ,
উদর-পূর্ত্তি খেলেন কর্ত্তা, তবু হইল না শেষ ;
বেদনা-গহনে নিতি মনোবনে এমনি ত বনমালী,—
ভক্ত-সঙ্গে করেন রঙ্গে দেবতার ঠাকুরালী—॥

ভাবমুখে, ১৩৫৫,
শ্রাবণ ও ভাদ্র। ব্রহ্মবাদিনী মা'র
লিখিত কাহিনী।

পঞ্চবটীর রাজা ।

জীবন-সাগর মন্থন করি' মিটাইতে চাহি ক্ষুধা,
কাহারো বরাতে বিষ উঠে আর কাহারো বরাতে সুধা ।
সুখে ও দুঃখে হাসিয়া কাঁদিয়া করিতেছি কলরব,
এত আক্রোশ ! এত যে দ্বন্দ্ব ! বৃথা হ'য়ে যায় সব ।
সংশয়-দোলা-আরুঢ় আমরা, নিতি সংশয়ে দুলি,
ভাল ও মন্দ তাঁর দান দুই-ই, এ-কথাটা যাই ভুলি' ।
দুর্দ্দিনে পড়ি' করি হাহাকার,—সম্পদে আসে মোহ,
তাঁহাকে ভুলিয়া, তাঁহারি ভুবনে করি বৃথা সমারোহ ।
কতরূপে তিনি করিছেন কৃপা, অনন্ত তাঁর দান,
আঘাতি' আঘাতি' আমাদের চিতে বিবেক জাগাতে চান ।

তাঁর আবেদন, তাঁর আহ্বান আমরাই করি ব্যর্থ,
মূর্খ আমরা দেখিতেছি শুধু কাম-কাঞ্চনে স্বার্থ।
আমাদের পূজা মাগিয়া ঠাকুর আসেন বাহির দ্বারে,
কৃপারাশি-দান-উৎসুক তিনি, অপমান করি তাঁরে।
অশ্রুমুকুতা-ভরা তাঁর আঁখি ! দেখা দেন বারে বারে,
শিশ্ন-উদরে মত্ত আমরা, চিনেও চিনি না তাঁরে।
ব্যথায় ফুকারি' ফিরেন ঠাকুর, তাই পাই মোরা সাজা,
অন্ধ আমরা কেমনে দেখিব পঞ্চবটীর রাজা ?

মোরা সেই বাঙালী সন্তান

মোদের ধিক্কার দাও, মোরা নাকি "পাণ্ডব-বর্জ্জিত",
হ'তে পারে কিন্তু মোরা আজিকার প্রতিভা-অর্জ্জিত
রচিয়াছি ইতিহাস, আজ মোরা হ'য়েছি অজেয়,
মোদের বিপুল শক্তি দিকে দিকে আজ অপ্রমেয় !
রাজনীতি-প্রতিভায়, ইতিহাসে, দর্শনে, বিজ্ঞানে,
সাহিত্যে ও ধর্ম্মতত্ত্বে যেখানেই বসিয়াছি ধ্যানে,—
সর্ব্বত্র অপ্রতিহত হইয়াছে আমাদের গতি,
যেদিকে তাকাবে বন্ধু ! বাঙালীর রথী, মহারথী
আজিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সর্ব্বক্ষেত্রে জীবন-সংগ্রামে,
শ্রদ্ধায় নোয়ায় শির বিশ্ববাসী বাঙালীর নামে।
রচিতে নূতন কীর্ত্তি ঢালিয়াছি বক্ষের শোণিত,
জেগেছি অমোঘ বীর্য্যে, চিনিয়াছি আত্মস্থ সম্বিৎ।
কঠোর সাধনাবলে দূরিয়াছি সর্ব্ব অসম্মান,
বিশ্বমনীষার মাঝে অর্জ্জিয়াছি মর্য্যাদার স্থান।

পাণ্ডিত্যে ও বাগ্মিতায় বিশ্বচিত্ত করিয়াছি বশ,
বাঙালীকে উপেক্ষিতে আজ কারো নাহিক সাহস !
বিশ্বপ্রতিযোগিতায় বহুক্ষেত্রে হ'য়েছি প্রথম,
ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনুপম মোদের সংযম ।
বিশ্বগুণিগণ-মাঝে যথাযোগ্য ব'সেছি আসনে,
ভস্ম-আচ্ছাদিত ছিনু, জাগিয়াছি ইংরাজ-শাসনে ।
পরাজিত হইয়াও কোনদিন ভুলি নি সম্মান,
ইংরাজের ফাঁসী-মঞ্চে আমরাই অর্পিয়াছি প্রাণ
সকলার আগে বন্ধু ! তবু নত করি নাই শির,
মরণ-যন্ত্রণাভয়ে একবিন্দু তপ্ত অশ্রু-নীর
লৌহ-বেষ্টনীর মাঝে ফেলে নাই বাঙালী ব্রাহ্মণ,
সেদিন হেষ্টিংস্ ভীরু হ'য়েছিল কম্পমান মন ।
সেদিনের সেই স্মৃতি ইতিহাসে লভিয়াছে ভাষা,
ফাঁসীমঞ্চে বাঙালীর স্বাধীনতা-অমৃত-পিপাসা
সেই যে জাগিয়াছিল, আজো তার হয় নি নির্ব্বাণ,
মরণের মধ্যে তাই বাঙালীর অমর সম্মান !
ঘরে ও বাহিরে নিত্য সহি মোরা ঘাত-প্রতিঘাত,
সর্ব্বপ্রথমেই মোরা গিয়াছিনু সুদূর বিলাত ।
আজিও মোদের অস্থি সমাহিত র'য়েছে "ব্রিষ্টলে"
ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষার বলে,—
আমরা অমর-কীর্ত্তি ! স্মরি সেই বাঙালী-প্রধানে,
উর্ব্বর হ'য়েছে বঙ্গ তাঁহারই নব নব দানে ।
স্বাধীনতা অর্জ্জিবার আকাঙ্ক্ষাটি হ'য়েছে প্রকট
প্রথম এ বঙ্গভূমে, রচিয়াছি "আনন্দের মঠ"
প্রথম বাঙালী মোরা । স্বাধীনতা-বীজের বপন,
সমগ্র ভারতবর্ষে আমরাই ক'রেছি প্রথম,

সারা দেশ হ'তে মোরা দূরিয়াছি হিংসা ও বিদ্বেষ,
সভাপতি হ'য়ে মোরা স্থাপিয়াছি প্রথম "কংগ্রেস্",
ইংরাজ বুঝিয়া গেছে আমাদের বহ্নি-পরিচয়,
মোরাই প্রথম বঙ্গে স্থাপিয়াছি বিশ্ব-বিদ্যালয়।
প্রথম হ'য়েছি জজ্, অর্জ্জিয়াছি "নোবেল প্রাইজ" ;
প্রথম "সিবিলিয়ান" হ'য়ে সবে দিয়াছি যে লাজ।
প্রথম হ'য়েছি "লর্ড্", হইয়াছি মহামান্য "লাট্",
প্রথম কর্ণেল হ'য়ে রঞ্জিয়াছি বীরত্ব-ললাট।
আই, সি, এসের মোহ আমরাই ছেড়েছি প্রথম,
আমাদেরি "দেশবন্ধু", আমাদেরি "নেতাজী" রতন!
আচার্য্য গড়েছি কত, বিজ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময় রবি,
চাণক্য মোদেরি স্বষ্টি, হইয়াছি মোরা "বিশ্বকবি"।
মোদের প্রতিভা-জাল সারা বিশ্ব দেখিয়াছে ছেয়ে,
কংগ্রেসের সভানেত্রী আমাদেরি বাঙালীর মেয়ে।
বিধ্বংসী তোমার ঘায়ে বাজায়েছি মোরা রণ-ভেরী,
বিপ্লবী নেতার তপে করিয়াছি তীর্থ "পণ্ডিচেরী"।
ইংরাজ কাঁপিয়া গেছে আমাদের বাগ্মিতা-দাপটে,
সাত সাগরের পারে মার্জ্জারাক্ষী কত গেছে প'টে
বাঙালী ছেলের পায়ে। ইংরাজ বুঝিয়া গেছে গুণ
বাঙালীর। কী প্রদীপ্ত দেখিয়াছে ত্যাগের আগুন।
বুঝিয়াছে বঙ্গদেশ কাহারও মানে নাক বশ,
বাঙালীর দেশপ্রেম, বাঙালীর দুর্জ্জয় সাহস
বুঝিয়াছে মর্ম্মে মর্ম্মে। চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুট,
দুর্দ্দান্ত মাষ্টারদা'র দাপটেতে দম্ভ-পক্ষ-পুট
সেদিন কুঞ্চিত হ'ল, চালাইল তাণ্ডব শাসন।
অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়া কী ভীষণ খাণ্ডব-দাহন

বিপ্লব-উৎসবে মাতি' দেখাইল বাঙালী-যুবক,
দুশ্চিন্তায় ইংরাজের চমকিল সেদিন টনক।
আরো অত্যাচার সুরু, তবু মাথা করি নিক হেঁট,
বাঙালী মেয়ের হাতে ম'রে গেলো দম্ভী ম্যাজিষ্ট্রেট্,
কুমিল্লার এ কাহিনী! ফাঁসীমঞ্চে "বন্দেমাতরম্"
সেদিন ইংরাজ-গণ বাঙালীকে ভেবেছিলো যম।
এত বড় শক্তি যার,—মোরা সেই দুর্দ্দান্ত বাঙালী,
পঞ্চবটীতলে কিন্তু হই গিয়া আমরা কাঙালী।
শক্তি-উপাসক মোরা, ভক্তি কিন্তু আমাদের প্রাণ,
পরম ধনের লাগি' বক্ষ চিড়ি' উষ্ণ-রক্তদান
মোরাই করিতে পারি, আমাদের পূজুরী বামুন,
হৃদয়-সিন্ধুর তলে জ্বালি' প্রেম-বড়বা-আগুন,
শুষ্ক সভ্যতার বুকে এনেছে যে আলোর জোয়ার,
বাঙালী-প্রতিভা-ভিন্ন এ অদ্‌ভুত পারিবে কে আর?
কে পারিবে বাঙালীর মত দিতে বাগ্মিতার রণ?
বাঙালী প্রতিভা ভিন্ন বিশ্ব-ধর্ম্ম-মহাসম্মেলন
কে জিনে আসিতে পারে? কে বাজাবে বেদান্তের বাঁশী?
জগৎ জিনিয়া এলো, বাঙালীর যে বীর সন্ন্যাসী,
তাঁর কি তুলনা আছে? মূর্ত্তি তাঁর জগৎ-শাসন,
অনুপম মর্য্যাদায় হিন্দু-ধর্ম্ম-হীরক-আসন
বাঙালী করিয়া গেছে, প্রতিভায় স্ব-হস্তে নির্ম্মাণ,—
গর্ব্ব-ভরে কহি মোরা,—মোরা সেই বাঙালী-সন্তান!

পুণ্যাহ

জুড়িয়ে গেলো বুকের জ্বালা
স্নিগ্ধ হ'ল সব দাহ,
ঠাকুর-আশীস্-পরশ পেলাম
আজকে আমার পুণ্যাহ !

রামকৃষ্ণ-হারা সুরধুনী ?

ওগো পঞ্চবটী-বন-তল !
তোমার চরণ-প্রান্তে সুরধুনী-ধ্বনি কল-কল !
বাজাইছে নিত্য যে রাগিণী,
তুমি ত শুনিছ তাহা ? আঁখি তব করে ছল ছল ?
মন তব হয় বিবাগিনী ?
তোমার ছায়ার তলে বেজে উঠেছিল যেই সুর,
হ'য়েছিল যত দিব্য কথা,
স্মৃতি কি আনিছে তার সুরধুনী-ধ্বনির নূপুর
আলোড়িয়া মর্ম্মস্পর্শী ব্যথা ?
মৌন শতদল-সম কত প্রাণ হ'ল বিস্ফুরিত,
সুষুপ্তির ভেদ করি' তম,
আজো কি দেখিছ তাহা মনশ্চক্ষে বিস্ময়ে পূরিত
ভক্তিভরে দিয়া নমো নম ?
সুরধুনী-সুরে তুমি শুনিছ কি ব্যথার ক্রন্দন
হারাইয়া নয়নের মণি ?
গুমরি' গুমরি,' বুঝি অহর্নিশ করেন ক্রন্দন
রামকৃষ্ণ-হারা সুরধুনী ?

ধন্য ৷

তুমি ছাড়া আর যত কিছু পাই, সব মনে হয় শূন্য !
তোমাকে লভিলে রামকিষণিয়া ! এ জীবন হয় ধন্য

মধুর (গান)

মধুর তুমি,—মধুর তুমি ! মধুর তোমার সুর !
তোমার সুরে হৃদয়-পুরে জাগ্‌ল মধুপুর ।
মনোমোহনিয়া তুমি,—মনোমোহনিয়া !
কী আছে আমার বঁধু [তোমায়] পূজিব কী দিয়া ?
তোমার আমার মাঝে ঠাকুর ! রেখো না আর দূর ।
এই যে মরুৎ, এই যে গগন, এই যে কানন-ভূঁ
বিশ্ব জুড়ে হে বিশ্বরূপ ! দাঁড়িয়ে আছ তুমি,
ব্যথার কশাঘাতে জাগাও,—যারা তন্দ্রাতুর ।

তিনিই আছেন শুধু ৷

সর্প-ভ্রমে রজ্জু হেবিয়া ভয়ে শিহরিয়া মরি,
তিনি যে আছেন জানিয়াও তাঁর পথটি ত নাহি ধরি ।
আছেন যে তিনি নিখিল ব্যাপিয়া, পাই ইঙ্গিত কত,
তাঁ'রি ইচ্ছায় হাসি খেলি মোরা ঠিক্ পুতুলের মত ।
ইহ পরত্র অনুরণি' শুধু বাজিতেছে তাঁর বীণ্,
তাঁহারি ইচ্ছা-শক্তির বলে নড়িছে ক্ষুদ্র তৃণ ।
বিশ্ব-নাটক তাঁহারি রচনা, তিনিই সূত্রধর,
চিনিয়াও তাঁ'কে চিনিতে পারি না, মূঢ়মতি মোরা নর

লীলা-আনন্দে মাতিয়া তিনিই মেলান ভবের হাট,
বিশ্ব জুড়িয়া তাঁহারি আরতি, তাঁহারি নান্দী-পাঠ।
জীবনের এই নন্দন-বনে ভক্তিই পারিজাত,
ভক্তিহীনের বর্ণাশ্রম ;—ভক্তের নাই জাত্।
ভক্তি হইলে দ্বিজ-চণ্ডালে থাকে নাক কোন ভেদ,
ঠাকুরের বাণী "কথামৃত"-খানি নূতন ভক্তি-বেদ।
ইঙ্গিতে তাঁ'র উদিছে সূর্য্য, যামিনী জোছনা-মত্তা,
বজ্র-স্বননে বিহায়স্ শোন ঘোষিছে তাঁহার সত্তা।
তাঁহাকে ভুলিলে এ জীবনে আর থাকে নাক কোন মধু,
যেদিকে তাকাও—সবারি মাঝারে তিনিই আছেন শুধু।

রামকৃষ্ণ-মণি ঃ

জয় শ্রীদক্ষিণেশ্বর (জয়) রাণী রাসমণি,
জয় জয় রামকৃষ্ণ প্রেম-ভক্তি-খনি!
জয়তু শ্রী পঞ্চবটী, সিদ্ধি-পীঠ-স্থান,
জয় মা সারদেশ্বরী— চরণে প্রণাম।
জয়তু বিবেকানন্দ, সন্ন্যাসি-প্রধান,
জয় জয় ব্রহ্মানন্দ, মূর্ত্ত ব্রহ্মজ্ঞান।
জয় স্বামী শিবানন্দ, ঠাকুরেব প্রিয়!
প্রিয়তম ছিল যাঁর ত্যাগের অমিয়।
জয়তু সারদানন্দ, শ্রেষ্ঠ তপোধন,
যাঁহার জীবন-ভরা মাতৃত্ব-সাধন।
জয় জয় নিবেদিতা, রমণী-রতন!
ঠাকুর-চরণে যাঁর অর্পিত জীবন।
কলিযুগে শ্রেষ্ঠ পীঠ, দাও জয়-ধ্বনি,
বিকালো হেলায় যথা রামকৃষ্ণ-মণি।

হে রামকৃষ্ণ! দাও দর্শন দান।

আসিলে না তুমি ; আসা-পথ তব চাহিয়া,
বাহির দুয়ারে বসিয়া ছিলাম একা,
প্রতিশ্রুতির সময় কাটিয়া গেলো,
তবু ত ঠাকুর ! দিলে নাক তুমি দেখা।
"কথামৃতে" শুনি সুধামাখা কত কথা,
সে কথার মাঝে সান্ত্বনা কত পাই,
জুড়াবে না কি গো আর এ ধরার ব্যথা ?
মর্ত্ত্যে আসার সময় কি আর নাই ?
তুমি না আসিলে বৃথা আমাদের পূজা,
তুমি না আসিলে এ ধরারে দিব ধিক্,
তুমি না আসিলে প্রাণহীনা দশভুজা,
তুমি ছাড়া সব আনন্দ সাময়িক।
তোমার প্রকাশ অনুভবি' মনে বহু,
চর্ম্ম-চক্ষে না দেখিয়া জাগে ক্ষোভ,
তোমাকে পাইলে দিতে পারি সব লহু,
তোমাকে পাইলে শেষ হবে সব লোভ।
প্রাণ দিলে যদি মিলে ও-চরণে স্থান,
হাসি-মুখে তবে দিয়ে দিব এই প্রাণ,
প্রাণেরো অধিক ! জাগ্রত ভগবান্ !
হে রামকৃষ্ণ ! দাও দর্শন-দান।

ভগিনী নিবেদিতা ঃ

ধনীর দুলালী ছিলে, পদে তব আছি মোরা ঋণী,
হে মার্কিণ-কন্যা-রত্ন নিবেদিতা ! আদর্শ ভগিনী।
ঠাকুর পরমহংস-ধ্যান-মগ্না ! গাহি তব জয়,
নহ মাতা, নহ বধূ, "ভগিনী" তোমার পরিচয়।
আমরণ সেবাধর্মী ছিলে তুমি আর্ত্ত-ত্রাণ-ব্রত,
নিপীড়িত-মানবতা-বান্ধবী হে ! তুলসীর মত
পবিত্র তোমার মন, বাণী তব ছিলো বরাভয়া,
স্বামীজি বিবেকানন্দ-সাধনার মানসী তনয়া
হে ভগিনী নিবেদিতা, ভোগ-ভূমে লভিয়া জনম,
পাঁকাল মাছের মত কাটাইয়া দিলে আমরণ।
উদ্দাম-যৌবনে স্বসা ! দীক্ষা নিলে স্বামীজির পদে,
উৎসর্গিলে আত্মা তুমি ভারতের সম্পদে বিপদে।
ওগো বিদেশিনী বোন্ ! ভারতের ঋষির সংযম,
সাধনায় লাভ করি' ধন্য করি' মানবী-জনম,
ভোগের পিচ্ছিল পথ তুমি ভগ্নি ! স্পর্শ কর নাই,
স্বামীজির মন্ত্রমূর্ত্তি ! দেখিয়াছ শুধু "ভগ্নী-ভাই"
ধরণীর নর-নারী, হেরি' তব পুণ্য-প্রসূ ছবি,
ঠাকুর-করুণা-প্রার্থী বক্ষে মম মাতিয়াছে কবি,
তুমি যা দিয়াছ বিশ্বে, নাহি তার কোন প্রতিদান,
হে ভগিনী নিবেদিতা ! লহ এক ভ্রাতার প্রণাম।

জননী রোহিণী দেবী।

কী তব বন্দনা করি জননী রোহিণী ?
কত জন্ম ঐ পায়ে থাকিব মা ঋণী ?
বলিতে পারি না তাহা, হই হতবাক্
স্মরিয়া বাল্যের স্মৃতি, কত ক্লেদ পাঁক
মাখিয়াছ অঙ্গে অঙ্গে সব নাই মনে,
ক্ষ'মেছ কি ক্ষমাময়ী অধম সন্তানে ?
কত দুঃখ সহিয়াছ, কত পুত্র-হারা,
ব্যথায় তোমার প্রাণ হ'য়েছে সাহারা।
"যোগেন্দ্র" তোমার জ্যেষ্ঠ আদর্শ তনয়,
"নস্থু'র-মা" এই তব শ্রেষ্ঠ পরিচয়।
তারপরে কত পুত্র হারায়েছ তুমি,
বেদনা-কঙ্করে ভরা বক্ষো-মরুভূমি।
বৃশ্চিক্-দংশন সহি' করি' স্নেহ-দান,
জিয়ালে আমাকে মাগো ! জানাই প্রণাম
পাদ-পদ্ম-তলে তব, হে মোর জননি !
অন্তহীন কত ঋণে করিলে যে ঋণী,
ভাবি' সারা বুকে জাগে অনুতাপ-বান,
আরব্ধ "দক্ষিণেশ্বর" হ'য়ে যায় ম্লান।
গর্ভে ধরি' কত দুঃখে বিতরিয়া স্নেহ,
দিনে রাতে সাবধানে বাড়ালে এ দেহ,
বাড়ালে আমার ইন্দ্রিয়গুলি সব নিজ সুখ ভুলি'
অধরারে তুমি ধরিয়া আনিয়া মানুষ করিয়া তুলি'
ধরণী-বক্ষে দিয়াছ জনম, সকল দুঃখ নাশি'
দিনে দিনে মোরে বাড়ায়ে তুলিলে পলে পলে ভালবাসি'।

দিয়ে সারা মন নাড়ী-কাটা ধন, দিয়ে স্নেহরূপ সুধা,
নিজেকে পাশরি' মোরে বুকে ধরি' ভুলিলে তৃষ্ণা-ক্ষুধা।
না খাইয়া তুমি খাওয়াতে আমাকে, না ঘুমি' পাড়াতে ঘুম,
বিষ্ঠার মাঝে প্রেম-নিষ্ঠায় গণ্ডে দিয়াছ চুম্।
পদে পদে ত্রুটি! তুমি এসে ছুটি' কত বাসিয়াছ ভালো,
সংসার-পথে অন্ধ ছিলাম তুমি চোখে দিলে আলো।
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গল্প শোনালে তুমি,—
কত চঞ্চল ছিলাম বাল্যে, ছিলাম নারদ-মুনি।
তুমি দিলে বুক্ উজাড় করিয়া পূজারিণী নারী সেবা,
তোমার মতন সাক্ষাৎ দেবী এ জগতে মোর কেবা?
পিতার কৃত্য শৈশবে নাই, জ্ঞান হ'লে তাঁর প্রীতি,
মায়ের সঙ্গে তুলনা করিলে থাকে না বাপের স্মৃতি।
দুঃখে পড়িলে বলি-"মা!—মাগো!" ভয় পেলে বলি,—
"বাপ্‌রে বাপ্!"
মায়ের মূরতি? শারদ জোছনা, পিতার মূর্ত্তি? গোখ্‌রো সাপ!
গুণী সন্তানে পিতার আদর,—নির্গুণে নিতি প্রহার-দান,
সন্তান-মাঝে অভাজন যেটি, তার লাগি' কাঁদে মায়ের প্রাণ।
সংসার-মাঝে ঘরে ঘরে শোন মাতৃ-ঋণের বাজে সানাই,—
মায়ের তুলনা মা-ই জগতে, মাতৃত্বের তুলনা নাই।
যদিও সত্য,—তথাপি তথ্য, জননীরা জড়-সড়,
মা'র পরিচয় লুকাইয়া মোরা পিতাকেই করি বড়।
সন্তান দিয়া সৃষ্টি বাঁচাতে মা'য়েরা করেন জীবন-পাত,
তবু পুরুষের লাঞ্ছনা সহি' ঘরে ঘরে কাঁদে মায়ের জাত্।
আমার জননী তুমি মা রোহিণী, কী দিব তোমারে আমি?
জনমে জনমে তোমার চরণে রাখিনু প্রণামখানি।

স্থান ঃ

নয়ন-সুমুখে এসো আলো করি' সারা প্রাণ,
কেবলি নিশীথে কেন? ধন্য করো দিন-মান।
রজনী-বান্ধব তুমি; দিনের কি নহ কেহ?
স্বপন-মাঝারে শুধু জাগে তব পিতৃ-স্নেহ?
সারা মন-প্রাণ ঢালি' আমি ত বেসেছি ভালো,
আমার আঁধার বুকে এসো এসো জ্বালো আলো,
হৃদয়-পথের 'পরে রাখো তব পা-দু'খানি,
রসনায় স্তোত্র দিয়া ধন্য করো মোর বাণী।
আমাকে সুন্দর করো, করো তব ক্রীতদাস,
কাঁটিয়া ছিঁড়িয়া দাও সংসারের মোহ-পাশ,
অন্তরের অন্তঃস্থলে ফোটাও তোমার রূপ,
যে-রূপে মুগধ হ'য়ে নিশিদিন থাকি চুপ্।
আমার প্রাণের বীণে তোল, তোল সেই তান,
আকুলি বিকুলি করি' গাহি যাতে তব গান,
অকৃতার্থে চরিতার্থ করি' কর কৃপাদান,
ধন্য করো রামকৃষ্ণ! পাদ-পদ্মে দিয়ে স্থান।

মরীচিকা ঃ

সংসার নাকি মায়া-মরীচিকা এখানে নাহিক শান্তি,
সংসার ছাড়ি' সাজো সন্ন্যাসী,—ফুটিবে মনের কান্তি?
ফুটিবে ব্রহ্মচর্য্য-দীপ্তি, উন্নত হবে চিত্ত,
সংসারে নাকি অসার সকলি, প্রিয়া-পরিজন-বিত্ত।
হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান আদি সবাকারি এক কথা,
চৈত্য, গীর্জ্জা, মন্দিরে শুধু জুড়ায় বুকের ব্যথা?

আজীবন মোরা সংসারে থাকি' করি যে পরিশ্রম,
সে সব ব্যর্থ ? সার্থক শুধু যোগীদের আশ্রম ?
ভাবিয়া ভাবিয়া চিত্তে আজিকে জাগিতেছে সংশয়,
সংসার ছাড়া কোন আশ্রম পাইতে কি পারে জয় ?
বুদ্ধ ও যীশু, কৃষ্ণ যে সব করিলেন শুভ কর্ম্ম,
এই সংসার-নরকেরি বুকে তাঁদেরো ত হ'ল জন্ম !
কত যে ভেরুয়া পরিয়া গেরুয়া পুষিতেছে অভিমান,
সংসারী এই পাপিষ্ঠরাই বাঁচায় তাদের প্রাণ।
সন্ন্যাসী, যতী, যত মহামতি, খেতেছে কা'দের নুণ ?
সংসারে শুধু খুঁজিতেছ দোষ, গাবে না তাদের গুণ ?
কাম-কাঞ্চন নিন্দা করিয়া বনিয়া গিয়াছ সাধু,—
কাম না থাকিলে সৃষ্টি রক্ষা কেমনে পাইত যাদু ?
নারীকে কহিছ—"নরকের দ্বার", লজ্জা করে না ভাই ?
নারী ভিন্ন যে দ্যুলোকে, ভূলোকে কাহারও গতি নাই।
অযুত শাণিত-বচনে নারীর করিতেছ অপমান,
ব্যাস-বশিষ্ঠ-শুকদেব সবে নারীই দিয়াছে প্রাণ।
নারীও তোমারি বিধাতার দান, নারী আসে নিক হেঁটে,
প্রভু শঙ্করো জন্মেন নিক পুরুষ জাতির পেটে।
আকিঞ্চন যে কর কাঞ্চনে, কাঞ্চনের কী দোষ ?
নিজের অসংযমের উপরে প্রকাশ না কেন রোষ,
কাম আনিয়াছে মহাপ্রভু ও প্রেমের পরমহংস,
কাঞ্চন-দান করিয়া মোদের ধন্য হ'তেছে বংশ।

আমরা যে করি অপপ্রয়োগ সেইটাই অপরাধ,
কাম-কাঞ্চনে ধন্য এ ধরা পূরায় সোণালী সাধ।

কাম-কাঞ্চন-পঙ্ক-মাঝারে পঙ্কজ-সম ফুটি'
যুগে যুগে যত যুগ-অবতার বাহবা নিলেন লুটি'।

জননী তাঁদের গর্ভে ধরিল, ভগিনীরা দিল স্নেহ,
সংসার দিল গ্রাসাচ্ছাদন, তবে ত বাড়িল দেহ।
তাই ত তাঁহারা সাধিলা সাধনা হ'য়ে অনন্য মন,
গুণগ্রাহী এ সংসারীরাই স্বীকারিল মহাজন,
স্বীকারিল আর প্রচারিল তথা নতশিরে দিয়া নম,
লক্ষ বক্ষ প্রচার করিল বিশ্বের প্রিয়তম।
হিমালয় হ'তে সাধুরা আসিয়া তোলেনি তাঁদের শিরে,
নারদ, সনক, সুনন্দ-আদি নাচেনি তাঁদের ঘিরে,
পাপিষ্ঠ এই সংসারী মোরা যুগে যুগে বারবার,
হৃদয় উঁজাড় করিয়া স্বীকার করিয়াছি "অবতার",
দলে দলে মোরা ভক্ত হইয়া বাড়ায়ে দিয়াছি শক্তি,
পাদ্য, অর্ঘ্য দিয়াছি চরণে, দিয়াছি বুকের ভক্তি।
আবাহন করি' তাঁদের হৃদয়ে জাগানু শুদ্ধ-বুদ্ধে,
তাঁদের আরতি করিয়া সারথি ক রছি জীবন-যুদ্ধে।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ দিয়া গ'ড়েছি পূজার থালা,
গেরুয়া ছেপেছি মোরাই তাদের, মোরাই র'চেছি মালা
দখিণেশ্বরে শুধু একজন ছিলো যে নিরক্ষর,
চিরন্তনের ব্যতিক্রমের দিয়ে গেলো স্বাক্ষর।
অবতার বলি' নিজেকে প্রচার করিল না কোনদিন,
অধরারে হেথা ধরিয়া আনিয়া বাড়ালো মোদের ঋণ।
"কথার অমৃতে" ভাসাইল দেশ, শোনালো নূতন ছন্দ,
শিব-ব্রহ্ম-অভেদ এবং দিল কী বিবেকানন্দ!
পঞ্চবটীর বটের তলায় কী যে করি' গেলো সুরু,
অতি সাধারণ পূজুরী বামুন আজ দুনিয়ার গুরু।
আজিকে ধর্ম্ম-জগতে হিন্দু প'রেছে বিজয়-টীকা,
আজিকে বুঝেছি সংসার নহে,—বৃথা মায়া-মরীচিকা॥

মোহ ।

যামিনীতে নাম নিতে
যাই ঘুমাইয়া,
ঊষাতে ধরাতে মাতি
তোমাকে ভুলিয়া।

অর্থ অনর্থ ?

অনর্থের উৎস অর্থ? সংসারের সহস্র জঞ্জাল,
অর্থকেই কেন্দ্র করি' বাড়িতেছে শুনি চিরকাল।
"অর্থ, অর্থ" করি' ছোটে তুনিয়ার যাবতীয় লোক,
অর্থের প্রাচুর্য্য নাকি ভুলাইয়া দেয় তুঃখ-শোক।
অর্থই সংসারে নাকি সৃজিতেছে যত গণ্ডগোল,
গোলাকার রূপ তার, ঘরে ঘরে করে তাই গোল ?
অর্জ্জনে অনন্ত তুঃখ, বেশী হ'লে করিবে গর্জ্জন,
পত্নী-পুত্র রুষ্ট হ'য়ে পদে পদে করিবে তর্জ্জন,
বর্জ্জন করিলে সখা ! পদে পদে নিত্য পাবে শোক,
অর্থ নাই ? জানিলেই মানিবে না তোমা' কোন লোক
আত্মীয় সরিয়া যাবে, চিনিয়াও চিনিবে না কেহ,
অর্থ দিয়া প্রমাণিত এ সংসারে ভক্তি, প্রেম, স্নেহ।
মৌখিক প্রেমেতে তব পত্নী, পুত্র কেহ গলিবে না,
অর্থ বিনিময় ছাড়া কোন কার্য্য হেথা ফলিবে না।
আবার অর্থের মোহে সুন্দরের ভুলি' উপাসনা,
দস্যুর মতন সবে ছুটিতেছে হইয়া উন্মনা !
অর্থ-উপার্জ্জন-তরে সহে নর কত অপমান,
তুনিয়ার দিকে দিকে অর্থ লাগি' দিতেছে পরাণ

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকেরা। সিন্ধু-বক্ষে ডুবিছে ডুবুরী,
খনিতে শ্রমিক নামে বসুধা'র বক্ষোদেশ খুঁড়ি'।
অজানা অচেনা-কণ্ঠে ফাঁসী-রজ্জু পরায় জহ্লাদ,
নিরীহে মারিয়া ছুরি দস্যুগণ করে অপরাধ,
সমস্ত অর্থের লাগি'। দিকে দিকে বিজয়-নিশান
উড়িতেছে অর্থেরই। অর্থ কিছু করে না কল্যাণ ?
যুগে যুগে দেশে দেশে যাহা যাহা অবিস্মরণীয়,
অর্থ কি তা গড়ে নাই ? বিশ্বে কিছু দেয় নাই শ্রেয় ?
অপূর্ব্ব নিষ্ঠায় অর্থ গড়িয়াছে কী তাজমহল,
প্রিয়া-হারা বেদনার রচি' দিল স্থায়ী অশ্রুজল,
মিশরের পিরামিড্, ব্যাবিলনে শূন্যে যে উদ্যান,
চীনের মহাপ্রাচীর,—সবি দেখি অর্থেরই দান।
এত যে সন্ন্যাসী, ভক্ত, যুগে যুগে যত অবতার,
ধনীদের অর্থবলে হইয়াছে তাঁদের প্রচার।
"উপরে জাহাজ চলে, নীচে চলে নর" কথা এই,
অর্থই ক'রেছে সৃষ্টি। মানুষ হ'ল যে বিশ্বজয়ী
অর্থই মূলেতে তার। অর্থ যদি না থাকিত আজ,
বিশ্ব-ধর্ম্ম-সম্মেলনে পাঠাইত কেমনে মান্দ্রাজ
স্বামী-জি বিবেকানন্দে চিকাগোর অমর সভায় ?
অর্থ ভিন্ন বুঝিতাম হিন্দু-ধর্ম্ম-মহা-মহিমায় ?
ধর এই ধরাতলে অর্থ যদি না থাকিত আজ,
ধরা-বক্ষে বহু-জন-সাধ্য কোন হইত কি কাজ ?
যত হিত কার্য্য হ'ক ; কে খাটিত ভূতের বেগাড় ?
আরব্ধ কোনও শুভ কার্য্য মোটে এগুতো না আর।
এ জগতে ভালো-মন্দ যত কার্য্য, তার মূলে টাকা,
অর্থ দাও, ভৃত্য কভু করিবে না মুখ তার বাঁকা,

অর্থ-লোভে রাজা-প্রজা সকলেই উঠিয়াছে মাতি'
অর্থ দাও, পণ্ডিতের কাছে পাবে ইচ্ছামত পাতি।
অর্থ দাও, পরীক্ষায় কোনদিন হবে নাক ফেল,
অর্থ দাও, ফাঁসী থামে, জেলারের হ'য়ে যাবে জেল।
অর্থ শুধু মৃত্যু রোধি' পারে নাক মৃতে দিতে প্রাণ,—
আর পারে নাক মর্ত্যে ধরিয়া আনিতে ভগবান্।

নাম-গান ঃ

নাম দিয়েছো বুকে বুকে,
মোরা ত বলি না মুখে,
চরণ ভুলে মরণ-কুলে মেতে আছি কিসের সুখে ?
কী দিলে ভুলের পেশা,
জ'মে যে উঠ্ল নেশা,
এ নেশা ভাঙবে যখন, পড়্ব তখন কতই দুখে।
আঁধারে আলোক জ্বালো,
মুছে দাও মনের কালো,
তোমাকে বাস্তে ভালো দাও অধিকার ভুলে-চুকে।
তোমার ঐ নামের মালা,
বুকে মোর জ্বালুক জ্বালা,
তোমার ঐ পূজার থালা, বহুক্ এ হাত সেই পুলকে,-
যে পুলকে নিখিল জাগে,
যে পুলকের রাঙা ফাগে,
যে পুলকের অনুরাগে নাম ছড়ালো মুখে মুখে।

দেহি (গান)

রাম-প্রসাদের আবেগ দাও মা !
দাও নারদের ভক্তি,
নিষ্ঠা দাও মা ধ্রুবের মতন,
প্রহ্লাদের দাও শক্তি।
কর না অনন্য-মনা,
রামকৃষ্ণের দাও সাধনা,
শবরীর ধৈর্য্য দেহ, দাও পরানুরক্তি।
সুদামার দাও মিনতি,
রাধিকার দাও আকুতি,
গোপীদের সেই ভকতি দাও, চাহি না মুক্তি।
মরমে শ্রদ্ধা দেহ,
ধূপের মত পোড়াও দেহ,
তোমার ঐ কঠোর স্নেহ সইতে দাও মা ! শক্তি।

দিও না

দিও না আমাকে ধন-জন-মান, দিও না আমাকে রূপ,
দিও না বিদ্যা, দিও না দম্ভ, লালসাও অপরূপ !
দিও না প্রভুতা জীবন-সবিতা দিও না জীবনে ক্ষমা,
আঘাতি' আঘাতি' জাগাও ভকতি অন্তরে নিরুপমা।
দিও না বিত্ত, কলুষ চিত্ত, দিও না আঁখিতে কালো,
দুঃখের মাঝে, দৈন্যের মাঝে জ্বালো সত্যের আলো।
দিও না সহজ পন্থা বাতায়ে ওগো অগতির গতি !
পতিত-পাবন ! হে ঠাকুর ! তব চরণে রাখিও মতি।

নরেন্দ্র দত্ত :

শিব-লোক হ'তে এসেছিলে তুমি, দান করি' গেছো শিব,
নর-লোকে এসেছিলে নরেন্দ্র ! চেনে নিক মূঢ় জীব।
পিতা-মাতা দিলা সার্থক নাম, তুমি "নরেন্দ্র" ঠিক্,
ইন্দ্রের মত বজ্রবাণীতে কাঁপাইলে দশ দিক্।
শ্রীরামকৃষ্ণ চিনিয়া তোমারে নিলেন চরণে টানি'।
বজ্রের মত দিয়া গেছো তুমি মরতে অগ্নি-বাণী,
বীর সন্ন্যাসী তোমার মতন দেখিনি এমন ধীর,
ভ্রান্ত মানবে শাসন করিতে এসেছিলে তুমি বীর !
প্রেম ও নিষ্ঠা, ভকতি-মূরতি ! হে শিব ত্রিশূল-ধারী !
তোমার দীপ্ত নয়নের পানে মোরা কি চাহিতে পারি ?
ভারতবাসীরে "স্বদেশ-মন্ত্রে" দিয়া গেছো তুমি দীক্ষা,
বিবেক এবং বৈরাগ্যের তুমি জীবন্ত শিক্ষা !
সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে টানিয়াছ কত স্নেহে,
ব্রহ্মচর্য্য-দীপ্তি কেমন ? দেখাইলে নিজ-দেহে।
দখিণাপুরীতে প্রেম-পূর্ণিমা ! ভকতির বারিবাহ !
ঠাকুর ছিলেন দাবাগ্নি, আর তুমি ছিলে তাঁর দাহ !
বন্দনা করি বন্দনীয় হে বিশ্ব ক'রেছো মত্ত,
ঠাকুরের সারা প্রাণের দুলাল ! "নম" নরেন্দ্র দত্ত !

পঞ্চবটীর প্রাণ :

প্রাণের পরতে পরতে আমার পঞ্চবটী যে জাগে,
পঞ্চভূতের কীর্ত্তি এ তনু, মন ভরে অনুরাগে।
পঞ্চবটীতে যাইবামাত্র "তাঁকে" মনে প'ড়ে যায়,
যাঁহার মতন এমন মানুষ আসে নিক দুনিয়ায়।

ক্ষণেকেরো মত তাঁহার চরণে শির করে লটপটি,
তাই মাঝে মাঝে নির্জ্জন সাঁঝে যাই যে পঞ্চবটী।
সোণালী স্বপন কত জাগে বুকে করি যবে প্রণিপাত,
"জয় শ্রীঠাকুর!" বলিতে কখনো কাঁপে দক্ষিণ হাত,
কোনদিন বুকে ফুঁপাইয়া উঠে পাগ্‌লা-ঝোরার ছন্দ,
ধ্যানে বসি' কভু হেরি মোর প্রভু-দীপ্ত-পদারবিন্দ।
কত যে মাণিক ঝলসিয়া যায় কত প্রভাকর-ভাতি,
অর্চ্চনা মম উন্মনা হয় নেহারি' দিব্যদ্যুতি!
কত জনমের সাধনার ধনে খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরি,
অন্তরে যিনি, বাহিরেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ হরি।
তাঁর পদ-রজ-পুণ্য-কণিকা এখানে ছড়ান আছে,
মনের ময়ূরী উতলা হৃদয়ে তাই ত এখানে নাচে।
কত ব্যাকুলতা! এইখানে কত অশ্রু-মুকুতা-দান,
তাঁহার সাধনা-কৌস্তুভমণি পঞ্চবটীর প্রাণ।

সোণার স্বপ্ন

পুনরাবৃত্তি হয় শুনিয়াছি দুনিয়ার ইতিহাসে,
ক্রমে ক্রমে নাকি সত্য ও ত্রেতা, দ্বাপর ঘুরিয়া আসে।
এই কলিকাল নাকি চিরকাল থাকিবে না ধরা-বক্ষে,
মিথ্যার ত্রাতা সত্য ও ত্রেতা দেখিতে কী পাব চক্ষে?
দেখিতে কি পাব শিবির মতন তেমন আর্ত্ত-ত্রাণ?
পক্ষি-রক্ষা করিতে বক্ষোমাংস করিবে দান?
হরিশ্চন্দ্র দেখিব আবার? দেখিব সে মহাদান?
শৈব্যার মত জায়া-বিক্রয়ে দিবে দক্ষিণাদান?

পুরুষকারের জীবন্ত রূপ দেখিব কি পুন কর্ণ ?
আর কি গো কভু সে-মহাপ্রভু উদিবে স্বর্ণ-বর্ণ ?
আবার পূর্ণ-ব্রহ্ম হেরিব পতিত-পাবন রাম ?
গুহক-অহল্যা-শবরী-দলের পূরিবে মনস্কাম ?
রমণী ভুলিবে বিলাস-লালসা শাড়ী-গাড়ী আর বাড়ী,
সীতার মতন পতি-গত-প্রাণা হেরিব কি পুন নারী ?
দময়ন্তীর মতন রূপসী ছায়াসম হবে সাথী,
উদিবে আবার সুখের সূর্য্য ? পোহাইবে দুখ-রাতি ?
যুধিষ্ঠিরের মতন ধৈর্য্য, ব্যাসের মতন জ্ঞান,
ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা আর কর্ণের মত দান।
বেহুলার মত সতীত্ব আর সাবিত্রী-সম পণ,
ভীমের মতন সাহস এবং অর্জ্জুন-সম রণ,
একলব্যের মতন ভক্ত, সহজ, সরল শিষ্য
দেখিতে কি পাব এ জীবনে আর হেন স্বর্গীয় দৃশ্য ?
আর কি এ ভবে পুনরায় হবে ভকতির লীলা সুরু ?
শ্রীদখিণাপুরে পুনরায় কি রে আসিবেন যুগ-গুরু ?
করি' প্রণিপাত নরেন্দ্রনাথ করিবেন শত প্রশ্ন ?
পুন ইতিহাস দেখাবে সে রাস ফলিবে সোণার স্বপ্ন ?

নব ভাগবত ঃ

রসালয় গ্রন্থ তুমি নাম তব শুনি ভাগবত,
বৈষ্ণবের বুকে,
স্বয়ং মহর্ষি ব্যাস দিয়াছেন প্রাণদান তোমা
শুকদেব-মুখে।

তোমার আত্মায় আছে ভক্তি-রস-আনন্দ-প্রবাহ-
ধারা অহৈতুকী,
শ্যামের বাঁশরীতান, পরানুরক্তি-কাকলী-গান
সিদ্ধি মুখোমুখী।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম তুমি প্রমাণিয়া গেছো প্রাণহীন
মান নাই জাত্,
মান নাই দেশাচার চিরন্তন দিয়া গেছো তুমি
আনন্দ-প্রভাত,

প্রেমের অপূর্ব্ব রশ্মি ঢালিয়াছ অলখ-পুরীর
প্রেমের প্রণাম,
হে মহাত্মা ভাগবত ! সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মে তুমি
দিলে নব প্রাণ।

আভিজাত্য-মর্য্যাদা ও বংশ-ক্রমাগত-গর্ব্ব-বিষ
করিয়াছ নাশ,
প্রাণধর্ম্মে ভক্তিধর্ম্মে মানুষেরে এক করি' তুমি
দিয়াছো সন্ন্যাস।

ভালবাসা-গ্রন্থি দিয়া বাঁধিয়াছ মনুষ্যত্ব-ধন,
রাখ নাই ভেদ,
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অহিন্দুরো পার্থক্য ঘুচায়ে
দিয়াছ নির্ব্বেদ।

গোত্র ও প্রবর দিয়া শ্রেণীভেদে ব্যক্তিভেদ কিছু
রাখ নাই তুমি,
ভক্তি-প্রাণ ভাগবত ! মানুষের মনে চিরন্তন
তুমি তীর্থভূমি !

হিন্দু-ধর্ম্ম-ঔদার্য্যের জীবন্ত বিগ্রহ আছো জাগি'
"ছুঁচি-বাই"—নাশী,
শ্রীক্ষেত্রের মত মুক্ত পাদ-পদ্মে প্রণমিয়া তব
বড় ভালবাসি।

কবে কোন্ দিনে তুমি আবির্ভূত হ'লে ভাগবত!
ঠিক্ নাহি জানি,
ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের 'পরে আলোকিত তোমার মহিমা
মর্ম্মে মর্ম্মে মানি।

ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুবৎ পৈত্রিক-সাম্রাজ্য নাহি তব
তুমি যে বিদূর!
ক্ষুধার্ত্ত অধ্যাত্ম-মনে ভক্তি-নিবেদিত-তুচ্ছ ক্ষুদে
ক্ষুধা করো দূর!

দেব-ভাষা-কারাগারে অবরুদ্ধ বন্দী এতকাল
ছিলো তব রূপ,
পঞ্চবটী-তলে বসি' ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত
হ'য়ে অপরূপ

সর্ব্বজন-মর্ম্মস্পর্শী গ্রন্থিত যা করিলেন "শ্রীম"
নাম "কথামৃত",
যাহার আস্বাদ লাগি' ব্যাকুলিত আছিল ধরণী
উন্মনা তৃষিত!

আজিকে সফলকাম কৃতকৃত্য, সার্থক আমরা
ক্ষুদ্র ও মহৎ,
আমাদের "কথামৃত" সর্ব্ব-জন-বোধগম্য আজ
"নব ভাগবত"।

নারী।

তোমার বন্দনা গান আমি কি মা! রচিবারে পারি?
তুমি ত মহিমময়ী স্বতঃস্ফূর্ত্ত পুণ্যমূর্ত্তি নারী
বৈকুণ্ঠের আশীর্ব্বাদ! কৃপা করি' এসেছো ধরায়,
তোমার অপূর্ব্ব ক্ষমা ঘরে ঘরে কী সুধা ছড়ায়,—
মূঢ় তা বুঝি না মোরা,—বর্ব্বরতা করি যে অসীমা,
তুমি ত প্রসন্ন-মুখী নিত্য নারী করিতেছ ক্ষমা,—
মাতারূপে, বধূরূপে, কখনও ঠাকুমা, দিদিমা,—
করুণার নির্ঝরিণী! ক্ষমা তব হেরি নিরুপমা!
তোমার কুমারী-রূপ নিবাত-নিশ্চল দীপশিখা,
দাক্ষিণাত্যে দেখিয়াছি তপস্বিনী কন্যা কুমারিকা।
আমরণ ধরিত্রীরে চলিয়াছ তুমি দেবি! সেবি',
লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা তবু মূর্ত্তি তব ভুবন-বান্ধবী।
দুর্ভাগ্যের দিনে যবে মধুপায়ী সখা যায় ছাড়ি'
পুরুষের পাশে থাক দুঃখ-ব্রত-ময়ী তুমি নারী।
অভিযোগ কর নাক, আমরণ থাক তুমি চুপ্;
সহিষ্ণুতা-প্রতিমূর্ত্তি! সর্ব্বংসহা তুমি অপরূপ!
ধরিত্রীর মত তুমি ধর নাক ত্রুটি ও বিচ্যুতি,
দেশে-দেশে, যুগে-যুগে তুমি নারী! আছ শান্তিদূতী
আছ নিত্য হাস্যমুখী, ত্রিভুবন করিতেছ ঋণী,
মহেন্দ্রের অপরাধে মূর্ত্তি তব অহল্যা পাষাণী।
কন্যার উপরে লোভ করিলেন ব্রহ্মা পিতামহ,
লজ্জা-অবনত-মুখী কত দুঃখে এ লাঞ্ছনা সহ।
মানুষেরে কী বলিব? দেবগণো হন্ দেখি কামী,
তোমার যৌবন-মোহে চন্দ্র হন্ গুরু-পত্নী-গামী।

মানুষ ? দুর্ব্বল কত রিপুবশে শুভ-বুদ্ধি-হারা,
দেবতার এ কী কীর্ত্তি ? স্বর্গে কেন র'য়েছে অপ্সরা ?
মানুষ ইন্দ্রিয়-দাস ? রূপমোহে উঠুক্ উল্লসি'
দেবতা সংযমধনী,—স্বর্গে কেন মেনকা, উর্ব্বশী ?
লালসা-মাতাল স্বর্গ, স্বর্গে রম্ভা, স্বর্গে তিলোত্তমা,
মোহিনী রমণী-রূপে মত্ত নর পাইবে না ক্ষমা ?
মানুষের বর্ব্বরতা দেবতার হৃদয়-বিদারী,—
দেবতা দানব হ'লে কেমনে তা সহ্য করো নারী ?
শৈশব হইতে নারী সুন্দরের করো উপাসনা,
রচিতে শান্তির নীড় আজীবন তোমার বাসনা।
স্তনন্ধয় মাতৃ-ক্রোড়ে সাজাইছ তুমি বর-ক'নে,
দাম্পত্য-মহড়া দাও বাল্যসখী-দল-বল-সনে।
কত রকমের রান্না রাঁধিতে তোমার অভিলাষ,
ছেলে-মেয়ে গড়ি' কর শৈশবেই মাতৃত্ব-বিলাস,
মুকুলিত বয়সেই বিয়ে দাও পুতুলে পুতুলে,
মায়ার বন্ধন নারী ! ক্ষণতরে থাক নাক ভুলে।
বিভ্রান্ত পুরুষজাতি এ সংসারে প্রায়শ উদাসী,
তুমি বক্র কটাক্ষেতে ঢালি' দাও ভালবাসা-রাশি।
তোমার কল্যাণী প্রেম পুরুষেরে সংযমে ফিরায়,
তুমি সঞ্চারিয়া দাও পুরুষের শিরায় শিরায়,—
অচেনা রোমাঞ্চকারী মাতালিয়া তপ্ত শিহরণ,
সন্ন্যাসী পুরুষো দেখি টলমল ! কাঁপে তনু-মন।
পুরুষ মধুপবৎ ফুলে ফুলে অন্বেষিছে মধু,
এ সংসারে বাঁধি' তারে তুমি নারী রাখিয়াছ শুধু,
তুমি না থাকিলে হ'ত এ সংসার মুহূর্ত্তে বিকল,
পুরুষে পরায়ে দাও পুত্রকন্যা-স্নেহের শৃঙ্খল,

জীবন্ত বন্ধন-মূর্ত্তি! মায়া যেন মূর্ত্ত সঞ্চারিণী!
অকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠ-দান! তুমি নারী ধরণী-ধারিণী।
তোমার মাতৃত্ব-মূর্ত্তি বাৎসল্য-মমতা-ঢল-ঢল!
এ সংসার-মরুভূমে সান্ত্বনার তুমি শতদল!
সেই সীতা-যুগ হ'তে যুগে যুগে হ'তেছ লাঞ্ছিত,
তবু পুরুষেরে তুমি বল নাই কভু অবাঞ্ছিত।
করো নাই আজো তুমি পুরুষের বিরুদ্ধে বিপ্লব,
করো যদি, পুরুষের দাপট দেখানো অসম্ভব!
নাহি দাও যদি সেবা, গর্ভ যদি না কর ধারণ,
কুমারী সমাজে ডাকি' করি' দাও বিবাহ বারণ,
নাহি দাও ভক্তি, শ্রদ্ধা, নাহি দাও দিব্য মাতৃ-স্নেহ,
প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষা নিতে এ সংসারে নাহি থাক কেহ,
উচিত হইত শিক্ষা পুরুষের,—যেত অবহেলা,
নারীর হৃদয় নিয়া দেশে দেশে হ'ত নাক খেলা,—
হ'ত না লাঞ্ছনা এত, হ'ত নাক এত অযতন,
নারী? অনায়াস-লব্ধ আজ হায়! জলের মতন!
বিষ্ঠারো র'য়েছে দাম,—বিষ্ঠা দিয়া হয় নাকি চাষ,
বিষ্ঠারো অধম নারী! উপেক্ষিত দেখি বারমাস।
রাজা দেয় রাজৈশ্বর্য্য একবিন্দু জলের লাগিয়া—
মরুভূমে। তেমনি এ পেতে যদি হইত মাগিয়া
সংসারে রমণী-রত্ন, তবে ঠিক্ বোঝা যেত দাম,
শৃগাল-কুক্কুর-বৎ তা হ'লে হ'ত না অসম্মান
ঘরে ঘরে রমণীর। নহে ইহা কল্পনা-কবিতা,
অপ্রিয় তথাপি সত্য মধ্যাহ্নের যেমন সবিতা।
যৌবনের মোহে মাতি' পদে দলি' যাই উপেক্ষিয়া,
আসন্ন দুঃখের সেবা-তরে নারী থাক প্রতীক্ষিয়া।

কুসুম-কোমল প্রাণে ব্যথা দেই রূপ-মোহে মাতি'
রোগে শোকে পড়ি যবে, নামি আসে শ্রাবণের রাতি,
অশ্রান্ত বর্ষণ নামে বেদনার বিদ্যুৎ ঝলসে,
তখনি মমতাময়ী নারীত্বের স্পর্শ মনে আসে।
অবরুদ্ধ দম্ভ-ভরে অনুতাপ পায় নাক ভাষা,
অথচ পাইতে সেবা গৃহিণীর, জাগে লুব্ধ আশা,
হৃদয় কাঁদিয়া মরে, রসনায় জাগ্রত "অহম্",
পুরুষের এ শঠতা ঘরে ঘরে চলিছে চরম।
দেখিয়াও বুঝিয়াও তুমি নারী কিছু বল নাক,
অবোধ শিশুর মত সব জানি' চুপ করি' থাক,
অপূর্ব্ব তোমার ত্যাগ! অলোক-সামান্য এই ক্ষমা,
পান্থ-পাদপের মত করুণার মূর্ত্তি নিরুপমা।
মদ্যপের পাশে থাক শীধু-পাত্র নিয়া পুণ্যহাতে,
উৎসবে উৎসবময়ী বাক্যহারা থাক শুক্লারাতে,
ভিক্ষুক স্বামীর সাথে পথ-তরু-তলে থাক বসি',
পুন সিংহাসন-পাশে সম্রাটের প্রেয়সী মহিষী।
জীবনের অভিধানে লেখা নাই নারী তব "ঘৃণা"
তোমার জীবনে বাজে সেবাব্রতী পুণ্য এক বীণা।
নিপীড়িতা হইয়াও চলিয়াছ শুধু ভালবাসি'
কর্ত্তৃত্ব চাহ নি কভু, চিরকাল হ'য়ে আছ দাসী।
পাষাণ-হৃদয়ে তুমি সঞ্চারিয়া দিয়াছ প্রণয়,
যুগে যুগে গাহিতেছ সত্য-শিব-সুন্দরের জয়,
পৌরুষ বেসেছ ভাল, বাস নিক যৌবনের কায়া,
দুঃখে-সুখে পুরুষেরে অনুসরিয়াছ যেন ছায়া,—
রাজকন্যা হইয়াও বনবাসে হ'য়েছ সঙ্গিনী,
সতীত্বের তেজে তুমি যমরাজে আসিয়াছ জিনি'

রচি' নব ইতিহাস, মৃত-পতি-বক্ষে দিলে প্রাণ,
তবু নারী! ঘরে ঘরে চলিছে তোমার অসম্মান!
কৃতঘ্ন পুরুষ মোরা অকারণ দেখাই প্রতাপ,
ক্ষমামূর্ত্তি! ওগো নারী! দিও না, দিও না অভিশাপ,
তোমার বেহুলা-মূর্ত্তি স্মরি' চক্ষে অশ্রু বাঁধে দানা,
একাকিনী বুকে করি' মড়া স্বামী-হাড়-কয়খানা,
লঙ্ঘিয়া সমস্ত বাধা, নৃত্য-গীত করিয়া সুন্দর,
মৃত্যুঞ্জয়-বরে নারী জিয়াইলে মড়া লক্ষীন্দর।
আবার কয়াধূ-রূপে পতি-হস্তে পেলে যে লাঞ্ছনা,
প্রহ্লাদের মত ছেলে দিত কি মা! তোমাকে সান্ত্বনা?
নৃশংস পরশুরাম হত্যা করে মাতৃ-মূর্ত্তি তব,
দুঃশাসন-লাঞ্ছনার মর্ম্মঘাতী চিত্র অভিনব,
কিষ্কিন্ধ্যায় কাঁদিয়াছ অসহ্য বেদনে পতিহারা,
প্রাতঃস্মরণীয়া তাই হইয়াছ বালি-বধূ তারা?
নর-নারায়ণ-মূর্ত্তি সব্যসাচী স্বামী হ'ল যদি,
কেন বেশী ভালবাস, শাস্তি তাই পেয়েছ দ্রৌপদী।
তোমার প্রেমের 'পরে স্বাধীনতা নাহিক তোমার,
তুমি শুধু জন্মিয়াছ পুরুষের লালসা-আগার।
তবু তুমি কোন যুগে কর নাই কখনো বিদ্রোহ,
আন্দামানে অন্তরীণ-বন্দি-সম সব দুঃখ সহ।
তোমার স্বামীকে বধি', পূজা করি মোরা মন্দোদরী,
অবৈধব্য রাখিবারে চিতা জ্বালি' যুগ যুগ ধরি'।
আবার কপিলাবস্তু! মনে কর সিদ্ধার্থ সন্তান,
রাজার দুলাল! তবু বরিলেন সানন্দে নির্ব্বাণ,
সেখানে র'য়েছ তুমি স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি "মায়া"
প্রেম-মন্দাকিনী-রূপা পতিগত-প্রাণা "গোপা" জায়া,

বাঁধিতে পারিলে নাক সংসারের মায়ার শৃঙ্খলে,
ধরণীর দুঃখ হেরি' মধ্যনিশা-পথে গেলো চ'লে।
আবার দেখেছো নারী ! নবদ্বীপ প্রেম-ধন্য ধামে,
নামের অমৃত-বন্যা নিমাই-নিতাই-কণ্ঠে নামে,
অধীর আবেগে কত কাঁদিয়াছ তুমি "শচীমাতা",
"বিষ্ণুপ্রিয়া"-আর্ত্তনাদে মর্ম্মভেদী সে কী ব্যাকুলতা !
এতকাল নারী তুমি করিয়াছ শুধু আর্ত্তনাদ,
অবতার-স্বামী-পুত্র নিয়া কভু পূরে নাই সাধ,
কামারপুকুরে কিন্তু দেখিয়াছ আনন্দ-পূর্ণিমা,
সন্ন্যাস নিল না কিন্তু দেখাল কী আশ্চর্য্য মহিমা !
পাণ্ডিত্য দেখাল নাক, উচ্চারিল নাক কোন ঋক্,
সহজ সরল বেশ ! পরিল না ছাপান গৈরিক,
ব্যথা-সুরধুনী-নীরে আর্দ্র করি' পঞ্চবটীতল,
"দেখা দে মা" বুক্‌ফাটা-ডাকে আঁখি করি' ছল-ছল,
ধরায় আনিল ধরি' গদাধর মা ভবতারিণী,
তাই ত দক্ষিণেশ্বর আজিকে জাগ্রত তীর্থভূমি।
যে ঐশী শকতি এলো ধরাতলে ত্রিদিব তেয়াগি'
গর্ভে ধ'রেছিলে তাঁরে বিনিদ্র-রজনী তুমি জাগি',—
কত জন্ম সুকৃতির ফলে নারী হ'লে "চন্দ্রামণি,"
নরদেহ-ধারী সেই ভক্তি-রস-স্যমন্তক মণি,—
হইল তোমার ভ্রূণ বিদূরিতে ধরণী-সন্তাপ,
গর্ভ-সিন্ধু-মাঝে সেই "বড়বা"র কী মধুর তাপ,
বোঝ নি কি ? ধরণীর দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, কালিমা, সংশয়,
বিদূরিয়া প্রতিষ্ঠিল সর্ব্ব-ধর্ম্ম-মহা-সমন্বয়।
মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই, ভক্তিমূর্ত্তি বালক-স্বভাব !
দেখিয়াছ তুমি নারী কোন দেশে হেন আবির্ভাব ?

পত্নীর মাঝারে দেব দেখিলেন দিব্য মাতৃ-রূপ,
শুনেছ অভূতপূর্ব্ব এমন আশ্চর্য্য অপরূপ ?
আব্রহ্ম-চণ্ডাল সবে বিতরিয়া গিয়াছ করুণা,
অশ্রুবিন্দু ফেল নাই, ধন্য ধন্য হ'য়েছিলে "শ্রীমা"।
পূজুরী বামুন শুধু হন্ নাই শঙ্খ-চক্রধারী,
রামকৃষ্ণ-পাদ-স্পর্শে ধন্য তুমি ! পুণ্য তুমি নারী !

শরণাগতের লহো প্রণাম ৷

তুমি যে মোদের সান্ত্বনা প্রভু ! তাই গাহি মোরা তোমার গান,
বাংলা মায়ের অঞ্চল-নিধি ! হে রামকৃষ্ণ ! লহো প্রণাম।
ত্রেতাযুগে ছিলে রাম অবতার, দ্বাপরে নিয়েছ কৃষ্ণ নাম,
ঘোর কলিযুগে তরিতে মানবে এক দেহে "রামকৃষ্ণ" নাম।
পাঁচশো বছর পূর্ব্বে বাংলা হেরেছে তোমার নিমাই-রূপ,
নিষ্প্রেম এই বাংলায় আসি' জ্বালায়ে গিয়েছ প্রেমের ধূপ।
বৃন্দাবনের মহিমা ঢালিয়া তীর্থ ক'রেছো নব-দ্বীপ,
তোমার প্রেমের নবদ্বীপেতে নিভিয়া গিয়াছে প্রেমের দীপ।
নিমাই-বেশেতে নবদ্বীপেতে মাতাইয়া গেলে সারাটি দেশ,
রামকৃষ্ণ-মূর্ত্তি ধরিয়া ঘুচালে এবার দুঃখ-ক্লেশ।
পৌত্তলিকের পুতুল-প্রতিমা তোমার পূজায় লভিল প্রাণ,
নিরক্ষর এক পূজুরী বামুনে নিখিল বিশ্ব দিল প্রণাম।
নাস্তিক যারা, দাম্ভিক যারা, ক্রমে হ'ল তারা তোমার দাস,
নির্য্যাস হ'য়ে বেদ-বেদান্ত "কথামৃতে" তব হ'ল প্রকাশ !
ঘোর সংসারী তোমার কৃপায় লভিতেছে পদ ব্রহ্মময়,
গণিকা তোমাকে ছলিতে আসিয়া ভক্ত বনিয়া গাহিল জয়,

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ ! নাহিক তোমার কৃপার শেষ,
তোমার পায়ের ধূলির পরশে ধন্য হ'য়েছে মোদের দেশ
দেবতার সাথে কহিয়াছ কথা, সত্যকাহিনী, গল্প নয়,—
বিবেকানন্দ নেহারি' স্ব-চোখে কাহিনী কহিলা বিশ্বময়
সাধনা তোমার, কীর্ত্তি তোমার ছড়ায়ে প'ড়েছে বিশ্ব,
সভ্যজগতে নাই হেন স্থান,—যেথা নাই তব শিষ্য।
বঙ্গ-জননী কৃত-কৃতার্থা, বিশ্ব-ভুবন সকল-কাম,
তব পদ-রজে ধরণী ধন্য, শরণাগতের লহো প্রণাম।

গান ঃ

এলো কী আলোর জোয়ার ?
গেলো কী বুকের তম ?
দিলে কি মনের মালা,
এলে কি প্রিয়তম ?
তমসা গেলো স'রে, পরাণে তোমার সুরে,
অমৃতের মন্ত্রভরা জাগে যে "নমো নম"।
জীবনে তোমা বিনা, কাঁদে যে বুকের বীণা,
কতকাল থাক্‌বে বল তোমা-হারা হৃদয় মম ?
না পাওয়ার ঘুচাও ব্যথা, অমৃতের কও না কথা,
ধরণীর সাধনার ধন ! তুমি যে নিরুপম !

চণ্ডীদাস ৷

তোমার বন্দনা করি হে বৈষ্ণব-চূড়ামণি !
পদাবলী-সাহিত্যের অজেয় সম্রাট্ !
বঙ্গীয়-সাহিত্যাকাশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যে তুমি,
কী প্রতিভা-সমুদ্দীপ্ত তোমার ললাট !
অন্তর নিঙারি' তুমি বিছাইয়া দেছ প্রেম
উপমা-বিহীন তব বচন-বিন্যাস,
শ্রীরাধিকা-নীল শাড়ী নিরখি' তোমার হরি,
ব্যাকুল হইয়া নিল প্রেমের সন্ন্যাস !
মরম-গলানী তব ভাষার যে আলিপনা,
বঙ্গীয় সাহিত্যে তার নাহিক তুলনা,
বিকচ-কুসুম-নিন্দী ভাব-পুষ্পগুলি তব
মনের অলিন্দে রচে প্রেমের ঝুলনা ।
তাজ-মহলেরো চেয়ে মনোহারী সৃষ্টি তব
অন্তর আলোড়ি' তোলে গীতিকা তোমার ;
রাধার বঁধূয়া যায় তাহারি আঙিনা দিয়া
"আনবাড়ী" রাধিকার কী যে হাহাকার !
শ্যাম-নামে কত সুখ তুমি কবি জান নাক
কেমনে জানিবে তব বিরহিনী রাধা ?
যে-শ্যামচন্দ্রের পদে কুল-মান বিসর্জ্জিয়া
যুগে যুগে শ্রীরাধিকা প'ড়েছেন বাঁধা ।
আজ রামকৃষ্ণ-যুগে থাকিতে যদ্যপি তুমি,
অন্তর পুড়ায়ে দেয় তোমার অভাব,
মহেন্দ্র-মাষ্টার-সম ইতিহাসে অনুপম,
স্ব-চক্ষে দেখিতে যদি ব্রহ্ম-পদ-লাভ,

হৃদয়-সাগরে তব ডাকিত কবিতা-বান,
শ্রীরামকৃষ্ণের তুমি রচিতে যে ধ্যান,
সে ধেয়ানে আত্মহারা মাতিয়া উঠিত ধরা,
বিশ্বকবি-"গীতাঞ্জলি" হ'য়ে যেতো ম্লান!
প্রেম-রাজ্যে মহারাজ কবি চণ্ডীদাস তুমি,
হৃদয়-রাজ্যেতে তব রজকিনী রাণী,
গান-ভরা ছিল প্রাণ, হৃদয় ছিল না তব,
তোমার হৃদয় চুরি ক'রেছিল "রামী"।

রবীন্দ্রনাথ ঃ

লোকোত্তর প্রতিভার পরিপূর্ণ ছবি!
হে বিরাট্ কবি!
কীর্ত্তি তব রবে নিরবধি,
ছন্দোময় ভাব-রসাপ্লুত
সুন্দর তোমার সৃষ্টি কী আশ্চর্য্য! অদ্‌ভুত! অদ্‌ভুত!
"নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" হ'তে
প্রাণ তব উঠিল কী মেতে
বাধাহীন জোয়ারের বেগে,
পরশ-মণির স্পর্শ লেগে
মাতাল হইলে তুমি, হইলে উদ্দাম,
তোমার প্রাণের স্পর্শে লভি' নব প্রাণ,
বিশ্ব-লোক,
ভুলে গেলো শোক,
বাল্মীকির মত তুমি হ'লে পুণ্যশ্লোক,
হ'লে বিশ্বকবি,
তোমার দানের যাহা পরিপূর্ণ ছবি,

আজো অপ্রকাশ,
ব্যাস, কালিদাস,
হ'য়ে গেলা ম্লান !
অদ্‌ভুত প্রতিভা তব আশাতীত দান।
প্রাণে প্রাণে দিলে কী যে সুর,
মধু হ'তে মধুবর্ষী ! মধুর ! মধুর !
চিত্তলোকে দিয়েছো যে নাড়া,
সারা দেশে পড়িয়াছে সুন্দরের সাড়া !
অসুন্দর
হ'য়েছে জর্জ্জর !
নীরস জাতির বক্ষ আজ ভাব-ভোলা,
গান তব, ছন্দ তব, ঘন ঘন চিত্তে দেয় দোলা।
নব আশা,
অভিনব ভাষা,
নবীন পুলক আর নব নব সুখ,
অভিনব দানে তব লভিতেছে "মূঢ়, ম্লান, মূক"।
তুমি রবি,
সুন্দরের কবি,
শ্রেষ্ঠ দার্শনিক,
যুগ আধুনিক,
চেনে নি বোঝে নি আজো ভাবী ভবিষ্যৎ,
ভাবের সাম্রাজ্য জুড়ি' মহিমার বৈজয়ন্তী রথ,
রচি' রাজপথ,
বৈশিষ্ট্যের সুমেরু পর্ব্বত,
মুখর করিবে যবে জনতা-রসনা
সেদিন ত বিশ্বকবি বিশ্বে থাকিবে না।

তোমার সঞ্চয়,
সেই দিন সত্যকার জয়,
"আজি হ'তে শত বর্ষ পরে"
মুগ্ধচিত্তে গুণগ্রাহী ধরিত্রীর প্রতি ঘরে ঘরে,—
তোমার কবিতা,
ছড়ায়ে অরুণ আলো তরুণ সবিতা
নব রসে নব রূপে উঠিবে ফুটিয়া
বুকে বুকে প্রতিভার রশ্মি-চ্ছটা তীব্র বিকীরিয়া
সবাকার হাতে, নিশীথে-প্রভাতে
দীপশিখা যেমন নিবাতে
প্রাণ হ'তে প্রাণান্তরে ছড়াবে যে রূপ,
আজিকার কোলাহল থামি' তাহা হবে অপরূপ !

তুমি যা ক'রেছ সুরু,
ওগো কবি-গুরু !
ভারতমাতার গর্ব্ব ! বিশ্বকবি হে রবীন্দ্রনাথ !
সর্ব্বযুগে সর্ব্বদেশে জন-গণ-মনঃ-প্রণিপাত
অর্জ্জিয়া গিয়াছ তুমি, বিরচিয়া বিচিত্র বিস্ময়,
অতুলন দানে তব দিকে দিকে জয়-ধ্বনিময়
বিচ্ছুরিয়া প্রাণ-দীপ্তি অনুভূতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়
ছড়ালে মানব-মনে সৌন্দর্য্যের গঙ্গা রমণীয়,
অনুপম ইন্দ্রধনু অফুরন্ত লীলায়িত রূপ,
ভাবের বিচিত্র দ্যুতি, মাধুর্য্য-সম্ভার অপরূপ !
মানুষের মনোরাজ্যে সুন্দরেরে করি' বিকশিত,
সকল যুগের তরে সিঞ্চিলে যে প্রেমের অমৃত,
সত্যাশ্রয়ী রসনায় শুনাইলে বাণী সঞ্জীবনী,
তোমার বন্দনা-মন্ত্র উচ্চারিতে যে হবে অগ্রণী,

আজো আমাদের দেশে জন্মে নাই সেই কবি-প্রাণ,
কে তোমার "মল্লীনাথ" ? আজো তার মেলেনি সন্ধান
ভারতের কালিদাস, ইয়োরোপে যে সেক্সপীয়র,
ম্লান হ'ল বিকশিয়া তোমার প্রতিভা লোকোত্তর,
আদি কবি বাল্মীকি বা পশ্চিমের দান্তে কী হোমার,
কেহই নাগাল আজ পায় নাক দানের তোমার।
মানুষের মনোবলে কত ফুল, কত যে সৌরভ,
স্ব-চ্ছন্দে প্রকাশ দিয়া তারে তুমি দিলে যে গৌরব,
তাহার তুলনা নাহি। দ্বাদশ-আদিত্য-রাজ-রবি,
বিশ্বকবি-সভাস্থলে সর্ব্বযুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি,
ধরণীর শ্রেষ্ঠ ধন! ইতিহাসে হীরক-স্বপন!
বঙ্গমাতা রত্ন-গর্ভা গর্ভে ধরি' তোমা নিরুপম!
তোমার গাথায়, গানে, বাণীতে কী পুণ্য পবিত্রতা,
তোমার ধেয়ানে তুমি মানুষেরে ক'রেছ দেবতা
ওগো সত্যদ্রষ্টা ঋষি! তুমি আজ হ'য়েছ নির্জ্জর,
জরা-মরণের ঊর্দ্ধে মহর্ষির শ্রেষ্ঠ বংশধর।
মরতে আসিয়াছিলে শাপভ্রষ্ট বৈকুণ্ঠের দান,
বিশ্বের প্রণতি-সাথে তুমিও ত দিয়েছো প্রণাম,
আত্মার সম্মান তব রামকৃষ্ণ-ঠাকুরের পদে,
মানিয়া গিয়াছ তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা-সম্পদে
শ্রীপরমহংসদেবে, করি' গেছো কবিতা-আরতি,
বিশ্ব-ভারতীর বুকে মানি' গেছ তাঁহাকে সারথি
জীবনের কুরুক্ষেত্রে,—তাই তোমা' নমি' অভিমানী,
"ভারত-ভাস্কর" বলি' নতশিরে তাই তোমা' মানি।
সংসার-মরুর মাঝে বিশ্ববিধাতার শ্রেষ্ঠ দান!
বাঙালীর অহঙ্কার! দেখিলাম দিতে তোমা মান,

পূরব পশ্চিম হ'তে অধীর হইল বিশ্ববাসী,
বাজাইয়া গেলে তুমি সত্য-শিব-সুন্দরের বাঁশী,
জন্ম হ'তে আমরণ অহোরাত্র আত্মভোলা প্রাণে,
তপস্যা করিয়া গেছো নিপীড়িত মানব-কল্যাণে।
বিশ্ব-মানবতা-বন্ধু! দেবর্ষি হে বিশ্বহিত-ব্রত!
দেখিলাম কী আশ্চর্য্য সুন্দরের উপাসনা-রত।
বিক্ষুব্ধ ধরিত্রীতলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হে শান্তি-দূত!
মানব-মঙ্গল তরে কী প্রচেষ্টা! আশ্চর্য্য! অদ্ভুত!
ঐন্দ্রজালিকের মত কী বিচিত্র তোমার লেখনী,
অমৃত-পরশে তার সভ্যতারে করি' গেছে ঋণী,
যুগে যুগে অবিস্মর প্রাণধর্ম্ম-বিস্তার-স্পন্দনে,
হৃদয় নিঙাড়ি' তুমি মনুষ্যত্ব-মহিমা-বন্দনে
ঈর্ষ্যা-হিংসা-লোভ-ক্ষুব্ধ ধরাতলে সৃজিলে নন্দন,
মধুচ্ছন্দা বাণী তব সুধা-ক্ষরা শীতল চন্দন;
সুন্দর পরশে তার মনে মনে আজ অনুভবি,
মনুষ্যত্ব বিশ্লেষিয়া নিখুঁত যে মানবতা-ছবি
এঁকে গেছো প্রতিভায়, তার কোন নাহি প্রতিদান,
যুগ-যুগান্তের কবি! লহ মম আত্মার প্রণাম।

বন্দনা :

ওঁ তৎসৎ! ওঁ তৎসৎ! ওঁ তৎসৎ ওঁ!
শ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংস-শ্রীচরণ-শরণম্।
পূবে পশ্চিমে উদাত্ত সুরে,
বন্দনা যাঁর হয় প্রাণ পুরে,
নমো দেয় যেই যুগের ঠাকুরে গ্রহরাজ রবি, সোম।

যাঁহার চরণ করিয়া আরতি,
মহাপাতকীও লভিছে মুকতি,
শুদ্ধা ভকতি ঐশী শকতি বিকাশ যাতে পরম।
বেদান্ত যাঁর নাহি পায় সীমা,
ভুবন ভরিয়া যাঁহার মহিমা,
দান করি' যিনি গিয়াছেন "ভূমা" জিনি' জগ-জন-মরম,
শ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংস-শ্রীচরণ-শরণম্ ॥

ইচ্ছা :

সারাটি জীবন তোমার চরণে উৎসুক রাখো প্রাণ,—
তোমার পূজার মন্ত্র যেন গো জন-গণে করি দান।

সাধ : (গান)

মনে মোর বাজাও মাদল, নয়নে নামাও বাদল,
লালসায় লাগাও আগল, হে প্রাণনাথ! হে প্রাণনাথ!
আঘাতে জর জর! এ জীবন ধন্য কর,
ধরানাথ! পায়ে ধর, লও প্রণিপাত, লও প্রণিপাত!
তোমার ঐ পুণ্য নামে, দোলা দাও দয়াল প্রাণে,
কী শুনি শূন্য কানে, সারা দিনরাত, সারা দিনরাত,
আমার এই জীবন-নদী, উথ্‌লে দিয়ে নিরবধি,
তুমি না আস যদি, সব বৃথা নাথ! সব বৃথা নাথ!

স্বামী অভেদানন্দ ঃ

স্বামীজি অভেদানন্দ! আজ তব শুভ জন্মতিথি,
জরা-মরণের ঊর্দ্ধে আজ তুমি সেথায় অতিথি,
যেখানে আনন্দ শুধু; নাহি ব্যথা, নাহি দুঃখ-শোক,
যেইখানে সদানন্দ ঠাকুরের রামকৃষ্ণ-লোক;
যেইখানে যুগ-গীতা "কথামৃত" স্রষ্টা বিশ্বত্রাতা,
স্বামীজী বিবেকানন্দ, আরো আরো যত গুরুভ্রাতা,—
ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, শ্রীসারদানন্দ মহাপ্রাণ,
ধীরোদাত্ত কণ্ঠে সবে করিছেন মহাস্তব-গান।
শ্রীশ্রীমা সারদেশ্বরী কৃপা-দানোৎসুকা যেথা বসি',
আর্ত্ত-বন্ধু রামকৃষ্ণঠাকুরের হেরি' মুখশশী,
ধন্য মানিছেন মনে সন্ন্যাসিনী-রমণীজনম,
তোমরা সন্তান তাঁর, এ যে তাঁর গৌরব পরম।
সেই গৌরবের সেরা তুমি শ্রেষ্ঠ তাপস-সন্তান,
যোগি-শ্রেষ্ঠ ভক্তবীর বৈদান্তিক-পণ্ডিত-প্রধান।
স্বামীজি বিবেকানন্দ প্রতিভায় করি' প্রণিপাত,
মুক্তকণ্ঠে ব'লেছেন, তাঁর তুমি ছিলে ডান হাত।
তোমার অপূর্ব্ব ত্যাগে হইয়াছ মহিমা-মণ্ডিত,
রামকৃষ্ণ-শিষ্য-ব্যূহে তুমি ছিলে প্রকাণ্ড পণ্ডিত।
আদর্শ তপস্যা তব ঠাকুরের ইতিহাসে লিখা
স্বর্ণাক্ষরে। কী উজ্জ্বল গুরু-ভক্তি-প্রেম-বহ্নি-শিখা!
বিবেকানন্দেরি মত মুখে ছিল রামকৃষ্ণ-দ্যুতি,
উদার গম্ভীর ছিল অলৌকিক তোমার বিভূতি।
সেদিনো ত চিনি নাই, দৃষ্টি ছিল অভিমানে ভরা
সেদিন আসেনি স্রোত, প্রেম-নদ ছিল হায় মরা!

বর্ণাশ্রম-মোহ-মদে অন্ধ ছিল এ পোড়া নয়ন,
রামকৃষ্ণ-প্রেমধর ! ধরিনিক তোমার চরণ ।
অঘোমর্ষণার্থে আজ বন্দিতেছি তব জন্মতিথি,
বন্দি তব চতুষ্পাঠী "রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি"
অপ্রতিদ্বন্দ্বী যে তুমি ছিলে যোগী বেদান্ত-কেশরী,
স্নেহ-সিক্ত মধুবাক্ আজ তব মর্ম্মে মর্ম্মে স্মরি,
স্মরি তব পূতবাণী অন্তরে জাগিছে বড় জ্বালা,
কি দিয়ে পূজিব তোমা ? কোন্ ফুলে রচি' তব মালা ?
কোথা সেই প্রেম-ধূপ ? কেমনে বা করি আরত্রিক ?
মন্ত্র যে ভুলিয়া গেছি, কৃপা কি করিবে বৈদান্তিক ?
স্বামীজি অভেদানন্দ ! রামকৃষ্ণঠাকুরের ছবি !
তোমাকে বন্দিয়া ধন্য হ'ল এই দীনতম কবি ।

বিদ্যাসাগর ঃ

তোমার চরিত্র-কথা স্মরি' মনে জাগিল কবিতা,
অন্ধকারাচ্ছন্ন বঙ্গে তুমি ছিলে প্রদীপ্ত সবিতা,
জাগ্রত পুরুষকার ! বঙ্গভাষা-গঙ্গা-ভগীরথ,
বিধবা বিবাহ লাগি' তোমার প্রচেষ্টা সুমহৎ ।
সমাজ-কল্যাণ-তরে তোমার অপূর্ব্ব অবদান,
অমর করিল তোমা, হে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-প্রধান !
নিঃস্বের সন্তান হ'য়ে যে পৌরুষ দেখাইয়া গেলে,
ইংরাজ-রাজত্বে আজো উপমা তাহার নাহি মেলে ।
অভীষ্ট-সিদ্ধির লাগি' করিয়াছ তুমি প্রাণপণ,
সব্যসাচী-সম-তেজা কী সরল নির্লোভ ব্রাহ্মণ ।

মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের খেলিয়া গিয়াছ কী যে খেলা,
গ্যাসের আলোকে পাঠ লইয়াছ তুমি ছেলেবেলা,
চাকুরী ক'রেছো তবু কৃপাপ্রার্থী সাজ নাই দাস,
তালতলা-চটী তব চটিয়া রচিল ইতিহাস,
কূট অভিনয়ে মুগ্ধ এত তুমি ক্রুদ্ধ হ'য়েছিলে,
নটশ্রেষ্ঠ "অর্দ্ধেন্দু"কে তালতলা চটী মেরেছিলে।
রামকৃষ্ণ-কথা স্মরি—"দেখিবারে এলাম সাগর"
"বড় নোন্তা" ব'লে তুমি কেঁদেছিলে নাকি দর' দর !
পিতা ও মাতাকে নিয়া ৺কাশীধামে গিয়া কী কুগ্রহ !
পাণ্ডাদের অত্যাচারে বিরক্ত ও হ'য়ে বীতস্পৃহ,
মণি-কর্ণিকার ঘাটে উভয়েরে করি' প্রণিপাত,
ব'লেছিলে—"বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা তোমরা সাক্ষাৎ !
লোভী, ভণ্ড পাণ্ডাদের কভু আমি সঙ্গ লইব না"।
অপূর্ব্ব চরিত্র তব ইতিহাসে নাহিক তুলনা।
মাতৃ-ভক্তি-কথা তব, সাহেবের নিকটে শপথ,
ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ নিশা, দুর্দ্দান্ত সে দামোদর-নদ,
নিঃশঙ্কে দিয়াছ ঝাঁপ্, অপটু তোমার সন্তরণ,
আর্ত্ত সেই—"মা ! মা !" ধ্বনি রোমাঞ্চিত করে মোর মন
প্রবাদের মত শুনি বিস্ময়-সঞ্চারী তব দয়া,
দয়ার সাগর খ্যাতি আজ বঙ্গে হ'য়েছে বিজয়া।
অর্দ্ধ শতাব্দীরো বেশী চ'লে গেছ, তবু কেন শোক ?
ধন্য কর, ধন্য কর নতি মোর নিয়ে পুণ্যশ্লোক !

পঞ্চবটীর লোভ ।

কত তীর্থই ঘুরিয়া এলেম নিখিল ভারতবর্ষে,
ভরিল না মন, হ'ল বৃথা শ্রম, ভরিল না বুক হর্ষে।
কত আশাই ত পুষি' মনে মনে গিয়াছিনু গয়া-কাশী,
সেই আন্‌-মনা, গেলো না বেদনা, গেলো না কলুষ-রাশি !
গিয়াছিনু হায় ! প্রেম-সন্ধানে মথুরা-বৃন্দাবন,
গুণ্ডার মত পাণ্ডার দল বিষাইয়া দিল মন।
শান্তির আশে কত যে আয়াসে গেছিনু দ্বারকা-ধাম,
কোথায় শান্তি ? শ্রান্তিই শুধু ম্রিয়মাণ করে প্রাণ।
পুষ্করে গিয়া ফুস্‌ ক'রে মোর ঘুচিল মনের মোহ,
ধর্ম্ম-ধ্বজী তীর্থগুরুরা করে বৃথা সমারোহ।
জগতের নাথে হেরিব বলিয়া গিয়াছিনু হায় পুরী,
কোথায় দেবতা ? যক্ষ্মা ও গোদ্‌ দেখিলাম ভূরি ভূরি।
দাক্ষিণাত্যে হেরিনু মাত্বরা, হেরিনু রামেশ্বর,
বিরাট্‌ বিশাল মন্দিরে শুধু বাহ্য আড়ম্বর।
তীর্থে তীর্থে সস্ত্রীক ঘুরি' ভরিল না কোথা' মন,
ব্যাকুল হৃদয়ে তোমার করুণা করিতে অন্বেষণ ;
কন্যা কুমারী হইতে ছুটিয়া গেলাম শুচীন্দ্রম্‌,
উল্কার মত ছুটিলাম শুধু শুচি হ'ল নাক মন !
দেখিলাম বটে বিস্ময়কর বহু প্রাকৃতিক দৃশ্য,
নয়নের ক্ষুধা মিটিলো অনেক, মন র'য়ে গেলো নিঃস্ব।
ভব-রোগে ভুগি' ঔষধ খুঁজি বৈদ্যনাথেতে গিয়া,
দুঃসহ ব্যথা রাঙাইয়া তোলে আমার সারাটি হিয়া।
হরিদ্বার আর হৃষীকেশ হ'তে ছুটি লছ্‌মন-ঝোলা,
অপরিতৃপ্ত হৃদয়ের ক্ষুধা কিছুতে যায় না ভোলা।

কত আগ্রহে কত শত ক্রোশ মরিলাম ঘুরে ঘুরে,
অবশেষে এক পুণ্য প্রভাতে গেলাম দখিণাপুরে,—
ভবতারিণীর মন্দির-তলে দাঁড়ায়ে খানিকক্ষণ,
দিব্য নয়নে হেরিলাম যেন নবীন বৃন্দাবন।
পঞ্চবটীর বটের তলায় শান্তি লভিল চিত্ত,
প্রশান্ত হ'ল আত্মা এবং জীবনে লাগিল নৃত্য।
শ্রীরামকৃষ্ণঠাকুরের কথা রাঙাল দুইটি চোখ,
পলেকে জুড়াল জীবনের দাহ, ঘুচিল বুকের শোক।
কত তপস্যা হ'য়েছে এখানে ভাসিয়া উঠিল চিতে,
মরতে মন্দাকিনীর দৃশ্য হেরিলাম চারিভিতে।
পঞ্চবটীর বটের তলায় ঠাকুরের পদ-ধূলি,
ব্যাকুলিত বুকে কত যে পুলকে লইলাম শিরে তুলি।
কর্পূর-সম উবে গেলো কোথা হৃদয়ের যত ক্ষোভ,
সকল তীর্থ ভুলায়ে দিয়েছে পঞ্চবটীর লোভ।

ছাত্র-ছাত্রী-গণ ঃ

ভবিষ্যতের সান্ত্বনা তোরা জাতির আশার পাত্র,
অন্ধকারের উজল প্রদীপ! স্নেহের ছাত্রী-ছাত্র!
শত দুঃখের মাঝেও তোদের হেরিয়া যে জাগে সুখ,
তোদের মধ্যে জাতির স্বপ্ন হ'য়ে আছে উন্মুখ।
ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় ভুলে যাই ভুল, শোক,
তোরাই স্নিগ্ধ করিয়া রাখিস্ শুষ্ক চিত্তলোক।
ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় তোরাই ক'রে দিস্ বিহ্বল,
অনাগত যুগে পিতা, মাতা, নেতা,—ছাত্র-ছাত্রী-দল!

ভবিষ্য ইতিহাসের স্রষ্টা, লিখিবি স্বর্ণলেখা,
প্রেমের যজ্ঞে ঢালিবে আহুতি তোদেরি অগ্নি-শিখা।
তোদের গণ্ডে চুমা দিয়ে মোরা দিব যে আশীর্ব্বাদ,
তোরাই মোদের করিবি ধন্য, পূরাবি মোদের সাধ।
আজিকার যত নিরাশার কালো তোরাই করিবি ধ্বংস,
প্রাণের গঙ্গা বহাইয়া তোরা পুণ্য করিবি বংশ।
কন্যা-পুত্র! প্রেমের সূত্র ধরিয়া পড়িবি নান্দী,
তোদেরই কেহ "নেতাজী" হইবে, কেহ বা হইবে "গান্ধী"
দুর্য্যোগে তোরা ছাড়িস্ না হাল, জানিস্ না কোন ভয়,
হটিতে জানে না তোদের কুষ্ঠী,—আনে নব নব জয়।
বিপদের মাঝে হাসি মুখে তোরা এগিয়ে চলিস্ পথ,
দুর্ব্বার নদীস্রোতের মতন ভাসাস্ ঐরাবত।
প্রাজ্ঞ মোদের ক্ষুদ্র দুঃখে নামে যে নয়নে কালো,
বিরাট্ দুখের মাঝারেও তোরা জ্বালিস পুলক-আলো,
আলোক-তীর্থ তোরাই রচিস্, তোরাই যে দিস্ বল,
ভীরুর মতন ফেলিস্ না তোরা কখনো নয়ন-জল।
শত লাঞ্ছনা সহিয়াও মোরা বাঁচাইতে চাহি প্রাণ,
তোদের নিকট প্রাণটা তুচ্ছ, বড় যে দেশের মান।
কুসংস্কারে আমাদের মত নহিস্ ত তোরা বদ্ধ,
নিত্য মুক্ত উদার আত্মা, তোরা যে অপাপ-বিদ্ধ!
আদর্শবাদী মন যে তোদের বুক্ভরা ভালবাসা,
নব নব নব উন্মেষে ভরা তোদের সোণালী আশা।
অতীতকে তোরা দলিয়া ছুটিস, তোদের অটুট পণ,
"সন্ধি" তোদের নহেক ধর্ম্ম,—তোদের ধর্ম্ম "রণ"।
তৃপ্তি-জোয়ারে টলমল বুক্! দেশের আশীস্-পাত্র,
আকাশ-কুসুম-স্বপন-মগন উদার ছাত্রী-ছাত্র!

মুক্ত বিহঙ্গমের মতন মানিস্ না কারো বশ,
উথলি' তুলিছে বক্ষসিন্ধু তোদের জীবন-রস।
সিন্ধুর মত প্রাণ-তরঙ্গে হাসিস্ যে খল খল!
কোন বাধা তোরা মানিস্ না শুধু ভাঙিস্ যে শৃঙ্খল,
অচেনারে তোরা চিনিতে পাগল, গড়িস্ নূতন পথ,
সকল যুগের, সকল দেশের তোরাই ভবিষ্যৎ!
দুর্গম গিরি লঙ্ঘন করি' সাহস দেখাস্ তোরা,
নূতন বার্ত্তা তোরাই আনিস্, তোরা যে পাগ্‌লা-ঝোরা!
সত্য ও শিব-সুন্দর-ধ্যানে লভিতে সত্যানন্দ,
তোদের জীবনে আদর্শ হ'ক্,—"স্বামীজি বিবেকানন্দ"

১৫ই আগষ্ট।

সহস্র বৎসর প্রায় লাঞ্ছনায় কেটে যায়,—
কবে কোন্ যুগে ছিল—হিন্দু-স্বাধীনতা?
তিরৌরীর রণক্ষেত্র, "সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজ,"
বৃশ্চিক-দংশনাধিক সে যুদ্ধের ব্যথা!
প্রতিহিংসা-পরায়ণ ঘর-ভাঙা বিভীষণ,
স্বাধীনতা বলি দিল বিশ্বাস-ঘাতক!
দশটি শতাব্দী ধরি' তারি' প্রায়শ্চিত্ত করি'
তৃষিত আছিল জাতি, যেমন চাতক।
স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! কোটি-হৃদি-মর্ম্মকথা!
মর্ম্মঘাতী কী যে ব্যথা পরাধীনতায়!
এর লাগি' যুগে যুগে অরুন্তুদ দুঃখ ভুগে,
দেশের তরুণ-দল দ্বীপান্তরে যায়।

স্বাধীনতা ! স্বাধীনতা ! এর বুকে কত ব্যথা !
দর দর রক্তধার ! তবু মুখে হাসি,
এই স্বাধীনতা-তরে বাঙালীরা অকাতরে
"বন্দে মাতরম্" বলি' পরিয়াছে ফাঁসী !

স্বাধীনতা কী যে মোহ ! মৃত্যুর কী সমারোহ !
ফাঁসী-মঞ্চে সে কী দৃশ্য দেখিলাম আহা !
বধ্য-মঞ্চে লম্ফ দিয়া রজ্জুকে চুম্বন দিয়া,
হাসিতে হাসিতে মরে "গোপীনাথ সাহা"।

স্বাধীনতা ! কী চুম্বক ! এর বুকে কী কুহক !
বাঙালী যুবক হ'ল পাগলের প্রায়,
দধীচি "যতীন দাস" দীর্ঘ দুইটা মাস
অনশনে তিলে তিলে মরি' গেলো হায় !

"প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম" হাস্যমুখে দিল প্রাণ,
"সত্যেন, যতীন বাঘা, মরিল কানাই"।
"মাষ্টার-দা সূর্য্য সেন" কত দুঃখে মরিলেন,
দুর্দ্দান্ত "বিনয় বোস", আজ কেহ নাই।

স্বাধীনতা ? কত কথা, প্রাণ দিল "প্রীতি-লতা"
সাহসের নব শিক্ষা দিল চট্টগ্রাম।
স্বাধীনতা-দৃঢ়-ব্রত খ্যাতি-হীন শত শত
নেপোলিয়নের মত গেলো কত প্রাণ ;

বাঙালী বুঝেছে স্বাদ স্বাধীনতা ! কী আস্বাদ,
স্বাধীনতা-ব্রতী বঙ্গ নাহি জানে ডর,
এর লাগি' দিন দিন কত শত অন্তরীণ
অযুত-জননী-চক্ষে অশ্রু দর দর !

স্বামীজি-বিবেকানন্দ দিলেন মরণানন্দ,—
“স্বদেশ-মন্ত্রে”র সেই আকুলি' আহ্বান,
ভুলি' ভেদ, ভুলি' দ্বেষ, নাচিয়া উঠিল দেশ,
তাতিয়া মাতিয়া গেলো “অরবিন্দ” প্রাণ।

স্বাধীনতা অর্জ্জিবার কী সঙ্কল্প দুর্নিবার,
ভুলে গেলো পিতা, মাতা, প্রিয়তমা জায়া,
কত দুঃখে দিল প্রাণ, কী লভিল প্রতিদান?
তাদের সাধের স্বপ্ন লভে আজ কায়া।

“স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়” হায়—
অশ্রুসিক্ত ছন্দে গাঁথা কবির ক্রন্দন,
“বঙ্কিম—রবীন্দ্রনাথ” এর লাগি' প্রাণপাত,
করি' স্বাধীনতাচিত্র চিত্রিলা নন্দন।

নাটক, কবিতা, গল্প এনে দিলো কী সঙ্কল্প
উন্মত্ত হইল জাতি, কী দুরন্ত ক্ষুধা!
তরুণ গরুড়-সম অনিবার্য্য অনুপম,
ছিনায়ে আনিতে ছোটে স্বাধীনতা-সুধা।

এই স্বাধীনতা লাগি' বিনিদ্র রজনী জাগি'
পর্ব্বতে, কন্দরে ধায় যে বিপ্লবী-দল,
তাদের স্মরণ করো, তাদের বরণ করো,
তাদের বিদেহী আত্মা দিক্ নব বল।

“তিলক-সুরেন্দ্রনাথ” “গোখেলে”র অশ্রুপাত
মহাভারতের স্রষ্টা “গান্ধীজি” কোথায়?
ভারতের মুক্তি লাগি' তপঃপূত অস্থি দিল
পঞ্জাব-কেশরী কোথা “লাজপত রায়?”

তাদের সোণালী স্বপ্ন আজিকে বাস্তব হয়,—
অসহ্য বেদনা এই, তারা কোথা আজ ?
উথলে বেদনাসিন্ধু কোথা আজ "দেশবন্ধু ?"
দধীচি "নেতাজী" কোথা বঙ্গযুবরাজ ?

ঘন ঘোর অন্ধকারে যাহারা আলোক দিল,
যাহারা দেখালো পথ করি' প্রাণপণ,
আজি এ মাহেন্দ্রক্ষণে শ্রদ্ধা-ভক্তি-পূত-মনে
করো করো অশ্রু ঢালি' তাঁদের তর্পণ।

দুর্জ্জয় সঙ্কল্প করো, ধরো বজ্রমুষ্টি ধরো,
নব লব্ধ স্বাধীনতা, বিসম্বাদ ভোলো,
হিন্দুস্থান—পাকিস্থান করিবে না কী প্রস্থান ?
নূতন ভারতবর্ষ গড়ি' সবে তোলো !

অৰ্জ্জিত এ স্বাধীনতা, রক্ষা কি সহজ কথা ?
ভোলো, ভোলো অতীতের গ্লানি, দ্বন্দ্ব, শোক ;
বলো, বলো একপ্রাণে উচ্চকণ্ঠে ভগবানে
আগষ্টে "অগস্ত্য-যাত্রা" ইংরাজের হ'ক্।

জয়দেব ঃ

"পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী" তব নাম,
আবির্ভিয়া বঙ্গভূমে কেন্দুবিল্ব করি' তীর্থধাম,
তুমি কবি' জয়দেব ! করি' গেছো যে প্রেমের খেলা,
তাহারি স্মারক আজো মাঘমাসে হয় বড় মেলা,
তোমার ঐ জন্মভূমি প্রেমতীর্থ কেন্দুবিল্ব গ্রামে,
অযুত জনতা সেথা ভক্তিভরে তব নামগানে,

উল্লাসি' আনন্দে মাতি' বর্ষে বর্ষে করে মহোৎসব,
অমর তোমার কীর্ত্তি ! দেহ শুধু হইয়াছে শব !
লক্ষ্মণ সেনের যুগে বর্ণাশ্রম-কঠোরতা-মাঝে,
তোমার অম্লান কীর্ত্তি ধ্রুবতারা-সমান বিরাজে ।
তোমার মাঝারে ছিল সর্ব্বনাশা প্রেমের আগুন,
বর্ণাশ্রম মান নাই, মেনেছিলে আভ্যন্তর গুণ,
ভালবেসে ছিলে তাই ভেদ-বুদ্ধি-নাশা ৺পুরীধাম,
জগন্নাথ মন্দিরের দেবদাসী-পদ্মাবতী-গান
আকুল করিল তোমা, তারে তুমি করিলে বিবাহ,
প্রেমের বিদ্যুদ্দীপ্তি চিনেছিলে প্রেম-বারিবাহ !
ভালবাস নাই তুমি হীরা, মুক্তা, মরকতমণি,
তুমি ভালবেসেছিলে রাধাকৃষ্ণ-প্রেম মণি-খনি ।
কঠিন সংস্কৃত ভাষা ! ব্যাকরণ-বহুল নীরস,
ঢালিয়া গিয়াছ সেথা প্রাণ-ময় প্রেমমধু-রস,
সে রসের প্রস্রবণ বহমান আটশো বৎসর,
বঙ্গেতর প্রদেশের কবিগণে করিছে মৎসর,
লুব্ধ ঈর্ষ্যান্বিত মনে যুগে যুগে আছে তারা চাহি'
এমন সঙ্গীতময় কাব্য আর হিন্দুস্থানে নাহি ।
বড়ু চণ্ডীদাস হ'তে রবীন্দ্র-প্রভৃতি চিরদিন,
মুক্তকণ্ঠে সব কবি স্বীকার করিলা তব ঋণ,
অনবদ্য যে শৃঙ্গার-রস-স্রোত ক'রেছো সূচনা,
কালিদাস-মেঘদূত ভিন্ন তার নাহিক তুলনা ।
অপূর্ব্ব প্রতিভা-দীপ্ত সর্গে সর্গে যে গুণ প্রসাদ,
বিমুগ্ধ "উইলিয়াম" ইংরাজীতে করে অনুবাদ ।
বিস্মিত পাশ্চাত্য কবি গুণগ্রাহী হইয়া আসেন,
ল্যাটিন ভাষায় তাই অনূদিত করেন "ল্যাসেন" ।

আত্মম্ভরী গুণিগণো তব কাছে গেলা হার মানি'
"রূফর্ট" করিয়াছেন অনুবাদ তোমার জার্ম্মাণী।
প্রেমের বিচিত্র চিত্র বক্ষে তব হেরি' অপরূপ!
"এড্‌উইন্ আর্ণাল্ড্" দেন ইংরাজীতে ছন্দোময় রূপ।
প্রেম-রাজ্যে হে সম্রাট্! তুমি যে মিলায়ে গেছ হাট,
স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিভরে করিতেন পাঠ
গীত-গোবিন্দের শ্লোক প্রতিদিন অনুরাগ-ভরে,
অমর সঙ্গীত তব কণ্ঠে কণ্ঠে শুনি ঘরে ঘরে।
আজ সারা বঙ্গভূমে, হেরি তথা নিখিল ভারতে,
গীতি-কবিতার স্রোত বহিতেছে সাহিত্য-জগতে,—
অন্তহীন রূপ নিয়া পুণ্যধ্বনি যেন সুরধুনী,
সে সুরের প্রাণ তব গীত-গোবিন্দের গীত-ধ্বনি!
"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং" মেঘ মন্দ্র-ধ্বনি অনুপম,
অমর প্রেমের মন্ত্র—"দেহি পদ-পল্লবমুদারম্"
বড় দুঃখ জাগে মনে অনুপম ওগো প্রেমধর!
হেরিতে স্বচক্ষে যদি মহাপ্রেম-মূর্ত্তি গদাধর,
রচিতে এমন গীতি, ধন্য হ'ত শুনিয়া বসুধা,
গীত-গোবিন্দের মত গীত-রামকৃষ্ণ-গীতি-সুধা।
কাব্যের সঙ্গীত-স্নান যুগে যুগে আছিল বিরোধ,
তুমি তাহা চূর্ণ করি' জাগাইয়া সৌন্দর্য্যের বোধ,
যে নব প্রেরণা দিয়া প্রেম-ধর্ম্মে দিয়াছ উল্লাস,
সেই ঋণ অস্বীকারি' কৃতঘ্নরা করিছে বিলাস
গীতি-কবিতার নিত্য। প্রাণহীন বচন ফলানো,
পারে না প্রেমের কথা শুনাইতে হৃদয়-গলানো;
যেমন শুনালে তুমি, মাতাইলে বিশ্ববাসি-প্রাণ,
অনিন্দ্য তোমার ছন্দ শুনাইল বৈকুণ্ঠের গান।

নাহি বিন্দু কাম-গন্ধ শুধু সেথা প্রেমের স্পন্দন,
তুমি সৃজিয়াছ মর্ত্ত্যে ছন্দোময় স্বর্গের নন্দন।
তোমার কবিতা-ধারা গৌরীশৃঙ্গে গঙ্গার প্রপাত
বঙ্গের মাধবীকুঞ্জে রোপিয়াছ তুমি পারিজাত।
সারা বুক্ নিঙারিয়া ভজনের অপূর্ব্ব প্রকাশ,
সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রধনু! ভাব-রস-স্রোতের উচ্ছ্বাস!
বঙ্গদেশে আজ এত সঙ্গীতের ডাকিয়াছে বান,
তুমি কবি উৎস তার,—সকলারি উৎপত্তির স্থান,
অনুস্বার-বিসর্গের অংশ যদি বাদ দেওয়া যায়,
বঙ্গীয়-সাহিত্যে তব অবদান বিস্ময় ঘটায়।
গীতি-কবিতার রাজ্যে সার্ব্বভৌম রাজকবি তুমি,
তব পদধূলিপূত নব তীর্থ কেন্দুবিল্ব-ভূমি।
দেবতাগণের মাঝে সর্ব্বোপরি যথা মহাদেব,
অপ্রতিদ্বন্দ্বী যে তুমি হিন্দুস্থানে তথা জয়দেব!
প্রেমময় বক্ষে তব অফুরন্ত প্রেম দিয়াছেন,
কৃপা করি' এই দীনে দাও কবি! এক ফোঁটা প্রেম।

পঞ্চবটীই বারাণসী ঃ (গান)

(মোদের) পঞ্চবটীই বারাণসী।
সুরধুনীর উপকুলে মুক্তি মেলে হেথায় বসি'।
এই পঞ্চবটীর তলে,—
সে কী সাধন অশ্রুজলে,
হেথায় এলে তপোবলে চিত্তখানি হয় তুলসী।
হেথার ধূলিকণা চুমি'
ভরে মনের মরুভূমি,
হেথায় আছেন সুরধুনী, আছেন রামকৃষ্ণ-শশী॥

গাহো।

জীবন-সাধনা করো, এক মনে ডাক ভগবান্,
সংসার কর্ত্তব্য-ক্ষেত্র, নহে, নহে আরামের স্থান,
নাম-যজ্ঞ করো সদা, কলিযুগে সার নামগান,
ব্যাকুলিত কণ্ঠে গাহো "করো, করো রামকৃষ্ণ! ত্রাণ ॥"

কালীপূজা।

একি মূর্ত্তি ধরিলি মা? করাল ভয়াল বেশ,
দয়াময়ী আজ তুই হ'লি কি পাষাণ?
লক-লক ও রসনা দিগম্বরী শবাসনা
সোণার এ বঙ্গভূমি, করিলি শ্মশান?
দানব-নিধন-লাগি' চিরন্তর থাকি জাগি'
তেয়াগিয়া এলি কেন বল্ মা ত্রিদিব?
আজ কোন্ রঙ্গচ্ছলে নিজেরই পদতলে
দলিছ মঙ্গলময়ি! নিজেরই শিব?
মানবের নাটশালে দানবের অত্যাচার
পশিল কি কর্ণে তোর আর্ত্ত-কণ্ঠ-ধ্বনি?
তাই শান্ত শিবে টানি' কৈলাস হইতে নামি'
ধরিলি প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি? রণ-রণি
বাজিল দামামা শ্যামা! জাগিলি রুদ্রাণী তুই
রোমাঞ্চিয়া সেইরূপ দনুজ-মর্দ্দন?
বিষাক্ত নিশ্বাস ছাড়ি' হুহুঙ্কারে কড়মড়ি
পৈশাচ-উল্লাসে মাতা! নর্ত্তন-কুর্দ্দন?

মাতৃত্ব লাঞ্ছনা হেরি' জাগিলি কি মাতৃরূপা ?
জ্বলিয়া উঠিল তোর কালান্ত অনল ?
ছলিয়া দানব-দলে হে ছলনাময়ী শিবা !
বিদূরিয়া দিবি আজ সর্ব্ব অমঙ্গল ?

তবে তাই কর মাগো, ধর্ সে তাণ্ডব নৃত্য
ঘন ঘোর মূর্ত্তি ধরি' দে মা হুহুঙ্কার,
জাগুক্ নির্জ্জীব শিব মরুক্ অহিংস ক্লীব
চণ্ড-মুণ্ডদের আজ ভাঙ্ অহঙ্কার।

ডমড্ডমরু-ডিণ্ডিম ধ্বনিতে নাশুক্ হিম
শিরায় শিরায় আজ জাগুক্ উত্তাপ,
হিমানীতে, হিমানীতে মানুষের ধমনীতে
জমাট্ সমস্ত পাপ আজ গ'লে যাক্।

পড়্ গলে বিদ্যুদ্দাম, বজ্রটা ধরিয়া আন্,
নাড়া দে নাড়া দে মাতা নামুক্ ভৈরব,
আঘাতে আঘাতে মাতা ! এনে দে সে সার্থকতা,
জ্বলে যাক্, পুড়ে যাক্, ধরার রৌরব।

এ মহাশ্মশান-মাঝে খর্পর-ধারিণী শ্যামা,
আয় ধূমাবতী মাতা ভীমা ভয়ঙ্করী !
বরাভয়করা মাগো ! জাগো বঙ্গভূমে জাগো,
মাতঙ্গী কমলাত্মিকা চূর্ণ কর অরি।

শক্তি-পূজা-মত্ত দেশ, ধরুক্ কালান্ত বেশ,
বাজুক্ ডমরু-ধ্বনি, বহুক্ শোণিত,
মুখে ব্যোম, হর ! হর ! কৃপাণ-বিষাণ ধর
উলঙ্গিণী মূর্ত্তি তোর নাশুক্ অনৃত।

নৃ-মুণ্ড-মালিনী আয় বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা
নর-মালা-বিভূষণা প্রচণ্ডে মা কালী !
দ্বীপি-চর্ম্ম-পরীধানা করাল-বদনী শ্যামা,
কংস-বংশ-ধ্বংস-কারী নাদ দে মা ! খালি।

দুর্গতি-হারিণী নাম আজি মা ! সার্থক কর্
হয় নি দুর্গত হেন কভু বঙ্গদেশ,
বিবেকানন্দের দেশে নিষ্প্রতাপ বাক্যবীর
ফিরিতেছে ফেরুপাল, কোটি কোটি মেষ !

ভোলো অহিংসার ব্যাজ শক্তির সাধনা আজ
শক্তি-মূর্ত্তি কালীমূর্ত্তি ভোলো শঙ্কা, ভয়,
কালিকা-মাতার বরে আজ চাই ঘরে ঘরে
সিংহবাহু-সিংহ-শিশু দুর্দ্দান্ত বিজয়।

বাঘে মোষে জল খায়, প্রতাপ-কেদার রায়,
কোথা বীর সূর্য্যকান্ত ? সাহসী শঙ্কর ?
যাদের শাণিত-অসি— উল্লাসে উঠিবে ধ্বনি
কালী ! কালী ! ব্যোম ! ব্যোম ! হর ! হর হর !

যাহারা রহিবে জাগি' মাতা-ভগিনীর লাগি'
দে না মাগো ! আজ বঙ্গে তেমন সন্তান,
যাহারা নিয়ত খালি উচ্চারি' "জয় মা ! কালী"।
স্ফীত-বক্ষে হাসিমুখে দিয়ে যাবে প্রাণ।

শুধু "নোয়াখালি" নয়, গোটা হিন্দুস্থানময়
কত "নমিতা"র মাতা, কত "বীণাপাণি"
বর্ব্বর পশুর হস্তে লাঞ্ছিতা ধর্ষিতা হ'য়ে
রুদ্ধশ্বাসে সহিতেছে কত দুঃখ, গ্লানি।

সেই গ্লানি-দগ্ধ বক্ষে আত্মহত্যা-সমুদ্ভূতা
নিরুপায়া অবলার অন্তিমের শাপ,
শুধু বাঙালীরে নয়, সারা হিন্দুস্থানময়
যৌবন-শক্তিরে দেয় নিত্য অভিশাপ।

বৃথা সমারোহ-ঘটা, দীপালীর দীপচ্ছটা!
বৃথা নহে আমাদের এই কালীপূজা,
নাশিতে পাপের কালো, জ্বালিতে সত্যের আলো,
যুগে যুগে এসেছেন মাতা দশভুজা।

বিদূরিতে মিথ্যারাহু চাই বীর বদ্ধবাহু,
বিবেকানন্দের মত চাহি ঘনঘটা,
দাতবোঁখা বাধা নাশি' বিশ্বত্রাসী অট্টহাসি'
চণ্ডমুণ্ডা এলোকেশী খুলে দিক্ জটা।

আজিকে হউক্ স্তব্ধ আনন্দ-কাকলী গান,
আসিতেছে শবাসনা নেত্র আরক্তিম,
আলস্য-জড়িমা ভোল, তোল জাগাইয়া তোল,
মর্ম্মতলে আছে যেই শুভবুদ্ধি লীন।

ঐ বাজে রিণি রিণি আসে কুল-কুণ্ডলিনী
রুদ্ররূপা মা শিবানী,—ধুয়ে ফেল তম,
হও না কুলিশ-প্রাণ, বাজে শোন কী বিষাণ,
অশিব-নাশিনী-পদে দাও নমো নম।

১৯৪৬ খৃঃ
কালীপূজা।

কৃত্তিবাস ঃ

রচিয়া গিয়াছ তুমি রামায়ণ কোন্ শুভক্ষণে ?
নগরে, প্রাসাদে নিত্য পল্লীপথে, কুটীর-প্রাঙ্গণে
বঙ্গভাষা-সূত্রে গাঁথা অপূর্ব্ব তোমার রামায়ণ,
ভক্তি-ভরে পড়ি মোরা, পুলক-রোমাঞ্চে মাতে মন।
পুণ্য জন্মভূমি তব আর কবি ! সে "ফুলিয়া" নাই,
কিন্তু সে "ফুলিয়া" হ'তে বাজালে যে মোহন সানাই,
তাহার ঝঙ্কার আজো সারা দেশ করিছে উতলা,
অমর লেখনী তব যুগে যুগে হইল সফলা।
প্রেম ও ভক্তির অশ্রুভরা তব রচনার প্রাণ,
তোমার রচনা তাই লভিয়াছে চিরন্তন স্থান
তোমার এ জন্মভূমে। চিনে ছিলে বাঙালীর নাড়ী,
তাই ত তোমার কীর্ত্তি শতাব্দী-সাগরে দিয়া পাড়ি'
আজিও নিখিল বঙ্গে লভিতেছে নিত্য মহামান,
সীতারাম-পাদ-পদ্মে উৎসর্গিত ক'রেছিলে প্রাণ,
রামায়ণ-কথা-গানে নিজে মুগ্ধ হ'য়েছিলে তুমি,
সেই গান শুনাইয়া বাঙালীর মনোমরুভূমি
স্নিগ্ধ ও শ্যামল করি, হইয়াছ তুমি কালজয়ী !
তোমার অপূর্ব্বনিষ্ঠা, রসসৃষ্টি কী মহিমময়ী !
কী অদ্ভুত-শক্তি-বলে জিনিয়াছ বাঙালীর মন,
পাঁচশত বর্ষ ধরি' পড়ে সবে তব রামায়ণ।
পড়ে লক্ষপতি ধনী প্রাসাদের বসি' তপ্তুতলে,
কুটীরে পড়িছে দীন ভাসি' প্রেম-ভক্তি-অশ্রুজলে।
প্রাসাদে, কুটীরে তব রচনার সমান আদর,
রাম-সীতা-ব্যথা পড়ি' মুগ্ধা নারী কাঁদে দর' দর'।

কথক মাতালি' তোলে শুনাইয়া রামায়ণ তব,
কবিগানে, ঢপে শুনি ভক্তি-রস-প্রস্রবণ নব,
দিদিমা নাতিনী কোলে শোনে তব প্রাণময়ী কথা,
নববধূ পাকশালে পড়ে চিহ্ন দিয়া তেজপাতা।
সীতা ও রামের সাথে যেই রাতে হ'লো পরিণয়,
বাসর জাগিয়া সেথা কোন্ কোন্ পুরনারী রয় ?—
শ্রুতকীর্ত্তি-সাথে সেই অনুগত দেবর লক্ষ্মণ
কথা কি বলিলা কিছু ? কিংবা নত-চক্ষু সারাক্ষণ
ব্রহ্মচর্য্য-সাধনায় কাটাইলা বাসর-যামিনী
ইন্দ্রজিৎ-বধ লাগি ? উপেক্ষিতা রহিল কামিনী ?
দুরন্ত বালক পড়ে দর্পভঙ্গ পরশুরামের,
ব্যথিতা বিধবা পড়ে চিরদুঃখী সীতার প্রাণের
আজীবন মর্ম্মদাহী যত সব লাঞ্ছনার কথা,
রাজ-বধূ-দুঃখ দেখি' জুড়ায় কি তার বক্ষোব্যথা ?
উপেক্ষিত শান্তি পায় পড়ে যবে গুহক-মিলন,
শর্ব্বরীর মত কেহ করিতেছে কী অনুশীলন
দীর্ঘ রাত্রি ! দীর্ঘ দিন একমনে বৎসর, বৎসর !
সর্ব্বচিন্তা পরিহরি' অনাহারে হ'য়ে জর-জর !
শ্রীরাম-দর্শন মাগি' ? জানি নাক কে সে ভক্তিমান্ ?
আমাকে করিয়া কৃপা করিবে কি রামকৃষ্ণ-প্রাণ ?
রামকৃষ্ণ-সাধনায় মত্ত হবে মোর আত্মা, মন,
রামকৃষ্ণ-ধ্যান আর রামকৃষ্ণ হবেন জীবন,
তুমি যথা বিতরিয়া গেছ কবি ! রামায়ণ-মধু,
আমিও রচিতে চাহি রামকৃষ্ণায়ণ-কাব্য শুধু।

জীবন-স্বামী ।

অন্য বাসনা নাই এ হৃদয়ে অন্য বাসনা নাই,
আমি শুধু তব চরণের তলে চাহি এক কণা ঠাঁই ।
চাহি নাক তব ভালবাসা আর চাহি নাক তব আশী,
শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম-গানে মাতা প্রাণগুলি ভালবাসি ।
নাহিক সাহস পাবো ও-চরণ, চাহি শুধু তার ধূলি,
ভালবাসি শুধু জানিতে,—আমাকে যাও নাই তুমি ভুলি' ।
দিনে রাতে তুমি ব্যথা দিবে মোরে, ভালবাসি সেই ব্যথা,
যে-ব্যথার দাহে সারা অন্তরে জাগে শুধু তব কথা ।
তোমাকে চাহি না, তুমি শুধু মোরে দাও প্রভু ! সেই গান,
যে গানে মাতিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া স্নিগ্ধ হইবে প্রাণ ।
দিও না আমাকে কোন সিদ্ধাই, দাও সে-মন্ত্র-শ্লোক,
যে মন্ত্র পড়ি' তব রূপ হেরি' ঝলসিয়া যাবে চোখ্ ।
দিও না আমাকে কোন বৈভব, দিও নাক ধন-মান,
যাহা আছে মোর সব কাড়ি' নিয়া ভাঙ ভাঙ অভিমান ।
দিও নাক আর রূপ কি স্বাস্থ্য, দিও নাক আর মায়া,
কুৎসিত করো, কুৎসিত করো যত পার এই কায়া ।
খুলে দাও মোর সব বন্ধন, ভুলাও আমার "আমি" ।
তোমার চরণে বেঁধে ফেল মোরে হে মম জীবন-স্বামী !

নেতাজী।

জননী ও জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী,
আশৈশব ছিলে তুমি, এই বার্ত্তাবহ,
আগ্নেয় গিরির মত তোমার বুকেতে জ্বলে
স্বদেশ-প্রেমের বহ্নি, কী লাভাপ্রবাহ !
গৈরিক-নিঃস্রাব-সম ভীমকান্ত ! অনুপম
ভারত-মাতার তপ্ত প্রাণের নির্য্যাস !
তোমার বন্দনা করি, সে-ভাষা সম্পদ্ নাহি,
নমো নম নমো নম হে রত্ন ! সুভাষ !
কিশোর বয়স হ'তে নেপোলিয়নের মত,—
অসাধ্য সাধনে নিত্য দুর্জ্জয় সাহস,
সহস্র কণ্টক-মাঝে সহজাত নেতা তুমি
তাই বাল-বৃদ্ধ-নারী সবে তব বশ।
তোমার জনক ছিলা বিশ্বস্ত ইংরাজ-সেবী
অগ্রজ, অনুজ সব ইংরাজী-শিক্ষিত,
নিজে আই, সি, এস, হ'য়ে অর্জ্জিলে দুর্লভ মান,
কে তোমা' "স্বদেশ-মন্ত্রে" করিলা দীক্ষিত ?
জানি, জানি তাঁর নাম তিনি বীর মহাপ্রাণ,
স্বামী-জি বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ-দান !
শুনি' তাঁর অগ্নি-বাণী, অধীর হইলে তুমি,
মাতাল হইল তব কৈশোরের প্রাণ।
লক্ষ্মী ও ভারতী-কৃপা যুগপৎ সুদুর্লভ,
তুমি কিন্তু লভেছিলে দুইটি সমান,
ধূলি-সম দুই ঝাড়ি' অকূলে দিয়াছ পাড়ি,
আর্ত্ত জন্মভূমি-তরে কাঁদিল পরাণ।

দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত কীর্ত্তি, রাজেন্দ্র-দুর্লভ তনু
এত দান কে পেয়েছে তোমার মতন ?
সকল বন্ধন কাটি' কী অপূর্ব্ব পরিপাটী
কিরীট-কৌস্তুভ-সম সুভাষ-রতন !
অপূর্ব্ব তোমার ত্যাগ, আশ্চর্য্য চরিত্র-দীপ্তি !
অকথ্য পীড়ন তুমি সহি' হাসিমুখে,
কত দুঃখে দীর্ঘদিন রহিয়াছ অন্তরীণ,
মর্ম্মদাহী সেই দৃশ্য আজো জাগে বুকে ।
হিজলীর বন্দীশালে ইংরাজের বর্ব্বরতা
তোমাকে টানিয়াছিল ক্ষুদ্র "গৈলা" গ্রামে,
জন্মান্ত সুকৃতি-বলে তোমার পবিত্র সঙ্গ
লভেছিনু একরাত্রি, আজো জাগে প্রাণে,—
জনতা-সমুদ্র-মাঝে তুমি যে বক্তৃতা দিলে
"ভিসুবিয়াসের" মত জ্বালাময়ীভাষা,
শুনেছি অনন্য-মনা জীবনে তা ভুলিব না,
আজিও অন্তরলোকে জাগায় পিপাসা ।
ঔরংজেব-সাথে যথা ধূর্ত্ততায় প্রতিদ্বন্দ্বী,
অন্য কেহ ছিল নাক, একক শিবাজী,
ধূর্ত্ততম ইংরাজেরে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে
হিন্দুস্থানে একমাত্র তুমিই নেতাজী— !
এক যুগ হ'য়ে গেলো শুভ সেই বিজয়ার রাতে
কেটেছিল একরাত্রি মহামতি নেতাজীর সাথে,
মনে পড়ে, আজো মনে পড়ে সেই মহাপুণ্যদিন,
আত্মার মাঝারে মম নেতাজীর অনুস্যূত ঋণ,
কখনো ভুলিতে পারি ? হিজ্‌লীর বন্দীশালে গুলি,
বহাইল রক্তস্রোত, উড়াইল বাঙালীর খুলি,

নিশ্চিন্ত রাত্রির বুকে প্রতিহিংসা চরিতার্থতার
ছোট জালিয়ান্‌বাগ ! আজো শুনি আর্ত্ত হাহাকার,
"বিশ্বকবি" হৃদয়ের "প্রশ্ন" মাঝে শহীদ-তর্পণ,
বিশ্ব-নিয়ন্তার কাছে ছন্দোবদ্ধ কবির ক্রন্দন,
নিরুপায় বন্দীদের হত্যালোভে হইয়া উন্মাদ,
বর্ব্বর করিল গুলি, ইংরাজের এই অপরাধ—
মার্জ্জনা করো নি তুমি, ভোল নিক জীবনে "হিজলী",
দেখিয়াছি ঝলসিছে ভালে তব ক্রোধের বিজলী ;
"সন্তোষ ও তারকের" তাজা রক্তে যে অসহ্য জ্বালা,
খাণ্ডব-দাহনবৎ হিজলীর সেই বন্দীশালা,
উন্মাদ করিল তোমা, দেখি তোমা' ওগো মহাপ্রাণ !
সেই রাত্রে মনে মনে দিয়াছিনু প্রাণের প্রণাম।
সেই রাত্রে লভিলাম অগ্নিময় পরিচয় তব,
ঠাকুরের ভক্ত তুমি জানি' শ্রদ্ধা হ'ল অভিনব,
তারপরে দেখিলাম রাষ্ট্রপতি-পদে মনস্বিতা,
প্রতিকূল স্রোতো-মাঝে শান্ত সৌম্য তব সহিষ্ণুতা।
পুরুষ-কেশরী তুমি বিন্দুমাত্র করো নি ক্লীবতা,
পঙ্কমগ্ন দেশ আজ তাই বুকে বাজে বড় ব্যথা
নেতাজী সুভাষচন্দ্র ! কত বড় ছিল তব প্রাণ,
সমগ্র ভারতবর্ষে কী যে তুমি করি গেছো দান,
আজো বোঝে নাই দেশ। বুঝেছিলো চতুর ইংরাজ,
তোমাকে দেখিত তারা ভীত-চক্ষে বিনা মেঘে বাজ।
"আজাদ্‌ হিন্দ্‌ ফৌজ" কী বিচিত্র তব অবদান !
মরুরে সরস করি' গলাইয়া গিয়াছ পাষাণ।
বিংশ শতাব্দীর এই হিন্দুস্থানে নবীন শিবাজী !
স্বামী-জি-মানস-পুত্র বুক্‌ভরা ত্যাগ-রত্ন-রাজি,

ইংরাজের অহমিকা বিচূর্ণিলে নেতাজী সুভাষ !
গোয়েন্দা-সম্রাটগণে ফাঁকি দিয়া করিলে নিরাশ।
নব ইতিহাস রচি' চলিয়া গিয়াছ একরাতে,
রম্ভা দেখাইলে ধূর্ত্ত ইংরাজেরে তুমি হাতে হাতে।
ভারত মাতার রত্ন ! তোমার বন্দনা করিব কী ?
সহজাত প্রতিভার কীর্ত্তি তব রাখিয়াছো আঁকি'
ভারতের ঘরে ঘরে। আজ তব পুণ্য জন্মতিথি,
কোন্ লোকে আজ তুমি মহামান্য হ'য়েছ অতিথি,
আমরা তা জানি নাক। মোরা জানি তোমাকে নেতাজী,
মোদের ভারতবর্ষে বড় বেশী আবশ্যক আজি।
ভারতের স্বাধীনতা জীর্ণ-তরী বড় বেসামাল,
গর্জ্জে বিপদের সিন্ধু, শক্ত হাতে কে ধরিবে হাল ?
কোথা তুমি কর্ণধার ? পথ তব চেয়ে আছে জাতি,
কবে আবির্ভূত হবে ? প্রভাতিবে কবে দুঃখ-রাতি ?
ভারতের কোটি কোটি বক্ষে আজ একটি প্রার্থনা,
"জয়হিন্দ্" উচ্চারিয়া হবে কবে তব অভ্যর্থনা ?

কাঁদে ক্ষুদিরাম, কাঁদিছে চন্দ্রামণি :

শ্যামলা ধরণী শ্মশান হ'তেছে দেখ নাকি তুমি শ্যাম ?
বিষাদ-মগন মানুষের মন করিবে না তুমি ত্রাণ ?
আর কি আমরা করিতে পাব না তোমার প্রেমের গর্ব্ব ?
বৈকুণ্ঠের অবগুণ্ঠনে আঁকড়িয়া রবে স্বর্গ ?
দেবতার সাথে নরের মিতালী আর কি পাবে না প্রাণ ?
মর্ত্ত্যে কি আর নামিবে না তুমি, যত করি মোরা ধ্যান ?

ভুলে যাবে তুমি তোমার করুণা, করিবে না আর স্নেহ ?
কৃপা-সুধা-ধারা ধরণীতে ঢালি' ধরিবে না নর-দেহ ?
যশোদার ডাক্ শুনিবে না তুমি ? কাঁদিবে ধরার রাধা ?
বাড়িয়াই যাবে দিনে দিনে হেন দানবগণের বাধা ?
ব্যথায় ব্যথায় নীল হ'য়ে শুধু উঠিবে মোদের হিয়া,
বুক্ ফাটি' যাবে শচী-মাতাদের ? কাঁদিবে বিষ্ণুপ্রিয়া ?
তুমি না আসিলে ব্যথার সাগরে আছাড়িয়া মরে ঢেউ,
নবদ্বীপে ও দখিণেশ্বরে আর ত যাবে না কেউ।
শ্মশানে আসিয়া শ্মশানেশ্বর ! জ্বালাও তোমার আলো,
তুমি না আসিলে ব্যথার চিতায় সব হ'য়ে যাবে কালো।
তুমি না আসিলে অধীরা ধরণী মণি-হারা যেন ফণী,
ব্যাকুলিত প্রাণে কাঁদে ক্ষুদিরাম, কাঁদিছে চন্দ্রামণি।

সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ ।

তোমার বন্দনা করি, আন্তরিক জানাই প্রণাম,
ছাত্রজীবনের শত স্মৃতি-পূত তুমি পুণ্যস্থান
হে সাহিত্য-পরিষৎ ! দেবভাষা-বর্ণ-গন্ধময়,
দিয়াছ যে সুপ্রকাশ, সাফল্যের অরুণ-উদয়
তোমার চরণতলে। তাপসীর মত সত্যাসনা,
দেবতার ভাষা দিয়া মুখরিত ক'রেছ রসনা।
জননীর মত তুমি, বিনিদ্র-রজনী কত জাগি'
প্রাচীন ভারতবর্ষে করিয়াছ চিত্ত অনুরাগী।
অতি জীর্ণ তরী তুমি, শতচ্ছিদ্র ছিলো চারিধার,
"গীষ্পতি" ও "পশুপতি" অতি দক্ষ দুই কর্ণধার

চালালেন পটুহস্তে, কেহ যবে বান্ধব ছিল না,
কলিকাতা-সিন্ধু-মাঝে সাবধানে ডুবিতে দিল না।
মনে পড়ে সে দুর্দ্দিন ? ঘোর ঝঞ্ঝা ! প্রতিকূল বায়ু,
শুভানুধ্যায়ীরা ভাবে,—এই বুঝি শেষ হ'ল আয়ু।
তিমিরে আচ্ছন্ন পন্থা, চক্রান্তীরা আঁটিতেছে ছল,
সে মেঘ কাটিয়া গেছে, আজ নাই সে "মহামণ্ডল"।
আজ তুমি সুপ্রতিষ্ঠ, আজ কত রথী, মহারথী,
তোমাকে ঘিরিয়া আছে, তুমি যেন আজ বনস্পতি ;
স্পর্দ্ধিত মহিমা নিয়া নগরীর বুকে দাঁড়াইয়া
আছ ওগো পরিষৎ ! তাহারাই গেলো হারাইয়া,
অক্লান্ত সাধনা বলে ক'রেছিল যাহারা রোপণ,
তাহাদের কীর্ত্তি-কথা মোর মনে রয়েছে গোপন।
দ্বারিক শাস্ত্রীর ঘরে উপ্ত হ'লে তুমি যবে লতা,
কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ, ভুলি নাই সেদিনের কথা।
তাহারা মরিয়া গেছে, তুমি আছ দেবি ! মৃত্যুহীন,
সে দিনের কথা স্মরি' মনে পড়ে তাহাদের ঋণ ?
মনে পড়ে কত দুঃখে জ্বালি' নিয়া প্রাণের বর্ত্তিকা,
সঞ্জীবনী-সুধা-সম দেব-ভাষা-মাসিক-পত্রিকা
প্রকাশ-সঙ্কল্প হ'ল, পুরোভাগে দারিদ্র্য-অম্বুধি,
একমাত্র ধ্রুবতারা "কালীপদ তর্কাচার্য্য" সুধী—
সারাটি অন্তরে তাঁর সংস্কৃতের কৃশানু নিহিত,
বক্তা, কবি, সুলেখক ; তাঁহাকেই করি' পুরোহিত,
কল্পারম্ভ হ'ল তব, হ'ল তব শুভ অধিবাস,
সে দিন ছিল না কেহ, মনে পড়ে সেই ইতিহাস ?
মনে পড়ে সেই দিন আসেন নি কোন মহামনা,
তবুও বাঁচাতে তোমা' কী উৎসাহ, কত উদ্দীপনা !

"তর্কাচার্য্য" আনিলেন তাঁর গুরু-দত্ত আশীর্ব্বাদ,—
মাসিক-পত্রিকা-শীর্ষে আজো যাহা পূরাইছে সাধ,
সে দিন ছিল না অর্থ, ছিল নাক কোম্পানীর সুদ্,
সে দিন বাঁচাল তোমা' একমাত্র বিদুরের ক্ষুদ্
কঠোর দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট কয়জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত,
বুকের শোণিত ঢালি' আজিকার মহিমা-মণ্ডিত
করি' গেছে প্রাণপণে। মনে পড়ে সে শুভ সূচনা ?
মাসে মাসে সভা আর রসগর্ভ প্রবন্ধ-রচনা,
গৃহহারা নিরাশ্রয়, ধনীদের দ্বারে অনুগ্রহ
নিত্য যাচ্ঞা করা, আর কীট-দষ্ট পুস্তক সংগ্রহ,
সংস্কৃত-ভাষণে মাতি' মনে মনে কী অনুপ্রেরণা,
সহস্র দুঃখের মাঝে কত কাব্য-কবিতা-রচনা !
কত কৃচ্ছ্র্ সাধনায় অভিনীত হইত নাটক,
ক্ষীণপ্রাণা চতুষ্পাঠী, "তর্কাচার্য্য" একা অধ্যাপক,
আমরা কয়টি ছাত্র, অহোরাত্র শুধু শাস্ত্রকথা,
পক্ষ, সাধ্য, হেতু আর কী জটিল অবচ্ছেদকতা,
তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ আর সমবায়, সংযোগ, স্বরূপ,
কিছু কিছু বুঝিতাম, না বুঝিলে থাকিতাম চুপ্।
সেইদিনে পরিষৎ ! পুণ্যময় বক্ষে তব থাকি'
স্বামীজি অভেদানন্দে নেহারিয়া মুগ্ধ হ'ল আঁখি।
রামকৃষ্ণ-সাধনার সেই পাই প্রথম সন্ধান,
সেই হ'তে বহি বুকে রামকৃষ্ণ-স্বপ্ন-ভরা প্রাণ ;
তারপরে কোন্ এক পুণ্যক্ষণে হেরি' গৌরী' মা'কে,
প্রাণের গভীরে মম যে পিপাসা ঘুমাইয়া থাকে,
ইন্ধন লভিয়া তাহা, লভি' যোগ্য কাল, পাত্র, দেশ,
ছন্দের সুন্দর পথে নব নব লভিছে উন্মেষ।

তুমি আছ পরিষৎ সেদিনের সাক্ষী মোর শুধু,
ঠাকুরের লাগি' মোর বুক-ভরা ছিলো কত মধু।
সেই ক্ষুদ্র লতা তুমি হইয়াছ বিরাট, মহৎ,
প্রণতি জানাই পদে, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ!

শান্তি-সিন্ধু ঃ

শান্তি-সিন্ধু! বক্ষে তব অমৃত নিহিত,
মরণ-কাতরা ধরা চরণে বিধৃত।

জীবন-চিন্তা ঃ

মানুষের মনোমন্দিরে তুমি এত পূজা চাহ যদি,
প্রেম-তরঙ্গে উল্লসি' কেন তোল না এ মনোনদী?
কেন দুঃখের আঘাতে আঘাতে ঝরাও নয়ন-জল?
কেন স্বহস্তে কর না ধ্বংস নৃশংস রিপুদল?
কেন লীলাময়! হয় পরাজয়? কেন করি মোরা ভুল
মনের কাননে তোমার পূজার ফুটাও না কেন ফুল?
কেন মনে এত সংশয় দিলে? দেহে দিলে এত রোগ?
ত্যাগের পঞ্চবটীর তলায় ভুলাও না কেন ভোগ?
জীবন-যজ্ঞে হুতাশন জ্বালি' তোল, তোল ঋত্বিক্!
মৎসর হিয়া ফেল না পুড়িয়া মোহ যত জাগতিক,
এখনও কেন তুলে নাহি ধর যত আছে আবরণ,
শ্মশানের মন ক'রে কেন মন রাখো না চিরন্তন?
অশ্রু ঝরুক জননীর চোখে, কাঁদুক্ পিছনে জায়া,
আগুন লাগাও, আগুন লাগাও, পুড়ে যাক্ যত মায়া,

মায়া করিও না, করিয়া করুণা মোর পূজা যদি চাহ,
আমার বলিয়া কিছু রাখিও না, করো মোর গৃহদাহ
রসনায় শুধু "কথামৃত" আর বুক্‌ভরা রাখো গীতা,
জ্বালাও নিত্য শ্মশানেশ্বর ! আমার জীবন-চিতা ॥

ঋণ ঃ

দিনের পরে রাত্রি আসে
রাতের পরে দিন,
চক্রবৃদ্ধি-হারে শুধু
বেড়েই চলে ঋণ ।

ডাকাত-বাবা ঃ

তোমার মতন ডাকাত হইতে বড় সাধ জাগে মনে,
ডাকাতি করিয়া নিয়াছ হরিয়া তুমি ত পরমধনে ।
আজ মনে পড়ে কামারপুকুরে কেমন সে ছিল দিন,
যেইদিনে "শ্রীমা" করিয়া করুণা সারা জীবনের ঋণ,
শুধিলেন তব কাহিনী সে নব, ডাকাতির অপরাধ,
তেমন মহান্ ডাকাত হইতে জাগে বুকে বড় সাধ !
আজ শুধু স্মরি সারদেশ্বরী-মাতার যাত্রা-ছল,
আগুলিয়া তুমি ঘিরিয়া বনানী "বাধার বিন্ধ্যাচল",
দাঁড়াইয়া ছিলে ডাকাতি-অছিলে কেমন ছিল সে বন ?
তোমার জীবন করিল পাবন সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ ।
মুকতি-রসিকা অতি সাহসিকা জননী সারদামণি,
প্রেমের হীরক-মুকুতা কোথায় ? চিনিতেন সেই খনি ।

তাই ত তোমারে "বাবা" সম্বোধি' বচনের পরিপাটী
বিন্যাস করি' লুটিয়া নিলেন কৌশল-জাল আঁটি'।
দস্যু-দলের সর্দ্দার তুমি, কলির "রত্নাকর",
"বাবা" ডাক্ শুনি' জননীর মুখে প্রেমে হ'লে জর জর !
প্রেমের বারুদে লাগিল আগুন, আঁখি হ'ল ছল ছল !
পুণ্যের তাপে পাপের বরফ্ গলিয়া হইল জল।
বিস্ময়ে তুমি হতবাক্ হ'য়ে অপলক্ ছিলে চেয়ে,
কহিলেন শ্রীমা—"আমি বাবা ! তব পথহারা এক মেয়ে"।
বিশ্বমাতার কণ্ঠে শুনিয়া দিব্য সম্বোধন,
কেমন আবেগে উঠেছিল মেতে তোমার ডাকাত-মন ?
পথহারা সাজি' পথের মালিকা যখন দিলেন ডাক্,
ডাকাতিয়া মনে সেই শুভখণে বাজিল প্রেমের শাঁখ্ ;
পাঞ্চজন্য-নির্ঘোষ-সম সে শুভ শঙ্খ শুনি'
বহিল তোমার অশ্রু-জোয়ার ভকতির সুরধুনী ?
ঠাকুরের লীলা-সঙ্গিনী শ্রীমা পথ দেখালেন তোমা',
দস্যুতাময় তোমার হৃদয় পলেকে লভিল "ভূমা",
ডাকাত নহিক, তস্করো নহি, তবু রহিলাম হাবা,
ডাকাতি করিয়া সেরা ধন পেলে ধন্য ডাকাত বাবা !

কোটালিপাড়া

কোটালিপাড়ার স্মৃতি মর্ম্মে মর্ম্মে কেন আজ জাগে ?
স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি ভরা অনুরাগে।
আজিও তাহার স্মৃতি সারা প্রাণে দেয় মোর দোল,
স্মৃতি-চক্ষে দেখি যেন শৈশবের ঘরে ঘরে ঢোল।

শ্রদ্ধাবান্ পড়ুয়ারা পড়িতেছে হইয়া উন্মনা,
ঘাটে ঘাটে দেখি যেন লক্ষ লক্ষ শিবের অর্চ্চনা।
অধিকাংশ গুরুবংশ, শাস্ত্র-চর্চ্চা-মগ্ন পুরোহিত,
কোটালিপাড়ার কীর্ত্তি, ঘরে ঘরে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।
শুভ্র যজ্ঞ-উপবীত, রক্ত-জবা-পুষ্প-বদ্ধ শিখা,
যোগক্ষেম-উদাসীন, দারিদ্র্য ? সে কপালের লিখা !
স্মৃতি, নব্য ন্যায়-তর্ক দেখিতাম করে জনে জনে,
গ্রাস-আচ্ছাদন-চিন্তা কাহারও জাগিত না মনে।
শত গ্রন্থিযুক্ত বাসে বিপ্র করে লজ্জা-নিবারণ,
অভিযোগ-বিন্দু নাই, মুখে ধ্বনি শুধু "নারায়ণ !"
কোটালিপাড়ায় সেই কীর্ত্তি আজ করিল প্রস্থান,
পূর্ব্ববঙ্গে নবদ্বীপ, আজ হায় ! হ'ল পাকিস্থান ?
এই সে কোটালিপাড়া শত মধু-স্মৃতি-মধুরিমা,
মনে পড়ে শৈশবেই দেখাইল আনন্দ-পূর্ণিমা ;
নিতান্ত বালক আমি, মনে নাই সেটা কোন্ সন,
এক বাল্যবন্ধু-সাথে গিয়েছি রামকৃষ্ণ মিশন্।
মনে পড়ে সেইদিনে ছিল এক বিরাট উৎসব,
বিপুল জনতা-কণ্ঠে জয়-ধ্বনি-ময় কলরব,
সমাধিস্থ ঠাকুরের ছবি এক র'য়েছে টাঙানো,
সমবেত ভক্তবৃন্দ সবাকারি বয়ান-কাঁদানো,
কিসের বেদনে তাহা বুঝি নাই সে শৈশব-কালে,
এতগুলি মানুষেরে আকর্ষিল কে রে মায়া-জালে ?
তখন বুঝিনি কিছু, দেখিয়াছি জনতার ভিড়,
দেখেছি বহুর চোখে ঝরিতেছে কেন যেন নীর,
কিসের অভাবে কাঁদে এতগুলি বুড়া বুড়া লোক ?
কী এমন দুঃখ পেলো ? কী এমন মর্ম্মান্তিক শোক ?

ঠ্যাঙানী খাইলে শুধু জানিতাম কান্না আসে চোখে,
ঠ্যাঙায় ত বুড়োরাই, বুড়োদের ঠ্যাঙাইবে লোকে ?
কী জানি ? হ'তেও পারে, ঘুরে ঘুরে দেখিতেছি সব,
রামকৃষ্ণ-মিশনের কান্নাকাটি,—নূতন উৎসব !
একখানা ছবি দেখি' হইলাম কী যে থত-মত !
কী প্রদীপ্ত চক্ষু তাঁর, বদ্ধবাহু গাণ্ডীবীর মত,
আকর্ণ-বিশাল নেত্র ! কী অদ্‌ভুত তাঁহার তাকানো,
অন্যায় ও অসংযম, নাস্তিকতা, অসত্য-শাসানো
অলৌকিক-কান্তি-দীপ্ত দ্যুতি শতসূর্য্য-সম-প্রভ,
তাঁ'র দিকে তাকাইলে দৃষ্টি হয় তখনি নিষ্প্রভ !
মাথা নত হ'য়ে আসে, ভেঙে যায় সব অভিমান,
দেখি নি এমন লোক, যে তাঁহারে দিল না প্রণাম।
নাম জিজ্ঞাসিলে সবে ব'লেছিল "স্বামীজি, স্বামীজি"—
কে তুমি ? কাদের ছেলে ? এঁর নাম জিজ্ঞাসিছ আজি ?"
সূর্য্য-পাশে তাকাইয়া কেহ কি জিজ্ঞাসে কোন লোকে ?
কে উনি ? কী পরিচয় ? কে না চেনে বল দিবালোকে ?"
তারপরে শুনিলাম, রামকৃষ্ণ-মহিমা-কীর্ত্তন,
মৃদঙ্গ-ধ্বনির সাথে নাচিল আমারো শিশু-মন,
কী কারণে নেচেছিল বুঝি নি সে কীর্ত্তনের ভাব,
থেমে গিয়েছিল কিন্তু জন্ম-গত চঞ্চল স্বভাব।
দেখিলাম সবাকার হ'য়েছিল চক্ষু ছল ছল !
তাই কি হইয়াছিল নেত্রপ্রান্ত আমারো পিছল ?
কী যে আকর্ষণ তার হ'য়েছিল মন উরু উরু !
রামকৃষ্ণ-নাম নিতে সেই হ'তে কী বেদনা সুরু
হ'ল এ জীবনে মম, যার ফলে আজ এত সাড়া
জাগিয়াছে ছন্দোময়, উৎস তার সে কোটালিপাড়া।

বেশ জানি

মোদের বন্ধ হৃদয়ের দ্বারে গোপনে আঘাত হানি'
চ'লে যান নিতি মোদের ঠাকুর, জানি, তাহা বেশ জানি!
জানি, মোরা তাঁরে করি' অবহেলা,
পূজি নাই শুভ লগনের বেলা,
আজিকে যখন হইল অবেলা, করি বৃথা হাহাকার!
অসময়ে আজ কেমন করিয়া লভিব করুণা তাঁর?
জানি করিয়াছি বহু অপরাধ,
জানি, পদে তাঁর হ'য়েছে প্রমাদ,
তবু তাঁর কৃপা পাইবার সাধ আছে অন্তর-জোড়া,
তিনি কি মোদের ভুলিতে পারেন? ভুলেও থাকিলে মোরা?
যতই আমরা ক'রে যাব ভুল,
ততই ত তিনি হবেন ব্যাকুল
নাহি পূজি যদি, নাহি দেই ফুল, তবু ত আসিতে হবে,
মায়েয় মতন হৃদয় যে তাঁর, ভুলে কি মোদের রবে?
যুগে যুগে থাকি আমরাই ভুলে,
এ ভব-সাগরে পড়িলে অকূলে,
তিনিই ত আসি' নেন বুকে তুলে শুনায়ে "মাভৈ" বাণী,
সময় হ'লেই আসিবেন তিনি, জানি তাহা বেশ জানি॥

দেবতার ঠাকুরালী

[সত্য ঘটনা]

কাশগঞ্জ হ'তে নিত্য একখানি ট্রেণ আসে ছুটে,
প্রত্যহ বৈকাল-বেলা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলা-পীঠে
শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামে। আধঘণ্টা মাত্র সেথা থামে,
ট্রেণের গার্ডের চক্ষে সেইক্ষণে অশ্রুধারা নামে
প্রাণের দেবতা তার "বিহারী-জি"-চরণ স্মরিয়া,
আধটি ঘণ্টার মাঝে ছুটে যায় মরিয়া হইয়া,
উতলা হৃদয় নিয়া বিহারী-জি ঝাঁকি দেখিবারে
প্রত্যহ বৈকালবেলা, ভুল হয় নাক কোনবারে।
ভক্তি-গদ-গদ কণ্ঠ, কৃষ্ণ-প্রীতি-ভরা তার মন,
শয়নে স্বপনে তার বক্ষোজোড়া ভক্তি-বৃন্দাবন।
বৃন্দাবন-ধামে আসি' হয় যেই ট্রেণের বিরাম,
অমনি গার্ডের বক্ষে জেগে ওঠে আকাঙ্ক্ষা উদ্দাম,
অভীষ্ট দেবতা-পদে সমর্পিতে প্রেম-ভক্তি-ফুল,
ভক্তিমান্ বক্ষখানি হয় তার একান্ত ব্যাকুল।
তীরের মতন ছুটি' যায় গার্ড্ আকুলি-বিকুলি,
গুরু দায়িত্বের কথা কভু কিন্তু যাইত না ভুলি,
তাই মিটিত না ক্ষুধা, বাড়িয়া যাইত হাহাকার,
প্রত্যহ পড়িত মনে,—আধঘণ্টা সময় তাহার,—
তারি মাঝে যাতায়াত, তারি মাঝে বিহারী-দর্শন,
পূজা-দানোৎসুক-ভক্ত-প্রাণখানি করিত ক্রন্দন
অনুতাপে অশ্রুপাতে বিহারী-জি-পাদপদ্ম স্মরি'
ভক্তের মর্ম্মের কথা অন্তর্য্যামী ঠাকুর বিহারী

বুঝিলেন মনে মনে, চক্ষু তাঁর উঠে ছল-ছলি'
এদিকে ট্রেণের গার্ড্ মনপ্রাণ করিয়া অঞ্জলি
অর্পিছে তাঁহারি পদে, ভুলে গেছে চাকুরীর ক্লেশ,
বিহারী-কৃপায় তার প্রাণে এলো অদ্‌ভুত আবেশ।
ভুলে গেলো স্থান, কাল, ভুলে গেলো কঠোর চাকুরী,
চিরন্তন ভৃত্য করি' নিয়ে নিলা কেমনে বিহারী,
আশ্চর্য্য কাহিনী শুনি' তনু-মন রোমাঞ্চিত হয়,
কেমন করিয়া তিনি যুগে যুগে ভকতির জয়
প্রমাণ করিয়া দেন, লীলাময় তিনি ভগবান্,
কত ক্লেশ সহি' নিজে রাখিছেন ভক্তের সম্মান।
গার্ডের নির্দ্দিষ্ট কাল আধঘণ্টা হ'ল অতিক্রম,
সর্ব্বনাশা-বিহারী-জি-পাদপদ্মে সমর্পিয়া মন,
সকল ভুলিয়া গেছে, কোথা ট্রেণ? কা'র হবে লেট্?
প্রিয়তম-পাদপদ্মে অর্পে যেবা জীবনের ভেট
থাকে কিছু মনে তার? আত্মহারা হ'য়ে যায় সে যে,
বহেন তাহার ভার সব-ভুলানিয়া তিনি নিজে।
কতরূপে খেলিছেন ভকতের সাথে বর্ণচোরা,
কেমনে চিনিব হায়! পাটোয়ারী বুদ্ধি নিয়া মোরা?

* * *

সেদিন কী শুভ মুহূর্ত্ত এলো, এলো মাহেন্দ্রখণ,
নতুন খেলায় মাতালেন প্রভু প্রেমের বৃন্দাবন।
গার্ডের হেন ভক্তি হেরিয়া ঘুচাইতে তার ক্লেশ,
গোলোক-বিহারী নিজেই আসিয়া ধরি' গার্ডের বেশ,
ষ্টেশনে আসিয়া চালায়ে দিলেন গাড়ী নিজেরই হাতে,
হেথা মন্দিরে গার্ডের প্রাণ ভকতির স্রোতে মাতে।

জ্ঞান ফিরে এসে গার্ডের যেই হুঁস্ হ'ল, তাড়াতাড়ি
ষ্টেশনে ছুটিল কিন্তু আসিয়া দেখিল না তার গাড়ী।
চমকি' ভক্ত জিজ্ঞাসা করে সেখানে সবার কাছে,
সমস্বরেই উত্তরে সবে—"গাড়ী ত চলিয়া গেছে"।
পরিচিত যারা, বলিল তাহারা—"গাড়ী ত চালালে তুমি!"
ভূমে লুটাইয়া পড়িল ভক্ত, বুক হ'ল মরুভূমি।
গণ্ড বাহিয়া ঝরিল অশ্রু, আঁখি ছুটি হ'ল ম্লান,
"আমারি জন্য আমার ঠাকুর চাকুরী করিতে যান?"
পাগলের মত ছুটি' মন্দিরে ভূমিতে লুটায়ে বলে,
"একি করিয়াছ প্রাণের দেবতা? চাকুরী করিতে গেলে
আমারি জন্য? আচ্ছা, আমারো শেষ হয়ে গেলো আজ,
তোমারি চরণে থাকিব পড়িয়া আর করিব না কাজ"।
বিহারী-জি-পদে ফুলের মতন রহিল সে চির ফুটি',
এমনি করিয়া ভক্তকে তাঁর ঠাকুর দিলেন ছুটী।

* * *

ভক্তের রাখিতে মান মরিছেন নিজে ভুগে ভুগে,
দেবতার ঠাকুরালী এমনি ত হয় যুগে যুগে।

দাও দাও এই আশী:

তোমার ঐ রাঙা চরণের তলে এই মম নিবেদন,
তোমার লাগিয়া আকুল করিয়া কাঁদাও আমার মন।
প্রাঞ্জলি হ'য়ে পদতলে তব করি এ যাচ্ঞা প্রভু,
সকল কাজের মধ্যে যেন গো তোমাকে না ভুলি কভু।
প্রার্থনা মম সার্থক করো, আমার জীবনময়,
তোমার কথাই রসনায় মম হয় যেন মধুময়।

আমার মনের মাধবী-কুঞ্জে জ্বালাও তোমার আলো,
কিছু নাহি চাই, যেখানেই যাই, তোমাকেই বাসি ভালো।
অন্তর হ'তে দাও গো মুছিয়া যত জাগতিক ক্ষোভ,
কৃপা করি' তুমি তোমার চরণে বাড়াইয়া তোল লোভ।
পঙ্কিল যত কথায় আমার রসনাটি রাখো চুপ,
জ্বালাও মানসে তোমার পূজার গন্ধ-পুষ্প-ধূপ।
উঠিতে বসিতে কহি যেন শুধু তব "কথামৃত"-বাণী,
নিশীথ-শয়নে দেখায়ো স্বপনে রাঙা শ্রীচরণখানি।
যেখানে যাইব পশে যেন কানে তোমারি কথার সুধা,
পাগল করিয়া তুলুক আমারে তব দর্শন-ক্ষুধা।
সুখে ও দুঃখে সর্ব্বদা যেন তোমাকেই ভালবাসি,
সার্থক করো মোর নিবেদন, দাও দাও এই আশী।

নিঠুর ব্যথাময় ।

আর যে ব্যথা সইতে নারি, সইতে নারি দুখ্,
ব্যথাহারী ব্যথা দিয়েই হয় কি তোমার সুখ?
ব্যথার মাঝে তুমি কি গো পরশ দিয়ে যাও?
ব্যথা যেমন তোমারি দান, দান ত সান্ত্বনাও!
ব্যথায় রাঙা নয়ন হ'তে যখন ঝরে জল,
সেই জল কি পরশ মাগে তোমার চরণ-তল?
ব্যথার রাতে তুমি কি গো মোদের পাশে আস?
তাই কি এত ব্যথা দিতে ঠাকুর! ভালবাস?
ব্যথা দিলেই তোমার তরে মোদের হৃদয় মাতে,
ব্যথায় ব্যথায় জর্জ্জর তাই ক'চ্ছ দিনে রাতে?

তোমায় যারা ডাকে তারা ব্যথাই শুধু পায়,
ব্যথার কথাই লিখা কিগো তোমার ও খাতায় ?
সুভদ্রা ও দ্রৌপদী আর দময়ন্তী, সীতা,
তাঁদের সারা জীবন-ভরা শুধুই ব্যথার গীতা।
দুখের চিতা পুড়িয়ে দেবে মোদের তনু-লতা,
তোমার পথে চল্‌তে গেলে পেতেই হবে ব্যথা ?
বহাও তবে ব্যথার শ্রাবণ তাহাই যদি হয়,
আজ্‌কে থেকে ডাক্‌বো তোমায় "নিঠুর ব্যথাময়"।

আর কিছু নাহি চাই।

তোমাকে আমার মনের দুঃখ কেমনে জানাব আর ?
তুমি না আসিলে দশ দিক্ আমি হেরি যে অন্ধকার।
তুমি না আসায় আমার হিয়ায় ফোটে নাক কোন ফুল,
বেদনা-সিন্ধু উচ্ছ্বসি' ওঠে অকূলে পাই না কূল।
তুমি না আসিলে সেই দিন মোর বৃথা সখা ! চলি' যায়,
তুমি না আসিলে শ্রবণে আমার পশে শুধু "হায় ! হায় !"
তুমি না আসিলে চাঁদের জোছনা দেয় মোরে উত্তাপ,
তোমার কণ্ঠ না শুনিলে ভাবি কত করিয়াছি পাপ।

*   *   *

তুমি আসিয়াছ শুনিবামাত্র উল্লসি' উঠে বুক,
তুমি আসিতেছ শুনিলেও যেন ফেটে পড়ে মোর সুখ।
তোমার কথায় আত্মায় মোর কত যে পুলক পাই,
নেচে উঠি আমি যখনই শুনি তুমি মোরে ভোল নাই।
যখনই শুনি, আমার বিষয় করো তুমি আলোচনা,
তোমার প্রেমের ধেয়ানে মগন হ'য়ে যাই আন্‌মনা।

কৃপা করি' তুমি তোমার কণ্ঠে নাও যবে মোর নাম,
আত্মহারা যে হই আনন্দে, ধন্য হয় এ প্রাণ।
তুমি আসিলেই হাতে হাতে আমি স্বর্গ-সুখ যে পাই,
তুমি থেকো মোর সারা বুক্ জুড়ি' আর কিছু নাহি চাই।

জীবন-মরণ দু'য়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছ তুমি।

কেমন মনোমোহন ক'রে গড়িয়া দিলে ধরা,
মুগ্ধ হ'য়ে ভুলে আছি, যায় না তোমায় ধরা।
জীয়ন-কাঠি, মরণ কাঠি তুমিই ধরো তুলে,
তোমার পূজা কত্তে এসে তোমায় গেছি ভুলে।
কত খেলা খেলাও তুমি, কতই জান ভাণ,
কেমন ক'রে ডাক্‌বো তোমায়, জানি না সেই নাম।
কত রূপেই ছড়িয়ে আছ তুমি অপরূপ,
পূজা-মন্ত্র উচ্চারিতে রসনা হয় চুপ।
বিশ্ব জোড়া ছড়িয়ে আছে তোমার কৃপার দান,
"আমার, আমার" ব'লে মোদের বৃথাই অভিমান।
এই যে ধরা মাতাল-করা, এই যে বিশাল সিন্ধু,
বহ্নি-পিণ্ড এই যে সূর্য্য, এই যে স্নিগ্ধ ইন্দু,
ভয় যে মানি অরণ্যানী, গগন-ছোঁয়া পাহাড়,
তুমি ভিন্ন বলো হে নাথ! এ সমস্ত কাহার?
বুকে বুকে এত আশা, এত যে প্রেম, যত্ন,
কে দিয়াছে তুমি ভিন্ন এত গোপন রত্ন?
তুমিই করো শস্য-শ্যামল, তুমিই মরুভূমি,
জীবন-মরণ দু'য়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছ তুমি।

আনন্দ-মধু ।

সুন্দর এই ধরামন্দিরে সুন্দরে সবে চায়,
অসুন্দরের সঙ্গ লভিয়া করে সবে হায়, হায় !
আনন্দময় হইতে কাহার নাহি জাগে বুকে সাধ ?
কোথা আনন্দ ? কোথা আনন্দ ? খুঁজি' করে অপরাধ।
কেহ আনন্দ লভিবার তরে মদ্য করিছে পান,
কেহ বা জুয়ায় মাতি' আনন্দে সব করি' ফেলে দান।
কুৎসিত শত পথে ছুটি' ছুটি' আনন্দ খোঁজে কেহ,
পতি-গত-প্রাণা পত্নী ভুলিয়া খোঁজে পেত্নীর দেহ।
ডিগ্রী লভিয়া গর্ব্বে মাতিয়া পোষে কেহ অভিমান,
সভার মাঝারে হাততালি পেতে কেহ বা করিছে দান।
মেয়েরাও হেরি' আনন্দ তরে পাতিব্রত্য ছাড়ি'
প্রগতি-পন্থী হইয়া মাগিছে "শাড়ী, গাড়ী, আর বাড়ী।"
ছাত্র-ছাত্রী আনন্দ-তরে ছাড়ি' সাধনার নীড়,
ব্রহ্মচর্য্য, গুরুসেবা ভুলি' সিনেমায় করে ভিড়।
কোথা আনন্দ ? আনন্দ নাই, বিষণ্ণ দেখি সবে,
আনন্দহীন নিখিল দুনিয়া ভরা বৃথা কলরবে।
মরুভূমে মোরা মরীচিকা-পানে ছুটিয়া চ'লেছি শুধু,
ত্যাগ-পথে আর সেবাধর্ম্মেই আছে আনন্দ-মধু।

ওরে ও পঞ্চবটীর তল।

ওরে ও পঞ্চবটীর তল !
আর কতকাল আমার সাথে ক'র্ব্বে তুমি ছল ?
আর কতকাল আমায় তুমি রাখবে দূরে দূরে ?
ভবের হাটে আর কতকাল মর্ব্বো ঘুরে ঘুরে ?
তোমার কৃপা-আশীস্ পেলে,
ধন্য হবো অবহেলে,
তোমার কৃপা পাবো আমার কী আছে সম্বল ?
অলখ্ পুরীর অরূপ-রতন মিল্‌লো তোমার তলে,
বিশ্বমাতা দিলেন দেখা হেথায় নয়ন-জলে,
গন্ধ, পুষ্প কী উপচার,
পূজায় দিতে পারি তোমার ?
গঙ্গাপূজা কত্তে শুধুই লাগে গঙ্গাজল।
ঠাকুর পরমহংস দেবের পুণ্য পদধূলি,
তোমার তলায় ছড়িয়ে আছে তাই ত শিরে তুলি।
ঠাকুরের সেই মাতৃ-নামে,
চক্ষে আমার বাদল নামে,
ঢেলে দিলাম তোমার তলায় সেই বাদলের জল।

ডাকার মতন ডাক্।

পাই না, পাই না ব'লে করিতেছি আঁক-পাঁক্,
ডাকিতে কি পারি মোরা ডাকার মতন ডাক্ ?
যেমন ডাকিয়াছিল ধ্রুব তথা প্রহ্লাদ,
তেমন ডাকিলে কভু হয় কিরে বৃথা সাধ ?

নারদ যেমন করি' ডাকিলেন প্রাণপণে,
তেমন কি ডাকি মোরা ভকতি-আকুল মনে ?
আরামে, সুখের দিনে বেশ চুপ্‌চাপ থাকি,
যখনি বিপাকে পড়ি, তখনি তাঁহাকে ডাকি।
বিপদ্ কাটিয়া গেলে পুন করি অপরাধ,
কত ক্ষমা করিবেন মোদের সুযোগ-বাদ ?
কঠোর কিছুই নাই সত্যযুগের মত,
দ্বাদশটি দণ্ড মাত্র একমনে হ'য়ে রত,
বলি যদি "হে ঠাকুর ! জয় তব গাহি জয়,
ক'রেছি অনেক পাপ ক্ষমা কর ক্ষমাময় !
যত দোষ ক'রে থাকি আমি ত সন্তান তব,
নাহি যদি কর ক্ষমা পায়ে তব প'ড়ে রব",
এমন করিয়া যদি ডাকি সাদা-সিদা প্রাণে,
ক্ষমতা নাহিক তাঁর আমাদের দণ্ডদানে।
অন্তর আলোড়ি' যদি জাগি' উঠে ব্যাকুলতা,
টলিতে হইবে তাঁকে তিনি স্নেহশীল পিতা।
ক্ষমাপ্রার্থী হই যদি, ক্ষমা ত প্রকৃতি তাঁর,
ক্ষমিষ্ণু পিতার বুকে আঘাতিয়া বারবার,
অনুতপ্ত অশ্রুপাতে চাহিয়া দেখেছ ক্ষমা ?
মুহূর্ত্তে কেমন গলে কৃপা তাঁর নিরুপমা ?
বাহিরে পাষাণ তিনি ঠিক তুষারের মত,
ঈষদুষ্ণ অশ্রুপাতে গলিয়া জলের মত,
বুকেতে টানিয়া নিয়া এমন দিবেন স্নেহ,
পলেকে সান্ত্বনা পাবে শ্রান্ত ক্লান্ত মন, দেহ।
আপাত-দুর্লভ বড় মনে হয় তাঁর কৃপা,
সত্য সত্য প্রথমতঃ গতি তাঁর সরীসৃপা।

এত চতুরতা তাঁর প্রথম খেলিয়ে নেয়া,
সম্বন্ধের আগে যথা ক'নে পক্ষে ধোঁকা দেয়া।
তার পরে হ'ল যেই পীরিতির পরিণয়,
তখন যে কী সোহাগ, কী পুলক মনে হয়,
তাহা বুঝিবার শুধু প্রকাশের নাহি ভাষা,
দেখাতে কি পারে কেহ বুক্ চিরে ভালবাসা ?
বাহির কঠিন তাঁর নারিকেল-ফল-সম,
অন্তর সরস বড় মধুময় নিরুপম,
দয়ালু তাঁহার মত ত্রিভুবনে কেহ নাই,
তাঁহার দয়ার কণা পিতা, মাতা, দাদা, ভাই।
প্রেমের সাগর তিনি প্রেম তাঁর বড় মিঠে,
আমাদের প্রিয়তমা সে প্রেমের একছিটে।
তাঁহার ক্রোধেতে পু'ড়ে যায় এ ধরণী গোটা,
ভূমিকম্প, উল্কাপাত, এ ক্রোধ ত ফোঁটা, ফোঁটা !
বিরাট্ তাঁহার স্নেহ সাগরে যেমন বান,
সন্তানে আমরা পাই কণা কণা, খান্ খান্।
রবি, শশী আঁখি তার বিদ্যুতে মারেন উঁকি,
বায়ু তাঁর আজ্ঞা আনে মোরা যার গন্ধ শুখি।
সত্যের মাঝারে তাঁর প্রকাশ প্রেমের আলো,
সত্যের আনন্দে মাতা বাসেন হৃদয় ভালো।
তাঁর কৃপা পেতে হ'লে অভিমান ভাঙো, ভাঙো,
ঐকান্তিক ব্যাকুলতা এখনি হৃদয়ে আনো।
নির্জ্জনে চলিয়া যাও, যাও লোকালয় ছেড়ে,
নিস্তব্ধ প্রকৃতি যেথা শুধু শিবাদল ফেরে।
সেখানেতে এক মনে ভ্রূ-মধ্যে রাখিয়া প্রাণ,
প্রাণপণে ডাক দেখি, "দেখা দাও ভগবান !

দেখা দাও বিশ্বনাথ !
রাধার মতন তব
ডাক আর ধুয়ে ফেল
শুনিতেই হবে তাঁকে

ওগো রামকৃষ্ণ হরি !
চরণ শরণ করি ।”
প্রাণপণে প্রাণ-পাঁক্
ডাকার মতন ডাক্ ।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ঃ

তুমি ছিলে নাকি শ্রেষ্ঠ জাপক, চাটুজ্যে-কুল-রত্ন !
ঐহিক অভিবৃদ্ধি লাগিয়া কর নিক কোন যত্ন ?
সত্যের লাগি' ধর্ম্মের লাগি' লাঞ্ছনা সহি' শত,
নিবেদন করি' দিয়েছো নিজেকে ঠিক্ তুলসীর মত ।
দিন-রাত শুধু ইষ্টদেবতা-নাম করিয়াছ ধীর,
তোমার কুলের দেবতা ছিলেন জাগ্রত মহাবীর ।
মহাবীর যথা শ্রীরামচন্দ্র-চরণে ছিলেন ভক্ত,
তুমিও তোমার প্রভু-পাদ-মূলে ছিলে তথা অনুরক্ত ।
তুমি নাকি ছিলে এমন কঠোর, এমনি পুণ্যশ্লোক,
কামারপুকুরে তোমার পুকুরে ভয়ে যেত নাকি লোক ।
তুমি শুনি নাকি সমান দেখিতে চন্দন এবং বিষ্ঠা,
তুমি ও তোমার পত্নীর ছিল, অপূর্ব্ব নাকি নিষ্ঠা !
প্রভু মহাবীরে রোজ ধীরে ধীরে করাইতে নাকি স্নান,
আহার করাতে, বিহার করাতে, করাইতে তাঁরে পান ।
ভৃত্য যেমন প্রভুকে নিত্য প্রাণপণে সেবা করে,
তুমিও তেমনি তোমার প্রভুর তুষ্টি-বিধান তরে,
আত্ম-সত্তা ভুলিয়া গিয়াছ, ঢালিয়াছ আঁখি নীর,
বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ডেকেছ—“মহাবীর ! মহাবীর !

তোমাকে সেবিব এমন আমার নাহিক বিন্দু শক্তি,
শুধু পদে তব থাকে যেন মম অবিচল সেই ভক্তি,
যে ভক্তি তুমি সীতারাম-পদে দেখায়েছ প্রভু নিত্য,
তেমন আত্ম-সত্তা ভুলায়ে কর কর মোরে ভৃত্য,
তোমার ভকতি লক্ষ ভাগের দাও মোরে এক কণা,
তোমার কৃপাতে তোমার সেবাতে হ'য়ে অকৃপণ-মনা,
আর্ত্ত ধরার তাপিত মানবে যেন সদা ভালবাসি,
মুক্তি চাহি না ওগো মহাবীর ! দাও শুধু এই আশী" ।
শুনি' অভিনব প্রার্থনা তব মুগ্ধ কি মহাবীর,
পূর্ণ ব্রহ্মে সন্তান করি' পাঠালেন তব স্ত্রীর
পুণ্যগর্ভে ? পুলক-গর্ব্বে বিশ্ব উঠিল মাতি'
ধন্য হইল এ ধরণীতল, ধন্য মানব-জাতি !
ধন্য ধন্য জাপক বিপ্র ! ধন্য তোমার দান,
তোমার পুত্র হইয়া এলেন স্বয়ং শ্রীভগবান্,
তোমার স্বরূপ-বর্ণন-ত্রুটি নিজগুণে নিও ক্ষমি'
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-জনক তোমাকে নমি' ।

চন্দ্রামণি দেবী

তোমার 'চরণ বন্দি' দেবকী মা দেবী চন্দ্রামণি,
সত্যযুগে তুমিই ত রামচন্দ্র-লক্ষ্মণ-জননী ।
যুগে যুগে অবতার পুত্র তুমি ক'রেছ প্রসব,
তোমার করুণাবলে অসম্ভবো হ'য়েছে সম্ভব ।
যুগে যুগে আবির্ভিয়া নাশিয়াছ দানবোত্থা বাধা,
আবার খেয়ালে হও বৃন্দাবনে হলাদিনী মা রাধা ।

দানবের অত্যাচারে জর্জ্জরিত যখনি বসুধা
ঐশী শকতিরে তুমি তখনই দিয়ে স্তন্য-সুধা
ধরায় ধরিয়া আনো। বিশ্ববাসী পায় পরিত্রাণ,
জীব জগতের বন্ধু কে আছে মা! তোমার সমান?
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, দিকে দিকে ধূমকেতু-ছায়া,
কপিলাবস্তুতে তুমি আবির্ভিলে বুদ্ধ-মাতা "মায়া",
পাশ্চাত্য জগতে যবে বাজিল হিংসার রণভেরী,
অহিংসার প্রতিমূর্ত্তি প্রসবিলে "যীশু" তুমি—"মেরী",
"ত্রাহি, ত্রাহি" রবে যবে ধরাবক্ষে উঠেছে ক্রন্দন,
নারকীয় দম্ভ নাশি' নিজহস্তে সৃজেছো নন্দন,
কতবার মর্ত্ত্যভূমে। কতবার তেয়াগি' ত্রিদিব,
অশুভ প্রচেষ্টা নাশি' প্রতিষ্ঠিয়া গিয়াছ মা! শিব।
কত কংস, রাবণেরে নাশিয়াছ, কত শিশুপাল,
চণ্ডীমূর্ত্তি হেরি' তব পলাইল যেন ফেরুপাল,
যুগে যুগে অসুরেরা হেরি' মূর্ত্তি কী রোমহর্ষণ,
লালসা-উন্মাদ হ'ল করিবারে নারীত্ব-ধর্ষণ,
রূপ-বহ্নি নিরখিয়া পতঙ্গের মত হয় সাধ,
অসুর-নাশিনী নিজ-হস্তে নাশো সেই অপরাধ।
নারীত্বে, মাতৃত্বে যবে দেখো তুমি করিতে আঘাত,
হলের ফলকে আসি' উল্লসিয়া উঠ অকস্মাৎ
নাশিতে প্রমত্ত রক্ষ অযোনি-সম্ভবা সীতা-রূপ,
যুগে যুগে লীলা তব হেরি মাতা! অপূর্ব্ব অদ্‌ভুত!
দূরিতে অধর্ম্ম-গ্লানি ধরাধামে আসো চুপে চুপে,
সেদিনো আসিয়াছিলে নবদ্বীপে শচীমাতা-রূপে।
যখনি দুঃখার্ত্ত ধরা বেদনায় ফেলে অশ্রুজল,
অপরূপ-রূপে তুমি রোমাঞ্চিত করি' ধরাতল,

আবির্ভূত হও মর্ত্ত্যে। দেখিলাম এই ত সেদিন,
ধর্ম্ম-বিপ্লবের যুগে বিদূরিতে পাতকের ঋণ,
জনতার অগোচরে আলোকিলে "কামারপুকুর"
পূজুরী ব্রাহ্মণরূপী প্রসবিলে যুগের ঠাকুর।
নাস্তিক্য-প্লাবিত বিশ্ব যাঁর কণ্ঠে পেলো পরিত্রাণ,
"রাম, কৃষ্ণ" দুই শক্তি প্রসবিলে অপূর্ব্ব সন্তান,
যুগ-অবতার ধন্য তোমার ঐ পাদ-পদ্ম সেবি'
তোমার তুলনা নাই, মাতৃরূপা চন্দ্রামণি দেবী।

কাশীপুরের শ্মশান

এই সেই তীর্থক্ষেত্র,—সর্ব্ব ধর্ম্ম-সমন্বয়ী স্থান,
বিশ্বের নমস্যভূমি, যেইখানে হ'ল অবসান
মানব-শরীর-ধারী সদানন্দ আনন্দ-পূর্ণিমা,
সচ্চিদানন্দের বাণী কণ্ঠে যাঁর, নয়নে করুণা।
মাতৃমন্ত্রে মুখরিত রসনায় অমৃত বরষে,
"কথামৃত"-গীতা গুরু, মুক্তি হ'ত চরণ-পরশে;
সরল আপন-ভোলা নিরক্ষর পূজুরী বামুন;
তাঁহার নশ্বর দেহে এইখানে জ্ব'লেছে আগুন;
তাঁহার অন্তিম শয্যা এইখানে হইয়াছে পাতা,
এখানে পুড়িয়া গেছে নব নব বেদ-মন্ত্র-গাথা।
মানব-সভ্যতা-চিত্তে স্বর্ণাঙ্কিত যাঁর সিংহাসন,
তাহাকে করিয়া দগ্ধ অর্জ্জিলেন পুণ্য হুতাশন,
ধন্য হ'ল কাশীপুর বক্ষে ধরি' নব্য যুগ-গীতা,
বক্ষে ধরি' পূর্ণ-ব্রহ্ম-রামকৃষ্ণঠাকুরের চিতা।

ধন্য ধন্য কাশীপুর ! বন্দি তব চরণ রাতুল,
এইখানে শুকাইল, এইখানে ফুটিল সে ফুল।
আনন্দ বেদনাময় দেখিতে কী চাহ কোন স্থান ?
দুনিয়ার সেরা তীর্থ,—সেই কাশীপুরের শ্মশান।

চিদ্‌ঘন আর চিৎকণা

বিশ্বজোড়া তাঁর আরতি, তিনিই বিশ্বনাথ,
যা করি তাই তাঁর চরণে হয় কি প্রণিপাত ?
জপ করে কেউ, তপ করে কেউ, কেউ বা করে ধ্যান,
তাঁহার পূজায় মত্ত জগৎ জানে কি তাঁর নাম ?
সকল কথাই শোনেন তিনি, থাকেন তিনি চুপ্‌,
এই ভুবনে ছেয়ে আছেন তিনি বিশ্বরূপ।
তোমার মাঝে আমার মাঝে সবার মাঝেই তিনি,
বহুজন্ম তপস্যাতে তবেই তাঁকে চিনি।
তাঁকে চিন্‌তে হ'লে প্রিয় দাও না বিসর্জ্জন,
দাও বিকিয়ে তাঁর চরণে আত্মা-তনু-মন।
রূপ, রস আর গন্ধ, পরশ সকলি নশ্বর,
অনিত্যেরি মাঝে নিত্য থাকেন যে ঈশ্বর।
রাজা, প্রজা, সব জনাকেই বাসেন সমান ভালো,
মূঢ় মোরা বুঝি না তাই মুখটি করি কালো।
সপ্তসিন্ধু জুড়ে আছে অগাধ অথৈ বারি,
বরফ হ'লেই তখন মোরা ধ'র্ত্তে ছুঁতে পারি।
ব্যাকুল প্রাণে আকুল হ'য়ে দিতে পাল্লে ডাক,
তখনি ত ধরা-ছোঁয়া যায় যে বিশ্বনাথ।
বিভূতি তাঁর কোথাও বেশী, হাতে হাতে নেন্ নম,
বেদান্তীরা তাই ত বলেন "চিদ্‌ঘন আর চিৎকণ"।

রামকৃষ্ণ হরি !

দক্ষিণেশ্বরের তীর্থে একদিন সন্ধ্যাবেলা একা,
দাঁড়াইয়া আছি স্তব্ধ, পঞ্চবটী অন্ধকারে ঢাকা,
ঝরিতেছে জল,
ভাঁটার বিষম টানে গঙ্গা কলকল
শব্দ করি' ছুটিছেন ঊর্দ্ধশ্বাসে সাগরের পানে,
কী বার্ত্তা কহিতে তার বিন্দুমাত্র বুঝি নাক মানে।
অন্ধকার! শুধু অন্ধকার!
সারা বুক্ আলোড়িয়া জাগি' ওঠে তীব্র হাহাকার,
বুঝি নাক কী যে ব্যথাভার,
কী কথা কহিতে চাহি, শক্তি নাহি তাহা কহিবার,
শুধু অবিরল
বৃষ্টিধারা-সম চক্ষে অবিশ্রান্ত ঝরে অশ্রু-জল ;
বুঝি না বুকের ভাষা কিছু স্পষ্ট করি'
অব্যক্ত মর্ম্মান্ত জ্বালা উঠে বুকে গুমরি' গুমরি'।
বৃষ্টি-জলে হ'ল অভিষেক,
জাগিছে কি বৈরাগ্য-বিবেক ?
কেন এ দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যাবেলা আসি ?
কেন বৃথা বৃষ্টিজলে ভাসি ?
মনোরাজ্যে লাগিল বচসা,
হেরিনু সহসা,—
অপূর্ব্ব অদ্ভুত !
পঞ্চবটী-বটতলে জ্বলিল বিদ্যুৎ,
কী যে তার ছটা !

তার মাঝে উজলিল অপরূপ বিশৃঙ্খল জটা।
উজলিয়া উঠিল প্রান্তর,
কাঁপিয়া উঠিল থরথর !
চারিদিকে শুনি অট্টহাস,
সে হাসির প্রতিধ্বনি ছড়াইল সমস্ত আকাশ,
অকস্মাৎ—
সারা দেহ মনে যেন জাগে প্রণিপাত ;
পঞ্চবটী-বটতলে করি' তপোভঙ্গ,
হৃদয় জুড়িয়া যেন বাজিল মৃদঙ্গ।
উঠিলাম পুলকে শিহরি'
দিকে দিকে ধ্বনি শুনি,—"রামকৃষ্ণ হরি"।
তিমির-মগন মন জাগিল তখন,
দিব্য দৃষ্টিবলে হেরি প্রেমময় মধুবৃন্দাবন,
করি' প্রণিপাত,
রাখাল, কালিকা আর শ্রীনরেন্দ্রনাথ
পুলক-আবেশে সবে শিহরি' শিহরি'
করতালি দিয়া গাহে "রামকৃষ্ণ হরি"।

ছল ?

তোমার পথে চল্‌তে গেলেই আছে অশ্রুজল,
সবাই ছলুক্ তুমি যেন আর ক'র না ছল।

ওগো পঞ্চবটী ঃ (গান)

ওগো পঞ্চবটী ! তোমার ঐ যে পুণ্য ধূলি,
ঐ ধূলিতে শুয়ে বুকের সকল ব্যথা ভুলি।
ঐ ধূলিতে ছড়িয়ে আছে বুক্‌ফাটা সেই ডাক্,
অশ্রুকণা ছড়িয়ে আছে ঐখানে লাখ্ লাখ্,
ধন্য মানি ঐ ধূলি তাই মস্তকেতে তুলি।
ত্যাগের প্রতীক ঐ যে ধূলি ঐখানে "তাঁর" গান,
ঐখানেতে নরেন্দ্রনাথ পেলেন নবীন প্রাণ,
ঐ ধূলির ঐ পরশ পেয়ে ওঠে যে বুক্ দুলি'।
ঐ ধূলিতে কান পাতিতে গেলেই শুনি সুর,
ব্যাকুল কণ্ঠে ঠাকুর গাহেন ব্যথায় ভরপুর,
"দেখা দেমা ! দেখা দেমা। দেখা দেমা !" বুলি।

গদাধর-চাঁদ ঃ

তোমাকে বন্দি মুকুতা-নিন্দী ওগো গদাধর-চাঁদ !
প্রেমের রঙ্গে সোণার বঙ্গে পাতিয়াছ কী যে ফাঁদ,
সেই ফাঁদে পড়ি' নরেন, কালিকা
রাখাল, গিরীশ, গৌরী বালিকা,
উন্মাদ হ'য়ে উল্কার মত ভাঙি' সংসার-বাঁধ,
ছুটিল বিশ্বে হেরি দিকে দিকে,
ঠাকুরের নাম-গান গাহি মুখে,
সাগর ডিঙায়ে আমেরিকা গিয়ে করিল যে উন্মাদ।

বিবেকানন্দ "মিশন" গড়িল,
সারা দুনিয়ায় ছড়ায়ে পড়িল,
দলে দলে সেবাধর্ম্মী জুটিল হাঁকিয়া সিংহনাদ।
ভীষ্মের মত করি' দৃঢ়পণ,
গৌরীমাতা যে গড়ে আশ্রম,
মিটায় সেখানে বাঙালী মেয়েরা অচরিতার্থ সাধ।
মার্কিণ হ'তে শিষ্যা ভকতি,
মর্ম্মরে গড়ে তোমার মূরতি
ধন্য খ্রীষ্ট দুহিতা যুবতী! সার্থক তাঁর সাধ।
সিউড়ীতে শুনি নূতন ছন্দ,
তোমারি প্রকাশ সত্যানন্দ,
দিকে দিকে ফেলি' পদারবিন্দ পাতে আশ্রম-ফাঁদ

নাম নিয়ে যাও। (গান)

আর কেন গো দুঃখ করো? আর কেন গো শোক?
নাম নিয়ে যাও পাবে হেলায় শ্রীরামকৃষ্ণ লোক।
নাম নিয়ে যাও, নাম নিয়ে যাও,—যাবে হাহাকার,
নামের গুণে পার হবে যে ভব-পারাবার,
নামোৎসবে ধ্বংস হবে যতই কলুষ হ'ক্।
নাম নিয়ে যাও, নাম নিয়ে যাও, দুঃখ কিসের আর?
নামের টানে ঠাকুর আসেন কৃপার অবতার,
প্রেমের টানে বাদল নামে খোলে দিব্য চোখ্।

খড়দহ।

বৈষ্ণবের তীর্থস্থান, ভক্তিরস-জীবন্ত-বিগ্রহ,
হরি-ধ্বনি-মুখরিত এই:সেই তীর্থ খড়দহ।
তুলসীমঞ্চের মত পরিপূত হয় হেথা মন,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কীর্ত্তি বাঙালীর এই বৃন্দাবন,—
প্রাণের বৈকুণ্ঠ-ধাম, স্বতঃপূত এর ধূলিকণা,
শুনিয়া মৃদঙ্গধ্বনি চিত্ত হেথা হয় রে উন্মনা;
হৃদয় কাঁদিয়া ওঠে, বুকে জাগে ব্রজের বিরহ,
নাম-গান-মুখরিত এই সেই তীর্থ খড়দহ।
এই নিত্যানন্দ-ধামে নিত্যানন্দ প্রভু একদিন
করিয়া অপার কৃপা বাজালেন যে প্রেমের বীণ,
সেই প্রেম-বীণা-ধ্বনি শোন—শোন আজো থামে নাই,—
(এমন) "মধুমাখা হরিনাম কোথা হ'তে আনিল নিমাই?"
আজিও জনতা গাহে, পথে পথে দিয়া গড়াগড়ি,
নামের আবেশে কণ্ঠ আজো ওঠে শিহরি' শিহরি'।
কলিযুগে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, একমাত্র পুণ্য হরিনাম,
হরি-রামকৃষ্ণ-নামে মহাপাপে পায় পরিত্রাণ
স্বল্পায়ু কলির জীব। নাম গান সর্ব্বপাপাপহ,
"গাহো নাম, লহো নাম",—এই শিক্ষা দেয় খড়দহ।
এই খড়দহে আসি' দু'নয়ন উঠে যে উচ্ছুলি',
হৃদয় ভরিয়া যায়, স্তব্ধ হ'য়ে যায় রিপুগুলি,
যখনি শ্রবণে পশে অনুপম হরিনাম-সুধা,
ধন্য হয় নরজন্ম, মিটে যায় জীবনের ক্ষুধা,
নয়ন সার্থক হয়, ভ'রে যায় মনের অন্দর,
অপরূপ রূপ হেরি' প্রেমময় শ্রীশ্যামসুন্দর।

জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহে হেথা পুণ্য গন্ধবহ,
"নবদ্বীপ"-সহোদর এই সেই তীর্থ খড়দহ।
শ্রীপাট এ খড়দহে একদিন নদীয়া-দুলাল
সঙ্গে নিয়া নিত্যানন্দে বাজাইয়া খোল-করতাল
"হরে! কৃষ্ণ!" নামগানে তুলিলেন যেই দিব্যধ্বনি,
সে ধ্বনি-পুলকে মাতি' আত্মহারা মাতা সুরধুনী,
তরঙ্গে তরঙ্গে নাচি' উন্মাদিনী বল্লভ সাগরে
ছুটি' গিয়া কহিলেন,—"দেখিলাম বৈকুণ্ঠ নাগরে,
যে পাদ হইতে বহি, দেখিলাম সে রাঙা চরণ,
নাহি সেই কৃষ্ণ রূপ, এবার যে গৌরাঙ্গ-বরণ"
শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু নর-দেহ-ধারী ভগবান্,
কৃতার্থ হ'য়েছে বঙ্গ, তাঁর কণ্ঠে শুনি' হরিনাম।
নাম-দান-ব্রত-ধারী নিরুপম-নাম-বার্ত্তাবহ,
"মহাপ্রভু" পাদ-স্পর্শে ধন্য, পুণ্য এই খড়দহ।
খড়দ'র পুণ্যস্মৃতি দীপ্যমান বৈষ্ণব সমাজে
মধ্যাহ্ন-ভাস্করবৎ স্বতঃস্ফূর্ত্ত অদ্যাপি বিরাজে।

* * * *

যখনি পাপের প্রবল প্রকোপ, ধর্ম্মের হয় গ্লানি,
ধরণীর ব্যথা দূরিতে প্রভুর টলে যে আসনখানি।
কান্ত-মূরতি শ্যামসুন্দর ধরেন রুদ্র বেশ,
দুষ্টে দমিতে সান্ত্বনা দিতে দূরিতে ধরার ক্লেশ।
এই ত সেদিন দখিণাপুরীতে নিরক্ষরের রূপে,
পূজুরী সাজিয়া এলেন ঠাকুর অজ্ঞাতে চুপে চুপে
লইয়া সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গ ভকতি-প্রদীপ জ্বালি'
ভবতারিণীর মন্দিরে হ'ল দেবতার ঠাকুরালী।

যুগে যুগে তিনি এমনি করিয়া ধর্ম্মের রাখি' মান,
কত রূপে আসি' করিছেন লীলা, লীলাময় ভগবান্।
মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ কখনো ধরি' নৃসিংহ-রূপ,
ভক্তে ভুলাতে আসেন ধরাতে তিন ভুবনের ভূপ।
কখনো বামন, কভু শ্রীকৃষ্ণ, কভু রঘুপতি রাম,
কখনো বুদ্ধ, নিমাই সাজিয়া সাধুর পরিত্রাণ,
করিছেন লীলা লীলাময় প্রভু কখনো বা রামকৃষ্ণ
নরেন্দ্রে দিয়া ভোগভূমিকেও করান বিগত-তৃষ্ণ।
তাঁর কৃপা হ'লে শিলা ভাসে জলে, ফুল ফোটে মরুভূমে,
তিনিই মোদের জাগাইয়া দেন, তিনিই রাখেন ঘুমে।
ঘুম-ভাঙানিয়া "শ্যাম-সুন্দর" কৃপা-পূত খড়দহ!
নদীয়া-দুলাল-লীলাভূমি তুমি, নতি লহ, নতি লহ।

শত শ্রীখোল-উৎসবে মহামান্য
গভর্ণর ডাঃ কৈলাসনাথ
কাটজু'র পৌরোহিত্যে
পঠিত। ৩, ৪, ৪৯ খৃঃ।

আমডাঙা মঠ।

এই আমডাঙা মঠ, এইখানে মা করুণাময়ী
একদা জাগ্রতা ছিলা বিতরিয়া কৃপা মৃত্যুঞ্জয়ী,
অমরা-করুণা-মূর্ত্তি মর্ত্ত্যজন-মরমের ব্যথা
বিদূরিতে বরাভয়া বাণী দিয়া ক'রেছেন কথা,
একদা এ সিদ্ধপীঠে বিচ্ছুরিয়া কৃপার আলোক,
পঞ্চমুণ্ডী-শবাসনে সমাসীন সাধক-পুলক
সঞ্চারিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে আবির্ভূতা হইয়া চিন্ময়ী
বিদূরিয়া অন্ধকার দেখা দিতা আসি' জ্যোতির্ম্ময়ী

নির্জ্জন নিবিড় বনে। দীপ্তি তার উঠি' বিকীরিয়া
এই পুণ্য বনভূমে সাধক উঠিত শিহরিয়া
হেরি' দিব্য মাতৃরূপ ; "নারায়ণ" ব্রহ্ম পরায়ণ
শ্রীপরমহংস স্বামী ধন্য করি' মানব-জনম
এই সিদ্ধ পীঠে বসি' সাধনায় হ'য়েছেন জয়ী,
নয়ন সার্থক করি' নেহারিয়া মা করুণাময়ী
পুলক-রোমাঞ্চ তনু মাতৃ-রূপ-মহিমা-চ্ছটায়
হীরক-বরণী দ্যুতি ভাষাতীত বিস্ময় ঘটায়।
ভক্তি-গদ-গদ কণ্ঠে সাধকের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম,
লভি' হ'ল আমডাঙা জাগ্রত বিখ্যাত তীর্থস্থান।
এমন রটিল খ্যাতি, এই তার জ্বলন্ত প্রমাণ,
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মুগ্ধ হ'য়ে করিলেন দান
'নলবিল' সম্পত্তিটি করিবারে মাতৃপূজা, সেবা,
তখন এ মর্ম্মান্তিক পরিণতি ভেবেছিল কেবা ?
তারপরে কালধর্ম্মে প্রবল হইল হেথা কলি,
রক্ষক ভক্ষক হ'ল। কর্ম্মচারী ধূর্ত্ত সুকৌশলী
দেবতার সম্পত্তিটি ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করি'
মায়ের যা-কিছু ছিল, সে তস্কর নিল সব হরি'।
পাপিষ্ঠ সে নরপশু যে পাপ করিল পড়ি' লোভে,
ধর্ম্মপ্রাণ দেশবাসী আজ তারে ধিক্কারিছে ক্ষোভে।
প্রতিবেশি-গণ 'পরে আরো বেশী জাগিছে ধিক্কার,
কেমনে সহিল তারা এত বড় বীভৎস ন্যক্কার ?
জাগ্রত এ সিদ্ধপীঠে ছিল নাকি কেহ ভাগবত ?
পূজা হয় নাই মা'র সাত, আট বৎসর যাবৎ ?
এই দুঃখ, এই লজ্জা রাখিবার নাহি হায় স্থান,
হিন্দুর দেবতা নিয়া হিন্দু করে হেন অসম্মান ?

এ যে কত বড় গ্লানি, অসহ্য এ মিথ্যার সঙ্কট,
পাষণ্ড-কবলে ছিল এতকাল আমডাঙা-মঠ,
মঠের সম্পত্তি নিয়া ক'রেছিল ধূর্ত্ত ব্যবসায়,
পতিত-জাতির ধর্ম্ম এই মত রসাতলে যায়।
গভীর-সলিলা নদী কভু যদি হয় রুদ্ধস্রোত,
প্রাণের তরঙ্গ থামে, শৈবালেতে হয় ওতপ্রোত।
যখন আসিল দেশে জাতীয়তাবোধ, জাগরণ,
তখনি সন্তানগণ জননীর বন্দিল চরণ।
শুনিল সকলে যবে মাতৃ-রক্ত-পান পাশবিক,
সমবেত লক্ষকণ্ঠ সমস্বরে উচ্চারিল "ধিক্"।
জাগ্রত পীঠের এই দূরিতে লাঞ্ছনা, অসম্মান,
নিমাই-বাঁড়ুজ্যে-পুত্র করিলেন অকৃপণ দান,
"শ্রীসন্তোষচন্দ্র" দাতা সর্ব্ব-সাধারণ-জন-হিতে
দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিলা সুপ্রসন্ন চিতে।
করুণাময়ীর পদে নতি দিয়া উদার সরল,
অগ্রজের নামে দিলা মেদিনী ভেদিয়া স্বচ্ছ জল।
খুলিবারে কৌশলীর হঠকারী বন্ধন-শৃঙ্খল,
শপথ করিয়া ছুটি' এলো নব যুবকের দল।
করুণাময়ীর কৃপা ধীরে ধীরে হইল বাহির,
পড়িতে লাগিল ভেঙে যত সব মিথ্যার প্রাচীর।
শ্মশানে জ্বলিল আলো, প্রাণময় হইল পাষাণ,
"সন্তোষ"-তনয়-গণ মুক্তহস্তে করিলেন দান।
আবার জাগিল কৃপা, পুনরায় মাতিল উৎসবে,
ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী ছুটে এলো কল-কল-রবে ;
তবু হয় নাই স্তব্ধ সেই সব স্বার্থান্ধ কপট,
ধনিকের বেড়াজালে কাটে নাই সমস্ত সঙ্কট,

লম্পট মোহান্ত ধূর্ত্ত রচিতেছে আজো শত দল,
অর্থবলে বলী তারা সৃজিতেছে কলির কৌশল,
আজো তারা ঘুরিতেছে কাপট্যের গাঢ় অন্ধকারে,
ষড়যন্ত্র হইতেছে আজো শত কণ্টক-কান্তারে,
সাবধান! সাবধান! আজো শেষ হয় নাই রেশ,
আজো হয় নিক মা'র রাজ-রাজেশ্বরী সেই বেশ;
যে বেশে সন্তান-গণে এইখানে দিয়াছেন দেখা,
প্রত্যক্ষতঃ আবির্ভাবি' নিয়া রূপ বিদ্যুদ্দাম-রেখা,
উগ্রতপা দণ্ডীদের ব্যাকুলিত ধ্যানে আবাহনে,
পঞ্চমুণ্ডী শবাসনে দীর্ঘকাল থাকি অনশনে,
সাধনা করিত যারা, আজো তারা পায় নিক লোপ,
পাপিষ্ঠের ব্যভিচারে জননীর সমুত্থিত কোপ,
নিশ্চিহ্ন করিবে পাপ। কার সাধ্য ঘেঁষিবে ত্রিসীমা?
অনিবার্য্য দৈবশক্তি, কে তাহার বুঝিবে মহিমা?
এই আমডাঙা-মঠে শত শত কাহিনী জড়ানো,
তুরীয়-রেতা-সন্ন্যাসি-পদধূলি রয়েছে ছড়ানো।
হৃদয়-গলানো সেই সাধুদের প্রাণস্পর্শী ডাক্,
ধুইয়া মুছিয়া দিবে পাষণ্ডের সর্ব্ববিধ পাপ।
কৃপামূর্ত্তি জগন্মাতা নিজে কৃপা করিয়া প্রকট,
বিদূরি' অধর্ম্ম-গ্লানি, নাশি' সব দুরন্ত সঙ্কট,—
আবির্ভাবি 'যুগে যুগে পরীক্ষিতে সাধক-সন্তান,
নেহারি' পুলক পান তপস্যার কঠোর প্রমাণ।
সে দিন দক্ষিণেশ্বরে করিলেন কী বিচিত্র লীলা,
পরিচয়হীনা ভূমি বিশ্বপূজ্য আজ পুণ্যশীলা
হ'ল তীর্থ। জনতার ভিড় দেখি পঞ্চবটীতলে,
ত্রিতাপ-তাপিত-বুকে নর-নারী আসে দলে দলে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টানাদি দিনে রাতে করিতেছে ভিড়,
অতি বড় নাস্তিকেরো ঝরে সেথা নয়নের নীর।
কখন কোথায় আসি' ধরা দেন অরূপ-রতন,
কে তাহা বর্ণিতে পারে ? করি কভু প্রাণান্ত যতন ?
ডাকি কি কখন তাঁকে ? ভুলে আছি মাকে আত্মম্ভরী,
স্নেহশীলা তিনি কিন্তু জগজ্জননী বিশ্বম্ভরী,
অপরাধী সন্তানের উদ্ধারই তাঁর সদা ব্রত,
ক্ষমিছেন ক্ষমাময়ী সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত।
মাতৃত্ব-মমতাময়ী কত বড় তিনি যে দয়াল,
মোরা তা বুঝি না কভু, মাঝে মাঝে যখন ভয়াল,
মূরতি ঈশানে ধরি' বজ্রকণ্ঠে শুনান ধমক,
বিদ্যুতে আরক্ত আঁখি, হেরি' জাগে ভয়ার্ত্ত চমক্।
ভূমিকম্পে কাঁপাইয়া কান ধরি' নাড়া দেন যবে,
তখন কাঁদিয়া ফেলি, বুক কাঁপে আর্ত্ত হাহারবে ;
মনে পড়ে অপরাধ, মনে পড়ে পায়ে আছি ঋণী,
গল-লগ্নীকৃতবাসে বলি,—"রক্ষা কর মা জননি !"
আবার ভুলিয়া যাই, কামিনী-কাঞ্চনে মাতি' খেলা,
মাতার পূজার লগ্ন চ'লে যায়, যায় শুভবেলা ;
মন্দিরে কাঁদিয়া ওঠে স্মারক, তাঁহার শঙ্খধ্বনি
শুনিয়াও শুনি নাক বাড়ে সুদ, থাকি পায়ে ঋণী।
হেন অকৃতজ্ঞ মোরা, ভুলে যাই দিতে প্রণিপাত,
আমাদের দ্বারে আসি' নিত্য মাতা করেন আঘাত,
অন্ধ, খঞ্জ ও বধির কতরূপে আসেন সুমুখ,
দেখিয়াও দেখি নাক, নিত্য করি মাতাকে বিমুখ।
সদা কৃপাদানোৎসুকা করুণাময়ী মা স্নেহশীলা,
পঙ্গুকে লঙ্ঘান গিরি, সাগরে ভাসান তিনি শিলা

অঘটন-ঘটনায় পটীয়সী মা করুণাময়ী ;
যাঁহার করুণাকণা লভি' নর হইতেছে জয়ী
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, বাণী যাঁর শুনি বরাভয়,
উচ্চকণ্ঠে বলো সবে,—"জয় মা করুণাময়ীর জয়" ।

(আমডাঙা-মঠে মহামান্য গভর্ণরের উপস্থিতিতে পঠিত)

বঁধূ

দক্ষিণাপুরীর পান করি' মধু,
চিনিয়াছি তোমা জীবনের বঁধূ,
আজি অন্তরে জাগিতেছে শুধু
তোমারি মূরতিখানি,
পুলক-ব্যাকুল হিয়া হ'ল মোর
মুখে নাহি সরে বাণী ।
পরশ লাগিয়া তোমার কৃপার,
বহিছে হৃদয়ে সুখের জোয়ার
অন্য লালসা নাহি প্রভু ! আর
ভকতিই মাগি শুধু,
জনমে জনমে মরমে মরমে
তুমি থেকো মোর বঁধূ

সর্ব্বনাশা ঃ (গান)

টেনো না আর পিছন-টানে
দিও না আর নতুন আশা,
তোমার কথা শুন্‌তে আমার
বুক্‌ভরা দাও ভালবাসা।
সংসারের গোলোক-ধাঁধায়,
পথ চিনিতে গোল যে বাঁধায়,—
তুলে নাও, নাও না তুলে
খেলেছি যে ভুলের পাশা।
বাড়ায়ো না আর হাহাকার,
ক'রো নাক আর মুখভার,
এবার পথে টেনে তোমার
শোনাও বাণী সর্ব্বনাশা।

পঞ্চবটীর ধ্যান ঃ

দখিণাপুরীর মন্দির-দ্বারে দাঁড়ায়ে খানিক-ক্ষণ,
রাণী-রাসমণি-পুণ্য কাহিনী মাতায়ে তুলিল মন।
পূজা ও আরতি সাঙ্গ হ'য়েছে মন্দির-দ্বার বন্ধ,
দেখা হ'ল নাক ভবতারিণীর পুণ্য পদারবিন্দ।
বিরাট বিশাল চত্বর-তলে পাইচারি করি' করি',—
শিহরিয়া ওঠে সর্ব্বশরীর আতঙ্কে যাই মরি'।
মনে হ'ল এই প্রাঙ্গণতল দিব্য-পরশ-বাহী,
এখানে চরণ চারণা করিতে অধিকার মোর নাহি।

এইখানে কৃপা-দান-উৎসুকা জননীর পদ-রেণু
ছড়ানো র'য়েছে,—বেজেছে এখানে ভুবন-ভোলান বেণু।
"দেখা দে মা!" বলি' এইখানে ঝরা কত আছে আঁখিনীর,
পা ফেলিতে হেথা কাঁপি' ওঠে বুক, নত হ'য়ে আসে শির।
শঙ্কিত চিতে নীরবে নিভৃতে গেলাম গঙ্গাতট,
সেখানেও আহা দাঁড়ান দিব্য পঞ্চবটীর বট।
কত যে প্রাণের ভকতির রস এখানে বেঁধেছে দানা,
কত জীবনের বিদায়-গোধূলি এখানে হ'য়েছে রাঙা।
কলির কুরুক্ষেত্র এখানে বেজেছে দিব্য শাঁখ,
মায়ের চরণে জীবন-বলির এখানে উঠেছে ডাক।
এইখানে আসি' শুনি কী সে বাঁশী, ছট্‌ফট্‌ করে প্রাণ,
মনের গোপনে জাগিল এখানে পঞ্চবটীর ধ্যান।

নূপুর ঃ (গান)

(মোদের) কান্না-হাসি তোমার বাঁশীর
রন্ধ্রে কি দেয় সুর?
কোথায় ব'সে বাজাও বাঁশী
মাতাও হৃদয়-পুর?
কোন্‌ অলকার আশীস্‌-রাশি,
দাও ছড়িয়ে অশিব-নাশী?
নাচিয়ে তোলে মোহন বাঁশী
মনের মণিপুর।

কৃপা-সুরের সুরধুনী
কত সুরেই যাচ্ছ চুমি'
কাছে কাছেই আছো তুমি,
আমরা ভাবি দূর।
তোমার ক্ষমা-শীতল ছায়ে,
স্নেহের পরশ মলয় বায়ে,
মোদের ব্যথা তোমার পায়ে,—
হয় কি গো নূপুর ?

নহবত খানা ঃ

হে মোর চঞ্চল মন ! দাও দাও এখানে প্রণাম,
শ্রীশ্রীমা'র পদ-ধূলি-পরিপূত এই সেই স্থান,—
এইখানে বাজিয়াছে দিব্য মন্ত্রে অমৃত রাগিণী
ঘুমন্ত র'য়েছে হেথা শ্রীশ্রীমা'র অমর কাহিনী।
ঠাকুরের ভাবাবেশ, অন্তরঙ্গদের সাথে কথা,
পঞ্চবটী-বটতলে "কথামৃত"-অমৃত-বারতা,
মাতৃনামে আত্মহারা দেহজ্ঞান-বিলোপী সমাধি,
প্রেমের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ব্যাকুলিত মুমুক্ষা-অম্বুধি
কত মূর্ত্তি ধরিয়াছে, করিয়াছে কত প্রণিপাত,
কেমনে সংসার-ত্যাগী হয়েছিলা শ্রীনরেন্দ্রনাথ,
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ, ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশব সেন,
মোহের নির্ম্মোক ত্যজি' নামগানে কেন মাতিলেন ?
কেমন করিয়া হেথা শাস্ত্রমূর্ত্তি পণ্ডিত-প্রবর,
আত্মহারা হইলেন তর্কচূড়ামণি শশধর ?

কোন্ চুম্বকের টানে সন্ন্যাসিনী হন্ গৌরীদাসী ?
কালিকাপ্রসাদ যোগী হ'য়ে কেন হইলা সন্ন্যাসী ?
কেমন করিয়া সৃষ্টি হ'ল হেথা মুক্তি-কারখানা,—
স্ব-চক্ষে যে দেখিয়াছে,—এই সেই নহবত্‌খানা।

দাও দোলা ঃ (গান)

দাও দোলা,—দাও দোলা,
বুকে আমার দাও দোলা,
কৃপা ক'রে এ সংসারে
করো আমায় পথ-ভোলা !
দিবানিশি ব্যাকুল প্রাণে,—
ছুট্‌ছি ঠাকুর ! তোমার পানে,
তোমার নামে, তোমায় গানে
সকল ব্যথা যায় ভোলা।
কতো কোটি জনম হ'তে,
যাচ্ছি ভেসে মায়ার স্রোতে,
তোমার কৃপার খনি হ'তে—
তুল্‌তে নারি এক তোলা।

চিনি'র বলদ ঃ

জীবন-সাগরে সন্তরি' মোরা করি' প্রাণান্ত যত্ন,
আহরিতে পারি কয়জন বল হেথা যথার্থ রত্ন ?
রতনের লোভে সিন্ধুতে ডোবে ডুবুরীরা যুগে যুগে,
কেহ পায়, কেহ রিক্ত হস্তে উঠে যে দুঃখ ভুগে।

বাঞ্ছিত মোরা পাই না রতন, তাই করি কলরব,
তেমন সাধন করিলে রতন হয় কি গো দুর্লভ ?
মনে মুখে মোরা এক করি' কভু চাহি কি কাম্যধন ?
মুখে বলি এক, মনে ভাবি আর, এই ত চিরন্তন
মানুষের মন কপটতা-ভরা দুনিয়ার ঘরে ঘরে,
অসত্যে ভাবি' সত্য মানুষ মিছাই ঘুরিয়া মরে।
আপনার জনে চিনিতে না পারি' বৃথা করে হায়, হায়,
তাই আনন্দময়ের রাজ্যে আনন্দ নাহি পায়।
রূপের মাঝারে রসের মাঝারে মিথ্যা মাগিয়া সুখ,
সুখলেশো হায় না লভি' বেদনে উথলিয়া ওঠে বুক্।
যৌবন-বনে ঘুরিতে ঘুরিতে রমণীর পিছু ধাই,
ধমনীতে শুধু জাগে শিহরণ, সুখকণা নাহি পাই।
তৃপ্তির আশে কত যে আয়াসে চাহি ধন, চাহি মান,
সোণার হরিণে লুব্ধ হইয়া হই বৃথা হয়রাণ,
এমনি করিয়া ব্যথিয়া ব্যথিয়া কাঁদে আমাদের মন,
চিনি'র বলদ, চিনেও চিনি না কোথায় পরম ধন।

সার।

সংসার-পথে ঘুরে দেখিলাম
সব আলেয়ার আলো,
শুধু হাহাকার,—এক দেখি সার—
তোমাকেই বাসা ভালো।

গান ৷

ওগো মরমিয়া !
মরমে শুনাও না গান ঘুম-ভাঙানিয়া !
একি সার্ব্বনাশা ঘুম ?
একি রে স্বপন মিছা আকাশ-কুসুম ?
[তোমার] স্বপনে ভরো না মন, মনোমোহনিয়া !
দিব বুকের খুন,
বুকে থাকি' দাও না আঁকি' কৃপার কুঙ্কুম,
[আমার] ভাবের ঘরে পূরাও তৃষা, রামকিষণিয়া !

ফুল ৷

জীবনের এই গহন বনে
কতই করি ভুল,
কাঁটায় কাঁটায় ঝরছে যে খুন
তুল্‌তে নারি ফুল।

মধুর সন্ধ্যা ৷

ঠাকুর-ভক্ত দুই সখা-সাথে পুণ্য প্রদোষে একটি দিন,
দখিণাপুরীর মন্দিরে গিয়া কেমনে বাজিল বুকের বীণ্,
সে পুলক-স্মৃতি হারানো সে গীতি জাগিয়া উঠিল বক্ষে আজ,
বিধবার পতি-স্মৃতির মতন ম্লান করি' দিল সকল কাজ।
আজ মনে পড়ে আর আঁখি ঝরে সে রাতের সে কী অমৃত-স্নান,
কী মধু যামিনী প্রাণের মাঝারে জাগাইয়াছিল নবীন প্রাণ।

দিব্যরঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে আর্দ্র সে দিন প্রাণের তীর,
মোরা ধীরে ধীরে পশি মন্দিরে হেরি নাহি সেথা জনতা-ভিড়,
সাঙ্গ হ'য়েছে সান্ধ্য আরতি বন্ধ তখনো হয় নি দ্বার,
পাগল তিনটি সন্তানে দেখা দিতে আগ্রহ হ'ল কী মা'র ?
হ'য়েছিল দেরী, আরতি না হেরি' ব'হেছিল বুকে বেদনা-বান,
মন্দির-দ্বারে বড় হাহাকারে কেঁদে উঠেছিল তিনটি প্রাণ।
সন্তান-ব্যথা-ব্যাকুলা-জননী মিলাইয়া দিলা চাঁদের হাট,
৺ভবতারিণীর মন্দিরে বসি' ভবতারিণীর কবিতা-পাঠ।
সে কী আগ্রহ-ভক্তিতে ভরা পূজা-উৎসুক তিনটি মন,
শরণাগতের আকুতি-মন্ত্রে তিন-প্রাণ যেন বৃন্দাবন !
কবিতার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নাচিতে নাচিতে তিনটি প্রাণ,
আত্মসত্তা হারাইয়া ফেলে কিছুতে থামে না কবিতা-বান।
ভকতি-তন্ত্রে প্রাণের মন্ত্রে শিহরিয়া ওঠে রসনা-সুর,
ভবতারিণীর কৃপায় সে রাতে জীবন্ত হ'ল দখিণাপুর।
ঠাকুরের কথা পড়িতে পড়িতে ছয়টি নয়ন কী ছল-ছল,
মা'র মুখপানে তাকাইয়া দেখি, সেথাও যেন গো ঝরিছে জল।
দাঁড়ায়ে পূজারী আর সারি সারি ভক্ত কয়টি বাক্যহীন,
আজ জাগে মনে মাহেন্দ্রখণে গিয়াছিনু সেই পুণ্যদিন।
সে পুলক-রাশি ভাষায় প্রকাশি ছিল না সেদিন সে অবসর,
মন্দির হ'তে যাই সুখ-স্রোতে ঠাকুরের সেই শোবার ঘর।
সঙ্গীত-সুধাময় সে কক্ষ, সাজানো র'য়েছে দিব্য খাট,
আরম্ভ হ'ল বিবেকানন্দ-সারদামাতার কবিতা-পাঠ।
ছয় আঁখি হ'তে মুক্তা ঝরিয়া রচিল কণ্ঠে নূতন হার,
ঠাকুরের কৃপা-পরশে হরষে বাজিয়া উঠিল বুকের তার।
একটি কবিতা-পাঠ হয় শেষ, আরম্ভ হয় একটি গান,
মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহিল পাগ্‌লা-ঝোরার অমৃত-বান।

সে কী মধু রাতি প্রাণ মাতামাতি রোমাঞ্চি' উঠে সকল মন,
ন'টা বেজে যায় উঠি নাক হায়! সাবিত্রী-সম অটল পণ!
সকল কণ্ঠ এক হ'য়ে গিয়ে গাহি গান শুধু "তাঁহার জয়",
ঠাকুর-শূন্য কক্ষে সবার বক্ষ হইল ঠাকুর-ময়।
বন্দনা-গান-মুগ্ধ শ্রবণে শুনিলাম বাণী মধুচ্ছন্দা,
কত সন্ধ্যায় গিয়াছি কিন্তু পাইনি এমন মধুর সন্ধ্যা।
৪, ৯, ৪৯

সবাই পাবে ঃ

রত্ন আছেই,—আবার দে ডুব—
পাবিই, না থা'ক্ পুণ্য—
রত্নাকর কি কভু কোনদিন
হয় রে রত্ন-শূন্য ?

প্রাণ ঃ (গান)

ওগো প্রাণের প্রাণ,
কেমন ক'রে পাব তোমার রাঙা চরণখান ?
(যদি) যমুনা করি আমি, আমারি এ চিত্তখানি
তবে কি আস্‌বে তুমি, ক'ত্তে হেথায় স্নান ?
হৃদয়ের তমাল-তলে, বেদনার আঁখিজলে,
তুমি কি কোন ছলে, দিবে দর্শনদান ?
জানো ত তোমায় আমি, ব'লেছি "পীতম্ স্বামী"
ক'ত্তে যদি পারি আমি, রাধার মতো প্রাণ,
তবে মোর ব্যাকুলতা, দিবে কি তোমায় ব্যথা,
হেসে কি কইবে কথা ভাঙ্‌বে আমার মান ?

আঁখিজলে কেঁদে বলে...

ভ্রূণ হ'তে যবে ভূমিষ্ট হ'য়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আসি,
সেই ক্রন্দন-বন্দন সুরু, কান্নাই ভালবাসি।
মায়ের বক্ষে দুঃখে যখন ছিলাম স্তনন্ধয়,
পরাধীন হ'য়ে নিরুপায় তনু মূত্র-পুরীষময়,
মনের দুঃখ প্রকাশিতে শুধু সম্বল ছিল কান্না,
মায়ের তখন গল্পই নেশা অথবা নিদ্রা, রান্না।
তারপরে কিছু বড় হ'য়ে যবে খেলাধূলা ভাল লাগে,
পণ্ডিত করি' তুলিতে তখন সবাই পিছনে লাগে,
সকালে, বিকালে, নিশীথে নিত্য শাসন, হুম্‌কী শত,
"জিরো"-মার্কাও বয়সের গুণে মুরুব্বী করে কত।
বিধবার মত ছাত্রজীবন আনন্দ নাহি তায়,
একঘেয়ে সেই পুরোণ পড়ায় কান্নাই শুধু পায়।
তারপর আসে তরুণ বয়স, সবুজের নেশা লাগে,
তরুণীর রূপ হেরিয়া আঁখিতে অজানা পিপাসা জাগে।
সহিতেও নারি, কহিতেও নারি, দু'নয়নে জমে মেঘ,
সারা তনু-মন মন্থন করি' জাগে যৌবন-বেগ।
করি' পরিণয়, হেরি পরী নয়, কেঁদে মরি আপ্‌শোষে,
সাজিয়া মোহিনী বাঘিনীর মত দিনে রাতে লহু চোষে।
পুত্র-কন্যা বন্যার মত বাড়াইয়া তোলে ভিড়,
রুখিতে না পারি শুধু হাহাকারি ঝরে নিতি আঁখিনীর।
প্রৌঢ় বয়সে জাগে অনুতাপ দখিণাপুরীতে যাই,
ধ্যানহারা মনে তোমার চরণে আশ্রয় নাহি পাই।
বিষণ্ণ মনে সন্ধান করি বাঞ্ছিত সাধুসঙ্গ,
মোদের ফতুর করিয়া চতুর! দূরে বসি' দেখ রঙ্গ?

বদ্ধ করিয়া রেখেছ মোদের কত মায়াজাল বুনে,
তোমাকে ভুলিয়া কোন্ আনন্দে আছি মহামোহ-ঘুমে ?
প্রতি প্রত্যূষে "জাগো-জাগো" বলি' ডাকে প্রিয় পরিজন,
দেহ জাগে বটে, জাগে কি মোদের মোহ-ঘুমন্ত মন ?
ক্ষুদ্র মোদের জীবনের মাঝে ক'টা দিন মোরা জাগি ?
গতানুগতিক মোহ-নিদ্রায় আছি নিতি অনুরাগী !
সেই রসনার উপাসনা আর সেই ইন্দ্রিয়-দোষ,
সেই অনর্থ অর্থ আহরি' পাই প্রাণে পরিতোষ।
পরিতোষ করি' ভোগ করি' শেষে বিবেকের কশাঘাতে,
পঞ্চবটীতে অঘোমর্ষণ করি গিয়া প্রণিপাতে।
শ্মশানের মত বৈরাগ্যেতে ভ'রে ওঠে সারা মন,
ধিক্কার দেয়,—"ওরে মহামূঢ় ! ভুলিলি পরম ধন ?"
"আর ভুলিব না, আর ভুলিব না" ক্বচিৎ পাষাণ গলে,
ক্বচিৎ বিরলে অনুতাপানলে আঁখিজলে কেঁদে বলে,—

(আমায়) **ভর ভিতরে নিয়ে চল্ !** (গান)

আর কত কাল ওরে ও মন !
কর্ব্বি রে তুই ছল ?
মিথ্যাপথে আর কতদিন
ঘুরাবি তুই বল ?
পিছল পথে অমারাতে,
এতগুলি রিপুর সাথে,
কেমন ক'রে যুঝবো একা ?
কোথায় পাবো বল ?

উপভোগে এমন ক'রে,
বাসনা কি যায় রে ম'রে,
না নিলে সেই পঞ্চবটীর
ঠাকুর-চরণ-তল ?
শুনি ৺রামকৃষ্ণ-লোকে,
সবাই থাকে প্রেম-পুলকে,
কৃপা ক'রে ও আমার মন !
[আমায়] ওর ভিতরে নিয়ে চল ।

দুঃখ-নাশন নাম ঃ (গান)

আমার বুকের গান,—এও ত তোমার দান,
তোমার প্রেমে থাকুক্ ভরা আমার ক্ষুদ্র প্রাণ ।
আমার ক্ষুদ্র বুক, কত ধরে দুখ্,
তবু এত দুঃখ দিলে ? লজ্জা নয়,—এ মান ।
নালিশ নাহি তায়, (শুধু) আমার রসনায়,
জন্মে জন্মে দিও তোমার দুঃখ-নাশন নাম ।

আদ্যাপীঠ ঃ

স্বপ্নাদিষ্ট শুনি স্থান, এইখানে স্বপ্ন-প্রাণ
শ্রীঅন্নদা ঠাকুরের নাকি স্বপ্নাদেশ,
শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী,— "ইডেন-উদ্যান হ'তে
নিয়ে এসো শ্যামা-মা'র আদ্যাশক্তি বেশ,

প্রিয় শিষ্য হে অন্নদা ! এইখানে মা সারদা—
ত্রিশীর্ষ-মন্দির-ভিত্তি করিবে স্থাপন,
বর্ষে বর্ষে ভক্ত-ত্রয়ী হেরিবেন ধ্যানময়ী
আমার অপার কৃপা” অমোঘ বচন,—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভু ভক্তে করিলেন কৃপা
শুনাইয়া স্বপ্নবাণী বিচিত্র-মধুর,
বাস্তব করিতে স্বপ্ন আমরণ কী প্রযত্ন
আত্মহারা হইলেন অন্নদা ঠাকুর।

পূর্ণগর্ভা যোষিতের সরম-সঙ্কোচে-ভরা
সারা তনু-মনে যথা অসহ্য বেদন,
তেমনি বেদনা ভরা স্বপ্নাবেশে আত্মহারা
অন্নদা ঠাকুর নাকি' করেন ক্রন্দন।

উন্মাদিল মহাভাগে অশ্রুসিক্ত অনুরাগে
শয়নে স্বপনে জাগে ঠাকুরের বাণী,
“দীন আমি অকিঞ্চন কোথা পাবো এত ধন ?
কেমনে সার্থক হবে দিব্য স্বপ্নখানি ?”

অঘটন-ঘটনায় পটীয়ান্ ভগবান্
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব, কী লীলা তাঁহার,
মন্দির নির্ম্মায়মান জুড়ায় সাধক-প্রাণ,
অগ্রসরমান পথে চরিতার্থতার।

সম্ভূয় এ সমুত্থান নিঃস্বের বিশ্বাসে দান,
কাঠবিড়ালীও করে সমুদ্র-বন্ধন,
নিষ্ঠা নাকি হেথা তন্ত্র, এখানে প্রাণের মন্ত্র
বালক-বালিকাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।

দাতব্য চিকিৎসালয় আর্ত্তে করে নিরাময়
মানুষে মানুষে হেথা প্রাণের মিলন,
উচ্চ-নীচ ভেদ নাই সবে নাকি ভাই-ভাই,
পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব কী অনুশীলন ?
এই পুণ্য তীর্থস্থান সংস্কৃতে দিয়াছে মান
প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা হেথা প্রাণাধিক,
বেদ-বেদান্তের কথা শুনি' জুড়াইছে ব্যথা,
নাহি কী এখানে কোন শিক্ষা যাবনিক ?
শুনি, কুসংস্কার ছাড়ি' মুক্তপ্রাণ নরনারী
মুক্ত বিহঙ্গের মত নহে গ্রন্থ-কীট,
ঠাকুরের স্বপ্নটিকে বাস্তব করিয়া দিতে
প্রাণান্ত যতন করে শুনি আদ্যাপীঠ।

অন্নদা-ঠাকুর ঃ

উপেক্ষিত চট্টগ্রামে জন্ম তব, দরিদ্র সন্তান
অপূর্ব্ব সাধনাবলে সঞ্চারিয়া গেলে নব প্রাণ
জনতার শুষ্ক বুকে। স্বপ্নতত্ত্বে দিয়ে গেছো প্রাণ,
প্রত্যক্ষেরো চেয়ে সত্য স্বপ্ন নাকি ক'রেছো প্রমাণ
তোমার জীবনী-মাঝে। শুনিয়াছি ওগো স্বপ্ন-যতী !
চর্ম্ম-চক্ষে দেখেছিলে শ্যামা-মা'র উজ্জ্বল মূরতি
চারিটি কন্যার শিরে। খুলে গেলো মনের আগল,
লুপ্ত হ'ল বাহ্যজ্ঞান, লোকে তোমা' বলিল পাগল।
তারপর স্বপ্নে নাকি অসম্ভবো হইল সম্ভব,
জন্মান্ত-সুকৃতি-বলে দেখা দিলা হৃদয়-বল্লভ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুরূপে নয়, বন্ধু রূপে,
স্বপন-সোণালী-পথে প্রত্যাদেশ দিলা চুপে চুপে,
সেই স্বপ্নাদেশে বুক ভরি' গেলো যে বহ্নি-চ্ছটায়,
তাহার স্ফুলিঙ্গ আজ আদ্যাপীঠে বিস্ময় ঘটায়।
বিশ বৎসরের স্থানে দুই বর্ষ করালে শপথ,
পরিপূর্ণতার পথে আজ তব হেরি মনোরথ,
পূর্ণ এক বর্ষ গৃহে পিতৃ-মাতৃ-চরণ-বন্দন,
অন্য বর্ষ গঙ্গাতীরে সপত্নীক যে পুরশ্চরণ,
যে মন্ত্রের কথা ছিলো, পূর্ণ তা ত হ'ল না তাপস !
নির্ম্মম নিয়তি হায় তার আগে জীবনের রস
পান করি ছিনাইয়া নিল তোমা' শ্যেনের মতন,
আজিকে নির্ম্মায়মান স্বপ্নাদিষ্ট মন্দির-রতন।
সংসারের লক্ষ বাধা উপেক্ষিয়া অদম্য নিষ্ঠায়,
দেখিলে জীবন্ত স্বপ্ন জীবনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়,
রামকৃষ্ণঠাকুরের শ্রীচরণে লইয়া আশ্রয়,
তাঁ'রি কৃপা-স্বপ্ন-মাঝে তোমার অপূর্ব্ব পরিচয়
ফুটিয়াছে আমরণ। দেখিয়াছ স্বপ্ন সব কাজে,
নিবিড় করিয়া নাকি লভিয়াছ স্বপনের মাঝে
তোমার অভীষ্ট দেবে। লভিয়াছ সন্ধান ভূমার,
ভাঙেনি বিচিত্র স্বপ্ন কোনদিন জীবনে তোমার।
আশ্চর্য্য তোমার পূজা আড়ম্বর-শূন্য মন্ত্রহীন,
"মা খাও, মা পড়" বলি' পূজিয়াছ নাকি নিশিদিন
আদ্যা জননীকে তব, যেমনটি শ্রীদক্ষিণেশ্বরে,
"দেখা দে মা ! দেখা দে মা !" বুক ফাটা ডাকে অশ্রু ঝরে
পাদ্য নাই, অর্ঘ্য নাই, নাহি মন্ত্র, কী আচমনীয়,
হৃদয় নিঙারি' শুধু ব্যাকুলিত আহ্বান-অমিয়।

"দেখা দে, দেখা দে মোরে" বুক ভাসে নয়নের জলে,
পাষাণী গলিয়া গিয়া ছুটি' এলো পঞ্চবটী তলে,
"দেখা দে মা ! দেখা দে মা !" রামকৃষ্ণ-কণ্ঠে ডাক শুনি'
দক্ষিণেশ্বরের বুকে আবির্ভিয়া মা ভবতারিণী,
স্বর্গ নামালেন মর্ত্ত্যে, করিলেন তীর্থ বঙ্গভূমি,
আবার তেমনি ডাকি' মা'র প্রাণ টলাইলে তুমি ?
প্রচারিলে মাতৃ-মন্ত্র কত তীর্থে দূর দূরান্তরে,
ইষ্টলাভ-কথা তব লিখে গেছো স্বপন-অক্ষরে,
"স্বপ্নজীবনে"র মাঝে মজ্জমান আত্মা, মন, তনু,
আঁকিলে জীবনে তুমি স্বপনের শত ইন্দ্রধনু।
অবিশ্বাসী হৃদয়ও হেরি তোমা' উঠিল উল্লসি'
স্বপ্নাদেশ সার্থকিতে ছুটিয়াছ তুমি দুঃসাহসী,
কত যে দুর্গম পথে, দুঃখের সংঘাতে কত দেশে,
স্বপন-আবেশে মগ্ন কপর্দ্দকহীন দীন-বেশে
বৃন্দাবনে, হরিদ্বারে, হৃষীকেশে, লছ্‌মন্‌-ঝোলায়,
পরীক্ষিতে শক্তি তব আদ্যাশক্তি কত যে ভোলায়,
কতরূপে কতবার, গতি-পথে বিঘ্ন-জাল-বোনা,
দুঃখের নিকষে তব পরীক্ষিত হ'ল চিত্ত-সোণা।
অক্লান্ত সাধনা তব, অটুট বিশ্বাস-ভরা প্রাণ,
প্রাচীন ঋষির মত স্বপ্নে দিয়া পরম সম্মান,
অঘটন-ঘটনায় পটীয়ান্‌ স্বপ্ন-রস-পায়ী !
অপরিশোধ্য যে ঋণে করিয়া গিয়াছ তুমি দায়ী
স্বদেশবাসীরে তব, ঋণ-ভার-ম্লান দিবানিশি,
কেমনে শুধিবে ঋণ স্বপ্ন-জ্যোতির্ম্ময় তব ঋষি ?
বিদীর্ণ হৃদয় নিয়া ভক্তগণ বেদনা-জর্জ্জর,
পূর্ণ ত হ'লো না আজো অসমাপ্ত মন্দির-মর্ম্মর ?

গোধন-পালন-তরে আজিও ত হ'ল না গো-শালা ?
৺রামকৃষ্ণ-লোকে বসি' অশ্রুমুখী মা মণি-কুন্তলা
না হেরিয়া অদ্যাপিও মাতৃ-শক্তি-পুনরভ্যুত্থান,
আনন্দ পান না মনে ? আত্মা তাঁর রহিয়াছে ম্লান ?
মাতৃ-শক্তি জাগরণ ছিলো তব তীব্র অভিমত,
"মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষা আর কলিযুগে শক্তিপূজা পথ"
সীতা-সাবিত্রীর মত চেয়েছিলে গড়িতে রমণী,
আদর্শ গৃহিণী আর ঘরে ঘরে আদর্শ জননী,
এই তব মর্ম্মবাণী, এরি লাগি' ওগো মহামনা,
স্বয়ং স্বহস্তে তুমি করি' গেছো আশ্রম-রচনা
তোমার "আনন্দ-ভাই" "বিমলা-মা," ভক্ত-শিরোমণি,
প্রচারিতে শিক্ষা তব কী সাধনা বিনিদ্র-রজনী
সাধিছেন প্রাণপণে। যুগ-পাবনের পুণ্যবাণী,
একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান, স্মরি' তব রাঙা পা-ছু'খানি
হেরিছেন স্বপ্ন নিত্য কবে হবে মন্দির স্থাপন ?
কবে হবে দেশে পুন মহাধর্ম্ম-ভাবের প্লাবন ?
কবে হবে জনতার অবিচল সুদৃঢ় বিশ্বাস ?
ভগবানে নিরখিয়া পুলকিত নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস
ফেলিবে জগদ্বাসী ? চিত্ত হবে তুলসীর মত,
স্বার্থান্ধ মানুষ কবে হবে হায়! পর-হিত-ব্রত ?
ঘৃণা ভুলি' ভালবাসা দিবে সবে কবে মা'র মত ?
কবে প্রচারিত হবে "আদ্যাপীঠ ? তীর্থ এ জাগ্রত"।
এই রামকৃষ্ণ-সংঘ বাজাইয়া প্রেমের সানাই,—
প্রচারিবে নব ধর্ম্ম,—"মানুষে মানুষে ভাই-ভাই"
হে বিশ্বজনীন বন্ধু! দৈব স্বপ্ন করি' গেছো দান,
রামকৃষ্ণ ঠাকুরের স্বপ্নাদিষ্ট মানস সন্তান!

তোমার বন্দনা করি, নাহি মম কণ্ঠে হেন ভাষা,
তোমার কাহিনী পড়ি' চিত্তে জাগে অমৃত-পিপাসা,
আত্মাপীঠ নয়া তীর্থে ভক্তিভরে নত হয় শির,
তোমার কাহিনী-পাঠে রোমাঞ্চিত হয় যে শরীর,
কম্পমান হয় মন, স্বপ্ন তব আশ্চর্য্য-মধুর,
শিহরিয়া তোলে আত্মা, জাগে বুকে বেদনা-বিধুর
একটি করুণ স্মৃতি, কোথা তব জীবনের শেষ ?
জীবন-বল্লভ তোমা' করিলেন অন্তিম আশ্লেষ
কোথায় কেমন করি' ? সব দুঃখ হ'ল কি গো দূর ?
মণি' মা'র সাথে মোর নতি লহ অন্নদাঠাকুর !

অভয় শঙ্খ ২

আবার নূতন বর্ষ আসিল বিষাদ-মগন ধরা,
তোমার বাণী কি শুনিব না মোরা সান্ত্বনা-সুধা-ভরা ?
কত যে বছর অতীত হইল পঞ্চবটীর তলে,
ভকতের আঁখি অন্ধ হইল উষ্ণ অশ্রুজলে।
হিংসার বিষে ফুঁসিছে নাগিনী স্বার্থ-বিবর-পরে,
সাধু-সজ্জন কাঁদিছে নিভৃতে তোমার করুণা তরে।
আর কত কাল অবিশ্বাসীরা পাইবে তোমার ক্ষমা ?
যুগের পাতায় কত পাপ আর লিখিয়া রাখিবে জমা ?
তুমি যদি প্রভু নাহি কর দূর সাধুদের ব্যথা, শোক,
তোমার চরণে ব্যাকুলতা আর কেন গো করিবে লোক ?
এসে দেখ তুমি দখিণাপুরীর কী দশা হয়েছে আজ ?
কোথায় সাধনা ? রিপু-আরাধনা নেহারি' পাইবে লাজ,

"উদরানন্দ" ভিড় করে নিতি পঞ্চবটীর মূলে,
তোমার মাতৃপূজার মন্ত্র জনতা যে গেলো ভুলে।
৺ভবতারিণীর অর্চ্চনা লাগি' কে করে তেমন যত্ন ?
হৃদয়-সাগরে নিঃশেষ হেরি সেই বিশ্বাস-রত্ন।
ঐ শোন কাঁদে নিগৃহীতা নারী, ভণ্ডেরা নিঃশঙ্ক,
আর্ত্ত-বন্ধু ! এসো এসো তব বাজায়ে অভয় শঙ্খ।

"ও মা ! ও মা"।

অজানা কী ব্যথা জাগি' অকারণ কেন অশ্রু ঝরে ?
কোন্ জন্মান্তের কথা উপকথা-সম মনে পড়ে ?
পুরাণে পড়েছি আর জ্ঞান-বৃদ্ধদের মুখে শুনি,
ল'ভেছি মনুষ্য-জন্ম কত কোটি যোনি ভ্রমি' ভ্রমি'।
কত কষ্ট গর্ভবাস, দুর্ব্বিষহ গর্ভের যন্ত্রণা
শুনেছি, যখন ভ্রূণ আছিলাম,—ক'রেছি মন্ত্রণা,—
"মুক্তি দাও, নরকের দুঃখ হ'তে প্রভু ! একবার,
এবার লভিয়া জন্ম ভুলিব না, কভু তোমা আর।
এবার সংযত হ'য়ে শুধু তব রাতুল চরণ
অর্চ্চনা করিব, আর মাগিব না কামিনী-কাঞ্চন।
এ দুঃখ সহিতে নারি, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও প্রভু।
যথেষ্ট হ'য়েছে শিক্ষা, আর তোমা' ভুলিব না কভু"।
তারপরে লভি' জন্ম ধরি যেই মানুষের কায়া,
অমনি রহস্যময়ী মায়াজালে বাঁধি' মহামায়া,
জমাট স্নেহের রূপ স্তন্য-সুধা দিয়া কণা, কণা,
নরকে বুঝান স্বর্গ, কেঁদে মোরা বলি,—"ও মা, ও মা,"

ছলেন ছলনাময়ী কত ছলে অসংখ্য চুম্বনে,
বক্ষে আঁকড়িয়া ধরি' "যাদু ! বাছা !" অমৃত ভাষণে—
স্নেহের শৃঙ্খলে বাঁধি' ভুলাইয়া দেন ভ্রূণ-মন,
শপথের স্মৃতি আসি' মাঝে মাঝে উৎকট ক্রন্দন
ঝরি' পড়ে শিশুকণ্ঠে। মহামায়া নিত্য মাতৃ-রূপে
সংসারের বিষরাশি গিলাইয়া দেন চুপে চুপে
কত স্নিগ্ধ সম্বোধন, মধুমাখা-ধ্বনি, "চাঁদ ! সোণা" !
প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া কেঁদে মোরা বলি, "ওমা ! ওমা" !
দুরন্ত শৈশবে আর চঞ্চলিত অধীর কৈশোরে,
থাকে না অতীত স্মৃতি, ফোটে নাক আর মনঃসরে
সেই ভক্তি-শতদল। ভুলে যাই সব হিতাহিত,
তারুণ্য-প্লাবনে ডুবি' ভেসে যায় আত্মস্থ সম্বিৎ।
যৌবনের উপবনে, মরুভূমে মরীচিকা-সম,
কত মিথ্যাস্বপ্ন দেখি' লালসায় আরক্ত নয়ন,
অর্জ্জিতে প্রতিষ্ঠা আর অর্জ্জিবারে অর্থ রাশি রাশি
কত পথে ঘুরে মরি। তরুণীর তনু ভালবাসি'
ইন্দ্রিয়ের দাস হই, বুদ্ধি থাকে সতত অধীরা,
সত্য নিরূপিতে নারি পান করি মিথ্যার মদিরা।
কত সাধ জাগে মনে, বৈজ্ঞানিক কিম্বা চিকিৎসক
অথবা বিশ্ব-বিশ্রুত সাহিত্যিক হইবার সখ,
শেষে সর্ব্বহারা হ'য়ে পঞ্চবটী-বটের করুণা
প্রাঞ্জলি হইয়া যাচি, আর কেঁদে বলি, "ওমা ! ওমা !"

ইতিহাস ঃ

চলচ্চিত্র-ম্লান-করা কত আঁকা বুকে তব ছবি,
মানব-জাতির শিক্ষক তুমি, তুমি ত নীরব কবি।
কত উত্থান-পতনেতে ভরা তোমার বিশাল বুক্,
কত রাজ্যের ভাঙা-গড়া আর কত যে দুঃখ-সুখ
লিখিয়া রেখেছ হৃদয়ে তোমার ধরার চিত্রগুপ্ত !
তুমি আছ তাই ধরণীর ধারা আজো হয় নিক লুপ্ত।
তুমি আছ ব'লে আমাদের মন হয় নিক মরুভূমি,
আমাদের পিতা-পিতামহদের কাহিনী শুনাও তুমি।
অতীতের যত মহিমার কথা ধ্বনিতেছ তুমি মর্ম্মে,
জীবনের পথে অনুপ্রেরণা দিতেছ সকল কর্ম্মে।
কত যে মহান্ আদর্শ-বাদে উল্লসি' তোল প্রাণ,
কত আনন্দ, কত বিষাদের শুনাও নিয়ত গান।
কত "মহেঞ্জ-দড়োর" গুপ্ত দরজা যে তুমি খোল,
ধর্ম্মে-কর্ম্মে-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত ক'রে তোল।
কত কংসের, কত রাবণের দেখাইয়া পরিণাম,
সংযত করো আমাদের তুমি লালসা যে উদ্দাম।
সত্যের জয়, ধর্ম্মের জয় শুনায়ে অভয় শঙ্খ,
বিছাইয়া আছো আমাদের লাগি' তোমার স্নেহের অঙ্ক
মনুষ্যত্ব-মহামহিমায় দিতেছ মোদের দীক্ষা,
বুক চিরি' তুমি দেখাতেছ নিতি তোমার অতুল শিক্ষা।
পাপ-পুণ্যের ফল তুমি সখা ! দেখাতেছ অপরূপ,
তুমি জ্বলন্ত, তুমি বাস্তব, থাকো তুমি সদা চুপ্।
প্রসারিয়া তব দুই কর তুমি ডাকিতেছ বারমাস,—
"এ মরুভূমিতে অমর করিতে আমি আছি ইতিহাস,

স্মরণীয় কাজ ক'রে যাও সবে, হইও না কেহ ম্লান,
আমি ইতিহাস মৃত্যুঞ্জয় লিখিয়া রাখিব নাম।
সংসার এ যে সমর-ক্ষেত্র, করিতে এসেছো রণ,
কে আমারে পার জিনিয়া যাইতে, করো, করো সেই পণ।
দাও দেখি প্রাণ, দাও দেখি সেবা, দাও তপস্যা নব,
স্বর্ণাক্ষরে অমর কীর্ত্তি লিখিয়া রাখিব তব।
মৃত্যুর ভয়ে অমৃত-পুত্র! করিও না তুমি ভুল,
জীবন-দেবতা-চরণে পাদ্য করো এ জীবন-ফুল।
কর্ম্ম-সমিধে আগুন জ্বালায়ে কর জীবনের যাগ,
সঞ্চয় নয়, সঞ্চয় নয়, এ জীবনে শুধু ত্যাগ।
ত্যাগ করিতেই এসেছ ধরায়, ত্যজিবে একদা প্রাণ,
একাকী এসেছ, একাকী যাইবে, লিখে রেখে যাও নাম।
আমি দেখি নাক বংশ-গরিমা, আভিজাত্য কি মান,
আমি দেখি শুধু বিশ্বের হিতে কার কতটুকু দান?
হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান অথবা মুস্‌লিম আদি ভেদ,
আমি মানি নাক কোন জাতিপাতি, কেবল জীবন-বেদ
আমি পাঠ করি যুগ যুগ ধরি, মহিমাই শুধু জানি,
সব ভুলি' গিয়া মানুষের মাঝে দেবত্বটুকু মানি।
গতানুগতিক কোটি নর-কীট রাখি না তাদের খোঁজ,
আমি খুঁজি কোন্ পঞ্চবটীতে হইল অমৃত-ভোজ।
কালিদাস কত খেতে পারিতেন, সে খবর মোর নহে,
শকুন্তলা ও মেঘদূত কোন্ অমৃত-বারতা কহে
সেই বাণী আমি যুগ যুগ ধরি' ধরিয়া রেখেছি বুকে,
তিরৌরী তথা চিতোরের ব্যথা লিখিয়াছি ম্লানমুখে।
রামায়ণ আর মহাভারতের দানের তুলনা নাই,—
ব্যাস-বাল্মীকি তাই মোর বুকে পেলেন অমর ঠাঁই।

কুরুক্ষেত্রে ভুলিয়া গিয়াছি সেনা অক্ষৌহিণী,
কৃষ্ণার্জ্জুন-চরণে কিন্তু রহিয়াছি চিরঋণী !
ভুলিয়া গিয়াছি কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ চিতা,
ভুলি নি কিন্তু ভগবন্মুখ-নিঃসৃতা সেই গীতা।
ভুলেছি দুর্য্যোধনের দম্ভী জীবনের বুদ্‌বুদ্‌,
ভুলিতে পারি না পলেকেরো তরে বিদুরের সেই ক্ষুদ্‌।
সব ভুলে গেছি, ভুলি নি শিবির আর্ত্ত-রক্ষা-ধর্ম্ম,
ঈর্ষ্যী কর্ণে ভুলিয়াছি কবে, ভুলি নাই দাতাকর্ণ।
রামের বিবাহ-বাসরে জাগিল মিথিলায় কত নারী,
সে সব কাহিনী ভুলেছি, তখুনি ছুটিয়াছি তাড়াতাড়ি
স্মরণীয় সেই দৃশ্য দেখিতে আঁখি-দুটি ছল-ছল !
পরশুরামের দর্প-ভঙ্গ কেমন করিয়া হ'ল ?
শ্রীরামের সেই বাহুবল আর ভুলেছি ক্ষাত্রশক্তি,
ভুলিতে কি পারি কোনদিন আমি রামের পিতৃ-ভক্তি ?
লক্ষ্মণের সে ভালবাসা আমি কহি নিতি জনে জনে,
সীতার অগ্নি-পরীক্ষা আমি রাখিয়াছি মনে মনে।
ভুলিয়া গিয়াছি রাবণের তপ, কেন না সে উদ্ধত,
যা-কিছু মহৎ, তাহারি চরণে করিয়াছি শির নত।
যেখানে বিভূতি, সেইখানে নতি দিয়া ফিরি ঘুরে ঘুরে,
এই ত সেদিন আমার সুদিন আসিল দখিণাপুরে।
রাণী-রাসমণি-কালীমন্দিরে অপূর্ব্ব হ'ল যাহা,
বক্ষে আমার স্বর্ণাক্ষরে লেখা হইতেছে তাহা।
বেদ-বেদান্ত-ম্লান-করা নব ঝরিল যে "কথামৃত",
সত্য ও ত্রেতা, দ্বাপরেও হেন শুনি নি স্বপ্নাতীত।
মুগ্ধ করিল দুনিয়ারে যার সুরভিত নির্য্যাস,
আজিও তাহার হয় নিক রচা যথার্থ ইতিহাস।

আমি যে অমৃত-পুত্র॥

রাজাধিরাজের সন্তান আমি ভুলিতে কি পারি কভু ?
দীনের মতন ভিক্ষা করিতে পারি ত না তাই প্রভু !
তোমার ত্যজ্য-পুত্র বলিয়া অনেকেই মোরে কহে,
তবু ত তোমার রক্ত আমার ধমনীর মাঝে বহে।
সিংহ-শাবক মিশিয়া গিয়াছি মেষ-শাবকের দলে,
তবুও সিংহ-বিক্রম মোর আছে অন্তর-তলে।
আমার অগ্নি ভুলি নাই আমি করিয়াছি বটে পাপ,
ভস্মের মাঝে আচ্ছাদিত কি নাহিক আমার তাপ ?
জরা-মরণের ভয়ে ঝরে বটে মিথ্যা এ আঁখিবারি,
মৃত্যুঞ্জয় তোমার পুত্র, ইহা কি ভুলিতে পারি ?
হয়ত আত্ম-বিস্মৃতি-বশে করিয়াছি হীন কাজ,
মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের মত নাহি তাতে কোন লাজ,
আজিকে আমার ফুটিয়াছে আলো, জেনেছি আমার তথ্য,
আজিকে আত্ম-মগ্ন হইয়া জেনেছি আমার সত্য।
নয়নে আমার দীপ্তি এসেছে, কাটিয়া গিয়াছে মেঘ,
আজিকে আমার ত্রিভুবন-জয়ী অনুভবিতেছি বেগ।
আজিকে তোমার-আমার মাঝারে চিনেছি মিলন-সূত্র
আত্মা আমাকে বলিছে "মাভৈঃ" আমি যে অমৃত-পুত্র।

পঞ্চবটীর স্মৃতি॥

পঞ্চবটীর বটের তলায় কী যে মোহ, কত সুধা,
যত যাই তত বাড়িয়াই চলে, কিছুতে মেটে না ক্ষুধা।
ঐ বটতলে নয়নের জলে যখনই হই সিক্ত,
সংসার আর ধন-জন-স্মৃতি সব হ'য়ে যায় তিক্ত।

অন্তরে জাগে অজানা পুলক, নয়নে নতুন আলো,
তীর্থ-স্নান-সমান ধুইয়া যায় যে মনের কালো।
ঐ বটতলে ছড়ানো র'য়েছে ঠাকুরের পদ-ধূলি,
সারা দেহে মনে রোমাঞ্চ আনে যখনই শিরে তুলি।
পঞ্চবটীর বটের তলায় পা ফেলিতে করে ভয়,
ঐ বটতলে প্রতিধূলি-কণা অশ্রু-মুকুতা-ময়।
ঐ বটতলে জাগ্রতা মাতা রাখি' শ্রীচরণখানি,
আদুরে দুলাল ঠাকুরের সাথে কত সোহাগের বাণী,
অতুল কুহকে নিবিড় পুলকে ক'য়েছেন কত কথা,
সে দৃশ্য স্মরি' শিহরি' শিহরি' বাজে বুকে বড় ব্যথা।
গোলোক-পুলক ম্লান করি' দেয় পঞ্চবটীর স্মৃতি,
পঞ্চবটীর বটের তলায় কত প্রেম, কত প্রীতি।
পঞ্চবটীর নাম-মাহাত্ম্যে বেদনার অবসান,
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস পঞ্চবটীর দান।
জগৎশাসন বিবেকানন্দ পঞ্চবটীর ছেলে,
রামা-শ্যামা সব মুক্তি ল'ভেছে এইখানে অবহেলে।
ত্রিতাপ-তপ্ত অনুতপ্তের অসহ বেদনা-বান,
পঞ্চবটীই রুদ্ধ ক'রেছে সান্ত্বনা করি' দান।
সব চেয়ে প্রিয় মুকতি-অমিয় দিয়াছে পঞ্চবটী,
ঠাকুরে ছলিতে টলিতে টলিতে ত্রাণ পেলো হেথা নটী।
তুলসী-মঞ্চ পঞ্চবটীর কাছে হ'য়ে যায় ম্লান,
সাধনা-মন্দাকিনীর প্রবাহে এইখানে করি' স্নান,
কেশব, গিরিশ, রাখাল, কালিকা, পণ্ডিত শশধর,
ঠাকুরের রাঙা চরণ-পরশে ভাবে হ'লা জর-জর!
এইখানে আছে, আছে ঘুমন্ত ঠাকুরের আবাহন,
নির্জ্জনে হেথা আসিয়া দেখিও, দেহ করে ছম্-ছম্!

অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গেলা রাণী রাসমণি,
নাস্তিক মনো আস্তিক হয় হেরি' এ ভকতি-খনি,
এইখানে আসি' আরাধনা কর, লভিবে নিঃশ্রেয়স্,
কত বিষধর বিষ দাঁত ভাঙি' এখানে মেনেছে বশ,
ঠাকুরের কৃপা-আশীস্-ছড়ানো এ ঠাঁইয়ের নাই মূল্য,
ধনী-নির্ধন সবাকারি মন এখানে হয় যে তুল্য।
কায়-ব্যূহের মতন এখানে লভে সবে নব কায়া,
এইখানে এলে লভি' অবহেলে বৈকুণ্ঠের ছায়া,
এই বটমূলে দুখ যাই ভুলে পাই যে পরমা প্রীতি,
প্রত্যহ মনে রোমাঞ্চ আনে পঞ্চবটীর স্মৃতি।

অবিলম্ব সরস্বতী

অসি ও মসীর যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হে তপোধন!
তোমার হুঙ্কার শুনি' হৃৎকম্পেতে পালাত যবন।
দানব-নিধন-তরে উঠিয়াছ হে বীর! উল্লসি',
কাপুরুষ-শিরঃস্পর্শ করে নাই দৃপ্ত তব অসি।
বেদ-বিদ্যা-সুনিষ্ণাত তুমি ছিলে তেজস্বী ব্রাহ্মণ,
দ্রুততর সৃজিয়াছ অনায়াসে কবিতা-রতন,
ভাবের সম্পদে ভরা। ছন্দোময় তোমার ঝঙ্কার,
নখ-দর্পণেতে ছিল সর্ব্ব-রসাপ্লুত অলঙ্কার,
কোমলতা, পেলবতা, তার সাথে ছিল ওজস্বিতা,
রঙ্গময়ী কল্পনার দাস নহ, তব মনস্বিতা,
বিমৃষ্যকারিতা তব, চাণক্যোপম তব তীক্ষ্ণ ধী,
স্বাধীন রাজার গুরু তাই তোমা' করিলেন বিধি।

চরিত্রের মাঝে তব বিচ্ছুরিত ছিল তপঃশিখা,
অশনি-সম্পাত-সম ছিল তাতে বজ্রবাণী লিখা।
কাশ্যপ গোত্রের রত্ন! ন্যায়াচার্য্য-বংশধর ধীর!
মানস-নয়নে হেরি মূর্ত্তি তব পাণ্ডিত্য-গম্ভীর।
তোমার পিতৃব্য ছিলা শ্রীমধুসূদন সরস্বতী,
"অদ্বৈত-সিদ্ধির" স্রষ্টা বৈদান্তিক-শার্দ্দূল ও যতী।
শস্ত্রে, শাস্ত্রে কী প্রতিভা নিরখিয়া তব নিরুপমা,
স্বয়ং শ্রীপ্রতাপাদিত্য গুরুপদে বরিলেন তোমা'।
তোমার বন্দনা করি হে আদর্শ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত,
ব্রাহ্মণ্য, পাণ্ডিত্য দু'য়ে ছিল তব চারিত্র্য মণ্ডিত।
হিন্দু-কুল-কলঙ্ক সে মানসিংহ যবনের দাস,
তোমার শিষ্যের শৌর্য্যে রণক্ষেত্রে লভিল সন্ত্রাস,
সে কৃতিত্ব তোমারই; শাস্ত্র-মগ্ন ছিলে নাক বসি',
সূর্য্য-কর-সমুদ্দীপ্ত হস্তে তব জ্ব'লেছিল অসি।
শক্তি-মদ-মত্ত হ'য়ে প্রতাপ করিলা যবে ভুল,
স্ব-গ্রামে ফিরিয়া গেলে। দুই মুষ্টি আতপ তণ্ডুল
সম্বল রহিল তব। পড়াইতে বিদ্যার্থী স্নাতক,
অন্যান্য অমাত্য-সম হও নাই বিশ্বাসঘাতক।
ইচ্ছা করিলেই কিন্তু পাওয়া যেত জাইগীর ভূমি,
ধূলি-সম অবহেলে ঘৃণিয়াছ সব কিছু তুমি।
স্বাধীনতা-বিনিময়ে চাহ নাই নশ্বর সম্পদ্,
তোমার চরিত্রে ছিল বীর্য্য যেন দৃপ্ত ইরম্মদ।
অন্যায়ের 'পরে রোষে নেত্র তব উঠিত ঝলসি'
খড়্গ-সম বাক্য ছিল, দুর্ব্বাসার মত তুমি ঋষি।
"পুরন্দর-কালীবাড়ী" প্রাঙ্গণেতে নিশিদিন জপ,
দারিদ্র্য-দাবাগ্নি-মাঝে করিয়া গিয়াছ মহাতপ,

অপূর্ব্ব চরিত্র তব শস্ত্রে শাস্ত্রে র'য়েছে মিশিয়া,
তোমার জনমে ধন্য জন্মভূমি মম "উনশীয়া"।
কোটালি-পাড়ার খ্যাতি দ্বিতীয় জাগ্রত বারাণসী-
সেই বারাণসী-ধামে যশোদেহে তুমি আছ বসি',
দ্বিতীয় মহেশ-সম মোর পূর্ব্ব-পুরুষ-গৌরব !
কৃপায় দক্ষিণেশ্বর-কাব্যে মম আশীস্-সৌরভ
ছড়াইয়া দাও তুমি শক্তি-কণা করিয়া অর্পণ,
তাই ছন্দোগঙ্গোদকে করিলাম তোমার তর্পণ।

কৃপা কর

তুমি যদি   ভবনদী   পার কর   হে ঠাকুর !
তবে তব   দাস রব   আমরণ   শ্রীচরণ
সেবা করি'   যাব মরি'   চাহিব না   কৃপা-কণা
চাব শুধু   গীত-মধু   শুনিবার   অধিকার।
চাব শুধু   প্রাণ-বঁধূ   তুমি হবে   বুকে রবে
প্রেম-খনি   পা-দু'খানি।   শুধু বলি   তুমি ছলি'
যেয়ো নাক   পায়ে রাখ,   অগরবে   হবো যবে
মর' মর'   জর-জর !   সেইদিনে   এই দীনে
কৃপা ক'র,   কৃপা ক'র।

মধুসূদন সরস্বতী।

দ্বৈতবাদের দাম্ভিকগণে ধমক দিয়াছ তুমি,
তোমার সাধনা সিদ্ধি লভিয়া করিল তীর্থভূমি,
কোটালিপাড়াকে, বিশেষ করিয়া ছোট উনশীয়া গ্রাম,
বৈদান্তিক-মনীষি-সমাজে শুনি তব জয়গান।
ভারতবর্ষে নাহি হেন দেশ, যেথা নাই তব শিষ্য,
তোমার প্রতিভা-বন্দনা-গান-মুখরিত সারা বিশ্ব।
আমার পিতার পিতামহদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ,
সরস্বতী হে শ্রীমধুসূদন! ভকতি-প্রণাম লহ।
উচ্চারি' তব পুণ্য ও নাম রসনা হইল ধন্য,
গুণিগণ-মাঝে তোমার বংশধর ব'লে হই গণ্য।
তোমার বংশে জন্মিয়া শুধু করিনু অগৌরব,
নাহিক দীক্ষা, নাহি তিতিক্ষা, নাহি শীল-সৌরভ,
নাহিক সে যাগ, নাহি সেই ত্যাগ, আছে মিছা অভিমান,
পরিব্রাজক! হে মহাসাধক! কর কর কৃপাদান।
উর্দ্ধরেতা হে! উদার-চেতা হে! দাও না বিন্দু শক্তি,
দখিণাপুরীর কাব্যে আমার দাও গো পরানুরক্তি।
বৈদান্তিক সমাজের রাজা! তুমি দাহু নিরুপম!
তোমার পুণ্য নাম-বন্দনে লেখনী ধন্য মম।
পঞ্চবটীর বটের তলায় যেন এ জীবন যায়,—
ছন্দের এই সুরধুনী রচি' যাচি শুধু ইহা পায়।

নিয়তি ।

এই দিলে অকারণ মর্ম্মঘাতী দুরন্ত লাঞ্ছনা,
পরক্ষণে হেরি পুন আবির্ভূত বিচিত্র সান্ত্বনা,
আশ্চর্য্য তোমার গতি বুঝিতে পারে নি আজো কেহ,
জহ্লাদের মত তব বিন্দুমাত্র নাহি মনে স্নেহ,
নাহিক করুণালেশ, যুগে যুগে তুমি দুর্নির্ণেয়,
অথচ এ ধরাধামে গতি-পথে তোমার পাথেয়
না দিয়া উপায় নাই। সর্ব্বতশ্চক্ষু হে ডিটেক্‌টিভ !
তোমাকে রুখিতে গেলে তখনই উপড়িবে জিভ,
নখাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করি' তুমি সৃজিবে জঞ্জাল,
তোমার দাসত্ব দেখি করিছেন নিজে মহাকাল,
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হেরি ব্যাধ-হস্তে ভুঞ্জিয়া দুর্গতি,
প্রমাণিত করিলেন,—অনিবার্য্য তুমি হে নিয়তি !
যার ভালে যাহা ইচ্ছা, যত খুসী তুমি লিখে দিলে,
সারাটি জীবন মোরা সেই বিষে দহি' তিলে তিলে
বক্ষে করাঘাত করি' নিরুপায় করি যে ক্রন্দন,
তুমি জ্বালো চিতা আর মোরা হই তোমার ইন্ধন।
যুগে যুগে জন্মে জন্মে বিন্দুমাত্র প্রতীকার নাহি,
"এস্, পি"র মতন তুমি যাহা কর দেখি শুধু চাহি
নিরুপায় বন্দীবৎ। অনিবার্য্য সূক্ষ্ম গতি তব,
সৃষ্টির প্রথম দিন হ'তে তুমি কত নব নব
দৃশ্য দেখায়েছ ভবে কী বীভৎস, কী রোমহর্ষণ,
আজো মোরা স্মরি' তাহা, বেদনায় যে অশ্রু-বর্ষণ
করি আর্ত্ত মর্ত্ত্যবাসী, তাহাতে কি মন তব টলে ?
তুমি ত নিষ্ঠুরা দেবী অহোরাত্র কত শত ছলে,

ছলিতেছ আমাদের। কর নাক কভু কর্ণপাত,
স্বৈরাচারী নৃপবৎ ঘন ঘন করিছ আঘাত,
দুর্ব্বল মোদের বুকে সৃজিতেছ নিত্য হাহাকার,
তোমার চাইতে ভাল ছিল বুঝি "রাশিয়া"র "জার"।
শরণাগতেরে দয়া করিয়াছে শুনি সে দাম্ভিক,
নৈষ্ঠুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বৃথা তোমা' দেই মোরা ধিক্।
ধ্বংসের পতাকা হস্তে চাহিয়া দেখ না ক্ষণতরে,
রূঢ় অত্যাচারে তব ঘরে ঘরে কত অশ্রু ঝরে,
সন্তান কাড়িয়া নাও স্নেহময়ী মাতার সম্মুখে,
বৎসর না যেতে যেতে আর একটা এনে দাও বুকে।
স্বামীকে ছিনায়ে নাও পতি-প্রাণা করে হায়, হায়,
অলক্ষ্যে হানিছ শর হে নিষ্ঠুরা শবরীর প্রায়,
সুন্দর দেখিলে কিছু তৎক্ষণাৎ নাশো তুমি ছলে,
পাষাণো গলিয়া যায়, তোমার হৃদয় কভু গলে ?
সদ্যোবিবাহিতা তন্বী পতিভাগ্যে ভাগ্যবতী সতী,
তোমার কবলে পড়ি' অকস্মাৎ ভুঞ্জিল দুর্গতি।
এমন অপ্রত্যাশিত কুহকিনী সৃজিলে কুহক,
কর্পূরের মত তার উবে গেলো সমস্ত পুলক।
আমরণ কাঁদাইলে ঝরাইলে নিত্য অশ্রুধার,
জীবন-সাগরে তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হে কর্ণধার !
আজ যারে কর খুসী, কালি তারে করিছ লাঞ্ছিত,
মাঝে মাঝে মনে হয় এ জীবনে তুমি অবাঞ্ছিত,
মরতের অভিশাপ ! ভাঙো, গড়ো যারে ইচ্ছা তারে,
ধরিত্রীর কোন স্থানে কেহ তোমা' এড়াইতে নারে,
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যেখানেই নর-নারী থাক্,
ভাগ্যের বল্লাটি নিয়া যখনই দিবে তুমি হাঁক্,

রোষ-কষায়িত নেত্রে, আর তার অব্যাহতি নাহি,
সমস্ত উদ্যম তার কোথা যাবে, দেখিবে সে চাহি
"ওয়াটালু" যুদ্ধের শেষে বন্দী নেপোলিয়ার মতন,
একটি জীবনে তার কী আশ্চর্য্য উত্থান-পতন !
অথবা আগ্রার দুর্গে সাজাহান বীর বাদশাহ,
দেখিলা কী নিরুপায় তিলে তিলে হ'য়ে দাহ দাহ,
নিজের সন্তান-হত্যা ; এক নয়, দুই নয়, তিন,
তাদের ক্ষুধিত আত্মা অভিশাপ দিল দিন, দিন
বিপন্ন ভাগ্যকে তার। পুত্র তাঁরে বন্দী করিয়াছে,
তাঁরি কৃপাপ্রার্থী যারা, তারা আজ বিদ্রোহীর কাছে
হাসিমুখে করিতেছে দিনে রাতে শত চাটুবাদ।
প্রতিকার ? কিছু নাহি, সিংহাসনে বসি' অপরাধ !
ভ্রাতৃ-হন্তা পিতৃঘাতী নির্ব্বিবাদে করিল প্রচার,
ধর্ম্মের রক্ষক আমি ? আলম্‌গীর নাম রমণীয়,
মোগল-মুকুট-মণি ? অপরাধ কী অমার্জ্জনীয়।
মুশ্লিম জগতে তার কোটি কোটি তবু অনুরাগী,
সেই বক-ধার্ম্মিকের কীর্ত্তি আজো রহিয়াছে জাগি'।
প্রাণহীনা রে নির্ম্মমা যুগে যুগে তুমি বিশ্ব-ত্রাসী,
শ্যেন-সম অকস্মাৎ আসি' তুমি গ্রাসো সর্ব্বগ্রাসী।
সুন্দর ধরণী গড়ি' প্রাণপণে মরিয়া হইয়া,
তুমি কোথা হ'তে আসি' গ্রাস কর বাহু প্রসারিয়া,
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, ঝঞ্ঝা, বাত্যা, প্রলয়ান্ত বান,
মরণ-মদিরা আনি' নিজহস্তে কর তুমি দান।
ঈর্ষ্যা, হিংসা, বিদ্বেষের প্রাণঘাতী কালকূট বিষ,
ধরিত্রী ধ্বংসের লাগি' ছড়াতেছ তুমি অহর্নিশ।

তোমার কবলে পড়ি' জন্মে জন্মে আমরা শঙ্কিত,
তোমার আতঙ্কে মোরা সদা ত্রস্তা কপোতীর মত
সন্ত্রস্ত শান্তিতে থাকি। সুখ-সুপ্ত সুন্দরী প্রেয়সী,
তোমার দাপটে কাঁপে রাহুগ্রস্ত পূর্ণিমার শশী-
সম তার হয় নিত্য প্রেম-ঢালা কুসুম-চয়ন,
নগ্ন বিদ্যুতের মত চমকিত মিলন-শয়ন,
বিছাইয়া থাকে প্রিয়া গাঢ়-ভীতি-মুকুলিত-মুখী,
বৈধব্য-শঙ্কায় কাঁপে বেহুলার অদৃষ্ট নিরখি'।
সুগভীর প্রেমে চুম্বি' প্রিয়া-দেহে হেরি যে কম্পন,
ভাবে কি সোহাগ-ভীরু উত্তরার শেষ আলিঙ্গন ?
প্রথম-বাসর-রাতে প্রণয়ের কথা যবে সুরু,
বুকে বুক্ মিলাইয়া অনুভবি সেথা দুরু দুরু !
যেন ভূমিকম্প-ভয়, কিম্বা যেন শত্রুর বন্দিনী,
দীনা অবনত-মুখী, খ্রিয়মাণ-প্রাণা উদাসিনী,
যত প্রকাশিতে চাই অন্তহীন যৌবন-পুলক,
তত প্রিয়তমা কাঁপে, কাঁপে তার কপোলে অলক,
জীবন-বল্লভ-'পরে থাকে নাক নিশ্চিন্ত বিশ্বাস,
কথায় কথায় তাই বাহিরায় নৈরাশ্য-নিশ্বাস,
তোমারি শঙ্কায় ক্রূর ! প্রেম আর উঠে না ফুটিয়া,
জীবনের শান্তি-রত্ন তুমি দস্যু ! নিতেছ লুঠিয়া
ধরণীর গৃহে গৃহে। প্রেম-ঘটে রত্ন-দীপ জ্বালা,
অনাঘ্রাত পুষ্প দিয়া গড়া যেই প্রেম-মণি-মালা,
তারে তুমি ছিঁড়ে ফেল অকারণ হইয়া বিমুখ,
চুম্বন-উদ্যতা থামে, ফিরাইয়া নেয় চাঁদমুখ
দুর্ব্বার নিয়তি-ভয়ে। সুন্দরের চিরবৈরী তুমি,

মরুভূমি।

নবস্ফুট পুষ্পসম আছিল যে সহজ সরল,
তার সুধাপাত্র কাড়ি' ঢালো তুমি কালান্ত গরল,
মুহূর্ত্তে ঢলিয়া পড়ে বেদনা-রোমাঞ্চে ম্রিয়মাণ,
টুটিল সমস্ত সাধ, হাহাকারে ভরি দিলে প্রাণ,
কোথা কান্তিময়ী তনু ? কোথা গেলো লাবণ্য-উচ্ছল
প্রেম-নিকেতন নেত্র ? বেদনা-নীলিমা-ছল-ছল !
হৃদয়ের তটতলে আছাড়িছে ক্রন্দনের ঢেউ,
তুমি সে তরঙ্গ-স্রষ্টা, এ রহস্য জানে নাক কেউ।

মানুষের মনোবনে ছাড়িয়াছ কত যে শ্বাপদ,
কী ভীষণ হিংস্র তারা সৃজিতেছে সহস্র আপদ্।
ধনীর প্রাসাদে আর দরিদ্রের শান্তির কুটীরে,
সুখের প্রদীপ তুমি নিভাইয়া দাও ধীরে ধীরে।

লালসায় মাতাইয়া মানুষের শিরা-উপশিরা,
সোণার হরিণ সৃজি' পিয়াইয়া মিথ্যার মদিরা,
কত ঘরে সর্ব্বনাশ ডাকি' আন তুমি কুহকিনী,
বহ্নিতে পতঙ্গ পোড়ে পৈশাচিক দাও উলুধ্বনি।
মাঝে মাঝে মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে মোরা তোমাকে বিস্মরি',
সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের স্রষ্ট্রী তুমি, তুমি অধীশ্বরী
জীব-জগতের নিত্য। ইচ্ছা হ'লে সৃজিলা নন্দন,
অপার কৌতুকে পুন বুক্‌ফাটা জাগাও ক্রন্দন।

তোমার বঙ্কিম গ্রীবা, রোমাঞ্চ-সঞ্চারী গতি তব,
সৌভাগ্যের দ্বারে দ্বারে কী চক্রান্ত করে নব নব।
আমরা চিনি না তোমা, বুঝি নাক হে চক্রান্তময়ী !
তোমার নিপুণ হস্ত সর্ব্বত্রই হয় দেখি জয়ী।
অঘটন-ঘটনায় পটীয়সী দুর্ব্বার নিয়তি !
মানুষের হাত দিয়া মানুষের সৃজিছ দুর্গতি।

মানুষের মনে তুমি দিয়াছ যে বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক,
তারি ফলে সৃষ্টি করি' সৃষ্টি-ধ্বংসী বোমা আণবিক,
বিমূঢ় ক'রেছ ধূর্ত্ত দিনে দিনে দিয়া উদ্‌ভাবিনী
অদ্‌ভুত আশ্চর্য্য বুদ্ধি সর্ব্বনাশী বিশ্ব-বিধ্বংসিনী।
প্রাগৈতিহাসিক যুগে আজ মোরা দিতেছি ধিক্কার,
আশ্চর্য্য কৌশলময়ী হে নিয়তি! চিত্ত-চমৎকার
কত যাদু জান তুমি সম্মোহন-বিদ্যা-পটীয়সী,
গণিকারো চেয়ে ধূর্ত্ত কত সাজে সেজে আছ বসি'
ছলিতে মানব-মন কত ছলে রে ছলনাময়ী,
তোমার সাম্রাজ্যবাদ চরাচরে হইতেছে জয়ী,
আমরা কি বুঝি তার? মোরা শুধু তোমার শীকার
কখনো গম্ভীর তুমি, কখনো বা চঞ্চল আবার।
ঊষার গলিত স্বর্ণ, প্রদোষের তাম্রাভ বরণ,
এরি মধ্যে রঙ্গময়ী প্রত্যহই ফেলিয়া চরণ,
রজনীতে আলুলিত-কেশ-রাশি করিছ বিস্তার,
তোমার মায়ার পাশে বদ্ধজীব। নাহিক নিস্তার
কোনমতে। তুমি যদি নেত্র তব কর আরক্তিম,
সার্ব্বভৌম সম্রাটও পাকে পড়ি' খায় হিম-শিম্
হিটলার, মুসোলিনী, দেখাইলে শক্তি বিশ্বত্রাসী,
তাদের তুলিলে কোথা, ডুবাইলে পুন সর্ব্বনাশী!
প্রাচ্যের প্রধান শক্তি, করাইলে কী মদিরা-পান,
ইতিহাসে অজেয় যে, কোথা সেই দুর্দ্দান্ত জাপান?
মাকর্সা-জালের মত দেখি, "যার শিল, তার নোড়া"
তাই দিয়া ভাঙ তুমি তাহারই দাঁত আগাগোড়া।
স্বয়ং শ্রীভাস্করাচার্য্য ত্রিকালজ্ঞ, জ্যোতিষ-সম্রাট,
তাঁর কন্যা লীলাবতী সুন্দরীর সুন্দর ললাট,

কেমনে মুছিয়া দিলে চিরতরে এঁয়োতী সিন্দূর,
বাসরের রাতে তুমি কেড়ে নিলে সুন্দরী বধূর,
জীবনের সরবস্ব, হে নিষ্ঠুরা নিপুণ তস্কর !
তোমাকে রোধিতে হায় ! ব্যর্থকাম হ'লেন ভাস্কর।

* * *

প্রথম তোমাকে দেখি শৈশবের শ্রাবণ-বর্ষণে,
আজো সে ভয়াল স্মৃতি শিহরণ আনে মোর মনে।
প্রাবৃট্-গগনে সবে ঘনায়েছে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ,
বিষণ্ণ শ্রাবণ-সন্ধ্যা ! কী ভীষণ বাতাসের বেগ !
ঈশান-কোণেতে হেরি ঘন ঘন বিদ্যুদ্‌বিকাশ,
তারি মাঝে উঁকি দিয়া কী ভীষণ তোমার উল্লাস।
প্রকৃতির নিস্তব্ধতা সমীরণ-সঞ্চার-বিহীন,
নির্ব্বাক্ আতঙ্কে কম্প, সব আশা হ'য়ে এলো ক্ষীণ,
চারিদিকে কী সন্ত্রস্ত শান্তি আর সূচী-ভেদ্য তম,
সবারি' মনের ভাব প্রকাশ-অতীত থম-থম !
গৃহে ফিরিতেছে সবে, সবে মাত্র ভাঙিয়াছে হাট,
ভয়ার্ত্ত সমস্ত সঙ্গী পার সবে হইতেছে মাঠ,
রোষ-কষায়িত তব রক্ত চক্ষু দেখিল হঠাৎ,
সারাটা আকাশ চিড়ি' ডাক দিলে কড়াৎ ! কড়াৎ !
জন-শূন্য দীর্ঘপথ, অভয় দিবার নাহি কেহ
বাল-বৃদ্ধ-নারী সব, সবাকারি' কাঁপিতেছে দেহ।
আঁখি-ঝলসানো পুন বুক্-কাঁপা কী যে দিলে ধ্বনি,
ভয়ার্ত্ত কাতর-কণ্ঠ জপ করে "জৈমিনি ! জৈমিনি !",
থামে না তোমার রোষ, পুনঃ পুনঃ আনো শিহরণ,
হঠাৎ দেখিল সবে পরিত্যক্ত পূজার প্রাঙ্গণ,—

টিনের ছাপরা বাঁধা, ভাঙামূর্ত্তি শ্মশান-কালিকা,
সেখানে আশ্রয় নিলো যুবা, বৃদ্ধ, বালক, বালিকা,
সব শুদ্ধ ষাট্‌জন ভিন্ন ভিন্ন বয়সের লোক,
সবারি' মরণ-ভয়ে সমাসন্ন জাগিয়াছে শোক।
কে কাহারে হারাইবে ? অথবা নিজেরি শেষ দিন,
হিসাব করিছে মনে সকলেই জীবনের ঋণ।
আকাশ ভীষণ লাল ! ধূম্রবর্ণ হ'য়েছে ঈশান,
সবারি বক্ষেতে ঝড় উঠিয়াছে আশঙ্কা-তুফান।
গাঢ় হ'তে গাঢ়তর ঘন ঘন ঝিলিকে বিদ্যুৎ,
বৃদ্ধেরা চীৎকারি উঠে—"এলো রে, এলো রে যমদূত,
এখনি হইবে ওরে ! নিদারুণ ভীম বজ্রপাত"
উদ্ধত একটি যুবা বৃদ্ধ-মুখে করি' মুষ্ট্যাঘাত,
চীৎকার করিয়া বলে—"ভয় নাই, ভয় নাই ওরে !
আমরা পাইব রক্ষা আমাদের বরাতের জোরে ;
আমাদেরি' মধ্যে আছে নিশ্চয়ই কোন ভাগ্যহীন,
যার ভাগ্যে বজ্রাঘাত লেখা আছে, আজি এই দিন।
বার করো টানি' তারে, তালতরু র'য়েছে সম্মুখে
বিদ্যুতে মারিয়া উঁকি, বজ্র আছে তারি দিকে ঝুঁকে"
আশ্বস্ত হইল শুনি' সর্ব্ব-জন-মনঃ-পূত কথা,
অথচ শিহরে সবে, বাজে বুকে মরণের ব্যথা ;
কাহার বরাতে আছে ? কাহার বরাতে আছে বাজ ?
কহিল পূর্ব্বোক্ত যুবা, "করো সবে এইমত কাজ,
তাল-তরু-তলে যাও মনে মনে নিয়তিকে স্মরি'
বাল, বৃদ্ধ, যুবা সবে—পর, পর, এক, এক করি'।
ক্রন্দনে হবে না ফল, বৃথা করো বক্ষে করাঘাত,
একের অদৃষ্টে হবে সবাকার শিরে বজ্রাঘাত ?"

সম্মত হইতে হ'ল, প্রথমে আসিল পালা যার,
বিবর্ণ তাহার মুখ, দু'নয়নে বহে অশ্রুধার,
কিন্তু কেহ শুনিল না, বাহির করিল ধাক্কা দিয়ে,
"জৈমিনি! জৈমিনি!" বলি' রুদ্ধশ্বাসে তালগাছ ছুঁয়ে,
টলিতে টলিতে আসে অর্দ্ধ-মৃতবৎ সে হেলিয়া,
তারপরে পর পর পাঠাইলা ঠেলিয়া ঠেলিয়া,
হইল না বজ্রপাত। রহিল বালক এক বাকী,
ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে সবে—"নিয়তিরে দিতে চাস্ ফাঁকী?
তোর ভাগ্যে আছে বাজ্, তাই এত কড়াৎ! কড়াৎ!
এখুনি ছুটে যা ওরে! ডুবাস্ নি মোদের বরাত"।
কাঁদিয়া উঠিল ভয়ে "মা" "মা" করি' সরল বালক,
ভীষণ স্বননে পুন ঝলসিল বিদ্যুৎ আলোক!
গর্জিয়া উঠিল সবে, ধাক্কা দিয়া বলিল—"নির্ব্বোধ!
রোধি' নিয়তির গতি আমরা কি পাব প্রতিশোধ?
ছুটে যা! ছুটে যা ছোঁড়া! হতভাগা অর্ব্বাচীন মূঢ়!"
এত বলি' পাষাণেরা জহ্লাদের মত হ'য়ে রূঢ়,
বালকে ঠেলিয়া দিল গৃহ হ'তে তাল-তরু-ত'লে,
নিরুপায় বালকের আর্ত্তনাদে অন্তর্য্যামী টলে।
ভয়ার্ত্ত বালক ধায়, অশ্রুধারা বহে দর-দর!
আকাশ ফাটিয়া বজ্র নামি' এলো কড়া-কড়্-কড়্!
নিষ্পাপ বালক যেই নিরাপদে তালগাছ ধরে,
তৎক্ষণাৎ ভীমনাদে টিনের সে আট্চালা-পরে,
হুঙ্কারি' পড়িল বজ্র! ঊনষাট-মরণ-মালিকা,
সে কী আর্ত্ত হাহাকার! হাসিলেন শ্মশান-কালিকা।
শ্রাবণের স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, হু হু করি' বহিল বাতাস,
শিশু-শুভ-অদৃষ্টেরে হটাইয়া হ'ল সর্ব্বনাশ

এতগুলি মানুষের। শুনিল না শিশুর মিনতি,
মানুষ ভাবিল এক, অন্যরূপ করিল নিয়তি।
হে সুন্দরি! হে ভীষণা! কার ভাগ্যে কী যে লেখ লেখা,
মানুষের জীবনের সায়াহ্নের শেষ রশ্মি-রেখা
স্ব-হস্তে মুছায়ে দাও। সদ্‌গতি কি নিতান্ত দুর্গতি,
সবি তব আজ্ঞাধীন, অনিবার্য্য তুমি কি নিয়তি?
ব্যথাময়ী! মানুষেরে চিরদিন দিয়ে এলে ব্যথা,
শুনিবে না কোনদিন মানুষের একটিও কথা?
কভু কোনদিন তুমি মানুষের হাতে হারিবে না?
রোধিতে দুর্ব্বার তোমা' ধরাতলে কেহ পারিবে না?

* * *

মনে পড়ে হেরেছিলে একবার ওগো দম্ভময়ী!
তোমার বিধান-পরে মানবী-শকতি হ'য়ে জয়ী,
একবার কোন্ যুগে তোমাকে করিলো পরাজিত
হতগর্ব্ব নতশির হ'য়ে ছিলে তুমি অবনত?
এই ভারতেরি বুকে ভারত-মাতার এক মেয়ে
অতীত সন্ধান করি' হে নিয়তি! দেখ ফিরে চেয়ে,—
ভেবে দেখ হে সন্ধানী! "সাবিত্রী" তাহার পুণ্য নাম,
কেড়ে নিয়েছিলে তার প্রাণাধিক-প্রিয়তম-প্রাণ,
কিন্তু পতিব্রতা নারী তার লাগি' করে নাই শোক,
সতীত্ব-দাবাগ্নি হ'তে জ্বালি নিয়া সত্যের আলোক,
তোমাকে রোধিয়াছিল, দিয়াছিল তোমাকে ধমক্,
সেই দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে পেয়েছিলে তুমি যে চমক্
মনে কি তা পড়ে আজো? হ'য়েছিলে একান্ত কুণ্ঠিতা,
নবোঢ়া বধূর মত সসঙ্কোচে কী অবগুণ্ঠিতা

হ'য়েছিলে সেই রাত্রে, উদাসিনী ছিলে মন-মড়া,
মনে পড়ে হেরে গেলে ? স্তব্ধ হ'ল তব ভাঙা-গড়া ?
অঘটন-ঘটনায় পটীয়সী অনিবার্য্যমাণ,
দুর্ব্বার তোমার গতি সেই রাত্রে হ'য়েছিল ম্লান।

*　　*　　*　　*

আবার দক্ষিণেশ্বরে হেরি' প্রেম-বারি-ভরা মেঘ,
স্তম্ভিত হইয়াছিলে, থেমেছিল অনিবার্য্য বেগ।
ঠাকুরের সঙ্গে আসি' আবির্ভূত হইলেন শ্রীমা,
যদু, মধু তরি' গেলো, ভ্রূক্ষেপও করিল না তোমা ?
যা'দের অদৃষ্টে তুমি লিখেছিলে দুরন্ত দুর্গতি,
তাহারা দেবত্ব লভি' হটাইল তোমাকে নিয়তি !
আজিও জানিও কৃপা শ্রাবণের ধারা-সম ঝরে,
দুর্ব্বল হ'তেছ নাকি ঠাকুরের মহাকৃপা-বরে ?
হে বধিরা ! হে নিষ্ঠুরা ! কতকাল নর-মাংস-ভুক্
থাকিবে রাক্ষসী তুমি ? এলো, এলো রামকৃষ্ণ-যুগ,
কতকাল আধিপত্য আর তুমি করিবে এ ভবে ?
একবার নাম নিলে হে নিয়তি ! ব্যর্থকাম হবে।
সহজ এ কলিযুগ, যতই কলুষ মোরা করি,
ধ্বংস হবে সব পাপ স্মরামাত্র রামকৃষ্ণ হরি।
আর কি মোদের তুমি ফেলিতে পারিবে দীর্ঘশ্বাস ?
হরি-রামকৃষ্ণ নাম আমাদের জীবন্ত আশ্বাস !
আর কেন বৃথা চেষ্টা ; পারিবে না ভোগাতে দুর্গতি,
অবসর নাও তুমি, সরীসৃপ-প্রকৃতি নিয়তি !

নাহি শেষ।

যারে যত দাও সেই তত চায়, তৃষ্ণার নাহি শেষ,
কিছুই না পেয়ে বিতৃষ্ণ থাকি, এই ত ঠাকুর! বেশ।

কলির ধরণী।

উদর-অর্চ্চনা আর স্বপন রমণী,
শিশ্নোদর-পরায়ণ কলির ধরণী।

দাও, দাও ব্যাকুলতা।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ! তোমাকে বাসিয়া ভালো,
ভালবাসা-ভরা হেরিনু এ ধরা, বুক্-ভরা হেরি আলো।
আজ দিনে রাতে তোমার কৃপাতে হ'তেছে কবিতা-বৃষ্টি,
সত্য ও শিব-সুন্দর ধ্যানে খুলিছে নবীন দৃষ্টি;
বৃষ্টি হ'তেছে অন্তর-মাঝে "কথামৃত"—কণা-কণা,
তোমাকে বুঝিতে, তোমাকে বোঝাতে করিতেছি উপাসনা,
বাসনার সোনা যেতেছে গলিয়া হইতেছি বীত-তৃষ্ণ,
সারা অন্তর উজলিয়া এসো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ!
বন্দনা-গান রচিব তোমার দাও সে দিব্য শক্তি,
তোমার পূজার মন্ত্র পড়িতে দাও ব্যাকুলতা, ভক্তি।
হৃদি-মন্দিরে তোমার আসন থাকে যেন নিতি পাতা,
তোমার রূপের ধেয়ানে যেন গো অন্তর থাকে মাতা।
আমার লেখনী তোমার পরশে হ'য়ে উঠে যেন বীণা,
তোমার কৃপায় ধরাতলে যেন কাউকে না করি ঘৃণা।

প্রাণের যমুনা-তীরে দাঁড়াইয়া বাজাও তোমার বাঁশী,
ফুটাও তোমার প্রেমের কমল, ছড়াও করুণা-রাশি,
বুকের তমাল-তরুতলে বসি' শুনাও ত্যাগের বেণু,
ঝরিয়া পড়ুক্ লালসা-আবেশে অন্ধ লোধ্র-রেণু,
কৃপা করি, এই ধরাতলে আসি' জুড়াও ধরার ব্যথা,
দাও তব পদে অহেতু ভকতি, দাও, দাও ব্যাকুলতা।

দাও ঃ

অকূলে দাও কূল,
জীবনখানি করো আমার তোমার পূজার ফুল।
ভুলাও দুঃখ শোক,
পাই যেন গো বুকের মাঝে মুদ্‌বো যখন চোখ্।

—হইতাম যদি ঃ

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ভৃত্য হ'য়ে জন্মিতাম যদি,
দেখিতাম,—সেবিতাম কৃপামূর্ত্তি প্রেমের অম্বুধি।
পঞ্চবটী-বনে যদি ভাগ্যবলে হইতাম ফুল,
ভগবৎ-কর-স্পর্শে হ'ত জন্ম পুলক-আকুল।
কিম্বা যদি সেই পুণ্যতীর্থ-ভূমে দূর্ব্বা হইতাম,
"তাঁহার" চরণ-স্পর্শ লভি' জন্ম ধন্য করিতাম।
বিল্ব-বৃক্ষে যদি হায়! হইতাম ফুল্ল বিল্বদল,
হয়ত বা দিত স্পর্শ অপরূপ শ্রীকর-কমল,

মন্দিরের সোপানেতে ধূলিকণা হইতাম যদি,
তাঁর পাদ-পদ্মে কত লাগিতাম নাহিক অবধি।
হ'তেও ত পারিতাম ঠাকুরের ধন্য নিষ্ঠীবন,
তরিয়া যেতাম ধ্রুব, ধন্য হ'ত ঘৃণ্য সে জনম,
সার্থক হইত জন্ম ; কীর্ত্তি র'য়ে যেত নিরবধি,
মৎকুণ, মশক, দংশ কোন-কিচ্ছু হইতাম যদি ॥

আর কত ভুলাইবে আমারে ঠাকুর ?

গদাধর ! নিয়ে যাবে আর কত দূর ?
কতদিনে পাব দেখা প্রাণের ঠাকুর ?
তব প্রেম-অনুরাগে, সারা বুকে দোলা লাগে,
শয়নে স্বপন হেরি কত যে মধুর,
গদাধর ! নিয়ে যাবে আর কত দূর ?
দিনে দিনে দান তব পেলাম প্রচুর,
জানি তুমি বড় ধনী, আর করিও না ঋণী,
আড়ালে থেকো না আর শুনায়ে নূপুর,
গদাধর নিয়ে যাবে আর কত দূর ?
মনে মনে ভাসে তব ভাটীয়ালী স্থর,
নয়ন দেখা না পায়, মন করে হায় হায় !
হৃদয় কাঁদিছে লাগি' পীতম্ বঁধূর,
গদাধর ! নিয়ে যাবে আর কত দূর ?
কেন ফাঁকি দিয়া দীনে রহিয়াছ দূর ?
কেমনে একেলা থাকি বিরহ-বিধুর ?
আলো করি' আসিবে না মোর প্রাণপুর ?

তোমাকে দেখার সুখ মাতালিয়া তোলে বুক্
পঞ্চবটীর পথে শুনি তব সুর,
পথে পথে চেয়ে চেয়ে সন্ধ্যা-দুপুর,
আর কত ভুলাইবে আমারে ঠাকুর ?

ছায়া ঃ (গান)

ওগো মাগো ! মহামায়া !
আড়ালে থেকো না আর, কেটে দাও মা ! সকল মায়া
লালসার সমারোহে, ভুলায়ো না আর মা ! মোহে,
কেটে দাও শিকলগুলি, ধন-জন-সুত-জায়া।
চাহি সেই অপরূপে, চাহি তিন-ভুবন-ভূপে,
এসো মা ! চুপে চুপে, দেখাও তোমার অতুল কায়া।
আয়ু যে কেটে গেলো, মেলো মা নয়ন মেলো,
দিয়ে সেই কৃপার আলো, ফেলো বুকে তোমার ছায়া ॥

লাবণ্য ঃ

তমসা আচ্ছন্ন বুকে দিলে কত আলো,
তাই তোমা' বাসি এত ভালো।
মনের খনিতে দিলে ভকতির হেম,
তাই তব পদে এত প্রেম।
তোমার হাসিতে পাই অমরার সুধা,
তাই তব পদে এত ক্ষুধা।
তুমি যে প্রাণের মাঝে দিলে নব প্রাণ,
তাই দেই সভক্তি প্রণাম।

ব্যথার শ্রাবণে তুমি দুঃখ দাও নাশি'
তাই তোমা' এত ভালবাসি।
সুন্দরের সাথে দিলে করি' পরিচয়,
তাই কণ্ঠ গাহে তব জয়।
হৃদয়ের পঙ্ক, গ্লানি নিলে তুমি হরি'
তাই ত তোমার পূজা করি।
দক্ষিণেশ্বরের কথা দিলে তুমি বুকে,
তাই তোমা' প্রণমি পুলকে।
তুমি চক্ষে দিলে মোর নবীন অঞ্জন,
তাই আজ সন্দেহ-ভঞ্জন,
তোমারই মাতৃমূর্ত্তি মা সারদেশ্বরী,
"নম" নাও রামকৃষ্ণ হরি!
প্রতিবিম্ব হেরি' তব আঁখি হ'ল ধন্য,
কৌৎসিত্যেও নেহারি লাবণ্য

পূজ্যপাদ পিতৃদেব
৺কাশীশ্বর বিদ্যারত্ন :

দখিণাপুরীর মন্দিরে গিয়ে ঢুকি'
প্রণমিয়া বসি বদ্ধাঞ্জলি পুটে,—
তোমার মূরতি মনোমাঝে মারে উঁকি,
প্রাণ-শতদল ভকতিতে উঠে ফুটে।
পঞ্চবটীর বটতলে কলরব,
দূরে গম্ভীর পঞ্চমুণ্ডী শব,
হেরি' তান্ত্রিক সাধনা-ভীষণ পীঠ,
ভয়ার্ত্ত মন পদতলে তব লোটে।

করুণ-নয়নে দুই হাত রাখি শিরে,
মনে মনে যত কলুষ বাসনা ঢাকি'
সিদ্ধ মন্ত্র উচ্চারি' ধীরে ধীরে,
শঙ্কিত চিত পদ-তলে তব রাখি।
ছন্দ আমার সব হ'য়ে যায় ম্লান,
তোমার চরণে অপরাধী ভাবি প্রাণ,
কম্পিত বুকে শষ্প-আসনে ভাবি,
কী যেন কৃত্য রহিয়াছে তব বাকী।

* * * *

জন্মভূমিকেই তুমি স্বর্গাদপি গরীয়সী গণি'
কলিকাতা আসিলে না, গণিলে তাত ! সুরধুনী
কলিযুগে শ্রেষ্ঠ তীর্থ। লোভহীন্ তোমার জীবনে
সত্যাশ্রয়ী ধর্ম্মভীরু অবিশ্রান্ত ধর্ম্মের প্লাবনে
ভাগবতী চিন্তা নিয়া সদা তুমি ছিলে ভাসমান,
জীবন-আদর্শ তুমি আমরণ রেখেছ অম্লান !
কঠোর দারিদ্র্য-মাঝে পড়ি' গেছো সুন্দরের গীতা,
তোমার জীবন-ভরা ভক্তি-রস-দীপ্ত দীপান্বিতা,
বিশ্বাস-সুন্দর তব চক্ষু দুটি প্রেম-ঢল-ঢল !
তপস্যা-মগন আত্মা বৃন্দাবন-মহিমা-উজ্জ্বল,
আন্তরিকতায় ভরা শিশুচিত স্নিগ্ধ শুভ্র হাসি
মানস-নয়নে মম আজো স্পষ্ট উঠিতেছি ভাসি'।
বাহির কঠিন তব ঠিক ফল্গু-নদীর মতন,
অভ্যন্তরে ছিল কিন্তু মধুময় এক শিশু-মন
কুটিলতা-লেশহীন অকপট কী সরল প্রাণ ?
সামান্য কথায় তব জাগিত কী দৃপ্ত অভিমান

প্রগল্‌ভতা-বশে কত মার্জ্জনা-অতীত অপরাধ
করিয়াছি মূঢ়তায়। আজ মনে জাগিছে প্রমাদ!
অঘোমর্ষণার্থ বড় হইয়াছে চিত্ত ব্যাকুলিত,
কেমনে মাগিব ক্ষমা? হইয়াছ তাত! তিরোহিত
অনুতপ্ত যাচি' আশী, শিরে ধরি' রাতুল চরণ,
দক্ষিণেশ্বরের রসে ডুবাইয়া রেখো আমরণ।

৺কালীঘাট আর পঞ্চবটী

শুনেছি তাঁহার নাম, শুনিয়াছি তাঁর বহু কথা,
প্রাচীনগণের মুখে শিশুকালে তাঁহার বারতা
শুনিয়াছি কত রাত্রে শ্রদ্ধাপ্লুত-মনে সবিস্ময়ে,
তাঁহার পূজার দিনে সাষ্টাঙ্গে নোয়ায়ে ভয়ে ভয়ে
ধূলা ও কাদার মাঝে করিয়াছি নত এই শির,
দেখিয়াছি বদ্ধাঞ্জলি যুবা, বৃদ্ধ, জনতার ভিড়
মন্দির-প্রাঙ্গণ-তলে। শুনিয়াছি তিনি কাঁচা খান,
জাগ্রতা মা রক্ষাকালী, ভয়ে ভয়ে দিয়াছি প্রণাম।
তার পর বড় হ'য়ে আসিলাম যবে কলিকাতা,
শুনিলাম ৺কালীঘাটে সত্য নাকি আছেন জাগ্রতা
বাল্যের সে ভয়ঙ্করী, ভয়ে ভয়ে যাই সেথা ছুটে,
তরঙ্গিত জনতার "মা! মা!" ডাক্ কৃতাঞ্জলি-পুটে
শুনিয়া জাগিল ভয়, আসিল না ভক্তির প্লাবন;
যূপকাষ্ঠ-পার্শ্বে হেরি কী ভীষণ রুধির-কর্দ্দম।
গলে নর-মুণ্ড-মালা, এই কি সে মাতা দয়াময়ী?
এ কি বিভীষিকা হেরি? এর মাঝে দয়াবিন্দু কই?

দেবতার এ কী রূপ ? সারা বুকে জাগিল সংশয়,
চমকি' উঠিনু শুনি,—"জয়, জয়, কালীমাই-কী জয় !"
এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ মনে,
কেমন এ জয়-ধ্বনি আর্ত্তকণ্ঠ পশুর ক্রন্দনে ?
শুনেছি করুণাময়ী,—শুনিয়াছি তিনি বিশ্বমাতা,
তবে এত রক্ত কেন ? কেন তবে এই নিষ্ঠুরতা ?
এই সেই কালীঘাট ? বাঙালীর শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান !
এখানে মানত করি' দুরন্ত বিপদে পায় ত্রাণ
যুগে যুগে ভক্তগণ ? ভকতির বিষম প্রকাশ
নেহারি অজ্ঞাতসারে বাহিরিল দীরঘ-নিশ্বাস
নিষ্ঠুর এ লীলা হেরি' চিত্ত মোর হইল উতলা।
মনে পড়ি গেলো সেই শৈশবের ভীষণা ৺শীতলা
বসন্ত লাগিলে গ্রামে সারা দেশ উঠিত উচ্ছ্বলি'
সে কী মানতের ধূম ? শত শত সে কী পাঁঠা-বলি,
বসন্ত থামিয়া গিয়া পুন যেই ওলা-উঠা-ধরা,
রক্ষা-কালিকার পদে মানত হইত জোড়া-জোড়া।
বেদনার্ত্ত স্মৃতি আসি' ম্রিয়মাণ করে আত্মা মোর,
মানুষের মত হায়,—দেবতাও তবে ঘুষ্-খোর ?
রাজশক্তি, দৈবশক্তি ভেদ নাই ? তুল্য নিরঙ্কুশ ?
ইহলোকে পরলোকে সর্ব্বত্রই চলিবে কি ঘুষ্ ?
জাগিল বিষম কুণ্ঠা, কুণ্ঠিত কি বৈকুণ্ঠের দ্বার ?
দেবতা মাগেন বলি ? পাষাণ হৃদয় হবে মা'র ?
হেনকালে চেয়ে দেখি,—ছবি-ওলা যায় অকস্মাৎ,
রামকৃষ্ণঠাকুরের শিরোপরে দিয়া এক হাত,
দাঁড়ায়ে প্রসন্নমুখী,—দক্ষিণেশ্বরের কালীমাতা,
করুণার কান্তমূর্ত্তি, কৃপাভরা সে কী ব্যাকুলতা !

ঢল-ঢল মাতৃ-ভাব, দু'নয়নে স্নেহ-সুধা ঝরে,
মমতার মন্দাকিনী, মাতৃ-রূপা যিনি ঘরে ঘরে।
হেরি' অপরূপ চিত্র ফুটিয়া উঠিল মোর চোখ,
পলেকে সান্ত্বনা লভি' বিদূরিল কালীঘাট-শোক।
মনের মন্দিরে মোর ভক্তি-পুষ্প-রাশি থরে থরে,
সাজাইনু, কী অব্যক্ত পুলক-আবেশে বুক ভরে।
মনে জাগে চণ্ডীমূর্ত্তি, পদভরে পৃথ্বী টল-মল,
আবার ৺ভবতারিণী, কী প্রশান্ত করুণা-উচ্ছল,
দুই ত প্রকাশ তাঁর, আলো-তম দুই তাঁর দান,
তাই ত সার্থক তাঁর, রুদ্রাণী-শিবাণী দুই নাম।
আমরা ভয়ার্ত্ত জীব সহিতে পারি না অট্টহাসি,
মাতৃত্ব-মমতাময়ী মূর্ত্তি তাই বেশী ভালবাসি।
মোরা ভালবাসি তাঁর পদে লভি নিত্য ক্ষমা দয়া,
মোরা ভালবাসি সেই ঠাকুরের সাথে কথা-কয়া
মোরা ভালবাসি না'ক পদতলে শয়ান ধূর্জ্জটি,
তাই ত প্রভেদ দেখি, কালীঘাট আর পঞ্চবটী।

গান ঃ

(আমি) দূরে থাকি যদি দাঁড়ায়ে, কৃপা ক'রে তুমি তাকায়ো,
পথহারা যদি হই গো, পথপাশে এসে দাঁড়ায়ো।
বিপুল ভিড়ের মাঝারে, না চিনি যদি গো রাজারে,
তোমার প্রেমের বাজারে, আমারে যেন হে ডাকায়ো।

শত বেদনার দহনে, পটু নহি ভার বহনে,
আমার বুকের গহনে (তোমার) চরণ দু'খানি আঁকায়ো।
(কবে) দুয়ার তোমার খুলিবে ? নয়ন রাঙায়ে তুলিবে ?
(ঠাকুর !) সবাই যখন ভুলিবে (তখন) কৃপা-রথখানি হাঁকায়ো ॥

প্রেমের ভারতবর্ষ।

ত্যাগের অমৃত-মন্ত্র বিশ্বে প্রথম শুনালে তুমি,
ভোগের পঙ্কে পঙ্কজ-সম মোদের ভারতভূমি।
কুটীরের বুকে রাখি' হাসিমুখে দারিদ্র্যে দিলে দীক্ষা,
অরণ্যে বসি' ঋষিরা দিলেন বেদ-বেদান্ত-শিক্ষা।
রাজার দুলাল হইয়াও তব পুত্র হ'লেন বুদ্ধ।
যাঁর অহিংসা-মন্ত্রে দুনিয়া আজিও র'য়েছে মুগ্ধ।
চণ্ড অশোকে শোকার্ত্ত করি' গড়িয়াছ তুমি ধর্ম্মাশোক,
রাজার হৃদয়ে ঋষিত্ব দিয়া মুগ্ধ ক'রেছো বিশ্বলোক।
প্রসব ক'রেছো রত্ন-গর্ভা শঙ্কর-সম প্রতিভাবান্,
জীবের মাঝারে শিব সন্ধানি' দিয়াছ বিশ্বে ব্রহ্মজ্ঞান।
"ডলার্" পূজারী পশ্চিম হায় ! মরিতেছে ভুগে ভুগে,
তুমি মানুষেরে দেবতা করিয়া তুলিয়াছ যুগে যুগে।
যে সব দম্ভী সন্তানে নিয়া পশ্চিম করে গর্ব্ব,
তেমন পুত্র দেখিলে তোমার মহিমা যে হয় খর্ব্ব।
সম্রাট্ ছেলে,—তাকেও পরাও ত্যাগের উত্তরীয়,
জনকের মত, শ্রীরামের মত পুত্র তোমার প্রিয়।
সাগরের মত, গগনের মত চিরদিন তব উদার প্রাণ,
তুমি ভালবাস মানুষ করুক দধীচির মত অস্থি-দান।

শিবির মতন সন্তান তব স্পর্শ করে যে মর্ম্ম,
প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাস যুগে যুগে তুমি ধর্ম্ম।
রাজার প্রাসাদ চাহ নাই তুমি, পর্ণকুটীরে তোমার সখ,
অভী মন্ত্র ও অমৃতের বাণী গ্রন্থ রচিলে আরণ্যক।
শৌর্য্যকে তুমি মর্য্যাদা দিলে, ক্লৈব্যকে দিলে ঘৃণা,
যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক বাজালে অমর বীণা।
মৃত্যুকে তুমি উপহাস করি' করিয়াছ পরাজয়,
ছলে-বলে আর কৌশলে কভু চাহ নিক তুমি জয়।
পুরাণো কাপড় ছাড়িয়া যেমন নতুন কাপড়-পরা,—
অশ্রু না ফেলি' তেমনি দেখেছ জনম-মরণ-জরা।
মর্য্যাদা কভু লঙ্ঘন তুমি করো নিক বাপ-মা'র,
যুবতী প্রেয়সী ভার্য্যাকে কভু ভাবো নি জীবনে সার।
অর্থলোলুপ হইয়া কখনো করো নিক রাজনীতি,
অর্থকে তুমি মহা-অনর্থ বলিয়া এসেছো নিতি।
মানুষে মানুষে শত্রুতা তুমি করিতে চেয়েছ রোধ,
লাঞ্ছিত হ'য়ে তবু কোনদিন চাহ নিক প্রতিশোধ।
পুরুষকারের গর্ব্ব কর না, হিংসা রাখো না জমা,
ভালবাসিয়াছ চিরদিন তুমি বশিষ্ঠ-সম ক্ষমা।
"সীজার" কিংবা "কাইজার"-বৎ ভালবাস নাই শক্তি,
ভালবাস তুমি যুগে যুগে দেখি নারদের মত ভক্তি।
বিশ্বামিত্র-পৌরুষে তুমি আসিয়াছ অবহেলে,
তুমি ভালবাস প্রহ্লাদ এবং ধ্রুবের মতন ছেলে।
অধার্ম্মিকের রাজৈশ্বর্য্য ঘৃণিয়াছ তাকে বিষ্ঠা,
তুমি ভালবাস অহেতু ভক্তি, শবরীর মত নিষ্ঠা।
হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যার মত রাজারাণী ভালবাসো,
দুর্য্যোধনের মতন দম্ভী যুগে যুগে তুমি নাশো।

আত্যন্তিক দর্পকে তুমি করিয়াছ হতমান,
ক্ষমা কর নাই বলি রাজারও অভিমান-ভরা দান।
পরমাত্মার পূজা কর তুমি, পূজ নাই কভু দেহ,
পূজ নাই কভু "বেষ্ট্-হাফে" তুমি, পূজেছ মায়ের স্নেহ।
কন্যাও তব ধন্যা জননি! স্বয়ম্বরার মাল্যদান,—
ক'রে গিয়া দেখি পুলকিত-মুখী সর্ব্বহারা যে সত্যবান্,
তাহারই গলে ভুলি' অবহেলে রাজপ্রসাদের অতুল সুখ,
ত্যাগের আগুনে দীক্ষা তোমার, সেবার মুকুটে উজল মুখ।
পুণ্য-মূর্ত্তি তোমার মেয়েরা, তাহাদের ধাতে সহে না পাপ,
সতীধর্ম্মের মর্য্যাদা লাগি কত মেয়ে দিল আগুনে ঝাঁপ।
জীবন দিয়াছে, দেয় নাই কভু জননী-জন্মভূমির মান,
অখ্যাত কত মরিয়াছে শত-শত সাবিত্রী-সত্যবান্।
গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র জাগ্রত আজো সিন্ধু-নদ,
কত অহল্যা পাষাণী হইয়া প্রতীক্ষা করে শ্রীরাম-পদ।
কত কুন্তীর কত যে কর্ণ রহিল অপরিচিত,
কত যে রাধার মিছা কলঙ্ক রহিল অনপনীত।
তোমার মেয়েরা কত যে কৃচ্ছ্র ব্রত করে বারমাস,
কত যে দুঃখ,—কতটুকু তার লিখিয়াছে ইতিহাস?
তারা ভালবাসে ভাগবতী কথা, বাসে না হীরক-হেম,
ধর্ম্মে তাদের মর্ম্মটি গড়া, বুকে নিষ্কাম প্রেম।
তোমার বক্ষে ছড়ানো র'য়েছে কত যে তীর্থ দিব্যধাম,
মানুষের মন মাতাল করিল নিমাই-কণ্ঠে শ্রীহরিনাম।
বিংশ শতক স্নাতক হইয়া যাঁর "কথামৃত" শোনে,
সে রামকৃষ্ণ জন্ম নিলেন তোমারি বঙ্গভূমে।
যাঁহার কৃপায় বিবেকানন্দ করিলা দিগ্বিজয়,
যাঁহার কৃপায় সর্ব্বধর্ম্মে হইল সমন্বয়,

দখিণেশ্বরে বিশ্বমাতার সাথে হ'ল যাঁর রঙ্গ,
যাঁহার পুণ্য চরণ-পরশে তীর্থ বনিল বঙ্গ,
যাঁহার কৃপায় বেদান্তে মাতি' উঠিয়াছে ভোগভূমি,-
বিশ্বের সেই নমস্য ছেলে প্রসব ক'রেছো তুমি।
শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসূতি তোমার কত যে পুলক-হর্ষ,
ত্যাগ-মন্ত্রের ঋত্বিক্ তুমি প্রেমের ভারতবর্ষ।

সিংহ হ'লো মেষ !

ঘরে ঘরে দুখের প্লাবন,
নাম্‌লো এ কী ব্যথার শ্রাবণ ?
কর্ত্তা হ'ল কংস-রাবণ
কর্ত্তা-ভজা দেশ,
এ কী এলো স্বাধীনতা ?
ভুল্‌লো মানুষ ধর্ম্ম-কথা ;
যথেচ্ছাচার যথা-তথা,
ম্লেচ্ছয়ানার শেষ।
অহিংস এই ভারতভূমি,
হিংসা-বিষে উন্মাদিনী,
হার মানিছে আজ নাগিনী,
নাহি শান্তি লেশ,
অশান্তি আজ ঘরে ঘরে,
কত কষ্টে মানুষ মরে,
সাধুর চোখে অশ্রু ঝরে,
সিংহ হ'লো মেষ।

অনুপম রামকৃষ্ণ-মণি।

নৈমিষারণ্যের মত এই সেই পুণ্যপীঠ স্থান,
ঠাকুর পরমহংস এইখানে প্রতিদিন-মান,
প্রদোষে, সন্ধ্যায় নিত্য প্রেম ভাবে হইয়া জর্জ্জর,
কত কথা কহিতেন, এই সেই ঠাকুরের ঘর।
এইখানে একদিন কৌতূহলী সুহৃদের সনে
নরেন্দ্র গাহিলা গান,—"মন! চলো নিজ-নিকেতনে"
সে দিন দিবা কি সন্ধ্যা, জানি নাক সেই সন্ধিক্ষণ,
কিন্তু সে মাহেন্দ্র-ক্ষণে মিলেছিলো অরূপ-রতন।
ভাগ্যবান্ নরেন্দ্রের ঘুচে গেলো সমস্ত সংশয়,
জন্মিল বিবেকানন্দ, দ্যুলোকে ভূলোকে উঠে জয়,
"জয় জয় রামকৃষ্ণ!' নিয়তি ঘোষিল সেইদিন,
আজিও অপরিশোধ্য দক্ষিণেশ্বরের সেই ঋণ।
এই ক্ষুদ্র কক্ষে বসি' সূক্ষ্ম ধর্ম্ম-শাস্ত্র-মর্ম্ম-কথা,
সহজ গল্পের মাঝে জুড়াইল তাপিতের ব্যথা।
এইখানে মিলেছিল একদা কী পরশমণি,
ম্লান হ'ল যার কাছে শশধর তর্ক চূড়ামণি
বাগ্মিশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক। এইখানে শ্রীকেশব সেন,
ব্রাহ্ম হইয়াও তবু ভক্তিভরে কত এসেছেন,
এইখানে দিব্য কথা হইয়াছে কত অহর্নিশ,
কত যে নাস্তিক হেথা লভিয়াছে আস্তিক্য-আশীস্।
এই সেই পুণ্যভূমি ঠাকুরের পদধূলি-মাখা,
এখানে করিত বাস একদিন কৃপার বলাকা
করুণা-স্বীকৃত-তনু বিভূতি-জাগ্রত গদাধর,
অবারিত ছিলো যাঁর সর্ব্বজনে করুণা-নির্ঝর।

এইখানে বহিয়াছে একদিন প্রেম-মন্দাকিনী,
এ ক্ষুদ্র কক্ষের কাছে বিশ্ববাসী হইয়াছে ঋণী।
ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, অভেদানন্দের জন্মভূমি
ধন্য মানি হেথাকার ধূলিকণা ভক্তিভরে চুমি'।
ঐ ত পাতুকা তাঁর, ঐ তাঁর শুইবার খাট,—
মণি, মুক্তা, মরকত বিকায়েছে,—এই সেই হাট।
এই ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল একদিন মুকতির খনি,
এইখানে মিলেছিল একদিন রামকৃষ্ণ-মণি।
এই সেই পুণ্য পীঠ, হেথা রাখি' রাঙা পা-তু'খানি,
অবহেলে ব'লেছেন কতদিন কত মহাবাণী।
মন্দির-সোপানে বসি' শুনেছিল যারা ভাগ্যবান্,
রামকৃষ্ণ-লোকে তারা সকলেই ক'রেছে প্রয়াণ,
আছে শুধু শূন্য কক্ষ ভগবান্ রামকৃষ্ণ-হারা,
পাতুকা ও খাট কাঁদে, আর কাঁদে দেখে নি যাহারা।
সাক্ষ্য শুধু পঞ্চবটী প্রেম-ভক্তি-মুকুতার খনি,—
নিয়তি কাড়িয়া নিল অনুপম রামকৃষ্ণ-মণি।

তীর্থ পঞ্চবটী ৷

রামকৃষ্ণ-ঠাকুরের এই সেই পুণ্য পীঠস্থান,
এইখানে আসা মাত্র সারা বুকে জাগে যে প্রণাম,
তনু-মন রোমাঞ্চিয়া এইখানে জাগে যে বিস্ময়,
সিদ্ধি-প্রসূ এই স্থান ঠাকুরের জয়-ধ্বনি-ময়
রটালো অপূর্ব্ব কীর্ত্তি, সাধনার বৈজয়ন্তী-রূপ
বিচ্ছুরিত হ'ল হেথা,—এ যে নব তীর্থ অপরূপ!

এই সেই পঞ্চবটী, এইখানে রহিয়াছে ঢালা,
ঠাকুরের আঁখি হ'তে অশ্রু-মণি-মুকুতার মালা।
মাতৃ-মন্ত্র-ভাগীরথী বহালেন এইখানে বান,
সাষ্টাঙ্গে লুটায়ে হেথা ক'রেছেন ঠাকুর প্রণাম।
এইখানে মিটিয়াছে ধরণীর চিরন্তন সাধ,
যুগের দেবতা হেথা "মা! মা!" বলি' হ'লেন উন্মাদ।
করুণার অবতার এইখানে কত নিশীথিনী,
অপূর্ব্ব সাধনা সাধি' অজেয়কে আনিলেন জিনি'।
দুঃসাধ্য সাধন হেথা একদিন হ'য়েছিল জয়ী,
অলৌকিক তপস্যায় বিচলিতা মাতা ব্রহ্মময়ী
আবির্ভাব স্বীকারিতে বাধ্য হ'লা প্রাণমন্ত্র-বলে,
মরতে নামিল স্বর্গ এই পুণ্য পঞ্চবটী-তলে।
হিন্দু-ধর্ম্ম-মহিমার প্রাণবন্ত পাঞ্চজন্য-শাঁখ
এইখানে বেজেছিল। ব্যাকুলিত কণ্ঠে "মা! মা!" ডাক
উঠেছিল এইখানে,—আজো বুঝি বাজে সেই ধ্বনি,
আজিও স্তম্ভিত হ'য়ে শোনেন কি মাতা সুরধুনী
ত্রিদিব-রোমাঞ্চকারী মহামায়া-মনোহারী সুর,—
যেই সুরে আত্মহারা রামকৃষ্ণ যুগের ঠাকুর,
ধরায় ধরিয়া আনি' অধরারে দেখালেন সবে,
ভাগ্যহীন কত দীন মাতি' হেথা সৌভাগ্য-উৎসবে
হেরি নব কুরুক্ষেত্র শুনেছিল নব্য যুগ-গীতা;
এইখানে রামকৃষ্ণ কলিকাল-মহাভয়-পিতা
বাজালেন মধুচ্ছন্দা অনুপম "কথামৃত"-বেণু,
এই পঞ্চবটী মূলে আজো আছে তাঁর পদ-রেণু।
নত শিরে ভক্তিভরে স্পর্শ বন্ধু? এর ধূলিকণা,
সংসার ভুলিয়া হেথা ক্ষণতরে হও না উন্মনা

জাগ্রত এ পীঠস্থানে। দাও হেথা সভক্তি অঞ্জলি,
বিবেক জাগায়ে তোল ; রিপুগুলি দাও হেথা বলি,
সংসার-বন্ধন ছিঁড়ি' ক্ষণতরে চক্ষু কর রাঙা,
জয় করো সর্ব্ব বাধা, মানিও না কাহারও মানা।
এখানে ভবতারিণী, এইখানে জাগ্রত ধূর্জ্জটি,
কলিভয়-নিবারিণী এই সেই তীর্থ পঞ্চবটী।

গদাধর ভগবান্ ঃ

গাহিয়া তোমার নাম, ভরিয়া যে গেলো প্রাণ,
ভেসে গেলো অভিমান, নাচিয়া উঠিল প্রাণ,
কত যে তোমার দান, নাহি তার পরিমাণ,
নয়নে আনিল বান, তোমার মধুর নাম,
নাহি তব উপমান, নাহি তব উপমান,
প্রণমামি ভগবান্, গদাধর ভগবান্!

শাড়ী, গাড়ী আর বাড়ী ঃ

ভালবাসা-ভরা প্রাণ আমাদের ভালবাসিতেই চাহি,
ভালবাসা ছাড়া অন্য মন্ত্র জীবন-যজ্ঞে নাহি।
ধর্ম্মে, অর্থে, কামে, মোক্ষে ঐ এক প্রেম-বাণী,
ভালবাসারই পূর্ণ আহুতি মোদের জীবনখানি।
ভালবাসা আছে বলিয়াই বুকে বাজে নিতি এত ব্যথা,
জনম হইতে মৃত্যু অবধি (শুধু) ভালবাসারই কথা।
জীবনোদ্যানে আমরা ভ্রমর খুঁজি ভালবাসা-মধু,
এত গুঞ্জন, এত যে কলহ ভালবাসারই শুধু।

আলোরি ভিন্ন প্রকাশ যেমন দেখি তিমিরের মাঝে,
বাদ, বিতণ্ডা, তর্কেও তাই ভালবাসা শুধু রাজে।
সংসার-মরু-মাঝারে ফুটিয়া আছে ভালবাসা-ফুল,
অস্থানে তাহা সন্ধানি' মোরা মাঝে মাঝে করি ভুল,
তাই সংসারে এত অশান্তি, এত নিতি দাহ, দাহ,
বিষ-তরু রোপি' অমৃতের ফল কেমনে বন্ধু চাহ?
আত্মার ক্ষুধা মিটাইয়া দিয়া ভালবাসা থাকে মনে,
ইন্দ্রিয়-ভোগে ভালবাসা নাই, ভালবাসা নাই ধনে।
দেবতার পায়ে পড়িয়া ফুলের মিটে যথা সব আশা,
প্রিয়জনে সুখী করি' তথা হয় সার্থক ভালবাসা।
সংসারে আর কই ভালবাসা? পাই তো বিন্দু, বিন্দু;
দখিণাপুরীতে আসিয়াছিল যে ভালবাসার এক সিন্ধু।
পুরুষ আমরা দেহ নিয়া শুধু করিতেছি কাড়াকাড়ি,
মেয়েরাও হায় ভালবাসা ভাবে,—শাড়ী, গাড়ী আর বাড়ী।

প্রেমের মহিমা ঃ

প্রেমের পূজার মাতামাতি এই বিশ্বে,
নিরাবিল প্রেম লভিতে সবার সাধ,
প্রেমের প্রকাশ নেহারি নিখিল দৃশ্যে
প্রেম না লভিয়া করে লোকে অপরাধ।

প্রেমের এমনি উদ্দাম আছে গতি,
মাতাল হইয়া যায় যাতে নর-নারী,
প্রেমের আবেশে মুগধ-হৃদয়া সতী
পলেক বাঁচে না প্রেমাস্পদেরে ছাড়ি'।

উতলা মানুষ নেহারি' প্রেমের ছায়া,
প্রেমের পরশে মাতাল মানব-মন,
পাগল করে যে প্রেমের প্রকৃত কায়া
প্রেমিক ভুলিয়া যায় ধরা, ধন, জন।

প্রেমের বন্যা আসিল যখন বুকে
রাজার পুত্র লিল যুবতী বধূ,
চঞ্চল হ'ল আর্ত্ত ধরার দুখে
গভীর নিশীথে ছুটিল আনিতে মধু।

শচীর দুলাল প্রেমের আবেগে মাতি'
ভরা যৌবনে ভার্য্যারে দিল ফাঁকি,
সাক্ষী রহিল নীরব নিথর রাতি,
ইতিহাসে গেলো সোণালী স্বপন আঁকি'

প্রেমের এমনি অপরূপ আছে মোহ,
কুমারী মেরীর পুত্র প্রমাণ তার,
মৃত্যুর মাঝে প্রেমের কী সমারোহ,
গীর্জায় আজো শুনি তার হাহাকার।

মক্কা-মদিনা ছিলো আগে নিষ্প্রাণ,
প্রেমের মহিমা-মূরতি মহম্মদ,
শত্রুর বুকে মৈত্রীর দিলা প্রাণ,
মুস্লিম জাতি হইল বশম্বদ।

সেদিনো প্রেমের বাজিল অভয় শঙ্খ,
দখিণেশ্বরে পঞ্চবটীর তলে,
রামা-শ্যামা সব ধুইতে প্রাণের পঙ্ক,
ভিড় করি' কত ছুটেছিল দলে দলে।

প্রেমের মদিরা পান করি' কেহ মত্ত,
কেহ বা মাতিল লভি' পারিজাত-গন্ধ,
সবার উর্দ্ধে উঠিল নরেন দত্ত,
শঙ্কর-সম স্বামী-জি বিবেকানন্দ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-গগন ছিলো কী প্রখর রবি-করোজ্জ্বল,
সুজলা সুফলা বঙ্গে ছিলো নাক সান্ত্বনার জল,
বিশ্ব-সাহিত্যের গূঢ় অন্তহীন কী অগাধ ঢেউ,
বিশ্বকবি-কল্পনার পারাপার পাইত না কেউ,
বাঙালীর চিত্ত ছিল নিরানন্দ শুষ্ক মরুভূমি,
পান্থপাদপের মত সেথা প্রাণ দিয়ে গেছো তুমি।
বৈশাখে প্রখর রৌদ্র-তাপ-দগ্ধ আছিনু উন্মনা,
সেথা তুমি বিছাইয়া গেছো স্নিগ্ধ শারদ জোছনা,
কী গভীর শ্রদ্ধা নিয়া বাঙালীর সুখ-দুঃখ-তিথি,
সমস্ত সার্থক করি' চলি গেছো অমরা-অতিথি।
জীবনেরে দেখ নাই তুমি মাত্র ক্ষণিক বুদ্‌বুদ্‌,
বেদনার পঙ্কে তুমি ফুটায়েছ প্রেমের কুমুদ,
কথাসাহিত্যের তুমি এ যুগের অজেয় সম্রাট্‌,
লোকোত্তর প্রতিভার অশ্রুপূর্ণ কিরণ-সম্পাত
করি' পাতি গেছো তুমি ইন্দ্রধনু-সম এক ফাঁদ,
শান্ত-মূর্ত্তি, স্বল্পবাক্‌ ধন্য ধন্য শরতের চাঁদ।
পতিত-বান্ধব তুমি ভাষার তর্পণে করি' প্রীত,
'চন্দ্রমুখী' 'সাবিত্রী' ও যারা যারা ছিলো জীবন্মৃত,

অশুচি ও সর্ব্বহারা সমাজের "ডাষ্ট্‌বিন্' গুলি
ধূর্জ্জটির জটাচ্যুত গঙ্গোত্রীর মত বুকে তুলি'
উদ্‌বুদ্ধ ক'রেছো তুমি নব আশা দিয়া, নব প্রাণ,
নৈরাশ্যের অন্ধকারে করিয়াছ যে আলোক-দান,
অসহিষ্ণু পেচকেরা করিয়াছে কত কলরব,
পাঁক হ'তে পঙ্কজেরে সূর্য্য-সম করিয়াছ স্তব।
তোমার বন্দনা-গানে ভরি' গেলো তাই দিগ্‌বিদিক্,
আজ নব্য বঙ্গে তুমি প্রাণস্রষ্টা নবীন ঋত্বিক।
সমাজে, সাহিত্যে, গৃহে যারা ছিল চির-অপাংক্তেয়,
তম হ'তে মুক্তা-লোক বিতরিয়া কী যে দিলে শ্রেয়,
আজো তা বোঝে নি দেশ, পণ্ডিতেরা আজো তন্দ্রাতুর,
বেদনা-সুন্দর ঋষি! তুমি ছিলে প্রেমের ঠাকুর।
নাসিকা-কুঞ্চনে মোরা যাহাদের ব'লেছি নরক,
তব পারিজাত-মধু পান করি' তাহারা সার্থক।
আশা দিয়া, ভাষা দিয়া, যুক্তি দিয়া করি' আত্মক্ষয়,
নিপীড়িত মানবের লাগি' তুমি গাহি গেছো জয়,
"ভগবান্! ভগবান্!" বলি' তুমি চীৎকার করো নি,
অথচ তাঁহার পথ হ'তে তুমি কখনো সরো নি।
তোমার সাহিত্যে তুমি মঙ্গলের হ'য়েছ রক্ষক,
রামকৃষ্ণঠাকুরের উপদেশ ক'রেছো সার্থক।
বাঙালী নারীর তুমি চিরসখা পরম আত্মীয়,
কথাশিল্পী হে শরৎ! দান তব অবিস্মরণীয়।

রাণী রাসমণি-ঘাট :

দক্ষিণেশ্বরে দেখিতে গেলাম রাণী রাসমণি-ঘাট,
শিহরিয়া শুনি কী দৈববাণী,—"দে রে অন্তরে ঝাঁট,
ঈর্ষ্যা, হিংসা, বিদ্বেষ-বিষ এখানে ঝাটায়ে ফ্যাল্,
কেন রে খাঁচায় আছিস্ বন্ধ ? অন্ধ ! নয়ন ম্যাল্।
নন্দন-বন র'য়েছে সুমুখে পঞ্চবটীর তলে,
হেথায় কেঁদেছে যুগের দেবতা "দেখা দেমা ! দেমা !" ব'লে।
সন্তানে কৃপা করিবি না তুই ? কেন কৃপাময়ী নাম ?
পাষাণের মেয়ে হইলি পাষাণী ? গলিবে না তোর প্রাণ ?
গদাধর-ডাকে অধরা মা ধরা না দিয়া পারিল না,
পুত্র ব্যাকুল হইয়া ডাকিলে থাকিতে কি পারে মা ?
এইখানে আজ বিশ্ব নিতেছে প্রেমের নূতন পাঠ,
বিশ্ববাসীরে বিশ্বাস দিল রাণী রাসমণি-ঘাট।

সাবিত্রী :

দিব্যদৃষ্টি ভক্তিমূর্ত্তি দেবর্ষি নারদ ছিলা
বিস্ময়ে নিরুদ্ধবাক্ তব পানে চেয়ে,
প্রসন্ন প্রদোষে যবে অবিচল ধৈর্য্য নিয়া
ব'লেছিলে নগ্ন সত্য নিষ্ঠাবতী মেয়ে !

তপোমূর্ত্তি সাবিত্রী-মা ! সেদিন কি সংসারের
পঙ্কিল যা-কিছু স্রোত গিয়াছিল থেমে ?
কৈলাস-শিখর হ'তে চমকিত হর-গৌরী
ধন্য এই ধরাতলে এসেছিলা নেমে ?

দেখিতে মর্ত্ত্যের গর্ব্ব ত্রিদিব-বিস্ময়-কর
পাতিব্রত্যে কী অটুট তোমার বিশ্বাস ?
সে দিন অলক্ষ্যে বসি' অলঙ্ঘ্য নিয়তি কিগো
ফেলেছিলো নিরুপায়া দুঃখের নিঃশ্বাস ?

নারদ কহিলা যবে,— "বর্ষান্তে মরিবে ধ্রুব
নির্ব্বাচিত পতি তব সুধী সত্যবান্‌,"
দেবর্ষি-বচন শুনি' ওগো সতী-শিরোমণি !
বারেক হয় নি তব বক্ষ কম্পমান ?

জনকের অনুরোধ, জননীর কাতরতা,
কিছু কি তোমাকে মাতা ! করে নি চঞ্চল ?
অমোঘ-বচন ঋষি- মুখে শুনি' অনিবার্য্য—
বৈধব্যের আতঙ্কে কি কাঁপে নি অঞ্চল ?

'সকৃৎ' স্বীকার তব অস্বীকার করিতে মা !
সত্যাশ্রয়ী ও রসনা উঠিল শিহরি' ?
কেমনে জানিলে তুমি তোমার বুকের ধন
ত্রিভুবনে পারিবে না নিতে কেহ হরি' ?

অন্তরের অন্তঃস্থলে কে দিল সঞ্চারি তব
অবিশ্বাস্য অলৌকিক এমন সাহস ?
যাতে অতি সাহসিকা অর্জ্জিলে মৃত্যুর কৃপা,
নির্ম্মম-শমন-প্রাণ করিলে সরস ?

যা-ছিল অভূতপূর্ব্ব যাহা ছিল অসম্ভব,
তাহাকে সম্ভব করি' বিস্ময় সঞ্চারি,
মৃত্যুর কবল হ'তে প্রাণাধিক-প্রাণ তুমি
শ্যেন-সম ছিনাইয়া নিয়াছিলে কাড়ি'।

সে রাত্রে কি মহাকাল স্তম্ভিত হইয়া গেলা,
পরাজিত হ'লে যবে মৃত্যু চিরঞ্জয়ী,
অক্ষরে অক্ষরে তুমি প্রমাণ করিয়া গেছো
পতিব্রতা নারী হন্ কী মহিমময়ী !
কায়-মনো-বাক্যে যেই নারী করে কৃচ্ছ্র তপ,
"পতি ধ্যান ! পতি জ্ঞান ! পতিই জীবন !"
তাঁর তপস্যার তেজে যম-দণ্ড হয় ম্লান,
মৃত্যুও হারিয়া গিয়া করে পলায়ন,
তুমি প্রমাণিলে বিশ্বে পতিব্রত-চারিণী যে
নারী হন্ মনে প্রাণে পতিব্রতা সতী,
সূর্য্য-সম স্পর্শে তাঁর মরণ মরিয়া যায়,—
সেই নারী রোধ করে নিয়তির গতি।

শ্রীমধুসূদন-যতী- সরস্বতী-বংশধর
এ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগি ক্ষুদ্র-মতি কবি,
মথিয়া স্বপন-সিন্ধু, হেরি ও আনন-ইন্দু
সতী-ধর্ম্ম-মহিমার জ্যোতির্ম্ময়ী ছবি।
সে ভীমা রজনী স্মরি' শিহরিয়া যাই মরি,
যে কাল-রাত্রিতে তুমি যমে এলে জিনি,
সে দৃশ্য ছন্দিত কর, ধর মাগো ! পায়ে ধর
আমার মানস-পঙ্কে ফোট পঙ্কজিনী !
তাপস-সমাজে বসি' তোমার বিবাহ হ'ল,
তড়িন্ময়ী সে রজনী অশ্রান্ত-বর্ষণা,
বৃদ্ধ দ্বিজদের মুখে লভি' অবৈধব্য-আশী
সিন্দূর-শোভায় হ'লে অদ্ভুত-দর্শনা।

দিন যায়, রাত্রি আসে, সকলে আনন্দ-মগ্ন
তুমি ত সন্ত্রস্তা সদা হরিণীর মত,
মরণ-ব্যাধের ভয়ে সদা ভীরু হিয়া নিয়া
পতি-দেবতার মৃত্যু-রোধী নিলে ব্রত।

সধবা জীবন তব একটি বছর মাত্র,
দেবর্ষি-নারদ-মুখে শুনি দৈববাণী,
সাবিত্রী-ধেয়ান-মগ্না তপো-মূর্ত্তি হে সাবিত্রী!
সবিতৃ-মণ্ডলে যেন দিব্য-জ্যোতি তুমি,

কী ভাবিতে মনে মনে বৈধব্য-শঙ্কায় কাঁপি'
ফাঁসীর আসামী-সম তব দিবানিশি,
দুর্ভাবনা-মেঘজালে আচ্ছন্ন হৃদয়-নভে
উদিত কি ধূমকেতু সত্যবাক্ ঋষি?

তোমার মতন বধূ লভি' পুলকিত-মনা
ভাগ্যবান্ সত্যবান্ বাসর-শয়নে,—
প্রেম-নিবেদন লাগি' বিনিদ্র-রজনী জাগি'
নির্ব্বাক্ চাহিতা যবে নয়নে, নয়নে,

তাপসী কন্যকাগণ নিদ্রাতুরা অচেতন,
শান্ত-রসাস্পদ পুণ্য নিভৃত আশ্রমে,
মহেন্দ্র-সমান সুখে প্রণয়োদ্‌বেলিত-বুকে
অধর-সুধার মোহে শত পরিশ্রমে,

ব্রীড়া জলাঞ্জলি দিয়া ব্যাকুলিত হিয়া নিয়া
চাহিয়া থাকিত যুবা স্বামী সত্যবান্,
মনোহারী সে রজনী, নেহারিয়া রিণি রিণি
লজ্জানত বক্ষে তব কাঁপিত কি প্রাণ?

মধুর বসন্ত মাসে দয়িত উঠিত হেসে
ম্রিয়মাণা দেখাইতে যে অবমাননা,
তাহাতে বিষণ্ণ প্রাণ কাঁদিতেন সত্যবান্,
তুমি বুঝি মনে মনে করিতে গণনা,—

কত মাস, কত দিন কতকাল অন্তরীণ ?
বৎসর হইতে পূর্ণ আর কত দেরী ?
সধবা-সৌভাগ্য অরি সিন্দূর লইবে হরি,
বাজাইয়া নিষ্করুণ মরণের ভেরী,

আসিছে দুরন্ত যম কেড়ে নিতে প্রিয়তম,
কেড়ে নিতে প্রাণাধিক জীবন বল্লভ,
তাই প্রিয়তম-সাথে হাস নাই শুক্লারাতে,
তাই বিসর্জ্জিয়া ছিলে সমস্ত উৎসব ?

স্বামীকে দেখিবামাত্র রোমাঞ্চি উঠিত গাত্র,
দিতে ভক্তি, দিতে শ্রদ্ধা, দিতে সেবা, স্নেহ,—
দিতে পার নাই শুধু প্রেম-রত্ন বক্ষোমধু,
তোমার প্রাণের জ্বালা বোঝে নাই কেহ।

বোঝে নাই কী আশঙ্কা, কী উদ্যত খড়্গভয়ে
বলির পশুর মত সদা কম্পমান,
সহস্র আনন্দ-মাঝে নিরানন্দা ম্লানমুখী
অব্যক্ত ক্রন্দনময় ছিল তব প্রাণ।

বিদ্যুৎ-ঝিলিক্ হেরি' আসন্ন বজ্রের ভয়ে
ভয়ার্ত্ত যেমন বলে "জৈমিনি ! জৈমিনি !";
অথবা দংশনোদ্যত সম্মুখে গোখ্রো হেরি'
মৃত্যু-ভীত-রক্তে যথা বাজে রিণি-রিণি,

অনির্বাচ্য শিহরণ, তেমনি তোমার মন,
বর্ষ-শেষ-দিন স্মরি' কী যে শঙ্কমান,
দেবর্ষি-নারদ-কথা, নিদারুণ সে কী ব্যথা,
"বর্ষান্তে মরিবে ধ্রুব সুধী সত্যবান্",

উঠিতে বসিতে তব দিনে, রাতে ও নিশীথে
অস্থি-মজ্জা-ধমনীতে বেদনার বিষ,
নিয়ত প্রবহমান দাহ দাহ করি' প্রাণ
সান্ত্বনা ত "অবৈধব্য" ব্রাহ্মণ-আশীস্।

আসন্ন বৈধব্য-দুখ্, দুরু দুরু কাঁপে বুক,
শ্যেন-ভয়ে ভীতত্রস্ত কপোতীর মত,
রোধিতে বৈধব্য-জ্বালা, উপবাসী থাকি' বালা,
নিলে তুমি কী কঠোর তিনরাত্রি-ব্রত।

এই ব্রত হ'লে পূর্ণ যম-দণ্ড হয় চূর্ণ
বৎসর হইতে শেষ তিন দিন বাকী,
নিয়তি-আহ্বান শুনি' শিহরি' শিহরি' তুমি,
ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা দীনা ম্লানমুখী,

সেবিছ শ্বশুর-শ্বশ্রূ, অন্তরে ঝরিছে অশ্রু,
মর্ম্মান্তিক বেদনার দুর্ব্বিষহ জ্বালা,
কঠোর সঙ্কল্প করি', সাবিত্রী-দেবীকে স্মরি'
অহোরাত্র রচিতেছ বেদনার মালা।

সমাসন্ন শেষ দিন, বাজিল মরণ-বীণ্,
চক্ষে চক্ষে রাখিতেছ প্রাণাধিক-ধনে,
কঠোর সঙ্কল্পা সতী শ্বশুরের অনুমতি
নিয়া অনুসরিয়াছ গহন বিপিনে।

কাটিতে কাটিতে কাঠ, হইল যে কী বিভ্রাট,
আকস্মিক বেদনায় কণ্ঠাগত প্রাণ,
ফলিল দেবর্ষি-বাণী, এলাইয়া তনুখানি,
তোমার উরুর 'পরে মরে সত্যবান্।

অনন্তর কী ভীষণ দেখিলে কালান্ত যম,
পাশহস্ত কৃষ্ণবর্ণ গাঢ়-রক্তেক্ষণ,
কাঁদিলে না তুমি মাতা, দেখালে না ব্যাকুলতা,
লোকোত্তর কী আশ্চর্য্য তোমার সংযম !

দেখিলে স্বামীর দেহে পুরুষ অঙ্গুষ্ঠমাত্র
আকর্ষিয়া ধর্ম্মরাজ করিছে প্রস্থান,
ছায়া-সম সঙ্গে তুমি চলিয়াছ একাকিনী
নহ ভীত কী সন্ত্রস্ত নহ ম্রিয়মাণ।

তোমার অটল পণ নেহারি' বিস্মিত যম
কহিলেন,—"অনিবার্য্য প্রাণীর মরণ,
ফিরে যাও পতিব্রতা !" উত্তরিলে তুমি কথা,
"শোন, শোন ধর্ম্মরাজ ! ধর্ম্ম সনাতন,—

যেখানে আমার স্বামী, সেইখানে যাব আমি,
কে রোধিবে মোর গতি তোমার প্রসাদে ?"
পুলকিত ধর্ম্মরাজ প্রত্যুত্তরে পান লাজ
দিলেন তোমাকে বর মগন আহ্লাদে।

মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা তর্কশাস্ত্রে সুনিষ্ণাতা
অবিশ্রান্ত তর্ক করি' বনে একাকিনী,
কেমনে কাড়িয়া নিয়া কঠোর মৃত্যুর হিয়া
মৃত-পতি-প্রাণ তুমি এনেছিলে জিনি' ?

দক্ষিণেশ্বর

একাকিনী তেজস্বিনী কী প্রতিভাময়ী তুমি
তর্কে তর্কে ধর্ম্মরাজে করিয়া জর্জ্জর,
না হইয়া মন-মরা পুলক-প্রবাহ-ভরা
একে একে নিয়াছিলে তিন তিন বর,

চতুর্থ তুলিয়া তর্ক, অর্কের নন্দনে তুমি
এমনি কৌশলে মাতা বাঁধিলে বন্ধনে,
ঊর্ণনাভ-জাল সম বাঁধা পড়ি' গেলা যম,
নিজ-দত্ত-বর-মাঝে নিজেরি বচনে।

দিতে হ'ল মৃতপ্রাণ, বাঁচিলেন সত্যবান্,
সে রাত্রে করিলে রুদ্ধ নিয়তির গতি,
পরাজিত যমরাজ পেলেন গৌরব-লাজ,
সর্ব্বযুগ-ধন্যা হ'লে সাবিত্রী মা সতী।

আবার দক্ষিণেশ্বরে, লইয়া ভুবনেশ্বরে,
ধন্য করিবারে এই দীনা বঙ্গভূমি,
আর্দ্র করি' অশ্রুজলে পঞ্চবটী-বটতলে,
শিব-শক্তি-লীলা-চ্ছলে এসেছিলে তুমি?

এমন মধুর সঙ্গ, মা ও ছেলের রঙ্গ
দেখি নাই কোন যুগে এমন আদর,
কত প্রেম ও দরদে গ'ড়েছিলে মা সারদে
কলির সাবিত্রী তুমি, তব গদাধর।

মাতৃত্ব-ক্ষীরের সিন্ধু তুমি মা মমতা-ইন্দু
তোমার মূরতি হেরি প্রেম-ঢল-ঢল,
ধন্য এ ধরার বুকে এসেছিলে কী পুলকে
পতিব্রতা-ধর্ম্ম-স্রোতে বিশ্ব টলমল।

সমাধি-মগন প্রাণ তোমার যে সত্যবান্‌
সত্য-প্রেম-ভক্তি-মার্গে বিশ্বে অনুপম,
তোমার বন্দনা করি' সারদা সারদেশ্বরী !
কলির সাবিত্রী মাতা লহ নমো নম।

জীবন-কান্ত

ক্লান্ত আমি হে জীবন-কান্ত !
তোমার ভুবনে হ'য়েছি শ্রান্ত,
দাও যদি তুমি চরণ-প্রান্ত শান্ত হয় এ বক্ষ,
মাতাল হ'য়েছে চঞ্চল মন,
ক্ষণে ক্ষণে কেন হয় উচাটন ?
বিরহ-বেদনা জাগে অনুখণ ব্যর্থ হ'তেছে লক্ষ্য।
দিশেহারা আমি তোমার জগতে,
কলহ এখানে ক্ষুদ্রে মহতে,
অভিমান আরো নাহি হ'তে হ'তে করো হে শান্ত প্রাণ,
মৎসর হিয়া হেরি নিরবধি,
অকারণ বুক চলিছে দগধি,
তুমি সান্ত্বনা নাহি দাও যদি,
বৃথা পুষি অভিমান,
বৃথাই তুমি হে দীনের বন্ধু !
বৃথা নাম ভগবান্‌।

মোহ।

এ ধরণীতল বৃথা মায়া-ছল
জানি প্রভু বেশ জানি,
হইয়া তৃষিত তব "কথামৃত"
হ'তে পড়ি তব বাণী।
শ্মশানে গিয়াই ধিক্কার জাগে,
বুঝি ত অনিত্যতা,
তবু এ ভড়ং তবু এ "অহম্"
যায় না এ মত্ততা।
জানি আমি এই ধরণী আমার
চির বাস-ভূমি নহে,
সব সংসারী কাঁদে সারি সারি
দুখের কালীয়-দহে।
জানি ত মোহিনী মূরতি ধরিয়া
ছলিতেছে নিতি নারী,
বুঝি ত আমার ঘর হেথা নয়,
নহে এ আমার বাড়ী;
কে কার পুত্র? কেবা কার পিতা?
কে যে স্বামী, কে বা বধূ?
পান্থশালায় ক'দিনের তরে
অতিথি এসেছি শুধু।
জানি এ অর্থ শুধু অনর্থ
তবু এর 'পরে লোভ,
যত পাই তবু সান্ত্বনা নাই,
কিছুতে মেটে না ক্ষোভ।

জানি বেশ, বেলা বহিয়া যেতেছে,
আসিছে তিমির-রাত্রি,
জানি, সংসার ধরমশালায়
আমরা তীর্থ-যাত্রী।
জীবনের দীপ নিভিয়া আসিছে,
ফুরায়ে যেতেছে আয়ু,
জানি এ সিন্ধু অশান্ত হবে
প্রতিকূল হবে বায়ু।
থাকিবে না দেহ, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ
ইন্দ্রিয়-সমারোহ,
জানি সব, তবু ভুলে আছি প্রভু!
এমনি মোদের মোহ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-গান ঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত-গাহো, গাহো হ'য়ে একপ্রাণ,
সান্ত্বনা আনে ঐ নাম-গানে সারা নিশি-দিন-মান।
ঐ নামে আছে মাতালিয়া সুর,
ঐ সুরে পান পুলক ঠাকুর,
পুলকিত তাঁর চরণ হইতে অমৃত-মদিরা পান
করিয়া মুগ্ধ স্নিগ্ধ হইবে মোদের তাপিত প্রাণ।
শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের নামে
নন্দন হ'তে সুধাধারা নামে

শান্তি-অমিয় অন্তরে নামে, নাশে মোহ, অভিমান,
নাম-গান-গুণে আত্মায় হয় মন্দাকিনীর স্নান।
শ্রীরামকৃষ্ণ-নামের মহিমা,
ত্রিভুবনে কেহ দিতে নারে সীমা,
নারদোদ্ধব-মুনিগণ যদি ইহার সীমানা পান,
গাহো গাহো সবে প্রেম-উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ-গান।

দুঃখ হবে দূর।

গগন কেন পুলক-মগন ? কেন গাঢ় নীল ?
ঐ যে তারা আত্মহারা হাসিছে খিল-খিল,
জানো কি এর হেতু ?
কার আদেশে ঝঞ্ঝা আসে ? গরজে ধূমকেতু ?
তিনি যে শ্রীঠাকুর,
নাম নিয়ে যাও, নাম নিয়ে যাও দুঃখ হবে দূর।

দূর হবে হাহাকার।

কাতর হইয়া নিও নিও নাম
দিনান্তে একবার,
পাবে সমারোহ, পুড়ে যাবে মোহ,
দূর হবে হাহাকার।

সচ্চিদানন্দ।

সৎ, চিৎ আর আনন্দে মাতা হৃদয়ে কী চারু তৃপ্তি!
সার্থক-নামা তুমি হে মহান্ প্রতিভার খর দীপ্তি।
ঝলসি' উঠিল জীবনে তোমার ভাগ্যদেবীর বর,
লভিলে কিন্তু সহিলে অনেক প্রতিকূলতার ঝড়।
লক্ষীর কৃপা অর্জিতে তুমি অন্ধ আবেগে মাতি'
দুর্গম পথে যাত্রী হইলে, কেহ ছিল নাক সাথী।
পিতার ইচ্ছা চতুষ্পাঠীতে নাও গিয়া তুমি দীক্ষা,
তুমি বুঝেছিলে অচল এ যুগে হ'য়েছে টোলের শিক্ষা।
পিতা বলিলেন "পণ্ডিত হও, শিষ্য মোদের বিত্ত",
তুমি বুঝেছিলে কোন মর্য্যাদা পায় না এখন রিক্ত।
আচার, বিদ্যা, বিনয়েতে আজ মর্য্যাদা হয় ফাঁকা,
কৌলিন্যের মাপ-কাঠি আজ সমাজে কেবল টাকা।
"বুনো রামনাথ" হইলে আজিকে বাঁচিয়া থাকাই ভার,
অর্থ যাহার নাহিক আজিকে, কিছু নাহি আজ তার।
অর্থ না হ'লে নিজের-পরের ঘুচানো যায় না ক্লেশ,
"মুখের কথায় চিড়ে ভেজে নাক" তুমি বুঝেছিলে বেশ।
বিরোধ হইল পিতার সঙ্গে, আত্মীয় গেলো সরি',
অকুল দরিয়া-মাঝারে একক ভাসালে জীবন-তরী।
দীপ্ত পুরুষকারের বলেতে দলি' শত বাধা, বন্ধ,
অকুণ্ঠ মনে বৈকুণ্ঠের ধরিয়া আনিলে ছন্দ,
চির-চঞ্চলা লক্ষ্মীকে তুমি আনিলে হে বীর! জিনি',
সাক্ষী আছেন লক্ষ্মী-স্বরূপা আজো বধূ সরোজিনী।
প্রমাণ হইল জীবনে তোমার পত্নী-ভাগ্যে ধন,
পুরুষ শ্রেষ্ঠ! পৌরুষে তব বাঁচিছে অযুত জন।

সান্ত্বনা পেলো কত অভাজন তোমার অভয় শঙ্খে,
"দেবেন্দ্রে" তুমি পুত্ররূপেতে ধরিয়া এনেছো অঙ্কে।
ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়ি' বৈদিক মানুষ যাহাতে হয়,
অন্তরে ছিল এই অভিলাষ সারাটি জীবন-ময়।
বিচিত্র তব চরিত্র স্মরি' লেখনীতে জাগে ছন্দ,
আমার মনের ধেয়ানেতে এসো, এসো সচ্চিদানন্দ !

নিন্দা-স্তুতি-পরপারে আজ তুমি সেখানে পথিক,
পারে নি যাইতে যেথা কোনদিন কোনও বৈদিক।
প্রদীপ্ত পুরুষকারে অপরূপ জীবনী তোমার,
ভগীরথ-সাধনায় বহায়েছ স্বাচ্ছন্দ্য জোয়ার
ভিক্ষুক-সমাজে তুমি। কোনদিন বিপদে ডরো নি,
আত্মবিশ্বাসের বলে কোনদিন ভাঙিয়া পড়ো নি,
গতানুগতিক পথে কখনো করো নি চাটুবাদ,
ক্ষমা করো নাই তুমি কৃতঘ্নের ঘৃণ্য অপরাধ।
সৌভাগ্য-চন্দনে লিপ্ত চিরদিন তোমার ললাট,
করিয়া গিয়াছ তুমি আমরণ দান-মন্ত্র-পাঠ।
উল্লসি' উঠিতে হেরি' নব নব বিঘ্ন-জাল বোনা,
যেখানে দিয়াছ হাত, সেইখানে ফলিয়াছে সোণা।
কর্ম্ম-যোগি-শিরোমণি ছিলে তুমি কর্ম্মের বিগ্রহ,
নির্য্যাতন সহিয়াছ কণ্টকিত পথে অহরহ।
কোটিপতি হ'য়ে হিয়া হয় নাই তব মরুভূমি,
কোটিকে কীটের মত চিরকাল দেখিয়াছ তুমি।
বৈদিক-সমাজ-রত্ন ! বন্দনা কী করিব তোমার ?
কর্ম্ম-লব্ধ লোকে তুমি লভিয়াছ সন্ধান "ভূমা"র।

আমার ঠাকুর-মা'র সহোদর পিতামহ তব,
গর্ব্বিত করিছে বক্ষ অচ্ছেদ্য এ সম্বন্ধ গৌরব।
তুমি মোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভাবি' বুকে জাগে বড়ো সুখ,
পঞ্চবটী-পরা-রসে চিত্ত মম আজিকে উন্মুখ,
রাজার প্রাসাদে বসি' তুমি ছিলে সেই রসে রসী,
স্মরি' তব পূত কথা আত্মা মম উঠিছে উল্লসি'।
দিনান্তে ভক্তিতে নিতে ৺লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রসাদ,
ব্রহ্মবিদ্! কর নাই কোনদিন কোন অপরাধ
ধনীরা যা করে নিত্য। করিয়াছ পূর্ণ মনোরথ,
আঁকড়িয়া ছিলে তুমি আমরণ ঋষি-জুষ্ট পথ।
ব্রাহ্মণ্যের পাণ্ডিত্যের দেহ-ধারী তুমি অভিমান,
ভোল নি জীবনে কভু তুমি শ্রেষ্ঠ ঋষির সন্তান,
রাজর্ষি-জনক-সম তুমি ছিলে গৃহস্থ-সন্ন্যাসী
পরম ধনের লোভী! সেই ধন গিয়াছো অন্বেষি'।
ভণ্ডামী করো নি কভু, ঘৃণিয়াছ মায়া-কান্না-কাঁদা,
আত্ম-মর্য্যাদার রাজা! মাগো নাই রাজার মর্য্যাদা।
কে কোথা করিল নিন্দা, করো নাই গ্রাহ্য কারো মত,
বিশ্ব টলিলেও ধীর! তুমি ছিলে অটল পর্ব্বত।
দেশের দশের লাগি' মুখে শুধু কাঁদে নাই প্রাণ,
সারাটি জীবন-ভোর জ্বলজ্যান্ত দিয়াছ প্রমাণ,
হরিশ্চন্দ্র-সম আত্মা, আর্ত্তত্রাণ-ব্রত দিবানিশি,
সুস্পষ্ট ভাষণে ছিলে দুর্ব্বাসার মত তুমি ঋষি।
কত যে গৌরবে ভরা সুমহান তোমার জীবনী
কতটুকু লিখি তার হে সচ্চিদানন্দ-মহামুনি!
মাতাল করিল মোরে পঞ্চবটী-কাহিনীর ক্ষুধা,
পূজ্যপাদ হে অগ্রজ! যাচি তব আশীর্ব্বাদ-সুধা।

সেই কাহিনী বল্ (গান)

(তোরা) সেই কাহিনী বল্— ।
কেমন ক'রে দখিণপুরে জ্বল্‌লো সে অনল ?
কেমন ক'রে মায়ের সাথে,
পরিপ্রশ্ন, প্রণিপাতে,
কথা হ'ল দিনে রাতে
ঝর্‌লো আঁখিজল ।

নরেন, রাখাল কেমন ক'রে,
মনের মণি-কোঠা ভ'রে,
রতন নিলা থরে থরে
(তাঁর) পেলো চরণতল ।
কেমন-তর ডাকের প্রেমে,
মা জননী এলেন নেমে ?
কেমন ক'রে উঠ্‌ল রেঙে
পঞ্চবটীর তল ?

ভাই !

মনের তিমিরে ডুবে গেলে কিরে !
জাগো, জাগো, জাগো ভাই !
তিমিরান্তক-শ্রীরামকৃষ্ণ—
শ্রীচরণে লহো ঠাঁই ।

কে আমারে রাঙিয়ে দিল? (গান)

(ওরে)　　কে আমারে রাঙিয়ে দিল ?
(এমন)　　নয়ন-দ্বারে অশ্রুহারে
　　　　　　কে আমারে রাঙিয়ে দিল ?
(আমার)　ঘুমের মাঝে রাজার সাজে
　　　　　　কে বিরাজে মোহন-হাসি ?
(ও তার)　মধুর হাসি, ভালবাসি
　　　　　　কোন্ বিদেশী মন মাতাল ?
(আমি)　　ঘুমের ঘোরে চোখের 'পরে
　　　　　　চিনি নিরে অরূপ-রতন,
(সে যে)　দখিণপুরের অচিন্ সুরের
　　　　　　বাঁশী এসে বাজিয়ে গেল।

মধুময় ভালবাসা।

তোমাকে বাসিয়া ভালো
　　পূর্ণ হ'য়েছে আশা,
যেদিকে তাকাই আজ
　　দেখি শুধু ভালবাসা।
মনের যে ব্যথা ছিলো
　　আজ তা পেয়েছে ভাষা,
আজ বুক্‌ভরা শুধু
　　মধুময় ভালবাসা।

বাংলার টোল ঃ

স্তব্ধ হ'য়েছে তোমার কণ্ঠ, স্তব্ধ সে কলরোল,
তবুও তোমার বন্দনা করি, ওগো বাংলার টোল !
তুমিই একদা জাতির কণ্ঠে দিয়াছিলে দেবভাষা,
তোমাকে কেন্দ্র করিয়া দেশের গড়িয়া উঠিত আশা,
তিন্তিড়ী-তরু-তলে তুমি গড়ি' দিলে "বুনো রামনাথ,"
রাজা-মহারাজ তোমার কুটীরে গিয়া দিত প্রণিপাত।
তোমার ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ-তলে কত যে সাধক যতী,
সিদ্ধি লভিলা তোমার কৃপায় শঙ্কর মহামতি।
জ্ঞানের পিপাসা তুমি মিটাইতে, পূরাইতে অভিলাষ,
তোমারি সৃষ্টি বিদ্যাপতি ও সুকবি চণ্ডীদাস।
মহাপ্রভুর জ্ঞানের গরিমা তুমি করিয়াছ দান,
তোমার বক্ষে আজো রহিয়াছে ভারতের অভিমান।
কবে কোন্ যুগে আদি অভিযান করো টোল ! তুমি সুরু,
আমরা জানি না, মোরা জানি শুধু মিথিলারে করি' গুরু,
সারাটি ভারত আলোকিত করি' জ্বালাতে জ্ঞানের দীপ,
তখন বাংলা নিষ্প্রভ ছিল, ছিলো না নবদ্বীপ।
জ্ঞান-তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করি' করি সবে হায়, হায়,
ভারতমাতার অযুত স্নাতক ছুটে যেত মিথিলায় ;
মিথিলায় শত লাঞ্ছনা সহি' অর্জ্জিত বটে সিদ্ধি,
জ্ঞান-কঞ্জুষ গ্রন্থ দিত না, হ'ত না জাতির ঋদ্ধি।
অমৈথিলীর পুঁথি পাইবার ছিল নাক অধিকার,
জ্ঞানের পিপাসা অচরিতার্থ, প্রচার হ'ত না আর।
আচার্য্য ছিলা ন্যায়-শার্দ্দূল দম্ভী পক্ষধর,
ভারতের সব পণ্ডিত তাঁর দাপটেতে জর্জ্জর।

তাঁর পদ লেহি' করি' "দেহি দেহি" সহি' শত অপমান,
অবনত-মুখে মিথিলার বুকে অর্জ্জিতে যেত জ্ঞান।
এমনি নিত্য পীড়িত চিত্ত বিমাতার যথা কোল,
নিতি হায় হায় উঠে মিথিলায়, পক্ষধরের টোল,
পক্ষধরের টোল ছাড়া আর ছিল নাক আশ্রয়,
বাঙালী কিন্তু কাঙালীর মত মানিল না পরাজয়,
ষোল বছরের বাঙালীর ছেলে একদিন অবশেষে,
মিথিলার এই অসহ দম্ভ জিনিয়া আসিল হেসে।
"রঘু"র দাপটে বঙ্গ-ললাটে রঞ্জিত হ'ল টীপ্,
মিথিলা-দম্ভ পদানত করি' জাগিল নবদ্বীপ।
এসিয়ার নব 'অক্স্ফোর্ড' হ'য়ে বাড়িল তাহার মান,
সারা ভারতের ঘরে ঘরে তার ছড়ায়ে পড়িল নাম।
নব্য ন্যায়ের স্রষ্টা বাঙালী, অতুলনীয় এ যশ,
নব প্রতিভার সম্রাট বলি' বিশ্ব তাহার বশ।
জ্ঞানে বিজ্ঞানে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে দিল যে দোল,
বাঙালীর এই সিদ্ধির মূলে জেনো "বাংলার টোল"।

আগুন জ্বলিবে (গান)

জ্বলিবে—আগুন জ্বলিবে।
নামের আগুন জ্বলিবে।
ঘাব্ড়াও মৎ, ঘাব্ড়াও মৎ,
দেখিও পাষাণ গলিবে।
কাতর ধরার জুড়াইতে ব্যথা,
আসিবেন নিয়ে অমৃত-বারতা,
পঞ্চবটীর কথামৃত-কথা
আখরে আখরে ফলিবে।

যজ্ঞ-নিয়মে প্রয়োজন নাহি,
তাঁর আসা-পথে থাকো শুধু চাহি,
ব্যাকুল হৃদয়ে যাও নাম গাহি,
তাঁর বাণী ধ্রুব ফলিবে।
কিসের দুঃখ? কিসের দৈন্য?
দুই-ই তাঁর দান, পাপ ও পুণ্য
তাঁহারি কৃপাতে ধরণী ধন্য
(দেখো) পাষাণ হৃদয়ো গলিবে।
গাহো নাম তাঁর অশুভ-নাশন,
ধ্যান করো সেই মাহেন্দ্র-খণ
অবিশ্বাসী এ দানবীয় মন,
দানব-দলনী দলিবে।

মানব-জনম ঃ

আশী লক্ষ যোনি ভ্রমি' শুনি এই দুর্লভ জনম
মানবী মাতার গর্ভে। মনুষ্যত্ব করিয়া হরণ,—
হে নিষ্ঠুর! দিলে কেন প্রাণহীন মানুষের খোসা?
অহোরাত্র মনে এ কী মর্ম্মঘাতী তীব্র বিষ পোষা?
ঈর্ষ্যা, হিংসা, রিরংসা ও পাটোয়ারী স্বার্থবুদ্ধি শুধু,—
লেহিয়া নিয়াছ ধূর্ত্ত জীবনের যাহা কিছু মধু,—
স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রেম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, প্রীতি, সহিষ্ণুতা,
গুরুভক্তি, সত্যনিষ্ঠা, কোথা গেলো পরার্থপরতা?
সত্য পথ কোথা আর? কোন্ পথে ক'রেছো পথিক?
মানব-কঙ্কাল শুধু, অভ্যন্তরে ক্ষুধা পাশবিক।

সর্পের মতন কেহ ঘুরিতেছি হিংস্র বুদ্ধি নিয়া,
কখন দংশিব কারে' ফুঁসিতেছি রহিয়া রহিয়া
মনের বিবরে নিত্য ? ধূর্ত্ততম কেহ বা শৃগাল,
কোন্ ফাঁকে দিব ফাঁকি, কেহ তার পাবে না নাগাল,
চকিতে সরিয়া পড়ি'। বর্ণচোরা কেহ কৃকলাস,
নানারঙা মূর্ত্তি ধরি' জন্মাইয়া সরল বিশ্বাস
সারল্য-মণ্ডিত প্রাণে নানাবিধ বচন-বিন্যাসে
একদা ঠকায়ে যাব, কাঁদিয়া ফেলিবে দীর্ঘশ্বাসে
সহজ মানুষগুলি। কেহ রাখে দেড়-হাত শিখা,
"হরে কৃষ্ণ! হরে রাম!" সর্ব্ব-অঙ্গে কী সুন্দর লিখা,
মন্দির দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলি করে প্রণিপাত,
মানুষ-শীকার করে আশীর্ব্বাদি' শিরে দিয়ে হাত,
কেহ পরকীয়া-বধূ-তরুণী-বিধবা-ধ্যান-রত,
অন্তহীন কত মূর্ত্তি এ সংসারে হেরি শত শত
কারো বাতায়নে দৃষ্টি,—নাম-গানে ঝরে অশ্রুজল,
অথচ মনুষ্যমূর্ত্তি, লজ্জা পায় সরল ছাগল।
কেহ বান্ধবের বেশে মৃদু হেসে ঘরে ঢুকে এসে,
কত যেন হিতকামী এমনি ত ধীরে ধীরে মিশে,
বাহিরে কী উদারতা, তলে তলে নীচে নেয় টেনে,
স্থূলবুদ্ধি ধনবানে মাতাইয়া ফট্‌কা-ফিলিমে,
সময়ে মারিল ডুব। কেহ থাকে চির-মধু-মুখ,
ঠিক তালে বসি' থাকে, যেন সেই পিপীলিকা-ভুক্।
ঘরে ঘরে দেখি আজ এমনি ত মধুপায়ী সখা,
"বিষ-কুম্ভ পয়োমুখ" মানুষের কপালে কী লিখা
আমরণ ষড়যন্ত্র ? চক্রান্তের এ হীন মন্ত্রণা,
চিরকাল দহি' দহি' সহিব কি দুঃসহ যন্ত্রণা ?

জীবনের বক্রপথে মুছিব কেবলি অশ্রুজল ?
চিরকাল সাথী রবে ভণ্ড, ধূর্ত্ত, রক্তশোষী খল ?
পাব না উদার প্রাণ ? চারিদিকে কেবলি কুটিল
ঈর্ষ্যা-কণ্টকিত মন ? দুনিয়ার রহস্য জটিল।
কোথা এর পরিণাম ? ঘরে ঘরে এত অবিশ্বাস,
এ যে যক্ষ্মা-রোগ-বৎ আমাদের করে সর্ব্বনাশ।
এই সর্ব্বনাশ হ'তে বাঁচাইতে পারিত যে জন,
সে মহাদেবতা হায় ! নিয়াছিলো মানব-জনম
কামার-পুকুরে ক্ষুদ্র উপেক্ষিত এক গণ্ড-গ্রামে,
সন্ন্যাসীরা দলে দলে উল্লসিত হ'য়ে তাঁর নামে,
দক্ষিণেশ্বরের বুকে ভিড় করি' কাতারে কাতারে,
তাঁর প্রেম-সিন্ধু-নীরে অকুণ্ঠিত মানসে সাঁতারে।
সংসারী যাহারা ছিল এতকাল অধ্যাত্ম-তৃষিত,
ছুটিয়া আসিল তারা পান করি' কথার অমৃত,
অমৃত-স্রষ্টারে হেরি সবাকারি' জাগিল বিস্ময়,
যুগপৎ ধ্বনি দিল "জয় জয় ঠাকুরের জয়,
জয় শ্রীপরমহংস-রামকৃষ্ণ" যুগ অবতার,
যাঁর আবির্ভাবে ধন্য হইয়াছে স্বদেশ আমার,
যাঁর আবির্ভাবে নষ্ট পুঞ্জীভূত ঘন কুজ্ঝটিকা,
যিনি বঙ্গভূমি-ভালে পরায়ে গেলেন রাজটীকা।
যাঁহার মূরতি হেরি' অতিবড় নাস্তিকেরো প্রাণ,
বৈকুণ্ঠ-পুলক-স্রোতে মগ্ন হ'য়ে কী অমৃত পান
করে তাহা বুঝিনাক, হয় যেন নয়ন-তর্পণ,
অন্ততঃ মুহূর্ত্ত-তরে রোমাঞ্চিত হয় তনু-মন।
স্তম্ভিত বিস্মিত আত্মা নত হ'য়ে দেয় নমোনম,
জয় জয় কৃপামূর্ত্তি অবতার-শ্রেষ্ঠ অনুপম।

অপূর্ব্ব যাঁহার কীর্ত্তি বিশ্ব-ইতিহাসে চমৎকার,
যাঁর চিত্র দেখামাত্র লঘু হ'য়ে যায় পাপভার।
বেদান্ত-দর্শন মূর্ত্ত, ভাবভোলা সমাহিত-প্রাণ,
ক্ষুধিত বিশ্বের বুকে সুধা-ধারা করিলেন দান,
কী অমৃত, কী উৎসব বঙ্গভূমে পাঠালেন বিধি,
পত্নীও যাঁহার কাছে মাতৃত্বের হ'লা প্রতিনিধি।
প্রত্যক্ষ পেলেন যিনি মাতৃ-মূর্ত্তি অরূপ-রতন,
যাঁহার দর্শনে হয় ধন্য-পুণ্য মানব-জনম।
সারা বিশ্ব মাতাইয়া গাহিলেন ত্যাগের কী গান,
সন্ন্যাসীর সম্প্রদায়ে "মহামহোপাধ্যায়"-প্রধান।
যাঁর তপোবহ্নি হ'তে ঠিকরিয়া এক এক কণা
উদিল বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ আদি মহামনা
গৈরিক-নিঃস্রাব যেন, ব্রহ্মচর্য্য-প্রদীপ্ত সন্ন্যাসী,
যাঁদের অমৃত-মন্ত্রে সান্ত্বনা লভিল বিশ্ববাসী।
চকিত ভারতবর্ষ নেহারিয়া যাঁহার সাধনা,
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই আজ যাঁর করে উপাসনা।
জীবনে বোঝেনি যারা, বুঝিতেছে আজ তিরোধানে,
বিপন্না ভারতভূমি বুঝিতেছে আজ প্রাণে প্রাণে
ঠাকুরের মন্ত্র ছাড়া আজ আর নাহি পরিত্রাণ,
সর্ব্বজীবে প্রেম ছিল একমাত্র যাঁর অবদান।
"মানুষেরে ভালবাসো, ভুলে যাও, ভুলে যাও ভেদ"
এই যাঁর মন্ত্র ছিল, এই যাঁর ছিলো সামবেদ।

মানুষের সর্ব্ববিধ অসম্মান গেছেন নাশিয়া,
এত বড় সাম্যবাদী ভাবিতে কি পেরেছে "রাশিয়া" ?
দেখিয়াছে কোন যুগে ভোগমত্ত পাশ্চাত্য জগৎ
এতবড় মহাপ্রাণ,—এত বড় উদার মহৎ ?

এমন মানব-বন্ধু নিপীড়িত-ধরিত্রী-সান্ত্বনা,
ভ্রান্ত-জন-পরিত্রাতা, কান্তরূপী এমন সাধনা,
এমন জীবন্ত শিক্ষা, শিশুতুল্য সরল বিশ্বাস,
দেখিয়াছে কোনকালে কোনদেশে কোন ইতিহাস ?
রামকৃষ্ণ-কৃপা-কণা মনঃখনি-অমূল্য রতন,
পা'ক্ সবে এ জীবনে, ধন্য হ'ক্ মানব-জনম।

স্বপনে ঃ

কেন ভাস শুধ্ মরমে ? দেখা কি পাব না নয়নে ?
নিরাশ করিবে চিরদিন তুমি, মোদের জনমে জনমে ?

বিমল-দা ঃ

বিমলা-মাতার পূর্ণ প্রসাদ জীবনে পেয়েছো বন্ধু !
খল-মনো-মল প্রক্ষালি' তোল আনন্দ-রস-সিন্ধু।
ইন্দুর মত হাসি-পূর্ণিমা, প্রেমের স্নিগ্ধ দীপ্তি,
বিকীরণ করো অকৃপণ হাতে জনে জনে তুমি তৃপ্তি।
ইঙ্গিতে তব সঙ্গীত জাগে ওগো সঙ্গীত-গুরু !
প্রাণের পেয়ালা রসে ভ'রে যায়, করো যবে তুমি সুরু,
ঋষ্যশৃঙ্গ-ঋষির কাহিনী বঙ্কিম করি' অঙ্গ,
জাগ্রত করো মুহূর্ত্তে তুমি প্রাণ-মাতানিয়া রঙ্গ।
আকারে প্রকারে কণ্ঠের স্বরে মাতাইয়া তোল প্রাণ,
তোমার কথার ছন্দে ছন্দে বহে যে পুলক-বান।
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার তুমি প্রাণে প্রাণে দেখি প্রিয়,
রমণী-মোহন না হ'ক্ মূর্ত্তি, তবু তুমি রমণীয়।

"বাসর"-ভবনে প্রবেশের পথে কা'রে কর প্রণিপাত ?
রঙ্গের মাঝে সাঙ্গোপাঙ্গে ব্যঙ্গের কশাঘাত
করিছ নিত্য উদার চিত্ত দাও না কাউকে ব্যথা,
লালায়িত নিতি বাসর-বাসীরা শুনিতে তোমার কথা।
না আসিলে তুমি বাসর-আসর ঊষর হয় না দেখি,
তোমার জন্মতিথিতে বন্ধু ! কী যে বন্দনা লিখি ?
ভাবিয়া পায় না লেখনী আমার হায় হায় করে শুধু,
বৃন্দাবনের বাঁশরী যে তুমি, সবারি পীতম্ বঁধূ !
মাতাইয়া দিয়া কথায় কথায় উৎসব তুমি আনো,
ঘুমন্ত হাসি-দেবতার ঘুম অক্লেশে তুমি ভাঙো।
দৈন্যের দিনে বেদন-নিশীথে হারাও নি তুমি হাসি,
তোমার বক্ষে প্রেমের যমুনা বাজায় রসের বাঁশী।
জন্ম-তিথিতে প্রার্থনা করি, দেখিও না তুমি কালো,
ম্রিয়মাণ মুখে "নাগ্‌ছে বিত্থর !" রসের রাবড়ী ঢালো।
তোমার রসের পরশে নিত্য নামুক্ পুলক-রাতি,
শেষদিনে যেন পঞ্চবটীর ঠাকুরে লভিও সাথী।

এসো হে ঠাকুর পরমহংস দেব !

নিঃস্ব করিয়া নিরুপায় মোরে ছাড়িয়া,
নিও না, নিও না সুখের স্বপন কাড়িয়া,
ভীরু এ হৃদয় কাঁপিতেছে শত সরমে,
তোমার স্মৃতি যে আমার মরমে মরমে।
উতলা মনের বেদনা পারি না ঢাকিতে,
ফোঁড়ার মতন বিরহ লেগেছে পাকিতে,

ঘরেতে চিত্ত পারি নাক আর রাখিতে,
বাদলের ধারা ঝর-ঝর নামে আঁখিতে।
বিপুল পুলক দিয়া কেন ফেল শাসনে ;
হে মোর দয়িত ! এসো, এসো হৃদি-আসনে,
দর্শন দিয়া পূরাও প্রাণের বাসনা,
কাঁদিছে পৃথ্বী, কেন তুমি আজ আস না ?
ঘর-বার করি রোজ আমি দ্রুত চরণে,
পারি কি ভুলিতে তোমাকে জীবনে মরণে ?
তব নাম নিয়া আঁখি হ'ল মোর অরুণা,
ভুল ক'রে থাকি, ভুলে গিয়ে করো করুণা।
বড়ো দুর্দ্দিন ! ঈশানে প্রলয় মেঘ,
এসো হে ঠাকুর পরমহংস দেব !

পরিবর্ত্তন ?

দুনিয়ার এই একঘেঁয়ে রীতি পাল্‌টিয়া যদি আসে,
নতুন পুলকে মাতিয়া ঠাকুর ! কে না বল ভালবাসে ?
কিছুদিন তুমি নতুন দুনিয়া কর না ঠাকুর সুরু,
মাষ্টার দিবে "সেলুট্" এবং ছাত্রেরা হবে গুরু।
জিনিষ-পত্র আনিব আমরা,—বিক্রেতা দিবে দাম,
গ্রীষ্মে হঠাৎ শৈত্য আসিবে, শীতকালে হবে ঘাম।
সধবা হঠাৎ হইবে বিধবা, বিধবার হবে স্বামী,
স্বামীদের কত মর্য্যাদা বাড়ে, দেখো অন্তর-যামী !
মধ্যরাত্রে উদিবে সূর্য্য উথলি' প্রমোদ-সিন্ধু,
দুপুর বেলায় মধ্যগগনে উদিবে স্নিগ্ধ ইন্দু।

ট্রেণের মতন হঠাৎ "স্পীডেতে" চলিবে সকল বাড়ী,
অফিস্ যাইয়া হঠাৎ দেখিব বড়বাবু পড়া সাড়ী !
বাবার গোঁফটি খ'সে গিয়ে দেখি উঠেছে মায়ের মুখে,
চমকি' দেখিব কী যে হ'ল হায় ! বাবার রোমশ বুকে।
"হার্ণিয়া" হ'য়ে নারীর পুলক, "সূতিকা"নন্দ হ'য়েছে নর,
মদ্দা পড়িলো ক'নের পোষাক, রমণীরা দেখি সেজেছে বর।
পুরুষ করিছে কাঁদিয়া প্রসব, গর্ভ ধরে না নারী,
রমণীরা হ'ল "ফিল্ড মার্শাল্", পুরুষেরা পড়ে সাড়ী।
ট্রেণ চ'লে যায় সাগর বিদারি', উপরে জাহাজ চলে,
মৎস্যেরা থাকে ঘরবাড়ী করি', মানুষেরা থাকে জলে।
ঘোড়াটি থাকিবে গাড়ীর ভিতর, গাড়ী টানিতেছে লোকে,
এমন মধুর দৃশ্য ঠাকুর ! দেখিতে চাহ না চোখে ?
চিরকাল ধ'রে একঘেঁয়ে এই হ'য়েছে বিশ্ব,—বাসী,
হঠাৎ একটু পরিবর্ত্তনে ফোটে পুলকের হাসি।

অজ্ঞান-বাবু

পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোতে আশৈশব ছিলে ভাসমান,
তোমার শৈশবকালে প্রাচ্য বিদ্যা 'পরে অসম্মান-
বুদ্ধি ছিল ঘরে ঘরে। বিশেষতঃ শাসক ইংরেজ,
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তারা হুহুঙ্কারি' দেখাত কী তেজ !
সে কালের ছেলে তুমি, যেই কালে টোলের সংস্কৃত
পড়িয়া মেধাবী ছাত্র পদে পদে হইত ধিকৃত,
যে কালে বাঙালী ছাত্র নাসিকাটি করিয়া কুঞ্চিত
"বাংলা ? জানি নাক" বলি' গর্ব্ব করি' হ'ত পুলকিত,
স্বদেশের যাহা কিছু তারি পরে ছিল ঘৃণা-দ্বেষ,
তখনো হয় নি সৃষ্টি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস্।

উদ্‌ভ্রান্ত যুবক-দল গণ্য করে গরলে অমিয়,
বিপ্লবের বাণী দেন অধ্যাপক-শ্রেষ্ঠ "ডিরোজিও"।
স্ব-ধর্ম্ম-লাঞ্ছনা করি' যুবকেরা পুলকিত-মন,
প্রকাশ্যে উৎসব করি' মদ্যপান, গো-মাংস-ভক্ষণ।
কালীঘাটে গিয়া বলে,—"ভণ্ডামী এ, নিষ্প্রাণ পুতুল"
পিতা-পিতামহদের প্রকাশ্যেই "বাতুল! বাতুল!"
বলিয়া অবজ্ঞা করা, হিন্দু-ধর্ম্ম-মহিমা নিলীন,
ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গভূমে এলো কি দুর্দ্দিন!
সেইদিনে ৺সাতকড়ি চাটুজ্যের মেধাবী সন্তান,
বিশ্ব-বিদ্যালয়-রত্ন! জ্ঞানানন্দ কী স্বাধীন-প্রাণ,
উপেক্ষিত দেবভাষা-শিক্ষাতরে কী আগ্রহ তব,
উপনিষদের মন্ত্রে, কালিদাসে মেধা অভিনব,
জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে তব ভ্রান্তিহীন জ্ঞানের প্রমাণ
"সন্তোষচন্দ্রে"র হাতে "চারুবালা" ভগ্নী-সম্প্রদান,
তখন ছিলেন নিঃস্ব কপর্দ্দকহীন ভগ্নী-পতি,
রাজৈশ্বর্য্যময় তাঁর ভবিষ্যৎ দেখি' মহামতি
সঙ্কল্প করিলে দৃঢ়, পিতা-সাথে হইল বিচ্ছেদ,
তবু তুমি ছাড় নাই, দৃঢ়-চিত্ত তোমার সে জেদ।
তোমার চরিত্র-মাঝে অনির্ব্বাণ সত্য-বহ্নি জ্বালা
তোমারি মতন তেজী দৃঢ়-চিত্তা ভগ্নী চারুবালা,
রাজভোগে থাকি' কভু বিলাসিতা ভাবেন নি প্রেয়,
"নরাণাং মাতুলঃ ক্রমঃ" তোমার সমস্ত ভাগিনেয়।
নিজের পৌরুষ-স্রোতে আজীবন তুমি ভাসমান,
পত্নীহারা পুত্রহারা করিলেন তোমা ভগবান,
তাহাতে তোমার প্রাণে বিন্দুমাত্র দেখি নাক ক্ষোভ,
ভুলেছো সকল তৃষ্ণা, একমাত্র পরমার্থ-লোভ

চঞ্চল করিছে তোমা, গেরুয়া প'রেছ তুমি তাই,
বয়স অশীতি-তম তবু তব জরা আসে নাই।
ত্যাগ-মূর্ত্তি জ্ঞানানন্দ ! রামকৃষ্ণ-ঠাকুরের কথা,
তোমার মুখেতে শুনি' জাগে বুকে দুর্ব্বিষহ ব্যথা,
স্ব-চক্ষে দেখেছো তুমি ভক্তিমূর্ত্তি অরূপ-রতন,
দেখিতে পেলাম নাক ভাগ্যহীন তোমার মতন।
প্রভাতে মধ্যাহ্নে তুমি গঙ্গাগর্ভে কত সন্তরিয়া
ওপার হইতে আসি' নিষ্পলক চাহিয়া চাহিয়া
কত পরিহাস-গর্ভ আলাপ ক'রেছ সঙ্গে তাঁর,
তোমার মুখেতে শুনি' নব নব চিত্ত-চমৎকার
ঠাকুরের কথামৃত,—"ডুব দিয়ে পে'লি কিছু জ্ঞান ?
এক-ডুবে মেলে না রে কোন-দিন রত্নের সন্ধান"।
প্রতিভার প্রত্যুত্তরে হ'য়েছিলে ঠাকুরের প্রিয়,
তাই ত তোমার পুণ্য-জীবনের গঙ্গা রমণীয় !
জ্ঞানের আনন্দে মাতি' জ্ঞানানন্দ ! বেদান্তের বাঁশী,
বাজাইছ নিশিদিন, তাই তব সঙ্গ ভালবাসি।
অদ্‌ভুত প্রতিভা তব নব নব উন্মেষ-শালিনী
বার্দ্ধক্য-পীড়িত তবু, কী আশ্চর্য্য বুদ্ধি উদ্‌ভাবিনী !
তোমার সহিত তর্কে কাহারও দেখি না সাহস,
নব নব আবিষ্কারে চিন্তারাজ্যে নব "কলম্বস্‌"।
প্রাচীন ঋষির মত শাস্ত্র-মগ্ন আত্মভোলা প্রাণ,
কী ধারণাবতী মেধা, চলন্ত জীবন্ত "অভিধান !"
ল'ভেছ জীবনে তুমি ভারতীর পূর্ণ আশীর্ব্বাদ,
আত্মার উৎসবে মাতা সার্থক হ'য়েছে তব সাধ,
সার্থক ক'রেছো তব "জ্ঞানানন্দ নাম মহামতি,
গুণমুগ্ধ আত্মা মম পদে তব অর্পিছে প্রণতি।

তোমার যথার্থ রূপ বর্ণি' মম নাহিক শকতি,
অনুভবে পাব তোমা' নাহি নাহি তেমন ভকতি,
তেমন দুর্লভ পুণ্য। হে দক্ষিণেশ্বর মহাধাম!
কৃপা করি' নিবে কি গো অভাজন-জনের প্রণাম?
তোমার পূজার ফুল দেখিয়াছি,—চিনিয়াছি তবু
কী মোহে হইয়া মত্ত পূজা হায়! করি নাই কভু।
রচি নি নৈবেদ্য মোহে, করি নাই তব আরাধনা,
পথে ও প্রান্তরে নিত্য খেলা-ঘরে র'য়েছি উন্মনা।
ধূলার খেলার ভুলে কী অন্ধ আবেগে ছিনু মাতি'
যৌবন-প্রভাত হ'তে কত দিন, কত দীর্ঘ রাতি,
অসংযত চিত্তে নিত্য খেলিয়াছি রূপ-রস-খেলা,
পূজার লগন গেলো, নামি' এলো ভয়ঙ্করী বেলা।
আজিকে ভয়ার্ত্ত চিত্ত আশঙ্কায় হ'য়েছে জর্জ্জর!
কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় যে হ'য়ে আছি হে দক্ষিণেশ্বর!
কেমনে তোমার কৃপা অর্জ্জিব যে ভাবিয়া না পাই,
সারাটি অন্তর ভরি' বাজিতেছে সংশয়-সানাই।
ধমনীর মাঝে আজ পুণ্য তব বহ্নি-শিখা জ্বলে,
অপূর্ব্ব উৎসব তব স্মরি' দুই আঁখি ছল-ছলে।
পঞ্চবটী-তলে তুমি রচিয়াছ প্রেমের নন্দন,
তোমার পদারবিন্দ কোন্ মন্ত্রে করিব বন্দন?
প্রভাতে করি নি পূজা, এখন যে হ'ল অসময়,
পাব কি তোমার কৃপা? শঙ্কা জাগে সারা বক্ষোময়;
জ্ঞানাজ্ঞান-কৃত কত শত শত ত্রুটি আছে জমা,
কৃপালু দক্ষিণেশ্বর! কৃপা করি' করিবে না ক্ষমা?
সময়ে আসি নি ব'লে তুমি দেব! ফিরাইবে মুখ?
তোমাকে করিল তীর্থ যে দেবতা কৃপা-দানোৎসুক

অন্তহীন করুণায় কত মনোমরুভূমি-প্লাবী
কৃপার নির্ঝর ছিলা,—সাক্ষী তার আছেন জাহ্নবী।
সাক্ষী তার চন্দ্র-সূর্য্য, দিবানিশি সাক্ষী পঞ্চবটী,
তাঁহার অপার কৃপা প্রবাদের মত গেছে রটি'।
তিনি রাজ-অধিরাজ মুক্তি-রাজ্যে শ্রীপঞ্চবটীর,
অকপটে কৃপা করি' রঙ্গমঞ্চে গণিকা নটীর
নমঃস্পর্শ স্বীকারিয়া আশীস্ দিলেন হাসিমুখে,
কৃপা-স্নিগ্ধ দৃষ্টি হ'তে অশ্রুধারা ঝ'রেছিল দুখে।
বাঙালীর চিত্তবৃত্তি সেই দিনে ছিলো উদাসিনী,
দুনিয়ার কত পুণ্যে এসেছিলো প্রেম-মন্দাকিনী,
স্বর্গধাম হ'তে ভ্রষ্ট। তরি গেলো কত মর্ত্ত্যবাসী—,
সাক্ষাৎ ঈশ্বরে হেরি' বিশ্বাসিল কত অবিশ্বাসী।
তাঁর পুণ্য কণ্ঠ হ'তে,—"দেখা দে মা! দেখা দে মা!" ডাকে,
ব্রহ্মাণ্ড-প্রসূতি কালী আদ্যাশক্তি পড়িয়া বিপাকে,
শত অনিচ্ছার মাঝে হইলেন চিন্ময়ী,—মৃণ্ময়ী,
করিতে হইল কৃপা। ব্যাকুলতা হ'ল নিত্যজয়ী।
ভক্তাধীন ভগবান্ প্রমাণিতে নিজে মহামায়া,
মায়া-আবেষ্টনী ভেদি' ধরেছিলা মানবীর কায়া;
মানবী-কণ্ঠেতে কথা নিত্যকার সেদিন ঘটনা,
মা ও ছেলের রঙ্গ বঙ্গময় রটিল রটনা।
বিস্মিত স্তম্ভিত সবে অবিশ্বাস্য শুনি' জন-শ্রুতি,
পরখ্ করিতে এলো কত রথী, কত মহারথী
হইল বিভ্রান্ত দৃষ্টি, ম্লান হ'লো তাদের বিজ্ঞান,
ঐশী শকতির কেহ করিতে কি পারে পরিমাণ?
সেই হ'তে দেশে দেশে কিম্বদন্তী এই গেলো রটি',—
জাগ্রত দক্ষিণেশ্বর, ততোধিক শ্রীশ্রীপঞ্চবটী।

ঠাকুরের "কথামৃতে" ধরণীর ঝরে আঁখিনীর,
তীর্থের ভকতি বুকে দলে দলে নর-নারী-ভিড়
বাড়িছে দক্ষিণেশ্বরে। সমবেত কণ্ঠে গাহে জয়,
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদ-রজঃ-পুণ্য-স্পর্শময়
তুমি সে দক্ষিণেশ্বর! অভাজনে করিয়াছ কবি,
তোমার ধূলির গন্ধ বৃন্দাবন-সমান সুরভি।
তোমার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-শতদলে ভ্রমরের মত,
পরিমল আহরিয়া নিয়াছি যে প্রচারের ব্রত,
সেই ব্রত পূর্ণ করো, করো শ্রম সার্থক সফল,
আমার কবিতা পড়ি' ঝরুক্ ভকতি-অশ্রুজল,
জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দুনিয়ার সমস্ত লোকের
নয়ন-কমল হ'তে। পারি যেন দুঃসহ শোকের
সান্ত্বনার বাণী দিতে প্রাণে প্রাণে চন্দন-শীতল,
দুঃখার্ত্ত ধরণী যেন মর্ম্মে মর্ম্মে পায় নব বল,
এই ভক্তি কাব্য-পাঠে,—দাও এই আশীর্ব্বাদ তুমি.
ভক্তি-রসে উর্ব্বরিত করি' দাও মনো-মরুভূমি
ঘরে ঘরে মানুষের। মনুষ্যত্ব করিছে ক্রন্দন,
নিরুপায় ধর্ম্মহারা সুন্দরের করিতে বন্দন
খুঁজিয়া না পায় পথ, তাই পুণ্য কল্পতরু-দিনে,
শ্রদ্ধা-ভক্তি-পরিপূত "রাজা-জী"র সুন্দর ভাষণে,—
ব'লেছেন মহামান্য চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজাগোপাল,
"এইখানে প্রকটিত হ'য়েছেন কালের রাখাল
শ্রীপরমহংসদেব, জয় জয় রামকৃষ্ণ জয়!
এইখানে হ'য়ে গেছে সর্ব্বধর্ম্ম-মহাসমন্বয়,
প্রেম-সিন্ধু-স্রোতে হেথা ভ'রে গেছে মনের অন্দর,
জয়শ্রী দক্ষিণেশ্বর! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-বন্দর!"

ওঁ তৎসৎ,—ওঁ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥